SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

একা

গোলাম মাওলা নঈম

সবা প্রকাশনা
ANIK

ওয়েস্টার্ন

একা

গোলাম মাওলা নঈম

বয়স কম হলেও পশ্চিমের আনাচে-কানাচে কম ঘুরে বেড়ায়নি তরুণ জেমি ট্রেভালিয়ন, কিংবা বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখিও কম হয়নি। কিন্তু বাপের খুনি আর বংশ পরিচয়ের খোঁজে নেমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল ওর। সামান্য সূত্র ধরে ছুটে বেড়াচ্ছে মাইলের পর মাইল, বৈরী পশ্চিমের সব বুনো শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু খুনির দেখা পাবে কি, বরং নিজের প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে উঠল। কালো ফ্রককোট পরা অচেনা ও রহস্যময় কিছু লোক অনুসরণ করছে ওকে, খুন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সিলভারটন থেকে স্পেনিশ পীক্স, জর্জটাউন, ডজ সিটি, ক্যান্সাস, অ্যাবিলিন···যেখানেই যায়, প্রতি পদক্ষেপে আঠার মত পিছু লেগে থাকছে এরা।
ত্যক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত রুখে দাঁড়াল জেমি ট্রেভালিয়ন। অনেক হয়েছে, আর পালানো নয়! এবার পাল্টা গুলি চালাবে··· ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

একা

গোলাম মাওলা নঈম

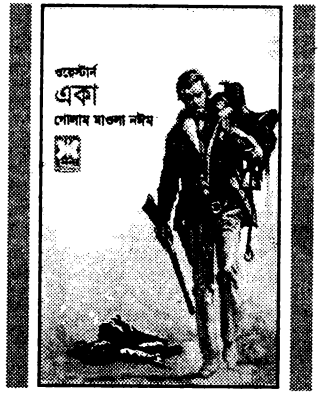

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8322-9

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

EKA
A Western Novel
by Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনী

এক শ' ত্রিশ টাকা

ওয়েস্টার্ন

একা

গোলাম মাওলা নঈম

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

উৎসর্গ:

অন্ধভক্ত, হাজীগঞ্জের

মাহফুজুর রহমান-কে

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিষ্ঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা। **আবু মাহ্‌দী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্নয় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

পুরো শীতকালটা গরুর পালের দেখ-ভাল করে পাহাড়ে কাটিয়ে দিল জেমি ট্রেভালিয়ন, এদিকে শহরে বসে ছেলের মজুরির টাকা আদায় করল ওর বাবা। বসন্তের সূচনায়, বরফ গলে গিয়ে মাটির বুকে কচি ঘাস গজিয়ে উঠতে গরুর পাল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এল জেমি, পল লোগানের করালে পৌঁছল। গরুর দায়িত্ব পলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। চারপেয়ে জন্তুগুলোর *সীটার* হিসাবে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছে ও, আরও করবার ইচ্ছে নেই।

সহজে রাজি হলো না লোগান, বরং লাগাতার আপত্তি জানিয়ে গেল—গরুর দেখ-ভাল করবার জন্যে জেমিকে ভাড়া করেছে সে, জেমির বাবা মধ্যস্থতা করেছিল ব্যাপারটা। এখনও যেহেতু যথেষ্ট বয়স, অর্থাৎ আঠারো হয়নি, বাপের যে-কোন নির্দেশ মানতে ও বাধ্য।

কিন্তু এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করল জেমি। স্পষ্ট জানিয়ে দিল বাপের নির্দেশ মেনেছে এবং গরুর পাল পৌঁছে দেওয়ার পর কার্যত ওর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। মুফতে খাটবে কেন? লোগান যদি মনে করে থাকে জেমিকে নিরুপায় অবস্থায় পেয়ে গেছে এবং অকর্মা বাপের দোহাই দিয়ে মৌখিক চুক্তির বাইরেও খাটিয়ে নেবে ওকে, তা হলে স্রেফ হতাশ হতে হবে তাকে

মুখের উপর লোগানকে মানা করে দিল জেমি, নির্বিকার মুখে নিজের পথে এগোল। পিছন থেকে সমানে চেঁচাতে থাকল পল লোগান, কিন্তু গ্রাহ্য করল না ও।

জেমি জানে বাবাকে কোথায় পাওয়া যাবে। খাওয়া এবং ঘুমানোর সময় ছাড়া সারাক্ষণ শহরে থাকে জন ট্রেভালিয়ন, হুইস্কি ও জুয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের কামানো টাকা নেশার পিছনে খরচ করতে কুণ্ঠাবোধ যদি করেও থাকে কখনও আচরণে তা প্রকাশ করেনি। জেমি জানে জুয়াড়ি হিসাবে অতি সাধারণ ওর বাবা, বড়সড় পট দূরে থাক, কখনও কয়েকশো ডলারও জিততে পারেনি।

তবে তারপরও, ওর পথ খরচা হয়ে যাবে এমন কিছু টাকা নিশ্চয়ই আছে তার কাছে। জেমির বেশি দরকারও নেই, স্রেফ পাঁচ ডলারই যথেষ্ট হবে।

কিন্তু শহরে পা রেখেই আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। জানল মারা গেছে ওর বাবা। শুধু মারাই যায়নি, ইতোমধ্যে তাকে গোরও দেওয়া হয়ে গেছে। কবরের উপর মার্কার লাগানো হয়েছে।

বাবার মৃত্যুর খবরে একেবারে নিঃস্ব, অসহায় এবং নিঃসঙ্গ মনে হলো ওর নিজেকে। চল্লিশ হবে বয়স, ইদানীং দিনের সিংহ ভাগ সময় যার তাসের টেবিলে কেটে যেত তেমন মানুষ হিসাবে যথেষ্ট সুঠামদেহী ছিল। অপমৃত্যু না-হলে এ বয়সে হুট করে কেউ মারা যায় না।

ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা বোধ করল জেমি, কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। মনে স্মৃতির ভিড়—কত কী মনে পড়ছে! এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি মারা গেছে ওর বাবা।

শহরে বেশিরভাগ লোকই আগন্তুক হলেও স্থানীয়দের অনেকে পরিচিত। জনকে চিনত এমন একজনের কাছে চলে গেল জেমি।

'অযথা ঘোরাঘুরি করে মূল্যবান সময় নষ্ট করছ, বাছা!' গম্ভীর মুখে পরামর্শ দিল লোকটা। 'তোমার জায়গায় থাকলে এতক্ষণে আমি তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাতাম। বাবা মরে যাওয়ার পর এ শহরে তোমার জন্যে আছে-টা কী? আমি তো থাকবার মতো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'বাবা কীভাবে মারা গেল? সুস্থ, সবল মানুষ···আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এর কোন ব্যাখ্যা বা কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এভাবেই মানুষ মারা যায়, সান। হঠাৎ। একদিন মারা যাবে সবাই জানে, কিন্তু কেউই মনে করে না শিগ্‌গিরই সময় এসে যাবে। আজীবন বেঁচে থাকবার ইচ্ছে কার না আছে! ···হতচ্ছাড়া এ শহর ছেড়ে চলে যাও, সান। শুনেছি টেরিটরির পশ্চিম অংশে বহু খনিতে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে, গেলেই কাজ পেয়ে যাবে।'

'বাবা কীভাবে মারা গেল?' একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল জেমি।

'ইয়ে···যা শুনেছি আত্মহত্যা করেছে ও। লাশটা আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে জজ মিলস দেখেছে। ওর কাছেই শুনেছি জন নাকি কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিয়েছিল। সম্ভবত বিস্তর টাকা খুইয়েছিল জুয়ার টেবিলে। জানোই তো, পোকারে কেমন নেশা ছিল ওর।'

'অসম্ভব!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল জেমি। 'জুয়ায় হেরেছে বলে নিজেকে খুন করবে না বাবা। প্রশ্নই আসে না! সারা জীবন ধরে যে-লোক শুধু হেরেই যায়, তার আবার মান-অভিমান বা লজ্জা কীসের? হিসাব করলে দেখা যাবে জীবনে যা কামাই করেছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি জুয়া খেলে খুইয়েছে বাবা।'

'যাই ঘটুক, তুমি চলে যাও, বাছা। কঠিন কিছু লোক রয়েছে শহরে। বাচ্চা একটা ছেলে আশপাশে ছোঁকছোঁক করতে থাকলে

নিশ্চয়ই খেপে যাবে ওরা।'

কথাটা যৌক্তিক মনে হলো না জেমির কাছে। কারণও আছে। বয়স কম হলেও কঠিন লোক কম দেখেনি, বরং প্রায় সারা জীবন বৈরী পরিবেশে নিষ্ঠুর ও কাটখোট্টা চরিত্রের মানুষের সান্নিধ্যে কেটেছে ওর, বিশেষ করে মা-র মৃত্যু এবং একমাত্র ভাই, বোল্ট নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর; পশ্চিমের আনাচে-কানাচে, নানা ক্যাম্পে ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা। কিশোর জেমিকে নিয়ে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছিল জন ট্রেভালিয়ন, কিন্তু জুয়ার নেশার কারণে কোথাও সুবিধা করতে পারেনি। ভাগ্যের উন্নয়ন হয়নি কখনও।

এখন, বাবার অকালমৃত্যুতে পুরো নিঃসঙ্গ ও স্বজনহীন হয়ে গেছে ও।

বাবার সঙ্গে যে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল তা নয়, কিন্তু জন্মদাতা বলে কথা। খোশগল্প দূরে থাক, বেশিরভাগ সময় স্বাভাবিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত ওদের আলাপ। *হ্যালো, গুডবাই* ছাড়িয়ে কখনও কখনও জেমির কাছে নগদ কত টাকা আছে জানতে চাইত ওর বাবা। পারস্পরিক যোগাযোগ যত কমই থাকুক, সবকিছুর পরও, সে ওর বাবা এবং তাকে মনে-প্রাণে ভালবাসত জেমি; যদিও ওই শব্দটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে লজ্জা পেত দু'জনেই। মোদ্দা কথা হচ্ছে, সুস্থির বা মাতাল যাই থাকুক, জেমির প্রতি কখনোই স্নেহ কিংবা মমতার ঘাটতি ছিল না ওর বাবার।

বোল্ট ওর সৎভাই। বছর দশেকের বড়। প্রায় ছয়-সাত বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। জেমির বাবার ধারণা ছিল পুরোপুরি বখে গেছে বোল্ট এবং এদ্দিনে আউটল ট্রেইলের বাসিন্দা হয়ে গেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান জেমি; বরং ওর কাছে উল্টোটাই মনে হয়েছে সবসময়। আগাগোড়া ফুর্তিবাজ,

রোমাঞ্চপ্রিয়, আমুদে ও হাসি-খুশি তরুণ ছিল লেন্স, তবে সময়ে সময়ে বেপরোয়া ও কলহপ্রিয় হয়ে উঠত। কখনও কেউ ওর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পার পায়নি। একগুঁয়ে ও নিষ্ঠুর বলে বদনাম ছিল ওর, কিন্তু মুখ বুজে অন্যায়ও সইত না, এমনকী সেটার ভুক্তভোগী অন্য কেউ হলেও। কখনও কখনও রীতিমতো উদ্ধত ও দুঃসাহসী হয়ে উঠত। এমন প্রাণচঞ্চল একজন তরুণের চরিত্রে সময়ের আবর্তে আউটল হয়ে যাওয়ার মালমশলা থাকলেও থাকতে পারে, বিশেষ করে যেহেতু বৈরী পশ্চিমে বসবাস, যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে চুল পরিমাণ ব্যবধান বিদ্যমান; কিন্তু জেমি তা বিশ্বাস করে না। বরং ওর বদ্ধমূল ধারণা বখে গেলেও বোল্ট কখনোই পুরোদস্তুর আউটলয়ে পরিণত হবে না।

পেটে ছুঁচোর কেত্তন চলছে। যাই করুক, আগে পেটপূজা সেরে নিতে হবে। *বন টন* রেস্তোরাঁ শহরের অন্য প্রান্তে, মূল রাস্তা ধরে উত্তরে এগিয়ে গেলে কয়েক ব্লক দূরে। শেষ কবে যে পেট ভরে খেয়েছে মনে নেই ওর, প্রায় প্রতি বেলা সামান্য খেয়ে দিনাতিপাত করেছে পাহাড়ে থাকবার সময়। পেটের কাহিল দশা, পাকস্থলি ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করেছে খাদ্যনালী নামক অঙ্গটা বোধহয় কেটে দেওয়া হয়েছে।

জীবন কত বিচিত্র, নিখাদ কষ্টের সঙ্গে ভাবল জেমি, বাপকে হারানোর প্রবল শোকের মধ্যেও পেট নিয়ে ভাবতে হচ্ছে!

বন টনে ঢুকল ও, খালি দেখে এক টেবিলে বসে খাবারের ফরমাশ দিল। প্রশান্তির সঙ্গে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল, এ কারণে যে কিছু পেনি খরচ করলে মোটামুটি পেট ভরে খাওয়া সম্ভব হচ্ছে। আকাল শুরু হয়নি এখনও।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত বাবাকে নিয়ে চিন্তা করবার ফুরসত হয়নি ওর। ছেলেবেলায় যাই থাকুক, কিন্তু গত

কয়েক বছরে বাবার সঙ্গে ওর দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল, বাপ-ছেলের মতো স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল না বললে চলে; মামুলি কথাবার্তা হতো মাঝে মধ্যে। তবে জেমি বিশ্বাস করে আদপে আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিল না দু'জনের মধ্যে, অদৃশ্য এক মায়া সবসময়ই কাজ করত। প্রকাশ ছিল না, কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। স্রেফ ছায়ার মতো বাস করা মানুষটার মৃত্যু অতল গহ্বরে ফেলে দিয়েছে ওকে, বুকে অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, নিজেকে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। সত্যিই তো, সারা দুনিয়ায় আর কেই-বা আছে ওর!

জন ট্রেভালিয়নকে একজন ব্যর্থ মানুষ বললে অত্যুক্তি হবে না। এক হিসাবে দুর্ভাগাও বলা যাবে। ভাগ্যের সহায়তা কখনও পায়নি সে। বিরূপ পরিস্থিতি সামলে দু'বার ছোটখাট বাথান গড়ে তুলেছিল। প্রথমবার বসতি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—মা তখনও বেঁচে; পরিস্থিতি এমন ছিল যে হয় পালাও নয়তো লড়াই করো—এ অবস্থায় সরে পড়াই যৌক্তিক মনে হয়েছিল জেমির মা-র কাছে, তাই জন ট্রেভালিয়নকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করিয়েছিল সরে পড়তে। সংঘাতে জড়িয়ে বিধবা হতে চায়নি।

দ্বিতীয়বার কোমাঞ্চিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেল ওরা। গরু-ঘোড়া সবই চুরি করে নিয়ে গেল ইণ্ডিয়ানরা, বার্ন ও ওয়্যাগন পুড়িয়ে দিল। কার্যত র‍্যাঞ্চ হাউস ছাড়া কিছুই থাকল না। আর তৃতীয়বারে জন যখন গুছিয়ে উঠল, তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ল জেমির মা। তাকে সুস্থ করতে চেষ্টার ত্রুটি করল না জন, কিন্তু কোন কিছুতে কাজ হলো না। মিসেস ট্রেভালিয়ন ভুগতে ভুগতে পরপারের যাত্রী হলো, এবং পথের ফকির বানিয়ে দিয়ে গেল জন ট্রেভালিয়নকে।

তারপর থেকে আমূল বদলে গেল জনের জীবন। পোকার ও

হুইস্কির উপর আসক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এখানেও ব্যর্থতা নিয়মিত সঙ্গী হলো তার। প্রায় কখনোই ভাল তাস পেত না।

পাশের টেবিলে উত্তেজিত স্বরে আলাপ করছে লোকজন। একজন বলছে: 'জীবনেও এমন ঘটনা দেখিনি, তাজ্জব ব্যাপার! শেষ দানে ঘটল আসল ঘটনা। পকেটের সব টাকা দেওয়ার পরও যখন আর একটা পেনিও নেই, সিক্সশূটার বের করল ও। মিনিট খানেকের জন্যে একেবারে বেকুব বনে গেল সবাই, টুঁ শব্দ করল না কেউ। তো, শেষে পিস্তলটা টেবিলের মাঝখানে নামিয়ে রাখল ও, বলল: "এটার দাম অন্তত বিশ ডলার হবে। বিশ ডলার রেইজ করলাম আমি।"

'দু'জন খেলায় থাকল। বাকিরা বসে গেল ঝটপট। শেষে, শো ডাউনের পর দেখা গেল ওর হাতে ফুল হাউস! তারপর থেকে খেলার মোড়ই পাল্টে গেল, স্যর! হঠাৎ যেন ভাগ্য ফিরে গেল ওর, ভাল তাস পড়তে থাকল। কারও ভাগ্য একচেটিয়া এমন ভাল যেতে আর কখনও দেখিনি! যেমন ভাল তাস পড়ল, তেমনি নির্ভুল খেলে গেল ও, মুহূর্তের জন্যেও ভুল খেলেনি। যদি গভর্নর নিজে খেলতেন, নির্ঘাত পুরো টেবিটরি হেরে বসতেন! ওই এক ঘণ্টায়, জানো কত জিতেছে ও? আমার ধারণা...অন্তত দশ-বারো হাজার ডলার!'

খাবার দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। গরুর মাংস আর বীন। কফির কাপ ভরে দিয়ে গেল। মেয়েটার নাম ন্যান্সি স্টেন্টসন। জেমি বরাবরই বন টনে খায় বলে আগেও দেখা হয়েছে, আলাপটা সাধারণ শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ন্যান্সি লাল-চুলো। পনেরো-ষোলো হবে বয়স। দেখতে বেশ সুশ্রী, যদিও মুখে, বিশেষ করে নাকে ফুটকি দূর হয়নি এখনও।

কফি ঢালতে সামান্য ঝুঁকল ন্যান্সি, জেমি চোখ তুলে তাকাতে

নিচু স্বরে বলল, যেন অন্য কেউ শুনতে না পায়: 'সাবধানে থেকো! খুব সাবধান!'

'ব্যাপার কী?' পাল্টা ফিসফিস করে জানতে চাইল জেমি। 'আমি তো একটা কথাও বলিনি!'

'মুখ না-চালালেও বিপদ ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। শোনো, তোমার জায়গায় থাকলে এখানে এক মুহূর্তও দেরি করতাম না! ঘোড়ার পিঠে চড়ে এখনই শহর ছেড়ে চলে যেতাম, একবারের জন্যেও ফিরে তাকাতাম না! এখানকার কেউ আর আমার চেহারা দেখতে পেত না!'

'কেন? কী করেছি আমি? আশ্চর্য ব্যাপার! গত কয়েক মাসে সিলভারটনের চৌহদ্দিতেও পা রাখিনি, অথচ শহরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আমাকে চলে যেতে বলছে!'

'পরামর্শটা শুনলেই ভাল করবে,' আবারও সতর্ক করল ন্যান্সি, তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ধন্দে পড়ে গেছে জেমি। বহুদিনের চেনা সিলভারটনকে আজ অচেনা মনে হচ্ছে। পল লোগান থেকে শুরু করে প্রায় সবারই আচরণ অদ্ভুত লাগছে। কারও দিকে একটা আঙুল তোলা দূরে থাক, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে তাকায়ওনি, নিজের ধান্ধায় রয়েছে; অথচ ওকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে! সবচেয়ে বড় কথা, মাত্র কয়েক মিনিট আগে বাবার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়েছে, কিন্তু ওকে বিদায় করতে পারলে যেন বাঁচে এরা!

কোন একটা অসঙ্গতি আছে, যেটা ও ধরতে পারছে না?

ভড়কে যায়নি জেমি, বরং সন্দিহান হয়ে পড়েছে। শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা হাস্যকর মনে হচ্ছে ওর কাছে, যৌক্তিক কারণটা না-জানা পর্যন্ত ধারণাটা বিবেচনা করতেও রাজি নয়।

সামনে সুস্বাদু খাবার রেখে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনিশ্চয়তা নিয়ে

মাথা ঘামায় না কেউ। জেমিও তাই করল। নিবিষ্ট মনে খাবার মুখে দিচ্ছে, তবে সতর্ক ও। কফির স্বাদ দারুণ লাগছে। মাংস বা বীন, দুটোই অপূর্ব হয়েছে। কে জানে, হয়তো কয়েক মাস পর বন টনের খাবার মুখে পুরেছে বলে।

কান খাড়া ওর। পাশের টেবিলে পোকার নিয়ে আলোচনা চলছে এখনও।

'ওই সিক্সশূটারই ওর ভাগ্য ঘুরিয়ে দিয়েছে,' বলছে প্রথম লোকটা। 'যেন জাদুমন্ত্র করেছিল। ভাগ্যে বিশ্বাস করো না? এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের ঘটনা শুনেছ কখনও? সারাক্ষণই হারছিল ও, ওই দানে পকেটের শেষ পেনিও টেবিলে দিয়ে ফেলেছিল। আর তারপরই বের করল পিস্তলটা, বিশ ডলার দাম ধার্য করবার পরই তো ঘুরে গেল ওর ভাগ্য। সারা জীবনে এত টাকা দূরে থাক, সামান্য একশো ডলারও জিততে পারেনি ও! আহ্, পিস্তলটা যদি দেখতে। রাজকীয় জিনিস! মুক্তোর হাতল, আর তাতে ক্ষুদ্র দুটো পাখির মূর্তি খোদাই করা! নিজের চোখে...'

মাংস চিবুচ্ছিল জেমি, মুখ ও জিভের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল ওর। আদপে পুরো দেহই স্থির হয়ে গেল। বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ওর বাবার পিস্তলের কথা হচ্ছে। ঝাড়া একটা মিনিট ওভাবে বসে থাকল, তারপর শরীর শিথিল হয়ে এল, চেয়ারের ব্যাক-রেস্টে শরীর এলিয়ে দিল। পাশ ফিরে লোকটির উদ্দেশে জানতে চাইল: 'শুনে তো দারুণ জিনিস মনে হচ্ছে! মুক্তোর হাতলে লাল রঙের পাখি খোদাই করা?'

'বিলকুল! জিনিসটা দেখতে যেমন খাসা, কাজেও তেমনি। যেহেতু ওটা নিয়ে খেলতে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ওর দিকে ফিরে গেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এরপর আর কোন দানই জিততে পারেনি কেউ। পিস্তল...স্রেফ মুক্তোর হাতলের ওই পিস্তলের

কারণে অন্তত দশ হাজার ডলার জিতে গেছে ও!'

'চেনো নাকি লোকটাকে?' জানতে চাইল জেমি, মনে যে-সন্দেহ ধুকপুক করছে, সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে ইচ্ছুক। উত্তেজিত সেই দর্শক মাথা নাড়তে ফের জিজ্ঞেস করল: 'মাঝারি গড়নের মানুষ, গোঁফঅলা?'

'গোঁফ ছিল বটে। তবে মাঝারি গড়নের নয়, বরং বেশ লম্বা ও ছিপছিপে দেহী বলতে হবে ওকে। পরনে ছিল প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট, কালো ফ্রক কোট আর কী!' সরু চোখে জেমিকে দেখল সে। 'চেনো লোকটাকে?'

'পরিচিত মনে হচ্ছে। সৌখিন বা কারুকাজ করা পিস্তলের প্রতি বেশ ঝোঁক আছে আমার, তাই খোঁজখবর রাখি। মুক্তোর হাতলে পাখির মূর্তি খোদাই করা পিস্তলটা নিশ্চয়ই দেখতে ভারী সুন্দর ছিল? সংগ্রহে রাখবার মতো জিনিস। আর সেটা যদি কারও জন্যে সৌভাগ্য নিয়ে আসে, বোধহয় মোটেই অস্বাভাবিক হবে না। কী বলো?'

'শুধু সৌভাগ্য? সৌভাগ্যে ষোলোকলা পূর্ণ একেই বলে! মাত্র এক ঘণ্টায় দশ-বারো হাজার ডলার জিতেছে। তারচেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে, উত্তরে কোথাও বড়সড় একটা আউটফিটও জিতে নিয়েছে ও। একেবারে যেখানে যা আছে তা সহ। ডীডটা নিজের চোখে দেখেছি।

'কারও ভাগ্য এত ভাল যেতে দেখিনি আমি। লোকটা যে খুব পাকা জুয়াড়ি তা নয়, বরং বেশ কয়েকটা ভুলই করেছিল, কিন্তু ওই যে বললাম, ভাগ্য পক্ষে থাকলে কে ঠেকায়? সবসময় সেরা তাস পেতে থাকল এবং একের পর এক দান জিততে থাকল।'

রেস্তোরাঁর অন্য খদ্দেররাও আগ্রহী হয়ে পড়েছে। প্রায় সবাই শুনছে লোকটার কথা। কেউ কেউ সরাসরি তাকিয়ে আছে। কিন্তু

অন্যরা, যারা তাকায়নি অথচ কান খাড়া করে শুনছে ঠিকই।

'লোকটা এত ভাল তাস পাচ্ছিল···চার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যেককে ফতুর করে ছেড়েছে। আমার তো মনে হয় সেদিন দুনিয়ার সব টাকাই জিতে যেত ও, যদি অন্যদের কাছে তা থাকত।'

আলোচনা চলতে থাকল। খাওয়ার ফাঁকে ভাবছে জেমি, তবে কোন সিদ্ধান্তে বা উপসংহারে পৌঁছতে পারেনি। শরীরটা যত দ্রুত চলে ওর, মাথা ঠিক সেভাবে চলে না; যতটা ক্ষিপ্র বা স্বতঃস্ফূর্ত ও, চিন্তা-ভাবনায় ঠিক ততটাই আড়ষ্ট ও শ্লথ। যে-কোন সমস্যায় চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বরং আগে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করে, একাধিক সম্ভাব্য সমাধান চিন্তা করে এবং শেষে, সময় নিয়ে সব যাচাই-বাছাই করে তবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। কেউ কেউ এত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে যায় না, দ্রুত ভাবতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি করে না।

যতটুকু বুঝতে পারছে জেমি, এটা বহু পুরানো ও সাধারণ ঘটনা। এর মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ বা জটিলতা নেই। হঠাৎ করে দশ হাজার ডলার জিতে নিজের চরম সর্বনাশ করে বসেছে সে, লোভী কোন মানুষের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে, কিংবা হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বীদের কারও নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছে। পকেট ভরা ডলার নিয়ে খেলা শেষে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় অন্ধকার থেকে একটা গুলি ছুটে এলে কার কী করবার আছে, এমনকী যদি সে পিস্তলে দক্ষও হয়?

বাবার জন্যে দুঃখ হচ্ছে ওর। তবে নিজের জন্যে যে আরও বেশি দুঃখ হবে, সেটা তখনই বুঝতে পারল না। বোঝা সম্ভবও নয়। কী থেকে কী হয়েছে স্রেফ তাই অনুমান করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এর পরিণতিতে নিকট ভবিষ্যতে ওর নিজের ভাগ্যে কী ঘটবে বা পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়াবে তা আঁচ করবার সাধ্য

বোধহয় কারোই নেই; যেহেতু বাবার মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠবার আগেই সেই মৃত্যুতে নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ ও পাশবিকতার গন্ধ পাচ্ছে; উপরন্তু সিলভারটন শহরের বাতাসে বিপদের পূর্বাভাস–সময় থাকতে প্রাণ বাঁচানোর একাধিক পরামর্শ পেয়ে গেছে।

বাবার জন্যে দুঃখ করা এক অর্থে বোধহয় ঠিক হবে না, তিক্ত মনে ভাবল জেমি। কারণ সারা জীবনে যা করতে পারেনি, মৃত্যুর কিছু সময় আগে পোকারে প্রায় দশ হাজার ডলার এবং একটা স্প্রেড জিতে নিয়েছিল সে। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়? জন ট্রেভালিয়ন তার সারা জীবনে পোকারে সাকল্যে একশো ডলার জিতেছে কি-না সন্দেহ!

এমন একচেটিয়া সৌভাগ্য কারও দেখা যায় না, প্রায় অসম্ভব বলা চলে; সেক্ষেত্রে জেমির বাবাকে সৌভাগ্যবানই বলতে হবে, যেহেতু জয়ী বেশে মৃত্যুবরণ করেছে। যদিও কেউ আশা করেনি ওর বাবা জিততে পারে, বিশেষ করে এভাবে; কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছে। দশ হাজার ডলার জিতে, আজ যদি বেঁচে থাকত, নির্ঘাত ওই টাকা আগামী কয়েকদিনে জুয়ার টেবিলেই খুইয়ে বসত। এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই জেমির। বাবাকে খুব ভাল করে চিনত।

তাই, ভাগ্যবান জয়ীর বেশে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে জন ট্রেভালিয়ন–ব্যাপারটা সান্ত্বনার হতে পারে।

কিন্তু মাথায় গুলি খেয়ে মৃত্যু? এটাকেও সৌভাগ্য বলা যায় না নিশ্চয়ই? পরিচিত একজন জানিয়েছে আত্মহত্যা করেছে ওর বাবা, যা সব অর্থেই অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর। দশ হাজার ডলার জিতে কেউ আত্মহত্যা করে না। জন ট্রেভালিয়ন তো নয়ই। চরম হতাশা ও দুর্ভাগ্যের সময়েও যে অবিচল ছিল, পোকারে প্রতিদিন হেরেও গ্রাহ্য করত না, তার পক্ষে বিস্তর টাকা জিতে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া অস্বাভাবিক বৈকি। তা ছাড়া, বাপকে চিনত ও,

জানত পোকারের ওই দুর্বলতা ছাড়া বাকি যে-কোন ব্যাপারে জন ট্রেভালিয়ন যথেষ্ট দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ ছিল।

সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় বেঘোরে মারা পড়েছে সে। কেউ একজন খুন করেছে তাকে।

কার বুলেটে মৃত্যু হলো? ট্রিগার টেনেছিল কে?

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর সময় কি বাবার সঙ্গে সব টাকাই ছিল? ওগুলো যদি বেহাত না-হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই করোনারের কাছে আছে?

লোকজন কেন ওকে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে তার নেপথ্যের কারণটা এবার ধরতে পারছে জেমি। ওর মঙ্গল কামনা করছে সবাই, চায় না বাপের মতো একইভাবে অপঘাতে মৃত্যু হোক জেমির, কিংবা অন্য কারও। জন ট্রেভালিয়নের মৃত্যু-রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে নির্ঘাত সংঘর্ষ বাধবে এবং তাতে দুই পক্ষের যে-কেউ খুন হয়ে যেতে পারে। এর রেশ ধরে শহরবাসীও যদি জড়িয়ে পড়ে, একটুও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো এক-দেড় গণ্ডা লাশই গোর দিতে হবে।

কিন্তু জেমি শহর ছেড়ে চলে গেলে সংঘাত ও হানাহানির কোন সম্ভাবনা থাকে না।

'ওই লোকের ব্যাপারে আর কিছু জানো নাকি?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল জেমি। মনে মনে হিসাব কষছে। ঘটনার পুরো চিত্র কল্পনা করল, আলগা কয়েকটা সুতো রয়ে যাচ্ছে, যা ওকে জোড়া লাগাতে হবে। 'দশ হাজার ডলার জিতে কোথায় গেল সে...'

'খেলা শেষ হওয়ার পর দুই পেগ গিলল লোকটা, যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না নিজের সৌভাগ্যকে। মুখ গম্ভীর হলেও ভিতরে ভিতরে খুব সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল ওকে। বারকীপের সঙ্গে গল্প করল কিছুক্ষণ, তারপর এখানে এসে রাতের খাবার খেল। জানোই তো,

বেশ রাতেও খোলা থাকে বন টন?'

'তারপর কী হলো, জানো?'

তখনই উত্তর দিল না লোকটা, গোগ্রাসে খাবার গিলছে। তবে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়াই যেন বেশি উপভোগ করছে, ইচ্ছে করে সময়ক্ষেপণ করছে। 'কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, বন টন থেকে বেরিয়ে কোথায় গেল লোকটা। আমি অবশ্য এখানে ছিলাম না, তবে যা শুনেছি—ওর বাড়ি ছিল শহরের দক্ষিণ মাথায়। সম্ভবত ওদিকেই যাচ্ছিল।

'বড়জোর বিশ-ত্রিশ ফুট গেছে, তখনই একটা গুলির শব্দ হলো। বেশ রাত বলে রাস্তায় লোকজন ছিল না। সেলুন থেকে দৌড়ে বের হলাম আমরা, গিয়ে দেখি রাস্তায় পড়ে আছে সে। ধারে-কাছে কাউকে দেখলাম না। এক ভবঘুরে ছাড়া কেউ কিছু বলতেও পারল না। অগত্যা লোকজন ধরাধরি করে ওকে নিয়ে গেল জজ মিলসের অফিসে। সেই তো এখানকার করোনার, তাই না? সিলভারটনে যেহেতু এখন কোন মার্শাল নেই, কী একটা কাজে কাউন্টিতে গেছে, লাশের সৎকার ও অন্য আনুষ্ঠানিকতা সারবার কাজ জজের উপর বর্তে গেল। শুনেছি দুপুরের আগেই লাশ গোরও দিয়ে ফেলেছে জজ।'

'লাশটা দেখেছ তুমি?' জেমির প্রশ্ন। 'কী মনে হয়, ছিনতাই করতে ওকে খুন করা হয়েছে?'

'পিছন থেকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। ক্ষতের সাইজ দেখে যা বুঝেছি গুলিটা বেশ দূর থেকে করা হয়েছে। সম্ভবত রাইফেল ব্যবহার করেছে খুনি। জানি না খুনির কী উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমি যা বুঝেছি,' নিচু হয়ে গেল লোকটার কণ্ঠ, বোঝা গেল সবাইকে নিজের মতামত জানতে দিতে রাজি নয়। 'অন্য কোন কারণে খুন হয়েছে ট্রেভালিয়ন। পূর্বশত্রুতার জের হতে পারে। তবে পোকারে

জিতে নেওয়া টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে যদি কারও থেকেও থাকে, সফল হয়নি সে, কারণ গুলি হওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। লাশের কাছাকাছি কাউকে দেখিনি। খুনি অন্তত পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গুলি করেছে, ওই দূরত্ব পেরিয়ে লাশের কাছে যাওয়ার আগেই সেলুন থেকে বেরিয়ে গেছি আমরা। পোর্চে গিয়ে দাঁড়াতে লাশ দেখা যাচ্ছিল।

'আরও একটা ব্যাপার···বন টনের পাশে যে স্টেবল আছে, ওটার পোর্চে বসে ছিল এক ভবঘুরে। পুরো ঘটনা দেখেছে সে। ওর বর্ণনা অনুযায়ী প্রায় মাঝ রাতে বন টন থেকে বেরিয়ে ওদিকে হেঁটে যাচ্ছিল এক লোক, আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সে এবং পরপরই গুলির শব্দ হয়। সেলুন বা বন টন থেকে বের হওয়া লোকজনের আগে লাশের কাছে যায়নি কেউ।'

কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়ে আসছে। লোকটা সম্ভবত বাড়িয়ে বলেনি। তার কথায় যা বোঝা যাচ্ছেঃ মৃত্যুর সময় ওর বাবার সঙ্গে ছিল পোকারে জিতে নেওয়া টাকা, যদি না বারকীপ বা বন টন রেস্তোরাঁয় পরিচিত কারও কাছে হেফাযত রেখে থাকে। যদি তাই হয়, আর কেউ না জানুক জজ মিলস অবশ্যই টাকার হদিশ জানে। করোনার হিসাবে লাশ পরীক্ষা ও সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা সেই করে।

সেলুনের সেই বারকীপের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অন্তত খোঁজ নিতে তো অসুবিধা নেই, ভাবল জেমি। 'পরে কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে, ফ্রেণ্ড?' জানতে চাইল ও।

'কেন?'

'আমি জন ট্রেভালিয়নের ছেলে।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে ওকে দেখল লোকটা, তারপর স্মিত হাসল। 'আচ্ছা! আমি ডার্বি নিকোলস। রেলরোডের ফোরম্যান। ডুরাঙ্গো

থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে দুই মাস আগে। লাইনে কিছু সমস্যা হয়েছিল, আমি ওটা দেখতে এসেছি। আরও দু'দিন থাকব এখানে, তবে সবসময় আমাকে ডুরাঙ্গোয় পাবে। প্রয়োজন হলে রেলরোড অফিসে তার করে দিয়ো।'

ডার্বি নিকোলসকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল জেমি। বিল মিটিয়ে বন টন থেকে বেরিয়ে এল। বাবা কোন্ সেলুনে আড্ডা দিত জানা আছে ওর, বারকীপও পরিচিত। সেখানে গিয়ে ঢুকল। মিনিট পাঁচ আলাপ করে নিশ্চিত হয়ে গেল আগের রাতের ঘটনা সম্পর্কে। এখানে কারও কাছে টাকা জমা রাখেনি ওর বাবা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দু'দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালাল। জজ টেণ্ডি মিলসের অফিসটা বন টনের উল্টোদিকে। শুধু আইনজ্ঞই নয় সে, কাউন্টি-করোনার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে।

হোটেলের নীচতলায় মিলসের অফিস। পোর্চে আরামদায়ক চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে ছিল সে, ঠোঁটে ঝুলছে সুগন্ধী একটা সিগার। রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তা ধরে জেমিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল সে, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল।

নিজের করুণ দশা দেখতে না-পেলেও পূর্ণ সচেতন জেমি। রোববারের আনুষ্ঠানিক পোশাক নেই পরনে, মুখেও টানা পরিশ্রম ও ক্লান্তির ছাপ। যে-কয়টা কাপড় আছে ওর, সবই পরে ফেলেছে গত কয়েকদিনে। পরিচ্ছন্ন কাপড় নেই। কম্বল ফুটো করে পঞ্চোর মতো ব্যবহার করছে।

মলিন পোশাকে করুণ ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। দেখাবে না কেন? পুরো শীতটা পাহাড়ে একা কাটিয়েছে। ক্ষৌরি করেনি, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। বয়স কম বলে এখনও ঘন হয়নি, তবে কয়েক মাস ছুরি-কাঁচি না-চালানোয় খুব অবিন্যস্ত দেখাচ্ছে ওগুলো; চুল ঘাড়ের উপর লুটাচ্ছে। এমন মানুষকে অনায়াসে

ভবঘুরে বা পথের ফকির বলা যাবে, বিশেষ করে জজ মিলসের মতো অভিজাত মানুষের দৃষ্টিতে।

'জজ মিলস,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল জেমি। 'তুমি আমার বাবার শেষকৃত্য সেরেছ। বাবার রেখে যাওয়া জিনিসপত্র নিতে এসেছি আমি।'

ঠায় বসে থাকল জজ। এক চুলও নড়ল না, এমনকী সিগারও পাফ করেনি, যদিও ওটা দুই ঠোঁটের ফাঁকে ধরা রয়েছে। শেষে, দু'বার চোখ পিটপিট করল সে, ঠোঁট থেকে সিগার সরিয়ে অবাক স্বরে বলল: 'আচ্ছা! তুমি তা হলে ট্রেভালিয়নের ছেলে? যা চেহারা-সুরত, *বাপ কা ব্যাটাই* মনে হচ্ছে...' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল, তবে এত নিচু নয় যে জেমি শুনতে পাবে না, বরং যেন ইচ্ছে করে কথাটা ওকে শুনিয়ে দিল জজ। তার কণ্ঠের ভর্ৎসনা বা তাচ্ছিল্য স্পষ্ট।

'নিশ্চয়ই জানো, তেমন কিছুই ছিল না তোমার বাবার?' বলে গেল জজ। 'আসলে কে না জানে! গেল বছরটা শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিয়েছে জন, বলতে গেলে কোন কাজই করেনি। উঁহুঁ, একটু ভুল হলো। কাজ একটাই করেছে, যেটা কি-না খুব ভাল জানত সে। পোকার খেলে সব খোয়ানো। মাঝে মধ্যে এমনও হয়েছে খেলা শেষে সাপার খাওয়ার টাকাও থাকত না ওর কাছে।

'মৃত্যুর সময় ওর কাছে সাকল্যে ছিল তিন ডলার ছয় সেন্ট। বোঝ তা হলে অবস্থা! নিজ খরচে ওর শেষকৃত্য করেছি আমরা। সম্পত্তি বলতে ওই সামান্য ক'টা টাকা ছাড়া সোনার একটা ঘড়ি আর একজোড়া সিক্সশ্যুটার ছিল ওর কাছে। পিস্তলের একটা ছিল কোমরে গুঁজে রাখা, অন্যটা হোলস্টারে।' প্রকাণ্ড শরীরে ঝাঁকি তুলে সিধে হলো জজ, নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তাকাল জেমির উদ্দেশে। 'এসো, নিয়ে যাও তোমার বাপের সাধের জিনিসপত্র! ওগুলো

বুঝিয়ে দিতে পারলে ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জজ, জেমির আগে আগে এগোল।

বিশালদেহী মানুষ টেণ্ডি মিলস। দোহারা বলা যায়। ছয় ফুট ছাড়িয়ে কয়েক ইঞ্চি হবে লম্বায়। লোকে তাকে "ভুঁড়িঅলা দৈত্য" বলে ডাকে। নামটা দ্বৈত অর্থেই সার্থক। ভুঁড়ি আছে বটে, তবে দৈত্যের মতোই বিশালদেহী আর শক্তিশালী মানুষ জজ। হাঁটা বা চলাফেরায় সামর্থ্যের আভাস সুস্পষ্ট। প্রত্যয়ী। বিস্ময়কর ব্যাপার, সারা দেহে চর্বি বলতে শুধু পেটে; অন্য কোথাও এক ছটাক চর্বিও নেই। সবল বাহুতে কিলবিল করে পেশি।

জজের সঙ্গে তেমন জানাশোনা নেই জেমির, থাকলেও যে খুব পাত্তা পেত তা নয়। মিলসের চোখে স্রেফ ইঁচড়েপাকা এক তরুণ ও বা অমন কিছু। নিতান্ত মামুলি বা সাধারণ, অনভিজ্ঞ এক ছোঁড়াকে গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে?

অফিসে ঢুকে কোণের এক টেবিলের দিকে ইশারা করল জজ।

মোটামুটি গোছানো কামরা। রোল-টপ ডেস্ক, প্রকাণ্ড আয়রন সেফ, পেতলের পিকদানি আর জজের দেখানো টেবিলটা ছাড়াও সুদৃশ্য গদিমোড়া চেয়ার রয়েছে। দেয়ালে ঝুলছে চমৎকার কিছু ছবি। টেবিলের উপর পড়ে আছে জন ট্রেভালিয়নের পিস্তল দুটো: একটা গানবেল্ট সহ হোলস্টারে, অন্যটা পাশে। ঠিক পাশে জীর্ণ, রঙ ঝলসে যাওয়া কালো হ্যাট।

ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল জজ টেণ্ডি মিলস। ড্রয়ার খুলে তিন ডলার ও ছয় সেণ্ট সহ একটা সোনার ঘড়ি বের করে এগিয়ে দিল। 'এই যে, তোমার জিনিসপত্র। এগুলো নিয়ে কেটে পড়ো। আর শহরমুখো না-হলেই বাঁচি! তাড়াতাড়ি করো, অন্য কাজ আছে আমার।'

গানবেল্ট তুলে নিয়ে মুহূর্ত খানেক ইতস্তত করল জেমি, তারপর কোমরে জড়িয়ে নিল। অস্বস্তি বোধ করা দূরে থাক, বরং একেবারে স্বাভাবিক লাগল; শরীরের সঙ্গে মানিয়ে গেছে যেন। টাকা ও ঘড়িটা পকেটস্থ করে বাবার কালো হ্যাটটা মাথায় চাপাল, নিজেরটা হাতে রেখে দিল। সত্যি কথা হচ্ছে ওর নিজেরটার দশা আরও জীর্ণ ও বেহাল।

দ্বিতীয় পিস্তলটা তুলে নিয়ে সিলিণ্ডার ঘুরাল। পুরোপুরি লোড করা। বাবা সম্পর্কে জানে ও, অস্ত্রের ব্যাপারে সবসময়ই সতর্ক ছিল জন ট্রেভালিয়ন। নিজের যত্নে অনীহা থাকলেও পিস্তল কিংবা রাইফেল ঝকঝকে রাখতে কখনও ভুল করত না, এমনকী পাঁড় মাতাল অবস্থায়ও।

দুটো পিস্তলই খুব ভাল অবস্থায় আছে, যদিও বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি।

'জজ?' অসাবধানতাবশত যেন, পিস্তলটা তুলে জজের দিকে নিশানা করল জেমি, ট্রিগার ছুঁয়েছে আঙুল। 'তুমি বোধহয় একটু ভুলোমনা? অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। অবশ্য তোমার যা ব্যস্ততা, এটাই স্বাভাবিক। ধরে নিচ্ছি নানা কাজের ঝামেলায় বেমালুম ভুলে বসে আছ।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল জজ, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনিতে তাকাল। দৃষ্টি সরিয়ে জেমির হাতের পিস্তলটা দেখল কিছুক্ষণ, তারপর আবার ওর মুখে ফিরে এল।

সতেরো হতে পারে জেমির বয়স, কিন্তু যথেষ্ট পরিণত ও। বাবার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেছে, প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশেছে। জজ মিলসকে ভালমানুষ মনে হয়নি ওর।

'কী ভুলে গেছি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল জজ, চোখে বিদ্বেষ ফুটে

উঠেছে। সতেরো বছরের এক তরুণ এভাবে পিস্তল উঁচিয়ে ধরবে বা এমন স্বরে কথা বললে তার মতো অভিজাত লোকের নিশ্চয়ই ভাল লাগবার কথা নয়।

'টাকার ব্যাপারটা? গতরাতে পোকার খেলে প্রচুর নগদ টাকা জিতেছে বাবা। শুধু টাকাই নয়, একটা র‍্যাঞ্চও জিতেছে। আর এর পরপরই মারা গেছে। টেবিলে তো টাকা বা সম্পত্তির কোন কাগজ দেখতে পাচ্ছি না।'

'তাই নাকি? দেখো, বাছা, কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে ভুল খবর দিয়েছে। আমার তো মনে হয়...'

'মিস্টার মিলস,' শান্ত কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে জজকে থামিয়ে দিল জেমি, কড়া চোখে তাকিয়ে আছে। 'আমার ধৈর্য কম, পিস্তল থেকে যে-কোন মুহূর্তে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। এমনিতেই মেজাজ-মর্জি ভাল নেই। যদ্দূর জানি তুমিও অল্প বয়সে বাপকে হারিয়েছ। মনে করে দেখো তো, তাকে হারিয়ে কেমন লেগেছিল তোমার?

'না, জজ, ভুল খবর পাইনি আমি। যদি বলো বিশ-ত্রিশজন সাক্ষী জোগাড় করতে পারব, যারা গতরাতে সেই খেলা স্বচক্ষে দেখেছে। এমন খবর চেপে রাখা যায় না, এতক্ষণে বোধহয় পুরো এলাকায় চাউর হয়ে গেছে। এ শহরে অচেনা লোকজনও কম দেখলাম না। এরাও কিন্তু খেলাটা দেখেছে বা খবর শুনেছে। শুধু এ নিয়ে কথা বলছে সবাই। এখন, জজ, সবে অনাথ হয়ে যাওয়া একটা ছেলের এক পেনিও যদি তুমি মেরে দেওয়ার ধান্ধা করো, আমার তো মনে হয় এসব অচেনা লোক দড়ি নিয়ে তোমাকে পাকড়াও করতে ছুটবে। ওরা কিন্তু একটুও ভয় পায় না তোমাকে, কিংবা কারও পরোয়াও করে না।

'আরও একটা ব্যাপার এখন বুঝতে পারছি। গরুর পালের

দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে খুব উৎসুক মনে হচ্ছিল তখন পল লোগানকে। নিশ্চয়ই তুমি ওকে বলেছ সম্ভব হলে আমাকে যেন ব্যস্ত রাখে, এদিকে সবকিছু যাতে গুছিয়ে নিতে পারো। বাবার লাশ গোর দিতেও মনে হয় দেরি করোনি, হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে উঠলে যে? যদ্দূর মনে পড়ে, গত দুই বছরে করোনার হিসাবে তোমার ভূমিকার সমালোচনা করে আসছে শহরের লোকজন।'

চালচুলোহীন একটা ছেলের হাতে এত টাকা তুলে দেওয়ার ইচ্ছে বোধহয় ছিল না জজের, কিন্তু এখন সেটা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। অনুভূতিটা তার মতো মানুষের জন্যে একাধারে অপ্রিয় ও চরম হতাশার। পরিস্থিতিও পছন্দ করতে পারছে না। নাক টিপলে দুধ বেরোবে এমন ছেলের পিস্তলের মুখে পড়েছে, তাও নিজের অফিসে!

এতগুলো টাকা! লোভ সামলানো কঠিন। একসঙ্গে এত টাকা কখনও দেখেওনি জজ টেণ্ডি মিলস। মুফতে কামাই। ভেবেছিল চোটপাট দেখিয়ে খেদিয়ে দেবে তরুণ জেমিকে, কিন্তু বেকায়দায় পড়ে গেছে নিজেই। উভয় সঙ্কট! নগদ টাকার লোভ সামলাতে পারছে না, আবার বিপদের ভয়ও অগ্রাহ্য করতে পারছে না।

নিষ্কম্প হাতে পিস্তল ধরে রেখেছে, ট্রিগারে আঙুল নিশপিশ করছে ছেলেটার, শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল জজ মিলস। সামান্য এদিক-ওদিক হলে নির্দ্বিধায় ট্রিগার টিপে দেবে ছেলেটা। বেয়াড়া হিসাবে এলাকায় বদনাম আছে তার। একরোখাও। তবে সচরাচর নিরীহ ও নির্বিরোধী বলে ধরে নিয়েছিল একে ধাপ্পা দিয়ে বিদায় করা যাবে এবং পুরো টাকা লোপাট করা সম্ভব হবে।

'সাবধান, বাছা!' সতর্ক সুরে বলল জজ। 'ট্রিগার টেনেছ তো ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমায়!'

'চোর বা জোচ্চোরকে গুলি করলে ফাঁসি হয় বলে কখনও

শুনিনি তো!'

লাল হয়ে গেল জজের মুখ। প্রথমে অপমানে, তারপর রাগে। চাহনি বুনো হয়ে উঠেছে। তবে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ধূর্ত জজ। 'দেখো, বাছা, অযথা মাথা গরম কোরো না। এই যে, এখানে এসে বসো তো। ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথা শোনো!'

জবাবে পিস্তল নাড়ল জেমি, জজের বুক বরাবর নিশানা স্থির হলো। 'তোমার সঙ্গে খোশগল্প করবার কিছু নেই। আমার সন্দেহ বা ধারণাকে সহজে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারো। স্রেফ টাকা এবং জমির ডীড দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়! আর তুমি যদি কোর্টে ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চাও, বেশ তো, আমারও অমত নেই। সেক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত টাকা আর ডীড ওই সেলুনে জমা রাখতে হবে, যেখানে পোকার খেলেছিল বাবা।'

গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে জজ মিলস। জেমির বিকল্প প্রস্তাবেও আশাহত হতে হবে। কঠিন প্রকৃতির পোড়খাওয়া পশ্চিমা মানুষকে জুরি নিয়োগ করলে কী হবে তার চেয়ে ভাল আর কে জানবে! এদের বেশিরভাগ সৎ ও নিরীহ মানুষ, জেনে-শুনে অন্যায় হতে দেবে না। তা ছাড়া, প্রায় প্রত্যেকে গতরাতে জন ট্রেভালিয়নের অবিশ্বাস্য জয়ের ঘটনা চাক্ষুষ করেছে বা শুনেছে। নির্দ্বিধায় জেমির পক্ষে রায় দিয়ে দেবে। জোচ্চোর প্রমাণিত করবে তাকে।

এতগুলো টাকা হাতছাড়া করবে?

পিস্তলের নিষ্কম্প নলটা আবার দেখল সে, শেষে কাঁধ উঁচাল অসহায় ভঙ্গিতে। নিতান্ত অনীহার সঙ্গে আয়রন সেফের তালা খুলল। পাল্লা সরাতে পাশে দেখতে পেল জেমি ট্রেভালিয়নকে। আগের মতোই পিস্তল বাগিয়ে ধরে আছে; বরং একটু বেশি মাত্রায় সতর্ক দেখাচ্ছে এখন।

বয়স যত কম হোক বা যতই তরুণ দেখাক, জেমি এত কাঁচা

নয় যে জানবে না কেউ কেউ ড্রয়ার বা সেফে বাড়তি অস্ত্র রাখে। কখনও কখনও এ কৌশল খুব কাজে দেয়। জজ মিলসও নিশ্চয়ই রেখেছে, অন্তত তাই বিশ্বাস করে ও। মিলসের মতো কপট ও অসৎ লোকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

ড্রয়ার খুলতে দেখা গেল ধারণাটা সত্যি। টাকার পাশে একটা ছোট্ট ডেরিঞ্জার পড়ে আছে। জজ হাত বাড়াতে পিছন থেকে নিচু স্বরে নির্দেশ দিল জেমি: 'জজ, শুধু টাকা বের করো। হাতে যদি অন্য কিছু দেখি, স্রেফ খুন হয়ে যাবে! পিস্তল তুলে নিলেও লাভ হবে না, কারণ তোমার ঠিক পিছনেই আছি। ঘুরে যখন আমাকে গুলি করবে, ততক্ষণে অন্তত তিনবার তোমাকে ফুটো করে ফেলতে পারব।'

জজের কলজে বোধহয় শুকিয়ে গেছে। কে জানে, ভয়ে নাকি টাকা বেহাত হয়ে যাওয়ার শোকে! খুবই সতর্কতার সঙ্গে পিছন ফিরল সে, কয়েক কদম হেঁটে টেবিলের উপর রাখল টাকাটা।

'এবার পিছিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল জেমি। 'চালাকি করতে যেয়ো না।'

'বাছা, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝেছ,' কোমল স্বরে বলল জজ। 'তোমার টাকা মেরে দেওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার। এখনও নেই। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত স্রেফ আমার জিম্মায় রাখতে চেয়েছি। জজ বা করোনার হিসাবে সেটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়েও বটে। সত্যি বলতে কী,' জেমির ধারণা ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ তার মাথায় এসেছে। 'ভাবছি তোমার অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করব। কোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সারতে দুটো দিন লাগবে।' হাসল সে, জেমির মনে হলো হাসিটা জিভ দিয়ে চেটে দুধের স্বাদ পাওয়া বেড়ালের মতো। 'মাত্র কৈশোর পেরোনো একটা ছেলের কাছে নগদ এত টাকা থাকা ঠিক হবে না, তোমার নিজের জন্যেও

এটা বিপজ্জনক হতে পারে। পরামর্শও দরকার হবে তোমার। ভাবছি তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেব। কিছু পড়াশোনা করা উচিত, তাই না?'

'কোর্ট যাই বলুক, তুমি আমার অভিভাবক নও, কখনও হবেও না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল জেমি।

'উঁহুঁ, বরং উল্টোটা,' চওড়া হাসি দেখা গেল জজের মুখে। নিজের উপর সন্তুষ্ট সে, আশাবাদী হয়ে উঠেছে–এভাবে হয়তো জেমিকে পটাতে পারবে। 'এখনই কাগজপত্র তৈরি করতে বসব। অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব নেব আমি। তোমার হয়ে পুরো টাকা লাভজনক কোন খাতে বিনিয়োগ করব।'

'মিছে স্বপ্ন দেখে লাভ নেই, জজ,' কাটখোট্টা স্বরে জানিয়ে দিল জেমি। 'যথাসাধ্য চেষ্টা তো করেছ। এখনও বুঝতে পারছ না হাতটা শেষেও খালিই থাকবে তোমার? যাক্‌গে, অত টালবাহানা শুনতে চাই না। দয়া করে জলদি ডীডটা দিয়ে দাও।'

'ওটা প্রায় মূল্যহীন কাগজ,' আপত্তি জানাল জজ। 'যা লেখা, আদপে ওর কানাকড়ি দামও নেই।'

'সেটা আমি বুঝব, তোমার কাজ শুধু আমাকে ওটা বুঝিয়ে দেওয়া!' কঠিন হয়ে গেল জেমির কণ্ঠ।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই করল জজ। আমসি হয়ে গেছে মুখ। ডীডটা দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু উপায়ও নেই। ইতোমধ্যে পিস্তলের হ্যামার সরিয়ে দিয়েছে জেমি, দেখেছে সে। এত কাছ থেকে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং বড়সড় সাইজের একটা গর্ত তৈরি হবে, যা দিয়ে অনায়াসে মুঠি ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। বেতাল কিছু করবার ইচ্ছে থাকলেও জেমির শক্ত মুখ ও ট্রিগারে নিশপিশ করতে থাকা আঙুল দেখে ইচ্ছেটা স্রেফ হজম করে ফেলল।

ধীর পায়ে পিছিয়ে গেল জেমি, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে জজের উপর। অফিস থেকে বেরিয়ে পোর্চে পা রাখল। বাইরে থেকে দরজার খিড়কি লাগিয়ে দিল। মিনিট দুয়েক জজকে অফিসে আটকে রাখতে পারলে মন্দ হবে না। চেঁচামেচি শুরু করলে কেউ না কেউ দরজা খুলে দেবে। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে জেমি। জজ সঙ্গে সঙ্গে ওকে অনুসরণ করলে পারবে না। এ কয়েক মিনিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দেখা দেবে।

দ্রুত পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও, চটজলদি স্যাডলে চাপল। রোয়ানটা ক্লান্ত, কিন্তু তারপরও ওটাকে খাটাতে হবে। বোধহয় জেমির বিপদ আঁচ করতে পেরেছে ওটা, স্পার দাবাতে আতঙ্কিত খরগোশের মতো ছুঁটল।

শহরে ঢুকবার বা বেরোবার আলাদা দুটো রাস্তা আছে। এর যে-কোন একটা ধরে যাওয়াই স্বাভাবিক, তাই এর কোনটাই ধরল না জেমি। যে-উপত্যকায় গরু জড়ো করেছিল, সেদিকে এগোল ও।

জেমির ধারণা ওখানে ওকে খুঁজতে যাবে না কেউ। সম্ভাবনা একেবারে কম।

এর কারণ জেমি ছাড়া জায়গাটা সম্পর্কে প্রায় কেউই জানে না। দ্বিতীয়ত, যাওয়ার পথে পল লোগানের করাল অতিক্রম করতে হবে না। সেক্ষেত্রে, মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে সবার অগোচরে পাহাড়ী উপত্যকায় চলে যেতে পারবে ও।

শীতের দীর্ঘ সময় উপত্যকায় কাটিয়েছে ও, রোয়ানটাও চিনে ফেলেছে পথ-ঘাট, তাই কোনরকম তাগিদ ছাড়াই নিজ থেকে এগোচ্ছে। দুলকি চালে ছুটছে এখন। দু'বার পিছন ফিরে তাকাল জেমি, কিন্তু ট্রেইলে কাউকে দেখতে পেল না।

প্রতিপক্ষ সহজে ক্ষান্ত হবে না, জানে ও, জজ মিলস ঠিকই অনুমান করে নেবে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে ওকে; কিন্তু তার আগে অন্য ট্রেইলে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে, নিশ্চিন্তে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে জেমি।

তবে অন্য কারণে তাড়া বোধ করছে। যে-হারে তুষার পড়ছে, ভারী তুষারপাতের কারণে ট্রেইল বা পথ-ঘাট দুর্গম হয়ে পড়তে পারে, এমনকী চিহ্নও হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই, যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার ইচ্ছে ওর, নইলে সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারবে না। ঘন তুষার ওকে আটকে দিতে পারে।

বছরের এ সময়ে কেউ যদি পাহাড়ে আটকা পড়ে, জীবিত আর বেরিয়ে আসা কঠিন হবে। ভারী তুষারের কারণে সব ট্রেইল পিচ্ছিল হয়ে পড়ে, পাহাড়ী ঢাল হয়ে যায় আলগা তুষারের ঢাল; ঘোড়ার পিঠে চলতে গেলে টনকে টন তুষার ধসে পড়ে এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।

তবে এবার অতটা তুষারপাত হয়নি। তীব্র ঠাণ্ডা অবশ্য ছিল। পানির ঘাটতি ছিল না বলে পর্যাপ্ত ঘাস জন্মেছে। হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে সব গরু।

পুরো শীত সতর্ক ছিল জেমি। প্রয়োজনে জড়ো করা গরু দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। আর পছন্দ করেছিল এমন জায়গা, যার আশপাশে ঠেকায় পড়লে আশ্রয় নিতে পারত। বৈরী বলে প্রকৃতিই এখানে সবচেয়ে বড় শত্রু বনে যায়। তুষারাবৃত ট্রেইল ধাঁধায় ফেলে দেয় ঘোড়সওয়ারকে, পথের দিশা থাকে না; কখনও কখনও খোদ তুষারই বিপদ বাড়িয়ে তোলে। এ এমন জায়গা, যেখানে প্রকৃতি চরম নিষ্ঠুরতা নিয়ে

আঘাত হানে; বিপদ উতরে যাওয়ার সুযোগ থাকে না, বরং বিপদ এড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত হয়তো পাহাড়ে থাকা সম্ভব, কিন্তু ভারী তুষারপাতের আগেই সরে পড়তে হয়, নইলে স্রেফ বন্দি হয়ে পড়বে।

জেমি অবশ্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল, এমনকী আটকা পড়লেও সমস্যা ছিল না, কারণ লুকানো উপত্যকায় পর্যাপ্ত খাবার-পানি বা জ্বালানি আগেই জমিয়ে রেখেছিল। তবে এখন আর পাহাড়ে আটকা পড়া যাবে না, কারণ জমানো খাবার এবং জ্বালানি খরচ করে পুরো শীত কাটিয়ে দিয়েছে। যা অবশিষ্ট আছে তাতে এখন আটকা পড়লে শীতের বাকি দিনগুলোতে সাপ্লাইয়ে কুলাবে না।

উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থেকে ধেয়ে আসছে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। তুষার উড়ছে না তেমন, তারমানে পাহাড়ের উঁচুতে বরফ জমতে শুরু করেছে। ক্লান্ত রোয়ানটা দ্রুত পা ফেলছে। ট্রেইলের চড়াই ধরে উঠে এল জেমি, ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছনে। ঘাস বিছানো চার-পাঁচ মাইল ঢালু জমি চোখে পড়ছে। দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। আদপে কিচ্ছু নেই!

কিন্তু জেমি নিশ্চিত জানে, ঠিকই পিছু নিয়েছে মিলস বাহিনী। ক্রমে এগিয়ে আসছে ওরা। এখনও হয়তো বেশ দূরে আছে, তবে আসছে।

টাকার অঙ্কটা কত জানে না ও, তবে কম হবে না নিশ্চয়ই, যেহেতু মেরে দেওয়ার তালে ছিল জজ মিলস। এও ঠিক, একাকী আসবে না সে, বরং দলবল নিয়ে আসবে। কিছু একটা বলে রাজি করাবে লোকজনকে। সংখ্যা অনুমান করা কঠিন, কারণ লোকটা যতজনকে যথেষ্ট মনে করবে, ঠিক ততজনকে আনবে সঙ্গে। বাড়তি একটা লোককেও এতে জড়াবে না। তাতে ফালতু ঝামেলা

হতে পারে।

সাধারণ শহরবাসীকে বিভ্রান্ত বা প্ররোচিত করতে জজের কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সবাই তো তার আসল রূপ সম্পর্কে জানে না। বরং জজ হিসাবে, আইনজ্ঞ হিসাবে এদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছে মিলস, ডাক দেওয়া মাত্র কেউ কেউ ঠিকই চলে আসবে। মিথ্যে একটা গল্প ফেঁদে বসলেই হলো। কিংবা নিজস্ব লোকজনও থাকতে পারে তার, যারা প্রয়োজনে নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া হতে পারবে। তেমন সম্ভাবনাই বেশি, যেহেতু সাধারণ শহরবাসীকে জড়ালে আসল ঘটনা চাউর হয়ে যেতে পারে।

আরও একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছে জেমি। আইনের নিয়ম বা মারপ্যাঁচ সম্পর্কে কিছুই জানে না, অথচ মিলস এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। নিজেকে জেমির আইনী অভিভাবক হিসাবে ধার্য করে নিতে পারে সে। বলতে পারে জেমি ট্রেভালিয়ন আসলে অবাধ্য এক তরুণ, অনাথ অবস্থায় জজের মতো যোগ্য একজন অভিভাবক তার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে; যে দিক নির্দেশনা দিতে পারবে, জেমির দেখ-ভাল করা ছাড়াও পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে পারবে কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে পারবে। তত্ত্বাবধান না ছাই! পুরোটাই মেরে দেবে জজ।

দূরে যখন কেবিনের গাঢ় কাঠামো চোখে পড়ল, ততক্ষণে ঘন তুষারে ঢাকা পড়েছে প্রকৃতি। রাশ টানল জেমি, কিন্তু ঘোড়াটা এগোতে চাইছে। স্যাডলে বসে পুরো শীত কাটিয়ে দেওয়া গোপন আবাসটা খুঁটিয়ে দেখল ও, তবে সন্তুষ্ট হতে পারল না।

জেমির অনুমান ও ছাড়া আর কেউ এ জায়গার কথা জানে না, কিন্তু ধারণাটা আদৌ কি ঠিক? অন্য কেউ জানে না তার নিশ্চয়তা কী? কারও না কারও জানাই স্বাভাবিক। বরং এ পর্যন্ত ভাগ্য ভাল গেছে ওর, সবকিছু বড় সহজে ঘটে গেছে। টাকা বা

জমির কাগজ উদ্ধার করতে অসুবিধা হয়নি। স্যাডলব্যাগে স্বর্ণঈগলগুলোর ওজন ব্যাপারটার বিশ্বাসযোগ্যতার সাক্ষ্য আর মনে প্রশান্তি যুগিয়েছে সারাক্ষণ; কিন্তু এখন দুশ্চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুদ্রার বাড়তি ওজন নিয়ে পুরু তুষারের বুক ধরে এগিয়ে যাওয়া খতরনাক হতে পারে। যদি গন্তব্যেও পৌঁছতে পারে এবং পরে জজের বাহিনী যদি জেমিকে পাকড়াও করে, অনায়াসে পেয়ে যাবে পুরো টাকা···

কিন্তু ওর সঙ্গে যদি না-থাকে?

লুকিয়ে রাখতে হবে! এমন এক জায়গায়, যেখানে খুঁজতে যাবে না কেউ, কিংবা কল্পনাও করবে না। তেমন জায়গা কোথায়?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তেমন একটা জায়গার কথা মনে পড়ল ওর।

দুই

অতি সাধারণ জায়গা ওটা, পাথরের ফাঁকে একটা গর্ত, কিন্তু চট করে চোখে পড়ে না। আসলে খুঁটিয়ে দেখলেও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। পাথুরে চাঙড়ের আড়ালে বলে আগে থেকে ওটার অবস্থান সম্পর্কে জানা না-থাকলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড়জোর ছয় ইঞ্চি হবে চওড়া, আর মাটি থেকে দুই ফুট গভীরে।

আগেও গর্তটা ব্যবহার করেছে জেমি। কখনও টাকা লুকিয়ে রাখত, কিংবা লাঞ্চের অংশ, বাড়তি কার্তুজ বা কফির গুঁড়ো, যেটা কেবিন পুড়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। গরু নিয়ে উপত্যকায়

ব্যস্ত আছে, এ সময় কেবিনে আগুন লেগে যাওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, যেহেতু ফায়ারপ্লেসে নিষ্প্রভ হলেও আগুন জ্বলত সবসময়। হাড়কাঁপানো তীব্র শীতে ঘর গরম রাখতে তাই করে সবাই।

কেবিনটা এখনও প্রায় মাইল দুয়েক দূরে রয়েছে, তবে তুষার ও জমে থাকা বরফের রাজ্যে ওটার অবস্থান স্পষ্ট–কালো গুটির মতো দেখাচ্ছে।

গুপ্ত জায়গাটা কেবিনের কাছাকাছি। পাহাড়ী এক চাতালে। খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। গর্তের উপর বহুভুজাকৃতির একটা পাথর চাপানো। আশপাশে এমন বেশ কয়েকটা পাথরই আছে, তবে এটার বিশেষত্ব আলাদাভাবে অন্য কারও চোখে পড়বে না। জেমি অনেকবার এসেছে বা গর্তটা বহুবার ব্যবহার করেছে বলে জানে।

পাথর সরিয়ে টাকা ও জমির ডীড গর্তে রেখে পাথরটা আগের জায়গায় বসিয়ে দিল ও। নিজের কাছে তিনশো ডলার রেখেছে। বিশ ডলারের পাঁচটা স্বর্ণঈগল লুকিয়েছে হ্যাটের স্যুইটব্যাণ্ডে, আরও পাঁচটা রেখেছে বেল্টে; আর শেষ পাঁচটা রেখে দিয়েছে হোলস্টারের একেবারে ভিতরে, পিঠে পিঠে লেপ্টে থাকা ছোট বলের মতো করে। এতে অবশ্য পিস্তলটা স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে, তবে ফিতা জুড়তে সমস্যা হয়নি। কিছুটা আড়ষ্ট লাগছে বটে, কিন্তু ঠেকায় পড়লে কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা আগে ব্যবহার করবার ইচ্ছে ওর।

এবার কেবিনের দিকে এগোল। নিরাপত্তার কারণে সরাসরি যাচ্ছে না, বরং একটু ঘুরপথে আগে পিছনের অ্যাসপেন ঝাড়ে পৌঁছতে চাইছে। পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট্ট এক টিলার উপর, স্প্রুস ও অ্যাসপেনের ফাঁকে এক চিলতে খোলা জায়গায় আরও একটা

কেবিন আছে। চৌকো ও চওড়া কাঠ দিয়ে তৈরি বলে এটা বেশ মজবুত। শীত কম লাগে। কাছাকাছি স্টেবলও আছে।

ঘোড়াটাকে স্টেবলে নিয়ে এল জেমি। দলাই-মলাই করে কর্ন খেতে দিল। শীতের সময় কাজে লাগবে ভেবে কিছু কর্ন আগেই আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিল।

এবার কেবিনের সামনে পৌঁছল ও। ভিতরে ঢুকবার আগে, আড়াল থেকে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নিল। কেউ অনুসরণ করে এসেছে বা ধারে-কাছে লুকিয়ে আছে, এমন কোন নমুনা চোখে পড়ল না।

পর্যাপ্ত সাপ্লাই আছে ওর। বেকন, বীন, ময়দা, লবণ, চিনি বা কফি ছাড়াও শুকনো আপেল এবং আরও টুকিটাকি কিছু জিনিস রয়েছে। আলাদা করে রাখবার সময় জেমির মনে হয়েছিল কখনও কাজে লাগবে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এগুলো ব্যবহার করতে হবে ভাবেনি। কে জানত গরুর দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় আবার পাহাড়ে উঠে আসতে হবে?

শীত প্রায় শেষ, বসন্তের শুরু হয়েছে; কিন্তু পাহাড়ে এ কথা খাটে না। ভরা বসন্তের আগে বিচিত্র আচরণ করে প্রকৃতি, বিশেষ করে পাহাড়ে। জেমি এমনও দেখেছে বসন্তের ঝলমলে ঔজ্জ্বল্যে সয়লাব হয়ে গেছে প্রকৃতি, ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছপালা; অথচ হঠাৎ পাহাড়ে ঝড় উঠেছে এবং পরপরই ফের শীত নেমে এসেছে, যার স্থায়িত্ব দশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

পাহাড়ের উপর চারণভূমি বলতে আসলে কিছু নেই, ওগুলো মৃদুভ ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ উপত্যকা। খুব বেশি উঁচুও নয়, ঠিক পাহাড়ী ঢালে জন্মানো বনভূমির উচ্চতা ছাড়িয়ে, যেখানে এমনকী পাহাড়ের কোল বা সমতল জমির চেয়েও সবুজ, সতেজ ও সমৃদ্ধ ঘাস জন্মে। প্রচণ্ড শীতেও এখানে বরফ বা তুষার জমে না,

মোটামুটি উন্মুক্ত থাকে, তাই পশুচারণে খাবারের ঘাটতি হয় না; উপরন্তু অপেক্ষাকৃত নিচু জমি অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উষ্ণ থাকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত বা বিস্ময়কর হলেও সত্যি। জেমির বাবা একে বলত স্থানীয় আবহাওয়ার বৈচিত্র্য–ঝড়ো বা মরুভূমির হাওয়ার কারণে।

জন ট্রেভালিয়নই প্রথম এখানে নিয়ে এসেছিল জেমিকে। সে আগে থেকে জানত এ জায়গার কথা। বুদ্ধিদীপ্ত একটা আইডিয়াও গজায় তার মাথায় এবং পল লোগানের কাছে প্রস্তাব দেয়–পুরো শীতের সময়টা বিগ-এল মার্কা কয়েকশো গরুর দেখ-ভাল করবে জেমি, বসন্তের শুরুতে গরু পৌঁছে দেবে। পারিশ্রমিক হিসাবে যা পাবে, তাতে দিব্যি চলে যাবে দু'জনের।

শীতে সমতল জমি তুষার বা বরফে ঢাকা পড়ে যায় বলে প্রস্তাবটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় লোগান। উপরন্তু বাড়তি তিনশো গরু দিতে চেয়েছিল, কিন্তু জন ট্রেভালিয়ন রাজি হয়নি। ভাল করেই জানত একা জেমির পক্ষে সাতশো গরুর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। নিজে যে অমন প্রচণ্ড শীতে পাহাড়ে কাটাবে না তাও ঠিক করা ছিল, যদিও শীত বা দায়িত্ব এড়ানোর চেয়ে হুইস্কি ও পোকারের আকর্ষণটাই তীব্র ছিল বেশি।

জেমির বাবা কীভাবে এ জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিল কখনও ওকে বলেনি, কিংবা ও-ও জিজ্ঞেস করেনি। হয়তো অন্য কারও কাছে শুনে থাকবে। আসলে বাপ-ব্যাটায় কথা কমই হতো। আর ইদানীং জেমি আবিষ্কার করেছে বাবা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই–ট্রেভালিয়ন কখনও বলেনি–জন্ম, শৈশব বা তারুণ্য…কিচ্ছু না! কিংবা পরিবার সম্পর্কেও ওকে অবগত করেনি।

কখনও কখনও কৌতূহল হয়েছে, তবে জানতে চায়নি জেমি। মনে করেছিল বাবা তো আছেই, যে-কোন সময়ে জিজ্ঞেস

করলেই হলো, জেনে নিতে পারবে। কিন্তু এখন সেই সুযোগ নেই। জন ট্রেভালিয়নের মৃত্যুতে শুধু নিঃসঙ্গই হয়ে পড়েনি ও, বরং পারিবারিক ইতিহাস বা অতীতের সঙ্গে ওর যোগসূত্রটাও ছিন্ন হয়ে গেছে। কে জানে, আদৌ ওর কোন আত্মীয় আছে কি-না! থাকলেও, কোথায় যে আছে! তাদের সম্পর্কে কখনও কি জানতে পারবে? মনে হয় না। সূত্র দেওয়ার মতো লোকটাই তো বেঁচে নেই।

নীরব কেবিনে প্রবেশ করল জেমি। চারপাশে স্থবির নৈঃশব্দ্য পীড়াদায়ক হলেও এ মুহূর্তে স্বস্তিকর লাগল, বিশেষ করে যেহেতু পিছনে শত্রু লেগে গেছে। আপাতত এটাই ওর নিভৃতে থাকবার একমাত্র আশ্রয় হলেও ভরসা রাখতে পারছে না। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাওয়ার দশা হয়েছে, তাই দ্রুত আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আগুন জ্বলে উঠতে হাত দুটো প্রসারিত করে উত্তাপ গ্রহণ করল জেমি, গায়েও স্বস্তিকর আঁচ অনুভব করছে। মিনিট কয়েক পর বারল্যাপ স্যাকে কিছু খাবার ভরে ফেলল, মনে মনে ভাবছে অন্ধকার ও ভয়ানক ঠাণ্ডার মধ্যে পাহাড়ে না-বেরিয়ে বরং রাতটা এখানে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটতে পারে জানে, কিন্তু হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে এইমাত্র এসে আবারও বেরিয়ে পড়তে মন চাইছে না। ক্লান্তির চেয়ে বরং ঠাণ্ডাই অনীহার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাপ্লাই-পূর্ণ থলে নিয়ে বেরিয়ে এল জেমি, স্টেবলে ঢুকে ঘোড়ার স্যাডলের সঙ্গে জুত করে বাঁধল। ঘোড়াটার জন্যে করুণা হচ্ছে, বেচারার উপর দিয়ে ভয়ানক ধকল গেছে। মনটা দ্বিধান্বিত হয়ে উঠল আবার—শুধু ঘোড়ার জন্যে হলেও বোধহয় রাতটা এই কেবিনে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। একটা রাতই তো! বিশ্রাম পেয়ে

তরতাজা হয়ে উঠবে রোয়ানটা, সকালে নতুন উদ্যম নিয়ে যাত্রা করতে পারবে।

তখনই জজ টেণ্ডি মিলসের চেহারাটা মনে পড়ে গেল জেমির। বিদ্বেষপূর্ণ সেই চাহনি চোখে ভেসে উঠতে সংশয় দূর হয়ে গেল। ঠাণ্ডা, তুষারপাত, দুর্গম ট্রেইল বা যাত্রার ক্লান্তি···কোনকিছুর পরোয়া করবে না জজ, ঠিকই পিছু পিছু চলে আসবে। দশ হাজার ডলার আর সম্পত্তির লোভ তো আছেই, উপরন্তু জেমিকে এক হাত নেওয়ার প্রতিহিংসা উৎসাহ জোগাবে তাকে। বাচ্চা একটা ছেলের কাছে হেরে যাওয়ার দুঃখ বা অপমান তার সহ্য হওয়ার কথা নয়।

কেবিনের মেঝেয় এক কোণে কাগজের ঠোঙায় পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজ ছিল। ওগুলো কাজে লাগতে পারে। অযথা ফেলে যাওয়ার মানে হয় না ভেবে আবার কেবিনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জেমি।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ও।

চোখের সামনে দৈত্যাকার একটা কাঠামোকে উদয় হতে দেখতে পেল জেমি; গ্রিজলির মতো প্রকাণ্ড আর শক্তিশালী, ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছে যেন! ছ্যাঁৎ করে উঠল কলজে, সমূহ বিপদ টের পেল। সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয়ও হলো, অজান্তে হাত চলে গেল হোলস্টারে, কিন্তু তখনই মনে পড়ল স্টেবলে কাজ করবার সময় হোলস্টার সহ পিস্তলটা স্যাডল-হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। বাড়তি পিস্তলটাও রেখেছে সঙ্গে। ভেবেছে মাত্র মিনিট খানেকের ব্যাপার, কার্তুজ ভরা কাগজের ঠোঙা নিয়েই তো চলে যাবে।

মুখে বজ্রাঘাত পড়ল। শক্তিশালী লোকটার মুঠি, কিন্তু জেমির মনে হলো যেন কুঠারের বাঁট! তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মুখে, টলে

উঠল সারা দেহ। সামলে নেওয়ার কোন সুযোগই পেল না, পিছন থেকে আসুরিক শক্তি নিয়ে ওকে তুলে ফেলল কেউ, দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল আলোকিত কেবিনের ভিতরে। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল জেমি, সারা দেহে তীব্র ব্যথা বোধ করছে; কিন্তু গ্রাহ্য করল না, বরং উঠবার চেষ্টা করতে শার্ট খামচে ধরে ঝাঁকি মেরে ওকে দাঁড় করাল কেউ, একটা চেয়ারে আছড়ে বসিয়ে দিল।

'টাকাগুলো কোথায়, কিড?' বাজখাঁই একটা কণ্ঠ জানতে চাইল।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করছে জেমি, দুনিয়া চক্কর খাচ্ছে ওর চারপাশে, নিয়ন্ত্রণ নেই নিজের উপর। জজ মিলসকে দেখতে পেল সামনে দাঁড়ানো, ঝাপসা দেখাচ্ছে কাঠামোটা।

কামরায় আরও তিনজন আছে। এদের একজনই পরিচিত। সেই প্রথমে চড়াও হয়েছিল জেমির উপর। এড টিমবর্ট। ফ্রেইট ওয়্যাগন চালায় দশাসই দেহের লোকটা। যেমন বদমেজাজী, তেমনি নীচ স্বভাবের। চৌহদ্দিতে এ পেশার যত লোক আছে, টিমবর্টই তার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত। মারমুখী, বেপরোয়া এবং হিংস্র, অল্পতে অন্যের উপর চড়াও হওয়ার বদনাম আছে তার। জেমির চেয়ে অন্তত ষাট পাউণ্ড ওজন বেশি হবে, আর তিন-চার ইঞ্চি চওড়া। অন্য দু'জনের উপস্থিতি অনাবশ্যক মনে হলো জেমির, কারণ টিমবর্ট একাই একশো। শক্তি-সামর্থ্য বা স্বভাবের বিচারে তার ধারে-কাছে নেই কেউ। অন্য দু'জন না-হলেও চলত বোধহয়।

শার্ট খামচে ধরে জেমিকে চেয়ার থেকে প্রায় অর্ধেকটা তুলে ফেলল জজ মিলস, খুনে চাহনি তার চোখে। 'কোথায় রেখেছ ওই টাকা? ভালয় ভালয় বলে দাও, নইলে একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না! কোথায় লুকিয়েছ?'

'আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে,' বলল জেমি। 'আমি তো ভেবেছি তোমার লোকদের কাজ।'

'কেড়ে নিয়েছে? কে?' স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জজ।

'শহর থেকে বেরিয়েই ওদের সামনে পড়ে গেলাম। দু'জনের হাতেই অস্ত্র ছিল। টাকাটা কেড়ে নিয়ে আমাকে সাফ সাফ কেটে পড়তে বলল। আরও বলল ফের যদি শহরে দেখে আমাকে, গুলি করে মাথার ঘিলু বের করে ফেলবে। ওদের একজনের কাছে একটা শটগান ছিল।'

'গাঁজাখুরি গল্পটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?' কুৎসিত হয়ে গেছে জজের মুখ, তা দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল জেমির। সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়নি ওর, বরং একটু আগের বিস্ময় সামলে নিয়েছে। এ মুহূর্তে টনটনে ওর কাণ্ডজ্ঞান, বুঝতে পারছে টাকার হদিশ জানিয়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনা। টাকা পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করবে না জজ, ওকে খুন করবে বা করাবে। ও যাতে পরে কোনরকম অভিযোগ করতে না-পারে। একইসঙ্গে সব প্রমাণও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

'আমি তো মনে করেছি ওরা তোমারই লোক,' আবার বলল জেমি। 'আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে ওরা–টাকা, পিস্তল, কাগজ আর ঘোড়া। একেবারে ফতুর করে ছেড়েছে!'

'বাছা,' অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল জজের কণ্ঠ। 'অযথা মিছে বলছ। লাভ হবে না। হয় তুমি মুখ খুলবে, নয়তো আচ্ছা ধোলাই দিয়ে তোমার মুখ খোলাব আমরা।'

'দেখো, মি. মিলস,' আমতা আমতা করে বলল ও। 'সত্যি আমি জানি না...'

সপাটে ঘুসি হাঁকাল জজ।

মুখে রক্তের নোনা স্বাদ পেল জেমি। ঘুসির চোটে পিছনে হেলে পড়ল মাথা। বুনো, অদম্য ইচ্ছে জাগল, রোখ চেপে গেছে মাথায়; কিন্তু এবারও সুযোগ পেল না। পিছন থেকে ওর দুই বাহু চেপে ধরল টিমবর্ট, সাঁড়াশি বাঁধনে আটকা পড়ল ও। অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখল শার্টের হাতা কনুইয়ের উপর তুলে দিল মিলস, তারপর জুত হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে গায়ের জোরে পেটে ঘুসি হাঁকাল, জেমি ঝুঁকে পড়তে হাঁটু দিয়ে চিবুকে মোক্ষম আঘাত হানল। এরপর একের পর এক ঘুসি হাঁকাতে লাগল মুখমণ্ডলে। চক্কর কাটছে জেমির মাথা, বনবন করে ঘুরছে যেন, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। তীব্র ব্যথায় চেতনা হারানোর অবস্থা। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করছে জজ। সামান্য দয়া বা করুণা দেখাচ্ছে না। কুৎসিত প্রতিহিংসা আর রাগ উগরে দিচ্ছে প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে। কুঁচকিতে সরোষে লাথি হাঁকাল সে। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল জেমি। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে চেয়ার সমেত ওকে মেঝেয় ফেলে দিল টিমবর্ট।

বিশ্রাম নিতে থামল জজ। একজন এগিয়ে গিয়ে আগুনে কাঠ যোগ করল। চাঙা হয়ে উঠল আগুন, ঘরে আলোও বেড়ে গেল। বাড়তি উষ্ণতা উপভোগ করবে কী, সারা দেহে অসহ্য ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছে জেমি, বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেছে প্রায়।

পাঁজরে সবুট লাথি পড়ল। 'এখনও সময় আছে, বলে ফেলো, বাছা,' গমগমে স্বরে পরামর্শ দিল এড টিমবর্ট। 'নইলে কিন্তু খুব পস্তাবে। সারাটা রাত হাতে আছে আমাদের। মানুষও চারজন। সবাই মিলে যদি হাতের মকশ করি···কী হবে তোমার অবস্থা?'

'হয়তো পুরো বসন্তই রয়েছে তোমাদের হাতে!' রক্তাক্ত, ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো বেরোল, জেমির নিজের কানেই

বেসুরো শোনাল।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল জজ মিলস। 'ঠিকই বলেছ! পুরো বসন্ত রয়েছে আমাদের হাতে। পিটিয়ে তোমাকে মুখ খুলতে বাধ্য করব। কিন্তু সেটা কী পরিমাণ কষ্টদায়ক হবে, তা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ? অসহ্য যন্ত্রণা এড়াবে না অধৈর্য হয়ে মুখ খুলবে, সেটা তোমার ব্যাপার।'

স্পষ্টত, জেমির কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরতে পারেনি জজ মিলস। দেখে মনেও হলো না বরফাকীর্ণ পাহাড়ে আটকা পড়বার খেসারত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা সচেতন সে। নীচে, সমতলে বা শহরে দিনের বেলায় যথেষ্ট গরম পড়ে, তাপমাত্রা থাকে সহনীয়; বসন্তের উদাসী বাতাস বয়, গাছে গাছে নতুন কুঁড়ি এসেছে, ফুলও ফুটেছে। এ বাসন্তী আবহ শুধুই সমতলভূমিতে সীমাবদ্ধ, এমনকী এ মুহূর্তেও; অথচ পাহাড়ের উপর, কয়েকশো ফুট উচ্চতায় উল্টো চিত্র দেখা যায়—শীত এখান থেকে বিদায় নেয়নি। উঁচু পাহাড় বা শৃঙ্গের বেশিরভাগ তুষার বা বরফে ঢাকা। শুভ্র চাদরে মুড়ে থাকা উপত্যকা বা সঙ্কীর্ণ পাসের কোন চিহ্ন থাকে না, বরং ট্রেইল বা নিচু যে-কোন জায়গাই বরফে ভরাট হয়ে পড়ে, নিচু পর্বতের চূড়ার সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনে জমাট বরফ।

এত উঁচুতে আটকা পড়বার পরিণামে কখনও কখনও করুণ মৃত্যুও হতে পারে। শীতে ব্যবহার্য পর্যাপ্ত খাবার, জ্বালানি যদি না থাকে, দু-চারদিনের বেশি কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। সবার আগে অবশ্য দরকার হবে তীব্র ঠাণ্ডা এড়ানোর বা থাকবার মতো একটা আশ্রয়, বরফাকীর্ণ পাহাড়ে যা খুব বিরল।

'বেশ ঠাণ্ডা দেখছি!' ত্যক্ত স্বরে বলল জজ। 'একজন কফি তৈরি করো তো,' এক অনুচরকে নির্দেশ দিয়ে জেমির দিকে ফিরল সে। 'কফি কোথায়?'

'শহরে যাওয়ার সময় যা ছিল সবই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম,' জানাল জেমি। 'যদিও খুব সামান্য অবশিষ্ট ছিল।'

'আমার কাছে কিছুটা আছে,' বলল একজন। ঘুরে দরজা খুলল সে, বেরিয়ে যাবে। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে ঠাণ্ডা আর হিম তুষার উড়ে ঢুকে পড়ল কেবিনের ভিতর।

'তাজ্জব কাণ্ড!' উত্তেজিত শোনাল টেণ্ডি মিলসের কণ্ঠ। 'তুষার পড়ছে এখানে!'

জজের বিস্ময়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। শহুরে মানুষ সে, নেহাত ঠেকায় পড়ে পাহাড়ে এসেছে। বাসন্তী আবহাওয়ায় সিলভারটনের কোন রেস্তোরাঁয় বসে ধূমায়িত কফির মগে চুমুক দিতে দিতে কল্পনাও করা যায় না যে সুউচ্চ পাহাড়ে একই সময়ে তুষারপাত হচ্ছে।

নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে জেমি। দৃঢ় অনুমান করছে বুকের পাঁজরের একটা হাড় না-ভাঙলেও অন্তত চিড় ধরেছে, কারণ বড় করে শ্বাস নিতে গেলেও তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। একবার উঠে বসবার প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু পুরো দেহে অসহ্য যন্ত্রণার উদ্রেক হওয়ায় ক্ষান্ত দিয়েছে। যা হয় হোক, শুয়ে থাকবে! নড়তে গিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বরং শুয়ে থাকলে কিছু শক্তি সঞ্চয় হবে, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।

চিন্তাশক্তি পরিষ্কার হয়ে আসছে ওর, যদিও মাথার গভীরে লাগাতার দপদপে ব্যথা রয়ে গেছে। মুখমণ্ডলের সর্বত্র টনটন করছে ব্যথায়, যেন বিষফোঁড়া হয়েছে। কিন্তু সব যন্ত্রণা, ক্লান্তি বা অবসাদ ছাপিয়ে তীব্র বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা অনুভব করছে। রাগে জ্বলে যাচ্ছে শরীর।

রাগই বোধহয় শক্তি জোগাল, কিংবা ব্যথা অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হলো, ফের উঠে বসবার প্রয়াস পেল জেমি ট্রেভালিয়ন।

অন্য কেউ না-করলেও ঠিকই ওর দিকে খেয়াল রেখেছিল এড টিমবর্ট। সক্রিয় হলো সে। সজোরে লাথি হাঁকাল জেমির মুখে।

শেষ মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নিতে সক্ষম হলো জেমি, তাই চিবুকে লাগল না লাথিটা, কিন্তু একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়নি, বরং জুতোর শক্ত তলা এসে লাগল এক গালে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও, দাঁতে দাঁত চেপে হজম করতে চাইল।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, বয়,' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল টিমবর্ট। 'ভাল চাইলে বলে ফেলো আসল খবর, তোমাকে এখানে রেখে যাব। কিন্তু মুখ না-খুললে সারারাত ধরে পিটিয়ে যাব। অফুরন্ত সময় আছে আমাদের হাতে। আজকের রাতটা হয়তো তোমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ রাত মনে হবে।'

'দীর্ঘতম,' ফেটে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো বেরোল জেমির। 'তোমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ রাত হবে বোধহয়।'

আগুনের কাছে থাকা লোকটা হঠাৎ ফিরে তাকাল জেমির দিকে, সন্দিহান হয়ে উঠেছে চাহনি। 'কথাটার মানে?'

'মন দিয়ে বাতাসের শব্দ শোনো,' উত্তরে বলল ও।

ওর দিকে ফিরল মিলস। 'বাতাস? বাতাস আবার কী দোষ করল?'

'তুষার। বিস্তর তুষার পড়ছে। বসন্তের শুরুতে এমন ঘন ও লাগাতার তুষার পড়তে আগেও দেখেছি। এত ঘন হয়ে পড়ে যে পাঁচ-সাত সপ্তাহ বাইরে বেরোনো যায় না, স্রেফ ঘরে আটকা পড়ে থাকতে হয়। তোমাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত সাপ্লাই আছে তো? নইলে কিন্তু বিপদে পড়বে। খাবার, জ্বালানি, আনুষঙ্গিক কত কী লাগবে! আর ঘোড়ার দানাপানিও লাগবে। নইলে তুষারপাত শেষ হওয়ার পর দেখবে ঘোড়ার কঙ্কালটাই আস্ত আছে শুধু!'

আগুনের কাছে বসা লোকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল জজ মিলসের দিকে। 'ওর কথা সত্যি?'

'মিছে কথা বলছে। তুষার পড়ছে বটে, কিন্তু বসন্ত এসে গেছে, মনে হয় না দিনের পর দিন আটকে থাকতে হবে।' মুখে বললেও সামান্য অস্বস্তি প্রকাশ পেল জজের কণ্ঠে। 'এটা এপ্রিল মাস। ও যা বলছে, তেমন তুষারপাতের সম্ভাবনা স্রেফ আজগুবি ব্যাপার।'

'পাহাড়ে কখনও থাকোনি তো, তাই জানো না,' বলল জেমি। 'এমনও দেখেছি, এপ্রিল পেরিয়ে জুন মাস চলে আসে, কিন্তু পাহাড় থেকে বেরোনো যায় না, কিংবা পাহাড়েও ঢোকা যায় না। আচ্ছা, তোমাদের স্ত্রী বা মেয়েমানুষদের বিদায় জানিয়ে এসেছ তো? বেশ কিছুদিন ওদের সঙ্গে দেখা হবে না কি-না।'

খেপে গিয়ে ছুটে এল জজ মিলস, হাতের উল্টো দিক দিয়ে সজোরে গালে মারল জেমিকে। 'মুখটা বন্ধ রাখ্! নইলে একেবারে থেঁতলে দেব!'

মারে তেমন জোর ছিল না, কিন্তু আগের মারের উপর পড়ায় ব্যথাটা তীব্রই বোধ হলো, তবে পাত্তা দিল না জেমি। এতক্ষণে গা সওয়া হয়ে গেছে, বুঝে গেছে মার যথেষ্টই জুটবে কপালে। ভড়কে গিয়ে বা এড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। প্রতিপক্ষকে যদি মানসিক চাপের মধ্যে রাখতে পারে, তাতে কিছুটা হলেও পরোক্ষ আনন্দ পাবে।

'একটা ঘটনা শুনবে?' একটু পর আবার বলল জেমি। 'কয়েক বছর আগে কয়েকজন ট্র্যাপার নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল এক লোক, পাহাড় ডিঙিয়ে ওপাশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ওর। পাক্কা দেড় মাস কাটিয়ে দিল, ভারী তুষারপাত আর বরফের কারণে আটকা পড়ে থাকল। বসন্ত এলে পাহাড় থেকে বেরিয়ে এল সে। আশ্চর্য

ব্যাপার হচ্ছে, এতটুকু স্বাস্থ্যহানি হয়নি ওর, দেখা গেল যা ছিল দিব্যি তাই রয়ে গেছে।

'কৌতূহলী হয়ে উঠল অন্যরা। পাঁচজন লোক নিয়ে গিয়েছিল সে, অথচ একজনও ফিরে এল না, কেউ তাদের খোঁজও দিতে পারল না। লোকটার চিহ্ন অনুসরণ করে পাহাড়ে গিয়ে ঢুকল শহরবাসী, আবিষ্কার করল এ দেড় মাসে সব সঙ্গীদের প্রত্যেককে খুন করে তাদের মাংস খেয়ে বেঁচে ছিল সে। সেই থেকে ওই জায়গার নাম হয়ে গেছে নরখাদক উপত্যকা। জায়গাটা কিন্তু এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

কফি তৈরি হয়ে গেছে। ঘরের বাতাসে কফির ঘ্রাণ। 'ঘটনাটা আমারও কানে এসেছে,' জানাল টিমবর্ট। 'এবং সেটা মিথ্যেও নয়।'

'তোমাদের ভাগ্য ভাল যে সঙ্গে মিলস আছে,' খেই ধরল জেমি। 'গায়ে-গতরে বেশ মোটাসোটা ও, শরীরে চর্বিও আছে। যা মাংস পাবে...'

সপাটে জেমিকে লাথি হাঁকাল জজ। প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। উঠে দাঁড়িয়ে বুট দিয়ে জেমির হাতের আঙুল মাড়িয়ে দিল প্রথমে, তারপর আবার পেটে লাথি হাঁকাল। পেটে তীব্র ব্যথার ঢেউ উঠল, এতটাই যে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে গেল জেমির। টের পেল বুকের কাছে শার্ট খামচে ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল টেণ্ডি মিলস, বিরাশি শিক্কার দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল মুখে।

'টাকাগুলো কোথায় রেখেছিস?' হিসহিস করে উঠল জজ।

'চুরি হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল জেমি। 'সব টাকাই ছিনতাই হয়ে গেছে। আর তুমিই নিশ্চয়ই বাবাকে খুন করেছ?'

যেন তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে, এমনভাবে জেমিকে ছেড়ে

দিল জজ। এক পা পিছিয়ে গিয়ে পাঁজরে লাথি হাঁকাল। আঘাতের চোটে আধ-পাক ঘুরে গেল জেমির দেহ, এ সুযোগে ওর অরক্ষিত পিঠ ও কোমরের উপর বৃক্ক বরাবর বেশ কয়েকটা লাথি হাঁকিয়ে ক্ষান্ত হলো নিষ্ঠুর জজ।

নাক-মুখ গুঁজে পড়ে থাকল জেমি, ব্যথায় অসাড় বোধ করছে প্রায়। কিছু বলল না। বলবার ফুরসত থাকলে তো! মেঝেয় পড়ে আছে ও। প্ল্যাঙ্কের ফাঁক দিয়ে আসা ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে গায়ে, কিন্তু সেসব অনুভব করছে না, বরং শুধু ব্যথাই টের পাচ্ছে। সারা দেহে ব্যথার স্রোত বইছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মার খায়নি বা যন্ত্রণা বোধ করছে না। জীবনে কখনও এত অসহায় অবস্থায় মার খায়নি, কিংবা এতটাও নয়।

'আমি বরং ঘোড়াগুলোকে স্টেবলে নিয়ে রাখি,' বলল জজের এক ভাড়াটে। 'আবহাওয়ার অবস্থা ভাল ঠেকছে না।'

'যাও, রাখো গে,' বিরক্ত স্বরে সায় জানাল জজ। 'সকাল হলে বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

মনে মনে এক চোট হেসে নিল জেমি। সকালে বেরোবে? জজ মিলস যদি জানত সকালটা কেমন হবে···। রীতিমতো জব্দ হয়ে যাবে! স্মিত হাসবার মতো অবস্থায়ও নেই জেমি, কিন্তু ধূর্ত ও অসৎ লোকটা প্রকৃতির কাছে দুর্ভোগ পোহাবে ভেবে মনে একটু হলেও সান্ত্বনা পাচ্ছে।

লোকটা বেরিয়ে গেল।

মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল জেমি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেহে নড়তেও ভয় লাগছে, তাতে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে। দেখল মাত্র দুটো কাপ থাকায় পালা করে কফি গিলছে শত্রুরা। ভিড়িয়ে রাখা দরজা আচমকা দমকা বাতাসে খুলে গেল, এক ঝলক হিমশীতল বাতাস হানা দিল ভিতরে, সঙ্গে উড়ন্ত তুষারকণা অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে

এল। খিস্তির তুবড়ি ছোটাল জজ মিলস। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল টিমবর্ট।

ঘোড়া স্টেবলে ঢুকিয়ে একটু পর ফিরে এল লোকটা। নীরস, বেদান-মুখো চেহারা তার, চিবুকে গভীর একটা কাটা দাগ আছে। 'ঘোড়াগুলোকে স্টেবলে নিয়ে রেখেছি,' ঠাণ্ডায় মৃদু মৃদু কাঁপছে সে, ভিতরে ঢুকেই দ্রুত দরজা আটকে দিল, তারপর চট করে আগুনের কাছে চলে গেল উষ্ণতা নিতে। 'জজ? ছেলেটা বোধহয় সত্যি কথাই বলেছে। কোন ঘোড়া তো দেখলাম না।'

'ছিনতাইকারীরা আমার ঘোড়া নিয়ে গেছে,' বলল জেমি।

'সেটা কি দশবার বয়ান করতে হবে?' খেঁকিয়ে উঠল টিমবর্ট। বিতৃষ্ণার সঙ্গে বেদানমুখোর দিকে ফিরল সে। 'ছেলেটা নির্ঘাত মিথ্যে বলছে! বাজি ধরবে আমার সঙ্গে? সকাল হোক। ওর টাকা আর ঘোড়া, দুটোই খুঁজে বের করব। তার আগে আচ্ছা মতো পিটিয়ে হাতের সুখ মিটিয়ে নিই!'

'সকাল হলে দেখবে এখানে আটকা পড়ে গেছ,' ফুলে গেছে জেমির বিক্ষত ঠোঁট, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। 'তুষারে ভরে যাবে চারদিক, সমস্ত ট্রেইল বা পাস বন্ধ হয়ে যাবে। পথের হদিশই বের করতে পারবে না। অন্তত পাঁচ-ছয় সপ্তাহের জন্যে সবগুলো পাস বন্ধ হয়ে যাবে। খাবার নিয়ে পড়বে বাড়তি ঝামেলায়। ভুলেও ভেবো না এখানে শিকার মিলবে। পাহাড়ের এত উঁচুতে বছরের এ সময়ে খরগোশ বা এল্ক দূরে থাক, একটা গিরগিটিও দেখতে পাবে না।'

'তুমি বরং সকাল পর্যন্ত তোমার কী অবস্থা হয় সেটা নিয়ে ভাবো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জজ মিলস। 'হয় আমাদেরকে সব টাকা দেবে, নয়তো পিটুনি খেয়ে ভর্তা হবে। এত মার খাবে যে কেউ তোমাকে চিনতেও পারবে না। বুঝতেই পারছ, সবে শুরু করেছি।

বাঁচতে চাইলে জবান খোলো।'

দৃষ্টি নামিয়ে হাতের দিকে তাকাল জেমি। চোখ দুটো প্রায় বুজে গেছে, ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। মাথায় সর্বক্ষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, দুইমণী পাথরের মতো ভারী ঠেকছে। অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে যা দেখল, নিজেরই বিশ্বাস হলো না। হাত দুমড়ে-মুচড়ে গেছে প্রায়। বীভৎস দশা!

সারা রাত পড়ে আছে। চারজন মানুষ যে নারকীয় আক্রোশ আর নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করবে, এতক্ষণে তা বিলক্ষণ বুঝে গেছে জেমি ট্রেভালিয়ন। যত সময় যাবে, ওদের নিষ্ঠুরতার মাত্রা তত বাড়বে। মরিয়া হয়ে পড়বে একসময়। কিন্তু তবুও মুখ খোলা যাবে না। উপায় নেই। মুখ খোলা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। লুকিয়ে রাখা টাকার হদিশ জানবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে খুন করবে এরা।

যতক্ষণ না মুখ খুলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত...ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা আছে।

আচমকা, কোন কথাবার্তা ছাড়াই জেমিকে মারতে শুরু করল টিমবর্ট। ঝটপট দুটো লাথি হাঁকাল বৃক্ক বরাবর। তীব্র ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে এল জেমির। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাল জজ মিলস, কষে তিনটা ঘুসি বসিয়ে দিল মুখে।

'এবার মরবে তুমি,' অস্পষ্ট স্বরে কথাগুলো বলল জেমি, জিভ শক্ত হয়ে গেছে, নড়ছে না। 'শিগ্‌গিরই সব পাস বন্ধ হয়ে যাবে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথই খুঁজে পাবে না।'

'আচ্ছা, ওর কথা যদি সত্যি হয়?' হঠাৎ সন্দিহান স্বরে বলল একজন। 'পরিস্থিতি সুবিধের ঠেকছে না আমার, মিলস। আসবার পথে দেখলাম পাসগুলো এমনিতে সরু, তায় টানা তুষার পড়ছে।'

মারপিটে বিরতি দিয়ে জানালার কাছে চলে গেল এড টিমবর্ট, ভাবনার নতুন খোরাক পেয়ে গেছে। কাচের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে

বাইরের পরিস্থিতি দেখতে সচেষ্ট হলো, বৃষ্টির মতো ঘন হয়ে পড়ছে তুষার, শুভ্র পুঁতির দানা যেন। এত ঘন হয়ে পড়ছে যে দশ হাত দূরেও দৃষ্টি যায় না।

অস্বস্তি ভরে নড়েচড়ে দাঁড়াল টিমবর্ট, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। ঘুরে দাঁড়াল যখন, এই প্রথম তার মুখে অনিশ্চয়তা দেখা গেল। 'আবহাওয়া দেখছি হুট করে খারাপ হয়ে গেল!' ত্যক্ত স্বরে বিড়বিড় করল সে, এগিয়ে গিয়ে কটের কিনারে বসে পড়ল। কিন্তু মিনিট খানেকও বসল না, ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার জানালার কাছে চলে গেল। বাইরে হা-হুতাশ করছে দামাল বাতাস, কখনও কখনও ক্রুদ্ধ পশুর মতো ঝাঁকি দিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে কেবিনের দেয়াল বা কাঠামো।

আবার জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা চালাল টিমবর্ট। জেমি নিশ্চিত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, যেহেতু অন্ধকার নেমে এসেছে ইতোমধ্যে। ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাওয়ার কথাও নয়।

বাতাসের তোড়ে ঘরে ঢুকে পড়া তুষারকণা চোখে পড়েছে জেমির, খেয়াল করেছে ভালভাবে। বেশ বড়সড়, সাদা তুষার। এ ধরনের তুষার খুব দ্রুত জমা হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জমাট বাঁধে। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সকাল পর্যন্ত আশপাশের সব পাস ও উপত্যকা বরফ বা তুষারে ঢাকা পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে, এখান থেকে বেরোতে পারবে না এরা। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আটকা পড়বে। জেমিও পড়বে। তবে ওর ব্যাপারটা ভিন্ন···আশপাশে প্রায় সব জায়গা হাতের তালুর মতো চেনা–বিকল্প এক পথের হদিশ জানা আছে বলে, আশা করছে ঠিকই পাহাড় থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

তবে জেমি নিজে কখনও ও-পথে চলাচল করেনি। ইণ্ডিয়ান

এক বুড়ো প্রায়ই আসত এখানে, দু'রাত কেবিনেও কাটিয়েছে, তার কাছেই শুনেছিল ওই ট্রেইল সম্পর্কে।

যদি এদের কোনভাবে ফাঁকি দিয়ে কেবিন থেকে বেরোতেও পারে, অন্ধকার ও তুষারপাতের মধ্যে পথ চিনতে পারবে? খুঁজে পাবে সাধারণ্যে অজানা ভূতুড়ে ট্রেইলটা? এ ধরনের গোপন পথ বা ট্রেইল সম্পর্কে রেডস্কিনরা যতটা ওয়াকিবহাল, সাদারা ঠিক ততটাই অজ্ঞাত। চলাচলের সুবিধার জন্যে দুর্গম, বুনো ও সঙ্কীর্ণ ট্রেইল আবিষ্কার করে ইণ্ডিয়ানরা, ঘুণাক্ষরেও সাদা মানুষকে এসব সম্পর্কে জানায় না। বাস্তবতা হচ্ছে, শুধু মুখে শুনে এমন ট্রেইল খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। প্রায় অসম্ভব হবে, যেহেতু ট্রেইলটা সম্পর্কে বিশদ বলেনি ইণ্ডিয়ান বুড়ো, স্রেফ অবস্থান ও গন্তব্যের ব্যাপারে জেমিকে ধারণা দিয়েছিল।

চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে চলে গেল জজ মিলস, বাইরেটা দেখে নিল। কাঁধে কোট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল একটু পর। ফিরে এল যখন, মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেছে। 'গ্রেগ,' কফি তৈরি করেছিল যে-লোকটা, তাকে ডেকে বলল, 'যাও, স্যাডল চাপাও সব ঘোড়ায়। এখান থেকে চলে যাব আমরা।'

'ওকে কী করবে?' জানতে চাইল টিমবর্ট।

'চলে যাওয়ার আগে ওর পেট থেকে সব কথা বের করে নেব। যথেষ্ট হয়েছে, আর দেরি করা যাবে না।'

বাইরে বেরিয়ে গেল গ্রেগ। তিনজন আছে এখন কেবিনে।

'যা অবস্থা,' মজা করবার লোভ সামলাতে পারছে না জেমি, রক্তাক্ত ও ফোলা ঠোঁটের ব্যথা গ্রাহ্য করল না। 'নির্ঘাত তুষারে ঘোড়া খুইয়ে বসবে ও। তারপর সবাই এখানেই মরবে তোমরা।'

আবারও খেপে গেল জজ মিলস। উন্মত্ত পশুর মতো হামলে পড়ল জেমির উপর। ছুটে এসে দুটো ঘুসি চালাল, কিন্তু কোনটাই

ঠিকমতো লাগাতে পারল না জেমি মাথা সরিয়ে নেওয়ায়, উল্টো ঘুসি খেয়ে বসল একটা। এই প্রথম পাল্টা আঘাত করেছে জেমি।

ঘুসিটা হনুর হাড়ে ল্যাণ্ড করেছে। বেশ জোরেই, কারণ খেপে গিয়ে জেমির পেটে হাঁটু চালাল জজ, তারপর মুখে একের পর এক চড় মারতে থাকল। প্রতি আঘাতে খুলি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। জজ হলেও, বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেল জেমি, বেশ জোর আছে তার গায়ে।

এবার সময় নিয়ে শৈল্পিক মার শুরু করল জজ। ধীরে ধীরে, জায়গা বেছে মারছে যাতে অমানুষিক কষ্ট হয় জেমির। প্রতিরোধ করবার বা পাল্টা মার দেওয়ার কোন স্পৃহা দেখাল না জেমি। কিছু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে ওর, সেটা জমিয়ে রেখেছে। অপেক্ষা করছে। জানে সুযোগ আসবে।

দাঁতে দাঁত চেপে সব মার হজম করছে। সজোরে ওর পেটে ঘুসি হাঁকাল জজ, কানে লাগাল একটা থ্যাবড়া। মাথায় পর পর কয়েকটা ঘুসি হাঁকাল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় দুনিয়া টলে গেল জেমির।

'এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে,' বলল টিমবর্ট। 'যদি কথা বলিয়ে না-ছাড়ছি তো আমার নাম পাল্টে দিয়ো!'

কামরার ওপাশে ক্ষণিকের জন্যে ভাঙাচোরা আয়নায় চোখ পড়ল জেমির। আয়না যত ভাঙাচোরা, তাতে ফুটে ওঠা একজন মানুষের চেহারা তারচেয়েও বীভৎস দেখাল—রক্তাক্ত, বিক্ষত এবং ভূগোল পাল্টে যাওয়া! চেহারাটা ওর বলে চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

'যা ইচ্ছে করো ওকে নিয়ে,' ক্লান্ত ও ত্যক্ত স্বরে বলল জজ, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। টানা হাত চালিয়ে অবসন্নও হয়ে পড়েছে। 'তবে মেরে ফেলো না আবার, তা হলে পেটের খবর ওর পেটেই রয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, ওর গল্পটা যদি সত্যি হয়?' জানতে চাইল অন্যজন। 'হতেও তো পারে যে সত্যি ছিনতাই হয়েছিল। কিংবা কোনভাবে জেনে ফেলেছিল কোথায় টাকা লুকিয়ে রেখেছিল এই ছেলে, আর সুযোগ বুঝে সেটা নিয়ে সটকে পড়েছে। ধান্ধাবাজ লোকের কী অভাব পড়েছে? শহরের কে না জানত যে ওর বাবা বিস্তর টাকা জিতেছে।'

অন্য কেউ হলেও, অন্তত জজ মিলস এটা বিশ্বাস করবে না। তা হলে খালি হাতে ফিরতে হবে তাকে। টাকার আশা ছেড়ে দিতে হবে। সেটা কোনভাবে মেনে নেবে না। জেমির কাছে টাকা আছে–বিশ্বাসটা যতক্ষণ থাকবে, হাতিয়ে নেওয়া টাকা পুনরুদ্ধার করবার আশা তার আছে। অথচ সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, কোনভাবেই কায়দা করা যাচ্ছে না পুঁচকে ছেলেটাকে। আশ্চর্য, এত মার খাচ্ছে কিন্তু মুখই খুলছে না! অন্য কেউ হলে এর অর্ধেক প্যাঁদানি খেলে বাপ বাপ করে বলে দিত।

যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে শহরে ফিরে যাওয়ার তাগিদ বোধ করছে জজ। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে যেতে পারে। দ্রুত খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। ভারী তুষারপাতে ট্রেইল বা পাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই পাহাড় থেকে নেমে যেতে হবে ওদের।

দরজার কাছে বুটের নীচে তুষার চাপা পড়বার হালকা মচমচে শব্দ শুনতে পেল জেমি ট্রেভালিয়ন। গ্রেগ ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই। আগুনের কাছাকাছি একটা চেয়ারে ক্লান্ত দেহ ছেড়ে দিয়েছে জজ মিলস। এদিকে নাগালের মধ্যে জেমিকে ধরে রেখেছে টিমবর্ট। কোন সাদা মানুষের মধ্যে এত হিংস্রতা আগে কখনও দেখেনি জেমি, নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর এবং বলা বাহুল্য, সেটা মোটেও সুখকর নয়।

টিমবর্ট তার বসের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হওয়ায় ভোগান্তি

আরও বেড়ে গেল জেমির। প্রতিহিংসার চূড়ান্ত প্রদর্শন করছে সে। প্রাণে হয়তো মারবে না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে যে পঙ্গু হয়ে যাবে এ নিয়ে সন্দেহ রইল না জেমির। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

এবং সক্রিয়ও হলো।

হাতল ধরে টেনে দরজা খুলবার প্রয়াস পেল গ্রেগ, শব্দ শুনে বোঝা গেল; কিন্তু সম্ভবত ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাওয়া আঙুলের কারণে খুলতে পারছে না। এরচেয়ে মোক্ষম সময় আসবে না, ভেবে তৎক্ষণাৎ লাফ দিল জেমি।

পলকে দুই কদম ফেলল ও, টিমবর্টের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলল মুহূর্তে। এত মার খাওয়ার পর জেমির এমন ক্ষিপ্রতায় খুব অবাক হলো টিমবর্ট, চমক সামলে নেওয়ার সময় পেল না; কিছু বুঝে ওঠবার আগেই জেমিকে সামনে দেখতে পেল। বাম হাতের তালু দিয়ে টিমবর্টের চিবুকে ধাক্কা মারল জেমি, অন্য হাতে জোরাল আঘাত করল লোকটার কব্জিতে। হাড় ভাঙবার অদ্ভুত শব্দ হলো, ঘরের বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল টিমবর্ট। মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে, চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল, কিন্তু তাকে ব্যথা হজম করবারও সময় দিল না জেমি, গায়ের জোরে ধাক্কা মারল।

প্রায় উড়ে গিয়ে জজ মিলসের উপর পড়ল টিমবর্ট। পরক্ষণে দু'জনেই গিয়ে পড়ল আগুনের উপর। ফলাফল দেখবার অপেক্ষা করেনি জেমি, বরং দরজার উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়েছে তখনই।

গ্রেগ যখন দরজা খুলে ভিতরে একটা পা রেখেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার উপর গিয়ে পড়ল জেমি। ভারী কাঁধের ধাক্কা এবং গতির কারণে কবাট থেকে খুলে গেল দরজা, গ্রেগের মুখের উপর গিয়ে পড়ল, সঙ্গে জেমিও। হুড়মুড় শব্দে ভাঙল দরজা, প্রায় উড়ে গিয়ে শুভ্র তুষারের উপর ভূপতিত হলো গ্রেগ, তার ঠিক উপর

এসে পড়ল জেমি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও, উঠবার সময় হাঁটু দিয়ে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল গ্রেগের চিবুক, জান্তব চিৎকারটাকে গ্রাহ্য না-করে ঝাঁপ দিল পাহাড়ী ঢাল বরাবর। শরীরে গড়ান তুলে সরে এল।

কয়েক ফুট আসবার পর উঠে দাঁড়াল জেমি, পড়িমরি করে ছুট দিল বনের উদ্দেশে। কেবিন থেকে বিশ গজ দূরে বনের শুরু। পিছনে চিৎকার করল কেউ, যন্ত্রণাকাতর গোঙানিও শোনা গেল, তীব্র খিস্তির ঝড় উঠল।

আলগা তুষারে বুট দেবে যাওয়ায় হোঁচট খেল জেমি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আতঙ্ক তাড়া করেছে ওকে, থামা যাবে না! যেভাবে ওকে বনে গিয়ে ঢুকতে হবে, নইলে এক গুলিতে কম্ম সাবাড় করে ফেলবে প্রতিপক্ষ। নিরস্ত্র অবস্থায় খোলা জায়গা ওর জন্যে স্রেফ জল্লাদের ময়দান।

পুরো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় গেল না জেমি, বরং শরীর উঁচু করে ছুটল আবার, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কয়েক গজ, কিন্তু ফের হোঁচট খেল। দু'হাত দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। ঢাল ধরে গড়িয়ে গেল শরীর, এক গাছের গোড়ায় এসে থামল। গাছের গুঁড়ি ধরে ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ও।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেহে ছুটে আসায় হাঁপিয়ে উঠেছে, উত্তেজনাও শ্রান্তির আরেক কারণ। শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়াল জেমি, হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে বুক। একটু বিশ্রাম না-নিলেই নয় এখন!

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে ব্যথা অনুভব করছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। ব্যথা হোক, আগে তো বুক ভরে শ্বাস নিক। ছুটতে গেলে শুরু হবে ভয়ঙ্কর ব্যথা, বিশেষ করে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়বার সময় প্রতিবার ব্যথা এত তীব্র ছিল যে মনে হচ্ছিল বুকের খাঁচায়

ছুরি চালিয়েছে কেউ।

চারপাশ একবার দেখে নেওয়া দরকার মনে করে দৃষ্টি চালাল জেমি, কিন্তু ফুলে ওঠা চোখের কারণে ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছে না; এতটাই ফুলে গেছে প্রায় বুজে গেছে দুই পাপড়ি, চোখ খুলতে পারছে না।

যে-কোন সময়ে শত্রুরা এসে পড়তে পারে। এবার আর দয়া বা ধৈর্য নাও দেখাতে পারে, বিশেষ করে ও যেহেতু পালানোর চেষ্টা করেছে। দূর থেকে একটা গুলি করলেই হবে। তবে টাকা ও জমির ডীড হাতানোর জন্যে ওকে লাগবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে হয়তো পায়ে গুলি করে আহত করবে ওকে।

যাই হোক, এখান থেকে সরে পড়তে হবে। তাগিদ অনুভব করছে জেমি ট্রেভালিয়ন। কোনক্রমেই আর ধরা পড়া চলবে না।

হাতড়ে আরেকটা গাছ পেল জেমি। এগোল। তারপর আরও একটা। গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারছে অ্যাসপেন বনে চলে এসেছে।

ঘোড়াটা রয়ে গেছে! চকিতে মনে পড়ল ওর। ওটাকে খুঁজে পায়নি শত্রুরা। যদি কোনভাবে ঘোড়ার কাছে যেতে পারে…

মনে নতুন আশা নিয়ে যাত্রা করল জেমি। কিন্তু ঠিকমতো চোখে দেখতে পাচ্ছে না, উপরন্তু ঝড়ো বাতাস বেড়ে গেছে, শুভ্র তুষারের ঝড়ে দৃষ্টি চলছে না। ঠাণ্ডার কামড় তো আছেই। এটাই বরং বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে তীব্র শীতে কাঁপতে শুরু করেছে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। স্রেফ চলাফেরার মধ্যে আছে বলে কাবু হয়ে পড়েনি।

প্রায় অন্ধের মতো এগোচ্ছে ও। যতটা না ঘোড়াটাকে খুঁজে পাওয়া–যেহেতু ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে না জানে না, অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে–বরং শত্রুদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করবার ইচ্ছে থেকে কখনও ছুটছে, কখনও হাঁটছে। অস্পষ্ট দৃষ্টিশক্তি বাধা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ঠাণ্ডা কিছুটা হলেও চোখের ফোলা কমিয়ে দিয়েছে বলে পাপড়ি দুটো খুলতে পারছে এখন।

কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, হোঁচট খেল দু'বার; কিন্তু প্রতিবারই খাড়া হলো এবং আবার এগোল। দাঁতে দাঁত চেপে সব ব্যথা হজম করছে। পড়ে যাওয়ায় ও একবার গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠোকর খাওয়ায় পাঁজরের ব্যথা নতুন করে অনুভব করেছে, সন্দেহ করছে একাধিক হাড় ভেঙে গেছে। নাকে লাগাতার ব্যথার অস্তিত্ব সন্দেহ জোগাচ্ছে সেখানেও ক্ষুদ্র হাড় ভেঙেছে বা চিড় ধরেছে।

শারীরিক অসুবিধা বা ভোগান্তি ওকে যতই কাবু করুক বা ভোগাক, এ মুহূর্তে কোনটাই গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে না জেমি, বরং নিরাপদ কোথাও সরে যাওয়াকে আপাত লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছে; এবং সে-অনুযায়ী প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। পড়ে গিয়েও অসামান্য মানসিক দৃঢ়তার কারণে ঠিকই উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং ফের এগোচ্ছে। শ্লথ হয়ে গেছে গতি, শ্রান্তিতে পর্যুদস্ত, শরীর আর মনে সমন্বয় নেই–যেহেতু শরীর হাল ছেড়ে দিতে চাইছে, কিন্তু প্রত্যয়ী মন ঠিক এগোতে চাইছে।

মাটি থেকে মুঠো ভরে তুষারকণা তুলে নিয়ে শরীরের নানা ক্ষতে হাল্কাভাবে ঘষল জেমি। ব্যথা না-কমুক, ফোলা অন্তত কিছু কমবে। তারপর পাশের কচি অ্যাসপেন গাছের সরু ডাল আঁকড়ে ধরে নিজেকে দাঁড় করাল।

বিস্ময়কর হলেও দিক্‌ভ্রান্ত হয়নি ও, যেভাবে হোক ঠিক পথে এগোচ্ছে। নিশ্চিত জানে না জেমি, তবে মনে হচ্ছে ঠিক পথে যাচ্ছে। কেবিনটা এ মুহূর্তে হাতের ডানে, ঢালের বেশ উঁচুতে। ছোট্ট শেড, যেখানে রোয়ানটাকে রেখে এসেছিল, ওটা এখন সামনে, ঢালের আরও নিচুতে।

ঠিক কত নিচুতে? বিশ গজ?

দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর, পায়ে বল পাচ্ছে না। হাঁটা বা দৌড়ানো অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভাগ্যিস যে গাছগুলো ছিল, নইলে হয়তো অনেক আগেই ক্ষান্ত হতো। একটার পর একটা গাছ আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলল। তবে গতি ধীর হয়ে গেছে এখন।

অনুমানের চেয়ে বেশি পথই পাড়ি দিতে হলো। ত্রিশ গজের কম হবে না। অধৈর্য হয়ে উঠবার আগেই শেডে পৌঁছে গেল ও। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে রাজ্যের স্বস্তি অনুভব করল সারা দেহে। আহ্! কষ্টটা সার্থক হয়েছে। পেটে রোয়ানের মুখের খোঁচা খেয়ে বুঝল ওকে দেখে ঘোড়াটাও খুশি হয়েছে।

হুড়মুড় করে পড়ে গেল জেমি, পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছে না। কষ্টেসৃষ্টে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল। ঝড়ো বাতাস আর ঠাণ্ডা ঢুকতে থাকলে এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় মারা পড়বে। শেডের ভিতরটা গরম নয়, বরং যথেষ্ট ঠাণ্ডা, কিন্তু নিরাপদ। হ্যাঁ, নিরাপদ। এটাই বোধহয় এখন বড় ব্যাপার।

কিন্তু কতক্ষণ? তিন তিনজন লোক থাকবার পরও নিশ্চয়ই বসে থাকবে না জজ মিলস? লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে, হন্যে হয়ে খুঁজবে। তুষারের বুকে পরিষ্কার চিহ্ন ফেলে এসেছে জেমি, অন্য সময় হলে অনায়াসে অনুসরণ করতে পারত ওরা। কিন্তু ঘন হয়ে তুষার পড়ছে বলে মিনিট কয়েকের মধ্যে নিশ্চয়ই সেই চিহ্ন চাপা পড়ে গেছে। তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। সময় লাগবে। ট্র্যাকিং-এ কিছু জ্ঞান চারজনের কারও না কারও আছে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, সমস্যা হলেও ঠিক ওর পিছু নিয়ে চলে আসতে সক্ষম হবে শত্রুরা।

তাই এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। চলে যেতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে মিলসরা। শরীরের যা অবস্থা, উপত্যকা

পাড়ি দিতে সক্ষম হবে ও? পথও কম নয়। মাইল দুই তো হবেই; বেশিও হতে পারে। সমান পথ হলে কথা ছিল না, স্রেফ ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকতে পারলেই চলত। কিন্তু চড়াই-ওৎরাই পেরোতে হবে।

কাজটা সহজ হবে না।

অবশ্য এখন কোন কিছুরই পরোয়া করে না জেমি। বিলক্ষণ বুঝতে পারছে–এবং জোর তাগিদও অনুভব করছে–যেভাবে হোক এখান থেকে সরে পড়তে হবে; এবং নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে, যেখানে ধকল সামলে নেওয়ার সময় পাবে, ক্ষত ও ভাঙচুরের চিকিৎসা করাতে পারবে।

এবং তীব্র ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবে, এমন জায়গায় যেতে হবে।

রুক্ষ বা পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে গেলে, বিশেষ করে দীর্ঘ ওই উপত্যকা পাড়ি দিতে পারলে শেষ চাহিদাটা মিলবে। ঠাণ্ডায় ঠাঁই নেওয়ার মতো জায়গা পাবে অনেক।

উঠে দাঁড়াল জেমি। রোয়ানের শরীরে ভর দিয়ে স্যাডলের পেটি টাইট করল। এবার দরজা মেলে ঘোড়াকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল স্যাডলে। মাথা নিচু রেখে তুষার-ঝড়ের মধ্যে ঘোড়াকে চালনা করল।

রোয়ানটা বোধহয় সওয়ারের বিপর্যস্ত অবস্থা বুঝতে পেরেছে, কারণ প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়তেও আপত্তি জানাল না, অথচ অন্য সময়ে হলে তাই করত।

ঝড়ের তাণ্ডব ছাপিয়েও পিছনে, পাহাড়ের উপর থেকে জজ মিলসদের হাঁক-ডাক কানে আসছে। অ্যাসপেন বন ছাড়িয়ে উপত্যকায় চলে এল শত্রুপক্ষ, চেঁচামেচিতে বোঝা গেল শেডটাও খুঁজে পেয়েছে।

ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে জেমি। অনুসরণ করে আসা শত্রুদের পাত্তা

দিচ্ছে না তেমন। আসুক। কয়েকশো গজ দূরত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এখনই ধরা পড়ছে না। উপত্যকা পেরিয়ে গেলে দূরত্বটা আরও বাড়বে। ঝড়ের কারণে ধীর গতিতে হলেও টানা এগিয়ে চলেছে জেমি, কিন্তু শত্রুরা এত নিশ্চিন্তে এগোতে পারবে না, যেহেতু ওর ফেলে যাওয়া চিহ্ন খুঁজে বের করতে হবে। উপত্যকা পেরিয়ে গেলে দূরত্বটা আরও বাড়াতে পারবে।

যেখানে বাতাস কম, তুষার ঝড়ের তাণ্ডবও কম, তাই ঘোড়াও ছোটাতে সক্ষম হলো জেমি। কখনও স্রেফ হাঁটাচ্ছে। বন্ধুর ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল। বরফ ও তুষারে ঢাকা পড়ে যাওয়া উপত্যকা পেরিয়ে গেলে বন্ধুর জমি পড়বে, সেখানে পাহাড়ী একটা গুহা আছে। ঝড়ের মধ্যে হলেও জেমি আশা করছে জায়গাটা খুঁজে পাবে। ও যদি নাও ঠাহর করতে পারে, রোয়ানটা বোধহয় ঠিকই পারবে–যেহেতু আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে ওরা। এসব ক্ষেত্রে চারপেয়ে জন্তুদের ভুল হয় না।

পিছনে নিশ্চিত মৃত্যু ধেয়ে আসছে। আর সামনে তুষারঝড় ও ঠাণ্ডার নিষ্ঠুর ও হিংস্র তাণ্ডব ছাড়াও রয়েছে বন্ধুর, দুর্গম পথ। পরিস্থিতির কারণে ওই পথ পাড়ি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু, তবুও…পিছনে ধেয়ে আসা মানুষগুলোর হাতে নিজের ভাগ্য বা পরিণতির বিবেচনায় ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা আছে। জেমি মনে করে, কখনও কখনও মানুষরূপী শত্রুর চেয়ে বরং বিরূপ প্রকৃতিকে হারানো সহজ।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্ষণিকের জন্যে পিছনে তাকাল ও, অন্ধকারে ক্ষীণ আভা চোখে পড়ল। একটা আলোকিত জানালা যেন!

আড়ষ্ট হাতে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল জেমি। ঠাণ্ডায় প্রায় অসাড় হয়ে যাওয়া হাতে শক্ত করে ধরল রাইফেল, তারপর জানালা বরাবর পরপর তিনটা গুলি পাঠিয়ে দিল।

রাইফেল স্ক্যাবার্ডে ফেরত পাঠিয়ে অন্ধকারে ঘোড়া চালনা করল এবার। পুরোপুরি অন্ধকার নয় ট্রেইল, বরং তুষারের কারণে এক ধরনের ম্লান আলো তৈরি হয়েছে; পথ চলা যাচ্ছে।

দেদার মার খেয়েছে ও, বিপন্ন ও বিধ্বস্ত অবস্থায় পালিয়ে এসেছে, কিন্তু রাইফেলের গুলি চালিয়ে একটা মেসেজও দেওয়া গেছে শত্রুদের। এটা এক ধরনের ঔদ্ধত্য। অহঙ্কার। প্রতিবাদ। জজ টেপ্তি মিলস ওকে পিটিয়ে যত সুখই পাক না কেন, হরিষে বিষাদের মতো এও মনে রাখতে হবে যে জেমি ট্রেভালিয়নকে মোটেও টলানো যায়নি, বরং অসামান্য দৃঢ়তায় সব অত্যাচার সহ্য করে গেছে। মিলস ওকে বাগে পেয়েও পেটের খবর বের করতে পারেনি, উল্টো ঠিক জাল কেটে বেরিয়ে গেছে।

মিলস এখন জেনে গেছে বয়সে যতই কাঁচা হোক, জেমি ট্রেভালিয়নকে এত সহজে হারানো যাবে না।

তিন

কনকনে ঠাণ্ডা। এত তীব্র ঠাণ্ডা প্রবল শীতেও পড়ে কি-না সন্দেহ। বিপর্যস্ত শরীরের কারণেই বোধহয়, শীতের তীব্রতা মারাত্মক মনে হচ্ছে জেমির কাছে। স্যাডলের মধ্যে মাথা গুঁজে রাখতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু পারছে না। বুনো ইণ্ডিয়ান ট্রেইলটা খুঁজে পেতে হবে। এমনকী পরিষ্কার আবহাওয়ায়ও ওটা ঠিকমতো চোখে পড়ে না, আর এখন তো খুঁজে না-পাওয়ার সম্ভাবনাই ষোলোআনা।

নিজের উপর না-থাকলেও রোয়ানের উপর পূর্ণ মাত্রায় ভরসা রয়েছে জেমির। যেহেতু আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে, আশা করা যায় ঠিকই ট্রেইল খুঁজে পাবে ঘোড়াটা, যদি···

একটা যদি আছে। যদি ঘোড়াটা ভেবে থাকে ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে সেই গুপ্ত গুহায় যাবে সওয়ার।

ঝড়ো বাতাস সরাসরি মুখে আঘাত করছে। নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় মুখ নিচু করতে হচ্ছে জেমিকে, কোটের কিনারার পিছনে নিয়ে যাচ্ছে মুখ আর চিবুক, নইলে শ্বাস নিতে পারছে না। উড়ন্ত তুষার নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখে বা নাকে ঢুকে গেলে বাড়তি বিপদ দেখা দিতে পারে।

ঘন তুষার জমে গেছে, এমনকী পাহাড়ের পাদদেশেও। বেশ কয়েকবার হোঁচট খেল রোয়ানটা, পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। এমনিতে ক্লান্ত ছিল ঘোড়াটা, বিশ্রামের সুযোগ হয়নি, যেহেতু প্রায় সারাদিন ছোটাছুটির মধ্যে ছিল, আর এমন আবহাওয়ায় ওটাকে ছোটানো নিষ্ঠুরতা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায়ও নেই।

বাতাসের জোরও আছে বেশ। বাতাস ঠেলে এগোনোর সময় ওদের মনে হচ্ছে যেন ঠাণ্ডা লোহার দেয়াল ঠেলতে হচ্ছে। কানে ঢুকে যাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। সময় লাগলেও এগিয়ে চলল জেমি।

আচমকা পিছলে গেল রোয়ানের পা। হুড়মুড় করে পড়তে গিয়েও কীভাবে যেন সামলে নিল। হাঁটু গেড়ে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল প্রভুভক্ত ঘোড়া। দাঁড়াতে সক্ষম হলো যখন, তখন থর থর করে পুরো দেহ কাঁপছে ওটার।

সহসা উল্লসিত হলো জেমি। ট্রেইলের হদিশ মনে পড়েছে! বিশ গজ সামনে এক চিলতে খোলা জায়গা দেখতে পাচ্ছে। একটু ডান দিকে হঠাৎ নিচু হয়ে গেছে জমি, ঢালু হয়ে কয়েক ফুট নীচে

চাতালের মতো তৈরি করেছে। এজন্যেই হোঁচট খেয়েছে ঘোড়াটা, তুষারে ঢেকে যাওয়া ঢালু জমি ঠাহর করতে পারেনি বলে? সত্যি কি গুপ্ত গুহার কাছে পৌঁছেছে?

যাচাই করতে দোষ কী! আনমনে ভাবল। না হয় পঞ্চাশ গজ পথ বাড়তি হাঁটল রোয়ানটা। ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনা রয়েছে, অন্তত তাই মনে হচ্ছে জেমির।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওটাকে সেদিকে যাত্রা করিয়ে দিল ও। পা বাড়াতে চাইল না ওটা, প্রথমে ইতস্তত করল, এক কদম বাড়িয়ে থেমে গেল মুহূর্তের জন্যে; তারপর আবার এক পা বাড়াল। খুরের নীচে জমে থাকা তুষার এবং তারও নীচে শক্ত মাটির অস্তিত্ব টের পেতে আর দ্বিধা করল না, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগোল।

হঠাৎ জমকাল, প্রকাণ্ড একটা কাঠামো দেখা দিল এক পাশে। জেমি অনুমান করল ওটা থুথুরে বুড়ো সেই স্প্রূসটা। রোয়ানকে প্রকাণ্ড গাছের কিনারে নিয়ে এল জেমি, স্যাডল ছাড়ল।

সারা শরীর ব্যথায় জর্জরিত। এমন কোন অস্থি, পেশি বা অঙ্গ নেই যেখানে ব্যথা বোধ করছে না। চাপ চাপ, তীব্র ব্যথা। বিধ্বস্ত দেহে হাঁটবার মতো শক্তি নেই, কিন্তু রোয়ানটার উপর আর কতই বা অত্যাচার চালানো যায়! সামর্থ্যের সীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওটা। বাঁচতে হলে পরস্পরকে দরকার হবে ওদের। বিশেষ করে রোয়ানটাকে ছাড়া জেমির চলবেই না।

এখান থেকে হেঁটে এগোবে বলে স্থির করেছে জেমি। ট্রেইল চিনতে পারবে আশা করছে। গাছপালা, পাথর ও বোল্ডার সারির ফাঁক-ফোকর গলে এঁকেবেঁকে চলে গেছে অস্পষ্ট, সঙ্কীর্ণ ট্রেইল। বিপজ্জনকও বটে। কোথাও কোথাও প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য, কিন্তু পেরোনো একেবারে অসম্ভব নয়।

ঘোড়ার লাগাম হাতে হাঁটতে শুরু করল জেমি। সীমাহীন কষ্ট

হচ্ছে, কিন্তু ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝাচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছাতে না-পারলে নিশ্চিত মৃত্যু। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাওয়া পায়ে সাড়া ফিরে পেতে প্রায়ই পা ঝাড়ছে, থপথপ করে পা ফেলছে।

এগিয়ে চলল ওরা। সময়জ্ঞান সম্পর্কে আগেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, বরং তীব্র ঠাণ্ডা আর ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে গিয়ে ব্যস্ত থাকছে সারাক্ষণ। ট্রেইলের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। পথ ভুল করতে চায় না জেমি। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পথ চলার শক্তি ঘোড়া বা ওর, কারোই নেই। অচিরেই তাই একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে হবে। শরীর প্রায় ভেঙে পড়ছে। অবাধ্য ইচ্ছে জাগছেঃ অত চেষ্টা করে কী লাভ? তারচেয়ে বরং হাল ছেড়ে দিয়ে ট্রেইলে শুয়ে পড়ুক! ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মারা যেতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। মরণে সব দুর্ভোগ, কষ্ট বা ভোগান্তি থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি মিলবে; সর্বাঙ্গে ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে নিষ্ফল অগ্রযাত্রার মানে হয় না, যেখানে আদৌ কোন আশ্রয় ওদের ভাগ্যে নাও জুটতে পারে।

কতক্ষণ এগিয়েছে জানে না জেমি, কিন্তু ক্ষীণ আশা নিয়ে কষ্ট হলেও এগিয়ে চলেছে। মনকে বুঝিয়েছে, এখন একটাই লক্ষ্যঃ যেভাবে হোক, খুঁজে পেতে হবে একটা আশ্রয়। অন্য সব কিছুই বাতিল করে দিয়েছে। বিরূপ আবহাওয়া, পেছনের শত্রু কিংবা বিপদের আশঙ্কা…সব বিস্মৃত হয়েছে।

মাথা গুঁজবার মতো জায়গা হলেই চলবে। পাহাড়ী চাতাল, কাত হয়ে পড়া গাছের গুঁড়ি বা প্রাকৃতিক গুহা…যে-কোন কিছু। আশ্রয় আর আগুন…দুটোই এখন প্রাণ বাঁচানোর অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের জন্যে।

থেমে, সময় নিয়ে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি চালাল জেমি।

বাতাসের তোড়ে চোখ খুলতে পারছে না। উঁহুঁ, চার হাত ব্যাসের কোন জায়গা চোখে পড়ল না যেখানে ঘোড়াকে নিয়ে মাথা গুঁজতে পারবে। আছে অমন জায়গা, কিন্তু তীব্র বাতাস থেকে রক্ষা পাবে না, বাতাসকে ঠেকানোর মতো সামান্য আড়ালও নেই।

চারদিকে পড়ে আছে টনকে টন তুষার। ঘন হয়ে জমা হয়েছে সর্বত্র। আর আছে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা নানা জাতের গাছ। ঝড়ো বাতাসের শব্দে মনে হচ্ছে চাবুক চালাচ্ছে কেউ। উড়ন্ত তুষারকণা ঠাণ্ডা হুল ফোটাচ্ছে নাকে-মুখে।

ইতোমধ্যে ব্যাণ্ডানা দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নিয়েছে জেমি। এতে অন্তত নিঃশ্বাস নিতে পারছে ঠিকমতো। চোখ দুটো যদি ঢাকতে পারত কিছু দিয়ে!

এগিয়ে চলল ওরা।

একটু পর আবার থামল জেমি। পিছন ফিরে দূরত্ব অনুমান করল—ট্রেইল খুঁজে পাওয়ার পর থেকে কতটা এগিয়েছে। সিকি মাইল, না আধ মাইল? কিংবা তারও বেশি···হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না, ভোঁতা ভোঁতা লাগছে সব কিছু। ভাবনা শ্লথ হয়ে গেছে! মরিয়া হয়ে ভাবতে চেষ্টা চালাল ও: পরিচিত ট্রেইলের ধারে-কাছে কি আশ্রয় নেওয়ার মতো জায়গা ছিল? না পুরোটাই ওর অবসন্ন ও উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা? পশ্চিমে রাইডার মাত্রই পথ চলবার সময় আশপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখে, প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের খুঁটিনাটি মগজে গেঁথে পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে। এই ট্রেইলে আগেও এসেছে জেমি, তখন কি আশ্রয় নেওয়ার মতো কোন জায়গা চোখে পড়েছিল?

মনে করতে পারল না।

এগিয়ে চলল জেমি। হাঁটছে তো হাঁটছেই। এখন আর কোন বোধশক্তি নেই। নিষ্প্রাণ, শ্লথ ও অপ্রকৃতিস্থ চলা। গন্তব্যহীন।

হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জেমি। ওর মনে হলো পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ভারী দেহের ওজন আর বইতে চায় না। মুহূর্ত কয়েক পড়ে থাকল ওভাবে, জমে থাকা তুষারের বুকে দেবে গেছে মুখ, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। করবে কীভাবে? আদপে শরীরে তেমন কোন অনুভূতিই নেই।

এত দুর্ভোগ সব অর্থহীন মনে হচ্ছে।

পাঁজরে ঘোড়ার নাকের খোঁচা খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল জেমি, রোয়ানটা ওকে উঠে দাঁড়ানোর তাগিদ দিচ্ছে। ঝাড়া দুই মিনিট একইভাবে পড়ে থাকল ও, তারপর বুকের নীচে দু'হাত এনে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল।

বরফ! হাতের নীচে বরফ। ঠিক এ কারণে পিছল খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তুষারের পাতলা স্তরের নীচে জমাট বরফ। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল জেমি, দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়। ঝড়ো ও ঠাণ্ডা বাতাসে জড়সড় হয়ে গেছে দু'কাঁধ। তবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মগজ। বরফ মানেই পানি। এটা নিশ্চয়ই সেই নদী, ইণ্ডিয়ান বুড়ো ওকে বলেছিল। শীতের কারণে নদীর পানি জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়েছে, এবং তার উপর তুষার জমেছে। নদীর উৎপত্তি এক ঝর্না থেকে, আর ঝর্নার ঠিক নীচেই রয়েছে গুহাটা, যার খোঁজে এদিক এসেছে।

আদপে কি কোন গুহা আছে? ইণ্ডিয়ানের কাছে শুনেছিল, পরখ করতে কখনও এতদূর আসেনি ও।

পাহাড়ের দিকে ফিরে ধীর পায়ে এগোল জেমি, সতর্ক যাতে ফের পিছল না-খায়। বরফের মসৃণ পৃষ্ঠ আলগা তুষারের কারণে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। পায়ের তলায় বরফের উপস্থিতির মানে হচ্ছে নদী ধরে এগোনো। অন্ধের মতো ওকে অনুসরণ করছে রোয়ান।

কিছুক্ষণ পর, জেমির মনে হলো বাতাসের দাপট কমে গেছে,

কিংবা ভুলও হতে পারে। হয়তো পুরোটাই ওর কল্পনা। একবারে এক কদম ফেলছে। অস্বাভাবিক ধীর হয়ে গেছে চলা। কিন্তু তবুও এগোচ্ছে তো! ঝড়ো হাওয়া এখন আর বইছে না, কিংবা বলা উচিত ওদের গায়ে লাগছে না। সম্ভবত···জেমি অনুমান করল, কোন ক্লিফের পিছন দিকে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাই বাতাসের তোড় ওদেরকে পাচ্ছে না।

সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না। একে মাথায় আঘাত পেয়েছে, তায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গুলিয়ে গেছে চিন্তা-ভাবনা, ঠিকমতো ভাবতে পারছে না। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার করে, সম্ভাবনা হিসাব করে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অথচ হাত-পায়ের মতো মস্তিষ্কও ঠাণ্ডায় জমে গেছে যেন। তবে তারপরও, যতটা বোধশক্তি অবশিষ্ট আছে তাতে জেমি পরিষ্কার বুঝতে পারছে শিগ্‌গিরই কোন আশ্রয় খুঁজে পেতে হবে, নইলে নির্ঘাত ঘোড়া সহ পটল তুলবে।

আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল জেমি। এবার উঠতে আগের বারের চেয়ে বেশি সময় লাগল। বিকলাঙ্গ মানুষের মতো আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ধীর গতিতে পা বাড়াল। অনুভব করল সামনের দিকে উঁচু হয়ে গেছে বরফ, কিংবা উঁচু হচ্ছে। খাড়া ঢাল ধরে নেমে আসা ঝর্নার পানি জমা হয়েছে ঠিক দু'হাত দূরে, ঝর্না হয়ে পরে নদীর আকারে ফেলে আসা পথের দিকে চলে গেছে। তবে সবই এখন জমাট বরফ।

ডান দিকে সরে গেল জেমি। যদ্দূর মনে পড়ছে ঝোপঝাড়ের কাছে কোথাও রয়েছে গুপ্ত গুহাটা। নদীর কিনারে জন্মানো ঝোপ প্রায় দেয়াল তৈরি করেছে। ডালপালায় ভরা, পরস্পরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এর মাঝে ফোকর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

এগিয়ে চলল না-বলে বরং বলা উচিত ঢালু পাড় ধরে উঠতে হলো। এবার আছাড় খেল রোয়ানটা। ওটাকে তুলতে গিয়ে বেশ

কসরত করতে হলো জেমিকে। ঘোড়াকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজে হাঁপিয়ে গেল, টের পেল ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত লাগছে, দম নিয়ে বুক ভরতে পারছে না। যখনই লম্বা দম নিচ্ছে, বুকের পাশে তীব্র ব্যথার ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে যেন কেউ।

সামনে বড়সড় ও কালো কী যেন রয়েছে। ভাল করে তাকাতে দেখল ঝোপঝাড়ের মাঝে খানিকটা ফাঁক রয়েছে। ফারাক বরাবর এগিয়ে গেল জেমি, ঘোড়াকে টেনে পার করাল। বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেল গায়ে জোরাল ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে আবার। দস্তানা পরা হাত তুলে মুখে বুলাল ও, অনুভব করল ঠাণ্ডায় হাত প্রায় জমে যাওয়ার দশা। মুখের ত্বকেরও একই অবস্থা হয়েছে।

সামনে অপরিসর একটা পথ দেখতে পাচ্ছে। খোলা মুখও বলা যেতে পারে। কীসের মুখ কে জানে! তবে এখন আর কোন কিছুরই পরোয়া করা যাবে না। সুযোগ নেই। পথ যেখানে নিয়ে যায় ওকে, তাই যাবে। পিছন ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

বিশ গজ এগোনোর পর হঠাৎ সামনে কালচে একটা গহ্বর দেখতে পেল। গুহার মুখ! প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না ও, শঙ্কিত মনে ভাবল হয়তো অবসন্ন মস্তিষ্কের কল্পনা এটা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরও যখন ওটা গায়েব হলো না, রাজ্যের স্বস্তি অনুভব করল জেমি। ত্রস্ত পায়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে গুহার ভিতর ঢুকে পড়ল।

ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নীরব, স্থবির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও, কিন্তু দেখা দূরে থাক, কিছু ঠাহরও করতে পারল না। হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে প্রায়, অনুভূতিশূন্য ও ভারী ঠেকছে; এক একটা আঙুল যেন ছোট আকারের একেকটা গদা। সাড়া ফিরে পাওয়ার জন্যে হাত ঘষল পরস্পরের সঙ্গে, উরুতে মেসেজ

করল, শেষে দু'হাত ঢুকিয়ে দিল বগলে। কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখল।

শরীরের দশা যে আঙুলের চেয়ে ভাল, তা বলা যাবে না। আড়ষ্ট পায়ে ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করল। শরীর খাটালে হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কেটে যাবে। এবার দু'হাত দিয়ে রোয়ানের পিঠ থেকে জমে থাকা তুষার সরিয়ে দিল। কাজের ফাঁকে সারাক্ষণই পা দুটোকে খাটাচ্ছে, যেন সৈনিকদের মতো লেফট-রাইট করছে!

চলাফেরার মধ্যে থাকতে হবে, নইলে জমে যাবে। এতক্ষণ আশ্রয়ের খোঁজে চলছিল বলে শরীরে লাগাতার তাপ তৈরি হয়েছে, তাই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ওকে কাবু করতে পারেনি, কোনরকমে টিকে ছিল গুহায় আসা পর্যন্ত। আশ্রয় খুঁজে পাওয়ায় কার্যত হাঁটা-চলা ফুরিয়ে গেছে, এতে খুশি হওয়ার সুযোগ নেই, বরং এটা হতে পারে নতুন বিপদ। চরম সর্বনাশ। ঠাণ্ডা স্বল্প সময়ে আঘাত হানবে। শরীরে লাগাতার তাপ তৈরি করে যেতে হবে। কোন অঙ্গকে বেকার রাখা যাবে না, তাতে আড়ষ্ট হয়ে যাবে–বিশেষ করে হাত-পায়ের আঙুল; শেষপর্যন্ত ওগুলো পুরোপুরি অচলও হয়ে যেতে পারে।

তাই, চলাফেরার মধ্যে থাকতে হবে। ইতোমধ্যে অন্ধকারে কিছুটা হলেও সয়ে এসেছে চোখ, আবছাভাবে গুহার ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। সব মিলিয়ে এর ব্যাসার্ধ হবে বিশ ফুট, যার মধ্যে দীর্ঘ দুটো প্যাসেজ ঠাহর করতে পারছে, যদিও ওগুলো এ মুহূর্তে গাঢ় দেখাচ্ছে।

এদিক-ওদিক শুকনো কাঠ আর লতাপাতা পড়ে আছে। স্পষ্ট যে আগেও এখানে ক্যাম্প করেছে কেউ কেউ। মাথার উপর ছোট একটা খোলা-মুখ রয়েছে গুহার, পাথুরে ফাটল বলা চলে; ভিতরে আগুনের কুণ্ডে তৈরি ধোঁয়া অনায়াসে বেরিয়ে যাবে ও-পথে।

পা ঝাড়ল যখন, জেমি টের পেল পা দুটো কাঠের টুকরোর মতো লাগছে। ভারী, আড়ষ্ট ও অসাড়। গ্রাহ্য না-করে পা ঝেড়ে গেল কিছুক্ষণ। তারপর আগুন জ্বালানোর আয়োজন করল। গুটি কয়েক শুকনো কাঠি জড়ো করল এক জায়গায়, দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরাতে গিয়ে টের পেল কাঠি ঠিকমতো ধরতে পারছে না।

শরীরের সব কলকব্জা সচল করা দরকার। হয়ে যাবে। শুধু চলাফেরার মধ্যে থাকতে হবে। হিমশীতল বাতাস নেই বলে ধীরে ধীরে হলেও সুস্থির হবে, শরীরের স্বাভাবিক কার্যকলাপ পুনরুদ্ধার করতে পারবে। উষ্ণতা পেলে সবকিছু ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

স্যাডলের ভার থেকে রোয়ানকে মুক্তি দেওয়া দরকার। পেটি ঢিলে করতে গিয়ে বেশ কসরত করতে হলো, আড়ষ্ট আঙুলে ঠিকমতো ধরতে পারছে না। শেষে রোয়ানের পিঠ থেকে স্যাডলটা খসাতে সমর্থ হলো। কম্বল তুলে নিয়ে পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি মারল, ঝাড়াঝাড়ির ঝামেলায় গেল না; স্যাডলে আটকে পড়া বেশিরভাগ তুষার ও বরফ খসে পড়ল। এবার সযত্নে মুছে দিল রোয়ানের পিঠ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণা জমে আছে। শেষে দলাই-মলাই করে দিল। একইসঙ্গে দু'জনেরই উপকার হলো: ঘোড়ার শরীর গরম হয়ে উঠল, জেমির নানা অঙ্গের আড়ষ্টতাও চলে গেল।

দীর্ঘ সময় পরে হলেও ঠাণ্ডাজনিত শারীরিক জড়তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলো জেমি ট্রেভালিয়ন। সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ সচল হয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে, ছোট ছোট কয়েকটা শুকনো ডাল জড়ো করল ও, সঙ্গে মেশাল পাইনের শঙ্কু ও ইঁদুরের পরিত্যক্ত বাসা থেকে সংগ্রহ করা কিছু জালিকা। এবার খুব সতর্কতার সঙ্গে শুকনো পাতা যোগ করল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে এবার সমস্যা হলো না। ছেলেবেলায় দেয়াশলাইয়ে আগুন জ্বালাতে এক

কাঠির বেশি লাগত না বলে গর্ব বোধ করত জেমি। বহুদিন পর এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না বলে সন্তুষ্ট বোধ করল।

মিনিট খানেকের মধ্যে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল কয়েক গজের মধ্যে, লকলক করে জ্বলছে শিখা। আগুনে আরও জ্বালানি যোগ করল, উষ্ণতার লোভে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

আরামদায়ক উষ্ণতার সঞ্চারে শরীরে নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য টের পাচ্ছে ও। পর্যাপ্ত আলো যেহেতু আছে, এবার পারিপার্শ্বিকের দিকে নজর দিতে মনস্থ করল। যতটা অনুমান করেছিল, গুহাটা তারচেয়েও বড়। সবটা আলোকিত হয়নি বটে, তবে আবছাভাবে হলেও চোখে পড়ছে। দেয়ালের সঙ্গে বিস্তর জ্বালানি কাঠ জমিয়ে রাখা। জীর্ণ টিনের বালতি, কয়েকটা ইণ্ডিয়ান পাত্র, কলসি ছাড়াও দড়ির হার্নেসে তৈরি টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। সন্দেহ নেই কোন এক ইণ্ডিয়ান গুহাটা ব্যবহার করত।

দরজার কাছে এসে আঁজলা ভরে তুষার তুলে নিল ও, গলে গিয়ে বরফ হওয়ার জন্যে আগুনের পাশে রেখে দিল। তুষার বা বরফ শুধু গলবেই না, গরমও হবে। সামান্য গরম হওয়ার পর পানি নিয়ে রোয়ানের কাছে চলে এল, খাওয়াল ওটাকে। ঘোড়াকে বেশ সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ দেখাল পানি পেয়ে।

কফিপটে তুষার সংগ্রহ করে, আগুনের উপর চাপিয়ে দিল ও। কফি তৈরি হতে মিনিট দশেকের বেশি লাগল না। পানি ফুটছে, এ ফাঁকে উইনচেস্টার ও পিস্তল দুটো মুছল জেমি।

চিন্তিত দৃষ্টিতে কোল্ট দুটো খুঁটিয়ে দেখল ও। বেশ দামী ও দুর্লভ জিনিস। ঝামেলা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হলেও কখনও এ দুটোকে কাছ-ছাড়া করেনি ওর বাবা। সারাক্ষণই সঙ্গে রাখত। ব্যাপারটা এই প্রথম হলেও কৌতূহলী করে তুলছে জেমিকে।

কেন? আজীবনই বাবাকে মনে-প্রাণে নিরীহ্ হিসাবে দেখেছে

ও। এমন নিরীহ মানুষ কেন সঙ্গে জোড়া পিস্তল বয়ে বেড়াবে সারাক্ষণ? জনসমক্ষে কখনও বয়ে বেড়াত না বটে, কিন্তু সঙ্গে রাখত; আর জেমি কখনও তাকে ড্র বা ব্যবহার করতেও দেখেনি। শুধু সাফসুতরো করবার সময় পিস্তল বের করত জন ট্রেভালিয়ন।

সহসা ওর উপলব্ধি হলো আসলে বাবা সম্পর্কে ওর জ্ঞান খুব সীমিত। সীমিত? আদপে বোধহয় কিছুই জানা নেই।

বাইরে উদ্দাম ঝড় নিষ্ঠুর আক্রোশে হামলে পড়েছে প্রকৃতির উপর, তবে গুহার ভিতরে বসে টের পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ঠাণ্ডা আছে ঠিকই। আগুনের কাছে বসে আছে জেমি। উষ্ণতার নৈকট্য ছাড়তে পারছে না। দেয়ালে আজগুবি নৃত্য জুড়ে দিয়েছে ছায়ারা।

রহস্যময় পরিবেশ নয় বটে, কিন্তু রহস্যময় ও নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল জেমি। ওর বাবাকে নিয়ে। খণ্ড খণ্ড কিছু ঘটনা মনে পড়ছে ওর–ছেলের প্রতি মমতা প্রকাশে বড় আড়ষ্ট ছিল জন ট্রেভালিয়ন; বিশেষ করে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর। জেমির মার মৃত্যুর পর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল মানুষটা।

মাকে নিয়ে প্রায় কখনোই আলাপ করত না ওরা। জেমি যদি কখনও মায়ের প্রসঙ্গ তুলত, হয় ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যেত জন কিংবা উঠে চলে যেত কামরা থেকে, একটা কথাও বলত না। আগে এর অর্থ বুঝতে না-পারলেও এখন জেমির মনে হচ্ছে বাবা কখনোই মনে করত না মা মারা গেছে, যেন কোথাও আছে এবং ঠিক চলে আসবে।

বাবার ছবি কল্পনা করল জেমি। ভেলভেট কলারের জীর্ণ ফ্রক কোট পরা বিষণ্ন একজন মানুষের ছবি। নিঃসঙ্গ, স্বল্পভাষী, ভাবুক একজন লোক; কিংবা হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তবে সবকিছুর পরও এক ধরনের প্রচ্ছন্ন আভিজাত্য ছিল তার চলাফেরায়। খুব কম

মানুষের মধ্যে এটা দেখেছে জেমি।

বাবা সম্পর্কে ওর ধারণা এত কম কেন? নির্দিষ্ট কোন কারণে এ গোপনীয়তা, নাকি নিজের পরিবার বা অতীত সম্পর্কে বলতে অনীহা ছিল জনের? যদি সত্যি পরিবার বা অতীত বলে কিছু থেকে থাকে।

কোথায় জন্ম হয়েছিল বা বড় হয়েছে, কেন পশ্চিমে এসেছিল বা কোথায় মায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল···এসবের কিছুই জানে না জেমি। সত্যি কথা হচ্ছে, এ মুহূর্তের আগে এ নিয়ে ভাবেওনি কখনও।

একটা ঘটনা মনে পড়ল। এক হোটেলে উঠেছিল বাপ-ব্যাটা। পত্রিকায় কী একটা খবর পড়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল বাবা। মুহূর্তে রেগে গিয়েছিল খুব, পত্রিকাটা মুড়ে বাণ্ডিল বানিয়ে সক্রোধে ছুঁড়ে মেরেছিল মেঝেয়। বাবার মুখ দেখে বিস্মিত হয়েছিল জেমি, রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল, অথচ জীবনে কখনও তাকে রাগতে দেখেনি।

'যাই করো, বাছা,' ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট স্বরে ওকে পরামর্শ দিল জন ট্রেভালিয়ন। 'পড়াশোনা করতে হবে! জীবনে যাই করো, বড় হতে গেলে পড়াশোনা ছাড়া উপায় নেই!'

ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। গুহার মুখে চলে এল জেমি। দমকা, ঝড়ো বাতাস মাঝে মধ্যে নিষ্ফল আক্রোশে ঢুঁ মারছে ভিতরে, তবে মুখ সরু বলে ততটা ঢুকতে পারছে না। তুষারপাতের মাঝে শ্যেনদৃষ্টি চালাল ও, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এখানে চলে এসেছিল, গুহার অবস্থান বা আশপাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে না মূল ট্রেইল থেকে কত দূরে এসেছে। তুষার-ঝড়ের কারণে ওদেরকে হয়তো দেখতে পাবে না কেউ, কিংবা এ গুহাও চোখে পড়বে না; কিন্তু ঝড় থেমে গেলে কি দেখতে পাবে?

ফের অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করল জেমি।

স্তূপ করে রাখা লাকড়ি থেকে প্রমাণ সাইজের একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে আগুনে যোগ করল ও। ইতোমধ্যে যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে গুহার ভিতরটা, উষ্ণ না-হলেও আরামদায়ক; অন্তত ঠাণ্ডায় জমে যাবে না ওরা।

শত্রুদের চিন্তা ঢুকল মাথায়। কী করবে মিলসরা? পুরানো, জীর্ণ কেবিনে কাটিয়ে দেবে রাতটা, না বেরিয়ে এসে খোঁজাখুঁজি করবে? খাবার সামান্য বাকি ছিল, ঠিক কতটা জানা নেই জেমির; তবে বেশি হওয়ার কথা নয়। চারজনের জন্যে খুবই অপর্যাপ্ত হবে। একজন কৃচ্ছ্রতা সাধন করলে বড়জোর এক সপ্তাহ চালিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু একাধিক লোকের কোনক্রমেই দু'একদিনের বেশি চলবে না। যা আবহাওয়া, নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় আগামী দু'চারদিনের মধ্যে কেবিনে আটকা পড়ে যাবে মিলসরা। অপর্যাপ্ত খাবার ও ঠাণ্ডার কারণে চারজনের মধ্যে দু'একজন যদি পটল তোলে, মোটেই বিস্ময়কর ব্যাপার হবে না।

আগুন আর দেয়ালের মাঝখানে বিছানা তৈরি করল জেমি, অস্ত্রগুলো পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। দু'হাত পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে মাথার নীচে নিয়ে গেল, গুহার অন্ধকারাচ্ছন্ন সিলিঙের দিকে চেয়ে ভাবতে শুরু করল বাবার কথা।

বাবার সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গ সময় কাটেনি ওর, যতটা কাটাতে পারত। পরিষ্কার অন্তরঙ্গতা ছিল না, তবে সবসময় বাবার স্নেহ বা মমতা ঘিরে ছিল ওকে—এখন বুঝতে পারছে জেমি। অদৃশ্য একটা দেয়াল বা দূরত্ব সবসময়ই ছিল দু'জনের মধ্যে। বার কয়েক সেই দেয়াল ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল জন ট্রেভালিয়ন, জেমির অনুমান, হয়তো নিজের বা পরিবার সম্পর্কে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু জেমির নিজেরই মানসিকতা বা মূড ছিল না। কখনও কখনও রীতিমতো রূঢ় আচরণ করেছে জেমি, এবং এখন তা মনে করে লজ্জিত বোধ

করছে।

বাবা ওকে বিশেষ কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু উঠতি বয়স ছিল বলে আত্মকেন্দ্রিক ছিল জেমি, নিজস্ব ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত সারাক্ষণ; তাই বাবার অতীত বা ছেলেবেলা সম্পর্কে সবিস্তারে জানবার ইচ্ছে হয়নি। ঠিক এ কারণে বাবা ওকে যা বলতে চেয়েছিল, কখনোই জানা হয়নি।

ঝিমুনি এসে গেছে। ক্লান্ত দেহে মৃত বাপকে নিয়ে ভাবছিল, এ সময় যা হয়–ওর মনে হলো স্বপ্ন দেখছে–অতীতের এক ঘটনা ভেসে উঠল মানসপটে।

'আমরা ফিরে যাচ্ছি না কেন?' মা জানতে চাইছে বাবার কাছে। 'এমন কিছু কি ঘটেছে যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়?'

বাবার জবাব মনে করতে পারল না জেমি। যদি আদৌ জবাব দিয়েও থাকে, শুনতে পায়নি ও। কিন্তু মা-র পরের কথাটা ঠিকই শুনেছে: 'সবার কথা ভাবছি না আমি, চিন্তা করছি শুধু তোমাকে নিয়ে।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' জন ট্রেভালিয়নের জবাব। 'আগের মতো নেই অবস্থা, পুরোপুরি বদলে গেছে।' মিনিট কয়েক পর যোগ করল: 'অতীতকে খোঁচানো···মনে হয় না আবার নতুন করে শুরু করা উচিত। ওরা এসব না-জানলেই ভাল হয়।'

বয়স একেবারে কম ছিল তখন জেমির, বড়জোর আট-দশ হবে। কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি তখন, বুঝবার কথাও নয়। কিন্তু তারপরও কেন মনে রেখেছে? এখনই বা কেন মনে পড়ল?

বাবা তো নেই। মারা গেছে।

কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি তার। খুন হয়েছে। বাবা সম্পর্কে যে যাই মনে করুক, একটা বিষয়ে জেমি সুনিশ্চিত–হাল ছেড়ে

দেওয়ার পাত্র ছিল না জন ট্রেভালিয়ন। কোন কাজে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হবে জেনেও ঠিকই চেষ্টা চালিয়ে যেত। সারা জীবন এমনই দেখে এসেছে ও, শুধু সেদিনের ওই ব্যাপারটা ছাড়া। অতীত খুঁড়ে *রহস্যময় কিছু একটা* নতুন করে শুরু করতে অনীহা ছিল তার।

বাবার জুয়া খেলার অভ্যাসের নেপথ্যের কারণ নিয়ে ভাবতে শুরু করল জেমি। মা জীবিত থাকতে কখনও তাস ছুঁয়েও দেখেনি জন ট্রেভালিয়ন। সঠিক করে বললে, আসলে বছর দু-তিনেক ধরে গড়ে উঠেছে অভ্যাসটা।

এক রাতের কথা স্পষ্ট মনে আছে ওর। চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে এক পেটি তাস ছুঁড়ে ফেলেছিল জন। স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'এটা ধরে কোন লাভই হচ্ছে না! যথেষ্ট ভাগ্য যাচাই করা হয়েছে, এবার বোধহয় ক্ষান্ত হওয়া উচিত! অথচ খেলতেও ইচ্ছে হয় না!'

'এতই যদি অপছন্দ, তা হলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন?' জানতে চেয়েছিল জেমি।

জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ওর বাবা, তখনই জবাব দিল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে, শেষে বিড়বিড় করে বলল: 'এটাই একমাত্র উপায়। বিশেষ করে এখন। স্রেফ একটা বড় দাঁও যদি জিততে পারি! ওই একটা জিনিসই চাওয়ার আছে আমার!'

তখন অবশ্য কথাটা বিশ্বাস করেনি জেমি, কিন্তু এখন করছে। আধা-উষ্ণ গুহায়, শক্ত বিছানায় শুয়ে খণ্ড খণ্ড আরও কিছু ঘটনা জোড়া দিয়ে সামগ্রিক একটা ছবি খাড়া করবার প্রয়াস পেল ও।

মা-র মৃত্যুর পর একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে বাবা। জীবনে কোন লক্ষ্যই তার ছিল না। চাওয়া-পাওয়া ছিল না। বিশেষ করে নিজের জন্যে। পকেটে পর্যাপ্ত টাকা থাকলেও খরচ করত না; নিজস্ব আয়েশ দূরে থাক, ন্যূনতম চাহিদাও অগ্রাহ্য করত। হঠাৎ

জন ট্রেভালিয়নের *বড়সড় একটা দাঁও* মারবার খায়েশের কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো জেমি। ওর জন্যে।

বিছানায় উঠে বসল জেমি, আগুনের দিকে চেয়ে দেখল জোর কমে গেছে শিখার। উঠে দুটো কাঠের চেলা যোগ করল।

নিশ্চয়ই! শুধু ওর জন্যেই পোকারে বিরাট অঙ্কের টাকা জিততে চেয়েছিল বাবা! আর কোন্ কারণ থাকতে পারে? কয়েক বার ক্লিষ্ট মুখে জীর্ণ হয়ে যাওয়া জেমির কম্বলের তৈরি পঞ্চো আর তলা ক্ষয়ে যাওয়া বুট দেখেছে জন ট্রেভালিয়ন, হ্যাটের অবস্থা ছিল এরচেয়েও জীর্ণ–প্রায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল। 'ধ্যেৎ!' ক্ষুব্ধ স্বরে স্বগতোক্তি করেছিল সে: 'ইচ্ছে হয়...'

কথাটা শেষ করেনি বাবা। কী বলতে চেয়েছিল নিজের মনে রেখে দিয়েছে, জানা হয়নি কারও। হ্যাট তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং সে-রাতে ত্রিশ ডলার হেরেছে পোকারের আসরে। বলা বাহুল্য, ওই ত্রিশ ডলারের একটা অংশ জেমির নিজস্ব কামাই ছিল।

পরদিন সকালে বুনো ঘোড়াকে বশ করবার কাজ নিয়েছিল জেমি। প্রতিটির জন্যে পঞ্চাশ সেন্ট। ছয় ডলার কামাই হয়েছিল। চারবার ওকে পিঠ থেকে আছড়ে ফেলেছিল দুটো ঘোড়া, কিন্তু অদম্য জেদের কারণে ঠিকই সফলকাম হয়েছিল। একটা ঘোড়াও বাদ যায়নি, সবক'টার পিঠে চড়তে সক্ষম হয়েছিল। সৎ পথে দ্রুত রোজগারের এটাই যখন সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল, সুযোগ কাজে লাগাতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি জেমি, এমনকী সেটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হলেও।

একবার জেমির অসুস্থতার সময় রাতের পর রাত জেগে ছিল বাবা, ওর শুশ্রূষা করত। জেমির তখন এগারো বা বারো বয়স। সময়টা উপভোগ্য লেগেছিল ওর, একবারও বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে

ভাবেনি, চিন্তা করেনি রাতের পর রাত জাগা তার জন্যে কতটা কষ্টকর বা ক্ষতিকর হচ্ছে।

খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর, একরাতে বিছানা ছেড়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিল জেমি, বাবাকে বাসন-কোসন ধুতে দেখতে পেল। গায়ে কিছু ছিল না বলে, সেই প্রথম তার শরীরের বাম দিকে, পাঁজরের নীচে বুলেটের জোড়া জখম চোখে পড়ল।

এ নিয়ে মন্তব্য করেছিল জেমি, কিন্তু গ্রাহ্য করেনি বাবা, প্রায় অবহেলার ছলে আসলে এড়িয়ে গিয়েছিল। ভিন্ন প্রসঙ্গও তুলেছে। কিন্তু হাল ছাড়েনি জেমি, কয়েকবার জিজ্ঞাসা করবার পর বাবা জবাব দিয়েছিল: 'একবার গুলি লেগেছিল। দেখতেই পাচ্ছ এখন আর সমস্যা নেই, ভাল হয়ে গেছে।'

ক্রমে উষ্ণ হয়ে ওঠা গুহার আলো-আঁধারি পরিবেশে অতীত নিয়ে ভাবল জেমি, খণ্ড খণ্ড ঘটনা থেকে পরিপূর্ণ ও অর্থবহ একটা ছবি দাঁড় করানোর প্রয়াস পেলেও সফল হলো না। নিরেট কোন উপসংহারে পৌঁছতে পারল না। ব্যাপারটা ত্যক্ত করে তুলল ওকে। আসলে *কে বা কী* ছিল ওর বাবা? কেন সে ফিরে যেতে পারেনি, বা সাহস করতে পারেনি? আর যদি পারতও, সে জায়গা কোথায়? কোথায় ফিরে যাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিল?

ইতোমধ্যে শরীর কিছুটা গরম হয়ে উঠেছে, চাঙা বোধ করছে ও। বিছানা ছেড়ে গুহামুখে চলে এল। তুষারপাত বা ঝড়ের কোন পরিবর্তন হয়নি; শুভ্র চাদর যেন ঢেকে রেখেছে পুরো প্রকৃতিকে, আকাশ থেকে লাগাতার নেমে আসছে পুঁতির দানার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমেল গুঁড়ো। ঝড়ো বাতাসে শূন্যে নাচছে কখনও কখনও, উদ্দাম গতিতে ধেয়ে আসছে; কিংবা কখনও একেবারে শম্বুক গতি নিয়ে মাটিতে পড়ছে।

গুহার বাইরে এক পাশে ক্লিফের চাঙড়ের নীচে আড়াল আছে, তুষার পড়ছে না ওখানে। তবে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা আছে ঠিকই। চাতালের মতো জায়গাটায় এসে দাঁড়াল জেমি। শত্রুদের কথা মনে পড়ল। কে জানে, কোথায় আশ্রয় নিয়েছে মিলসরা। পুরানো কেবিনে যদি আটকা পড়ে থাকে, একইভাবে যেমন এখানে আশ্রয় নিয়েছে জেমি, কারও বিপদই এতটুকু কম নয়। ভারী তুষারপাতে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে আটকা পড়বার পরিণাম ভাল হওয়ার কথা নয়। কপাল নেহাত ভাল হলে হয়তো পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেটাও সময়ের ব্যাপার, কারণ আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে এবং সেজন্যে আশ্রয় ও সাপ্লাইয়ের জোগানের কোন বিকল্প নেই।

স্পষ্টত প্রস্তুতি ছাড়াই জেমিকে পাকড়াও করতে পাহাড়ে চলে এসেছিল মিলসরা। সঙ্গে যথেষ্ট সাপ্লাই আনা দূরে থাক, আদপে কল্পনাই করেনি এখানে আটকা পড়বে কিংবা এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কেও ভাবেনি।

যা পরিস্থিতি, দু'একদিনের মধ্যে তুষারপাত কমবে বলে মনে হয় না। কার্যত, জেনে-শুনে পাহাড়ে এলেও টেণ্ডি মিলসদের ধাওয়া খেয়ে নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়েছে জেমি, সঙ্গে হারিয়েছে অপরিহার্য সাপ্লাই; আর হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে নিজেদের সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে মিলসরা। তীব্র শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ বা খাবার-দাবার দু'পক্ষের কারও সঙ্গে নেই। এক অর্থে তাই জেমি বা মিলসদের বিপদ প্রায় সমমাত্রার।

চাতালের কিনারে ঢলে পড়া একটা গাছ রয়েছে, ক্লিফের সঙ্গে ঠেকে আছে। বেশ আগের বলে শুকিয়ে গেছে। বিস্তর কাঠ পাওয়া যাবে। বড়সড় একটা ডাল ধরে টানাটানি করল জেমি, কিন্তু সফল

হলো না। তুষারের গভীরে চাপা পড়েছে গাছের গোড়া ও কিছু ডালপালা। অগত্যা প্রমাণ সাইজের এক ডাল ভেঙে নিল, শব্দে মনে হলো পিস্তলের গুলি ফুটেছে।

আরও দুটো ডাল ভেঙে গুহার ভিতরে নিয়ে এল জেমি। শুষ্ক বাকল ও পাতা সংগ্রহ করল। তুষার লেগে আছে কয়েক জায়গায়, তবে বরফ গলে গেলে ব্যবহার করতে সমস্যা হবে না।

শুয়ে পড়ল ও। রাতটা বড় দীর্ঘ মনে হলো। চোখে ঘুম, কিন্তু ঠাণ্ডার কারণে ঘুমাতে পারছে না। বারবার আগুনে কাঠ যোগ করতে হচ্ছে। এমন ঝড়ো, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আগুনেরও যে খিদে বেড়ে যায়! উত্তাপও কম। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাতাস এবং ঠাণ্ডার প্রকোপ বেড়ে চলেছে। ভাগ্য ভাল গুহার ভিতরে জমিয়ে রাখা বিস্তর জ্বালানি রয়েছে, নইলে হয়তো সারারাত অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হতো ওকে।

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও। ভোরে জেগে উঠল যখন, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা হয়েছে। আগুনটা প্রায় নিভে গেছে। বিছানায় শুয়ে থেকে জ্বালানি যোগ করল, উস্কে দিল আগুন। কিছুক্ষণ বাদে চাঙা হলো শরীর, গুহাও ক্রমে গরম হয়ে উঠছে।

আবহাওয়ার অবস্থা দেখতে গুহামুখের কাছে চলে এল জেমি। স্থবির শুভ্র চারদিক। বাতাস নেই বটে, কিন্তু তীব্র ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা বোধহয় ত্রিশ বা তারও নীচে, অনুমান করল ও, শিগ্‌গিরই অবস্থা শ্রেয়তর হওয়ার সম্ভাবনা কম। ঝড়ো বাতাস নেই বলে মিলসরা হয়তো ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে খুঁজেও পাবে ওকে।

ঠাণ্ডায় জমে যেতে না-চাইলে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে। গুহার তাপমাত্রা নামতে দেওয়া যাবে না। এটাও বিপদের কারণ হয়ে যাবে, কারণ কাছাকাছি এলে ঠিকই ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে যাবে

ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশ নিরীখ করল জেমি, শীতে যে কাঁপছে গ্রাহ্য করছে না। পাহাড়ে একটা ইণ্ডিয়ান গ্রাম আছে জানে, ধারে-কাছে কোথাও হবে হয়তো এবং এ ট্রেইল ধরে গেলে বোধহয় পৌঁছতেও পারবে। কিন্তু অস্পষ্ট ও দুর্গম ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে যাওয়া বিপজ্জনক হবে, কারণ পথ হারিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া, কাছাকাছি এক জায়গায় বিস্তর বরফ থাকা উচিত, অন্তত তাই জানে জেমি, বিস্তীর্ণ এলাকা বরফে ঢাকা পড়েছে। পথ ভুল করে বরফাকীর্ণ উপত্যকায় গিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সামান্য যে খাবার বা জ্বালানি রয়েছে, তাতে বড়জোর একটা দিন চলবে। সাপ্লাই ছাড়া এখানে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে। খাবার ছাড়া মানুষ কয়েকদিনই চলতে পারে, কিন্তু জ্বালানি বা উষ্ণতা ছাড়া? এমন তীব্র ঠাণ্ডায় কয়েক ঘণ্টাও টিকতে পারবে না।

সেক্ষেত্রে, ঝুঁকি বা ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান গ্রামের উদ্দেশে যাত্রার সিদ্ধান্ত মোটামুটি পাকা করে ফেলেছে ও।

গুহার ভিতরে ফিরে আসবার সময় জমে থাকা তুষার মাড়িয়ে ঢুকল জেমি, বুটের নীচে পড়ায় মচমচে শব্দ হচ্ছে। জ্বলন্ত আগুনে আরও কয়েকটা কাঠি যোগ করে স্যাডল সাজাল। তেমন কোন অনীহা বা আপত্তি প্রকাশ করল না রোয়ানটা, বোঝা যাচ্ছে মালিকের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা গুহাটা আদপে খুব পছন্দ করতে পারেনি; ভূতুড়ে জায়গাটা ত্যাগ করবে বলে বোধহয় স্বস্তি বোধ করছে।

দিনের আলো ফুটে উঠতে গুহা ছেড়ে ইণ্ডিয়ান গ্রামের ট্রেইল ধরল জেমি। প্রথমে কিছুক্ষণ হেঁটে এগোল, তারপর শরীর গরম করে নিতে ঘোড়াকে হালকা চালে ছোটাল; একটু পর আবার

হাঁটতে শুরু করল ঘোড়ার পাশাপাশি–সারাক্ষণ শরীরকে গরম রাখতে চাইছে। বাবার ঘড়িটা আছে জেমির সঙ্গে, তাই সময় দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। টানা চার ঘণ্টা এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওর, তারপর দেখবে কোথায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এরমধ্যে, ক্যাম্প করা যায় এমন জায়গার খোঁজে চারপাশে দৃষ্টি রাখবে, যদি মিলে যায়…যেহেতু রোয়ানটা ঠিক কতদূর যেতে সক্ষম হবে বা আদৌ কতক্ষণ এমন তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে টিকে থাকতে পারবে, এ নিয়ে নিশ্চিত ধারণা নেই ওর। নেই নিজের সম্পর্কেও।

স্প্রূস বনের গভীরে ঢুকে পড়ল ওরা। ঝড়ো বাতাস নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে বনে–চারপাশে হেলে বা নুয়ে পড়া গাছ, ডাল ভেঙে গেছে কোনটার, কোনটা একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। রুগ্ন দেখাচ্ছে সুদৃশ্য গাছগুলোকে। হাঁটু সমান গভীর তুষার ঠেলে এগোচ্ছে ওরা। জেমি জানে ক্যানিয়নে ট্রেইলের ধারে কোথাও কোথাও ত্রিশ বা চল্লিশ ফুট পর্যন্ত গভীর তুষার জমা পড়েছে; কিন্তু গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে, এঁকেবেঁকে হলেও এগিয়ে যেতে পারছে ও। কখনও গাছকে পাশ কাটাচ্ছে, কখনও বোল্ডারের মুখ ঘুরছে।

ধীরে ধীরে হলেও, ক্রমে নিম্নমুখী হয়েছে ট্রেইল, রিজ থেকে নেমে যাচ্ছে ওরা।

যাত্রা শুরুর চার ঘণ্টা পর থামল জেমি; কখনও রাইড করেছে, কখনও হেঁটেছে। চারপাশে চেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। কোথায় এল বুঝতে পারছে না! মানুষ দূরে থাক, বুনো জন্তুর চিহ্ন বা চলাচলের কোন প্রমাণও চোখে পড়ছে না। শুভ্র তুষার বা বরফে ঢাকা অচিন এক দুনিয়ায় এসে পড়েছে। পা দুটো বরফের মতো ভারী, অসাড় ও অনুভূতিহীন মনে হচ্ছে।

ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিছু যদি মেলে তো সেটা সামনে গেলেই পাবে। অন্তত ক্ষীণ আশা আছেই!

ট্রেইল ধরে উঠতে শুরু করল ও, মিনিট বিশেক পর নিজেকে বিস্তীর্ণ ও ঢালু পাথুরে এক উপত্যকায় আবিষ্কার করল। তুষারে ছেয়ে গেছে চারদিক। জেমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বহুদূরের তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ এবং নিচু মেঘের সারিও দেখতে পাচ্ছে। খোলা উপত্যকার বিস্তৃতি অন্তত তিন মাইল। তুষারাবৃত জমিনের কোথাও মানুষ বা জন্তুর চিহ্ন নেই।

বিস্তীর্ণ তুষারপৃষ্ঠ ধরে বয়ে গেল নিস্তরঙ্গ বাতাস, অস্বস্তিকর ও ভূতুড়ে শব্দ তুলল। মুহূর্ত কয়েক, এরপর যথারীতি অখণ্ড নীরবতা নেমে এল; ভারী চাদরের মতো যেন চেপে বসেছে ওদের উপর, এমনকী রোয়ানটাও অস্বস্তিতে ভুগছে। পিছন ফিরে নীচে ঘন বন দেখে আশ্বস্ত বোধ করল জেমি—পথ ভুল করে অচিন দেশে চলে আসেনি! অবশ্য সন্দেহ দূর হয়নি একেবারে, নিরাসক্ত চাহনিতে সামনের ঢালু পথ নিরীখ করল, প্রথম পঞ্চাশ ফুট জায়গা বেশ ঢালু—প্রায় খাড়াই বলা চলে।

তবে পথ যতই ঝুঁকিপূর্ণ বা বৈরী হোক, রোয়ানটা প্রায় অধীর হয়ে পড়েছে, এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে বোধহয় ওটার ভাল লাগছে না। অগত্যা লাগামে ঢিল দিল জেমি। ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল রোয়ান, নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলল, এখন আর দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে না ওটাকে।

ঘন স্প্রূসের বনে চলে এসেছে ওরা। স্প্রূসের শাখা এত ঘন যে চারপাশে আবছা অন্ধকার হয়ে গেছে। আর রয়েছে নীরবতা। ধীর, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা। কোথাও ট্র্যাক চোখে পড়ল না। সাড়া নেই, এমনকী ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদেরও অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। যা ঠাণ্ডা, যার যার নিরাপদ আশ্রয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে জীবজন্তুরা। ভালুক বা মার্মট যেমন: এ সময়ে শীতনিদ্রায় চলে যায়, যদিও ভালুক সম্পর্কে শেষকথা বলে কিছু

নেই–ক্ষুধার্ত হলে চরম শীতের মধ্যেও পেটপূজার জন্যে বেরিয়ে পড়তে পারে।

সন্ধ্যার উন্মেষে ক্লিফের এক কিনারা বাছাই করে বিশ্রাম নিতে মনস্থ করল জেমি। জায়গাটা এমন যে ঝড়ো বাতাস গায়ে লাগবে না। বাতাস না-থাকলে ঠাণ্ডাও কম লাগবে। গুহা বা অমন কোন নিরাপদ আশ্রয় যেহেতু নেই, আপাতত এতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

এক টুকরো পাথুরে স্ল্যাব খুঁজে পেয়ে খুশি হলো ও। পাথরটা তুলে বসিয়ে দিল জুত মতো, অনায়াসে আগুনের জন্যে প্রতিফলক হিসাবে কাজ করবে ওটা। এবার রোয়ানকে একেবারে দেয়ালের কিনারা বরাবর হিচ করে আগুন জ্বালাতে বসল।

উঁচু পাহাড়ে যত অভাবই থাকুক, বিস্তর গাছ থাকায় জ্বালানি নিয়ে সমস্যা হয় না। এখানেও তাই। তুফানের মতো বাতাস আর তুষারের লাগাতার অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে পড়ে ডালপালা, শুকিয়ে যায় সময়ের আগেই।

তীব্র ঠাণ্ডায় রাতটা খুব কষ্টে কাটল। এত দীর্ঘ রাত্রি জীবনে কেটেছে কি-না মনে করতে পারল না জেমি। ঘুমাতে পারল না একফোঁটা, সারাক্ষণ আগুনের উষ্ণতা খোঁজায় ব্যস্ত ছিল। অবশ্য এরপরও ঝিমুনি চলে আসছিল ভোরের দিকে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে সহজে জাগতে পারবে না–এই ভয়ে বারবার সংবিৎ ফিরে পাচ্ছিল ও। আগের রাতেও শীতে কষ্ট পেয়েছে, তবে গুহার ভিতরে ছিল বলে এত তীব্র ঠাণ্ডা লাগেনি, যা গতরাতে লেগেছে। উদোম মনে হচ্ছিল নিজেকে, আগুনের নৈকট্য বা উষ্ণতাও কোনভাবেই গরম করতে পারছিল না শরীর। অথচ ঘুমের অভাব ও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসতে চাইছিল।

ভোরের আলো ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করল ওরা, বসে

থেকে ঠাণ্ডায় পর্যুদস্ত হওয়ার চেয়ে বরং এই ভাল। গাছগাছালি ভরা উপত্যকা পেরিয়ে সামনে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল দেখতে পেল। বেশ সরু পথ, আয়াশে একটা ঘোড়া পেরোতে পারবে। পুরোটাই তুষারে ঢাকা, তুষারের নীচে সম্ভবত নিরেট বরফ জমে আছে।

নীচে, বেশ নীচে, গভীর উপত্যকা চোখে পড়ছে। সবুজ ঘন বনানীতে ভরা, অন্তত উপর থেকে তাই মনে হচ্ছে। ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা উঠে আসছে আকাশের দিকে। এমনিতে হয়তো চোখে পড়ত না, কিন্তু পিছনে গাছপালার ঘন সবুজের পটভূমি রয়েছে বলে দৃশ্যমান হয়েছে, নইলে ধোঁয়া দেখতে পেত না।

ধোঁয়ার তাৎপর্য মানে নীচের উপত্যকায় মানুষ রয়েছে, তা ইণ্ডিয়ান আর সাদাই হোক। আর মানুষ থাকা মানে উষ্ণতা পাওয়া যাবে। খাবারও পাওয়া যেতে পারে। ট্রেইলটা ঠিক ওদিকেই চলে গেছে।

তুষারের পুরু স্তর পড়ে আছে ট্রেইলে। উপর থেকে একেবারে সমতল দেখা যাচ্ছে, নীচে আদপে কী আছে অনুমান করা সম্ভব নয়। যাই থাকুক, এগোতে মনস্থ করেছে জেমি; এমনকী বিপজ্জনক ট্রেইল দেখেও অনীহা বোধ করছে না। সরু ট্রেইলের কোন কোন জায়গায় পাহাড়ের একেবারে কিনারা ধরে এগোতে হবে, যেখানে কখনও কখনও এক স্টিরাপ উন্মুক্ত থাকবে, যার নীচে রয়েছে অন্তত দুই হাজার ফুট ফাঁকা জায়গা। বলা চলে খাদের কিনারা ধরে চলতে হবে। কোথাও যদি আলগা তুষার জমে থাকে আর ঘোড়ার পা হড়কে বা পিছলে যায়...

পথটা দেখে বেশ কয়েকবার নিজের অজান্তে ঢোক গিলল জেমি, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম জমতে শুরু করেছে। রোয়ানটা উসখুস করলেও একেবারে অনিচ্ছুকও নয়, অন্তত পিছিয়ে যায়নি। তাগিদ পেয়ে দুই কদম এগোল, মাথা নাড়ল কয়েকবার, কান দুটো খাড়া

হয়ে গেছে।

'বাছা,' আশঙ্কায় বিড়বিড় করল জেমি। 'কোনভাবে যদি তোর পা ফস্কায়...'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পা বাড়াল রোয়ান। প্রথমে এক কদম, তারপর আবার। ক্লিফের দেয়ালের সঙ্গে ঘষা খেল জেমির একটা বুট, অন্য বুট শূন্যে ঝুলছে। ধীর গতিতে, অতি সতর্কতার সঙ্গে হেঁটে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। প্রায় ত্রিশ গজ দূরে বাঁক দেখা যাচ্ছে, বাঁকের ওপাশে কী আছে অনুমান করা মুশকিল।

তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ট্রেইলের যা অবস্থা, এত সঙ্কীর্ণ পথে ঘোড়ার পক্ষে পিছু হটা সম্ভব হবে না; উল্টো ঘুরবার তো প্রশ্নই আসে না। এগিয়েই যেতে হবে। তা ছাড়া, শুধু পিছনের পায়ের উপর ভর রেখেও চলা সম্ভব নয়; এ ধরনের বৈরী পরিবেশে যা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে, যেহেতু পিছনে দেখতে পাবে না বলে যে-কোন মুহূর্তে পা হড়কে যেতে পারে রোয়ানের–যদি পিছু হটতে থাকে। একই বিপদ সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়ও হতে পারে, তবে তেমন সম্ভাবনা কম।

যেন বিছিয়ে রাখা ডিমের উপর দিয়ে হাঁটছে, এমন সন্তর্পণে পা বাড়াচ্ছে রোয়ান! একসময় বুনো মাসট্যাঙ ছিল ঘোড়াটা, ঠিক কোথায় ছিল তখন–জানা নেই জেমির, কিন্তু এমন বৈরী ও আড়ষ্ট পরিবেশে চলতে ওটার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় রীতিমতো কৃতজ্ঞ বোধ করছে। সাধারণ ঘোড়া হলে এমন বিপজ্জনক পথ ধরে চলা দূরে থাক, সাহসই করতে পারত না।

কতক্ষণ পর, ঠিক অনুমান করতে পারল না জেমি, কারণ ও নিজেও উদ্বিগ্ন। দরদর করে ঘামছে তীব্র শীতের মধ্যেও। কখন ঘোড়ার পা ফস্কায় বা বেহিসাবী পা ফেলবে, এই আশঙ্কায় প্রায়

সারাক্ষণ রয়েছে! তাই শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। কিন্তু একসময় ট্রেইলের বাঁকে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

লম্বা দম ছাড়ল জেমি, রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। রোয়ানের বিশ্রাম দরকার। এই ফাঁকে সামনের ট্রেইল নিরীখ করল।

আচমকা ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ, প্রায় খাড়া ঢালই বলা চলে।

পিছিয়ে যাওয়ার যেহেতু উপায় নেই, এগিয়ে চলল আবার। কলজে হিম হয়ে যাচ্ছে, আশঙ্কা ও উদ্বেগে একইসঙ্গে ঘামছেও; স্যাডলে স্থির বসে আছে, কিন্তু সেজন্যে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি খাটাতে হচ্ছে। ঝুঁকে দু'হাতে জাপ্টে ধরেছে ঘোড়ার গলা, তাতে খাড়া ঢাল ধরে চলতে সুবিধা হবে রোয়ানের। কিঞ্চিৎ নড়াচড়া দু'জনের জন্যেই সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাই নেহাত প্রয়োজন ছাড়া এমনকী হাত-পা এক ইঞ্চিও নাড়ছে না জেমি। দু'পাশেও তাকাচ্ছে না, তাতে যদি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় ঘোড়াটার।

তবে ডান দিকে নড়াচড়া টের পেয়ে ফিরে তাকাতে হলো, এবং বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল।

জনা দশ-বারো ইণ্ডিয়ান খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে এবং এ মুহূর্তে ওকেই দেখছে সবাই!

ট্রেইল সম্পর্কে মনে খুঁতখুঁতে ভাব কাজ করলেও পাত্তা দেয়নি জেমি, কিন্তু এখন বিপদটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। রেকি করতে বেরিয়ে এসেছে রেডস্কিনরা—শুধু দুঃসংবাদ নয়, রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ানোর মতো ঘটনা। কপালে খারাবি আছে আজ! প্রচলিত ধারণা যে-কোন ট্রেইল ধরে চলতে পারে ইণ্ডিয়ানরা, তবে এত ঠাণ্ডা ও ভারী তুষারপাতের মধ্যে কেউ এ ট্রেইল অনুসরণ করবে বলে ভাবেনি জেমি, যেহেতু ট্রেইলে কারও চলাচলের চিহ্ন চোখে পড়েনি। কিন্তু অনুমানের অসারত্ব এখন স্রেফ অসহায় ও শঙ্কিত

দর্শকে পরিণত করেছে ওকে।

হালকা পা ফেলছে রোয়ান। প্রয়োজনে লেজ তুলে ছুটতে পারবে ওটা, বিশেষ করে সন্ত্রস্ত অবস্থায়। তবে এ মুহূর্তে যা করা উচিত–নিচু ঢাল ধরে নেমে যাচ্ছে। ভাগ্যিস, সওয়ারের অস্বস্তি বা উদ্বেগ টের পেলেও আমলে নেয়নি, নইলে হয়তো আতঙ্কিত হয়ে ছুটতে শুরু করত! সেক্ষেত্রে, নির্ঘাত ঢালু ও সঙ্কীর্ণ ট্রেইল থেকে পা হড়কে পাশে কয়েকশো ফুট নীচের গভীর উপত্যকায় আছড়ে পড়ত সওয়ার সহ।

সহসা চওড়া হয়ে গেল ট্রেইল, সামনে উন্মুক্ত জায়গা দেখতে পেল জেমি। ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হলেও, যেহেতু জানে সন্ত্রস্ত বা আতঙ্কিত হওয়া চলবে না–ইণ্ডিয়ানদের কাছে তা প্রকাশ পাওয়া মাত্র খুন হয়ে যাবে–নির্বিকার রাখতে চাইছে নিজেকে। রেডস্কিন মাত্রই সাহসের তারিফ বা সমীহ করে, এমনকী সেটা শত্রুর মধ্যে হলেও। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যদি নিজের সাহসী ও প্রত্যয়ী ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে, কে জানে হয়তো সাহায্যও মিলতে পারে! এ ধরনের পরিস্থিতিতে জাত-বর্ণের ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে মানুষ।

তা ছাড়া, স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা যে ওর কাছে একেবারে অচেনা তাও নয়, বরং পাহাড়ে থাকবার সময় বেশ কয়েকবারই ক'জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ক্যাম্পে পাশাপাশি বসে কফি গিলেছে এবং দু'বার চারজন ইণ্ডিয়ানকে নিজের কেবিনে আপ্যায়নও করেছিল জেমি। একবার অসুস্থ এক ইণ্ডিয়ানকে সাহায্য করেছিল। উপকার পেলে তার প্রতিদান দেয় না–এমন কোন ইণ্ডিয়ান দেখেনি জেমি, কিংবা অমন কারও কথা শোনেওনি।

সেই ভরসায় এখানে আসা। মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী যে দেখা মাত্র ওকে খুন না-করলে এমন চরম দুর্যোগের মধ্যে ইণ্ডিয়ান গ্রামে ঠিকই জায়গা করে নিতে পারবে।

ট্রেইল চওড়া হয়ে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও, টের পেল ঠিক একইভাবে লম্বা দম ছাড়ল রোয়ান। গতি বেড়ে গেল ওটার, হালকা চালে ছুটল ট্রেইল ধরে; একটু আগের অনিশ্চয়তা নেই। দু'তিন বাঁক নিতে হলো, তারপর হঠাৎ ইণ্ডিয়ান গ্রামের খুব কাছে চলে এল ওরা।

ঠিক গ্রাম বলা যাবে না, কারণ একেবারে ছোট। পিছনে ঋজু অ্যাসপেনের গাঢ় কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়ানো মাত্র তিনটা টেপি। টেপির চূড়া থেকে ধোঁয়া উড়ছে, পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

গন্তব্যে পৌঁছতে পেরে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত জেমি। অবর্ণনীয় কষ্ট বা দুর্ভোগ সয়েছে, দিক নির্দেশনা ছিল না বলে অপরিসীম ঝুঁকি নিয়েছে, সংশয় আর অনিশ্চয়তার দ্বৈরথে বিপর্যস্ত ছিল বটে, কিন্তু এখন আর কিছুই মনে নেই···জানে এখানে নিরাপদ ও, বিপদের সম্ভাবনা কম। দেখা হওয়ার পর যখন ইণ্ডিয়ানরা হামলা করেনি বা ওর ট্রেইলের দিকে ছুটে আসেনি, আশা করা যায় এ যাত্রা পার পেয়ে যাবে।

দশদিন ইণ্ডিয়ান গ্রামে কাটাল জেমি ট্রেভালিয়ন। বুড়ো টম বীভার ওর খাতির-যত্নে বা শুশ্রূষায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি রাখল না। বেশ কয়েকবার পাহাড়ে বুড়োর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কফি পান করবার ফাঁকে বিস্তর গল্প করেছে ওরা, আন্তরিক একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

এগারোতম দিনে রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল জেমি। সব ইণ্ডিয়ানও তখন বিদায় নিচ্ছে, অস্থায়ী এ ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে, টেপিগুলো ইতোমধ্যে নামিয়ে ফেলেছে।

'কেউ যদি আমার খোঁজে আসে,' অনুরোধ করল জেমি।

'বোলো কিছু বা কাউকে দেখতে পাওনি তোমরা।'

ইণ্ডিয়ান গ্রামে থাকবার সময় অফুরন্ত সময় পেয়েছে ও, বাবা এবং পরিবার সম্পর্কে অনেক ভেবেছে, কিন্তু কূল-কিনারা করতে পারেনি। বাবাকে খুন করেছে কে? টেণ্ডি মিলস? হয়তো···কিন্তু বাবা সবসময় সঙ্গে পিস্তল রাখত কেন?

কেউ কেউ যেমন পিস্তল ব্যবহার করতে মুখিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি উল্টো চরিত্রের মানুষও আছে–যারা নেহাত বাধ্য না-হলে পিস্তলে হাত দেয় না। ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক হলেও সঙ্গে অস্ত্র রাখে। পথচলায় সিক্সশ্যুটার কখনও কখনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে, বিশেষ করে নিরাপত্তা বা শিকারের প্রশ্নে। আউটল, দুর্বৃত্ত, ঘোড়া চোর বা ইণ্ডিয়ান হামলার মুখে পড়লে অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না।

জেমির মনে হয়নি শুধু সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলা করতে অস্ত্র রাখত ওর বাবা, বরং এরচেয়েও বেশি কিছু মনে হয়েছে। জীবনে কখনও কারও বিরুদ্ধে তাকে অস্ত্র তুলতে দেখেনি, এমনকী শিকারের সময়ও অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইত না, অথচ মুহূর্তের জন্যেও সিক্সশ্যুটার দুটো হাতছাড়া করত না; এমন সতর্ক ও হিসাবী কার্যকলাপ শুধু অস্ত্রে পারদর্শী ও সচেতন মানুষের মধ্যে দেখা যায়। উপরন্তু, অস্ত্রে বাবার দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল জেমি। নিপুণ দক্ষতায় লক্ষ্যভেদ করত জন ট্রেভালিয়ন। গানফাইটার হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে এমন বহু লোকের চেয়ে অস্ত্রে যথেষ্ট দক্ষ ছিল ওর বাবা, অন্তত তাই মনে করে জেমি।

পাহাড় থেকে যখন শহরের কিনারে নেমে এল ও, অচেনা এক শহর দেখতে পেল। একটা গির্জা আছে এখানে। দূর থেকে ওটার ঘণ্টা-ঘর দেখতে পেয়েছে। অগুনতি বাড়ি ও দোকান দুই সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে; সুবিন্যস্ত বলা যাবে না, আবার পুরো

অগোছালভাবে তৈরিও বলা যাবে না। উল্লেখযোগ্য কাঠামোর মধ্যে তিনটা দোতলা দালান: একটা স্টোর, ব্যাঙ্ক এবং হোটেল রয়েছে।

হোটেলের বাইরে ঝাড় দিচ্ছিল বয়স্ক এক মহিলা, বেশিরভাগ চুল সাদা হয়ে গেছে তার। জেমিকে দেখে কাউন্টারের পিছনে চলে গেল সে, সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

আয়না না-দেখলেও নিজের করুণ চেহারা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে জেমি। বাবার কালো হ্যাট মাথায়, মোটামুটি ফিট করেছে; গায়ে কম্বলের তৈরি পঞ্চো আর পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ বুট। বেশ কয়েকদিন ক্ষৌরি করেনি বলে মুখে দাড়ির জঙ্গল। এ অবস্থায় ওকে দেখে যে-কেউ ছন্নছাড়া ও কপর্দকহীন ভাববে। মহিলা যদি সন্দেহ করে ও হোটেলের ভাড়া মেটাতে পারবে না, মোটেও দোষ দেওয়া যাবে না তাকে।

'ভাড়া দুই ডলার,' অনীহার সুরে জানাল মহিলা, কণ্ঠে আগ্রহ নেই। 'প্রতি রাতের জন্যে দুই ডলার এবং অগ্রিম দিতে হবে। চার ডলার লাগবে, যদি গোসল করো।'

গোসল করতে পারবে ভেবে খুশি হলো জেমি, অজান্তে হাসল প্রাণখোলা। চেহারা যতই বিধ্বস্ত হোক, হাসিটায় কী যেন ছিল, উজ্জ্বল হয়ে গেল মহিলার মুখ। পাল্টা হাসল সে, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি।

'অন্তত দুই দিনের জন্যে একটা কামরা লাগবে আমার,' সন্তুষ্ট স্বরে জানাল জেমি। 'আর গোসল অবশ্যই করব। সভ্য এলাকায় অনেকদিন হলো থাকি না।'

'তা তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বাপু,' হালকা সুরে বলল মহিলা।

পকেট হাতড়ে দশ ডলারের একটা ঈগল বের করে দিল ও।

'খিদে পেয়েছে?'

'এখন আস্ত একটা নেকড়েও খেয়ে ফেলতে পারব।'

'নেকড়ে পাবে না, তবে ক্যুগারের মাংস আছে আমাদের।'

'চলে গা! কখনও ক্যুগারের মাংস খাইনি বটে, কিন্তু আপত্তি নেই আমার। নতুন জিনিস চেখে দেখা উচিত!' জেমি মনে করেছে মহিলা ওর সঙ্গে তামাশা করছে, ক্যুগারের মাংসের ব্যাপারটা স্রেফ ধাপ্পা, কিন্তু পরে খাওয়ার জন্যে ডাইনিং টেবিলে বসতে ভুলটা ভাঙল।

'পাহাড়ী মানুষ ছিল আমার বাবা,' জানাল মহিলা। 'ওস্তাদ শিকারী ছিল। শিকারের জন্যে বাছতও দারুণ সব জন্তু, কীভাবে যেন বুঝে যেত কোন্ প্রাণীটার মাংস সুস্বাদু হবে! পছন্দ না-হলে শিকারই করত না। বাবার মতে চারপেয়ে জন্তুর মধ্যে ক্যুগারের মাংসই সেরা, এমনকী হরিণের চেয়েও। স্বাদের বিচারে এরপর হচ্ছে বীভারের লেজ আর মোষের জিহ্বা।'

'নিয়ে এসো তোমার ক্যুগার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ও। 'শুধু নখ আর লম্বা দাঁতগুলো না-থাকলেই হলো। জবাই করবার পর ওগুলো নিশ্চয়ই খসিয়ে ফেলেছে তোমাদের কসাই? এখন যা দশা আমার, ক্যুগারের নখ বা দাঁতের সঙ্গে লড়তে পারব না!'

'খাওয়ার আগে গোসল করবে নিশ্চয়ই?'

জবাব না-দিয়ে তাকিয়ে থাকল জেমি।

'আচ্ছা, আচ্ছা, খাবারই দিচ্ছি! অমন করে তাকাতে হবে না! গায়ে দুনিয়ার ময়লা আর দুর্গন্ধ নিয়ে খেলে তুমি খাবে, আমার কী!' ডাইনিং রুমের দরজার দিকে ইশারা করল মহিলা, গম্ভীর হয়ে গেছে। 'যাও, গিয়ে বসে পড়ো। কিন্তু সাবধান, বাপু, আগেই বলে দিচ্ছিঃ ভেড়ার মতো জ্বলজ্বল চোখে ওয়েট্রেসের দিকে চেয়ো না! ও আমার ভাস্তি। আর ভেড়াও জীবনে কম দেখেনি ও।'

চার

খাওয়ার আগে সাফসুতরো হয়ে নেওয়া উচিত বৈকি। কিন্তু জেমি তা করেনি। সিদ্ধান্তটা সর্বনাশের দিকে নিয়ে গেল ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিংরুমে না-গিয়ে উপরতলায় গোসল করতে চলে গেলে ওই লোকটার সঙ্গে আর দেখা হত না, কারণ গরম পানিতে গোসল সেরে ফিরে আসতে যে-সময় লাগত, ততক্ষণে নিশ্চয়ই খেয়ে-দেয়ে চলে যেত লোকটা। সম্ভবত এ তল্লাট ছেড়েই চলে যেত। জীবনে কখনও তার সঙ্গে দেখা হতো না। কিন্তু বিধি বাম!

এমন নয় যে ভয়ানক খিদে পেয়েছিল তো তখনই খেতে হবে। এরচেয়ে বেশি ক্ষুধা নিয়েও খেতে দেরি করেছে। অনায়াসে সবুর করতে পারত। ক্যুগারের মাংসের প্রতিও লোভ অনুভব করেনি। চারপেয়ে জন্তুটা জবাই করে ইতোমধ্যে রেঁধেও ফেলেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ, ব্যাটা আর যাবে কোথায়! ক্যুগারের মাংস বিশ মিনিট পরও থাকত। সুন্দরী ওয়েট্রেসও থাকত। কিন্তু ওই লোকটা থাকত না।

এ ব্যাপারটাই ওর নিকট ভবিষ্যৎ বা সারা জীবনের অনেক ঘটনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়াল।

সবে বিপদ পিছনে ফেলে এসেছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি অচেনা এক শহরের হোটেলে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ বিপজ্জনক

এক পরিবেশে পা রেখেছে। জ্বলন্ত উনুন থেকে ফুটন্ত কড়াইয়ে পড়বার অবস্থা তখনও টের পায়নি জেমি, কিন্তু পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। অচেনা সেই লোকটার উপস্থিতি নয়, বরং ওর বেফাঁস মন্তব্য আর লোকটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বনাশের সূচনা করল।

মহিলার দেখিয়ে দেওয়া দরজা দিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকল ও। লোকটা তখন দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে এক টেবিলে। সুন্দরী সেই ওয়েট্রেস ছাড়া আর কেউ নেই। প্রকাণ্ড ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। পরিচ্ছন্নও বটে।

জেমি যখন দোরগোড়ায় পা রেখেছে, উল্টোদিকের রান্নাঘরের দরজা দিয়ে কফিপট হাতে ভিতরে প্রবেশ করছে ওয়েট্রেস। প্রথমেই মেয়েটাকে দেখতে পেলে হয়তো পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যেত, কারণ মেয়েটা সত্যিই আকর্ষণীয়া। চোখ ধাঁধানো রূপ, এ কথা নিন্দুকও স্বীকার করবে।

কিন্তু ডাইনিংরুমে ঢুকেই প্রথমে সেই লোকের পিঠ দেখতে পেল জেমি। কালো ফ্রককোট এবং মানুষটার দৈহিক আকার বা আকৃতির সাদৃশ্য ওর দৃষ্টিভ্রম তৈরি করল। পরিষ্কার কিছু ভাববার বা ভুলটা বুঝতে পারবার আগেই মুখ ফস্কে ডেকে উঠল: 'বাবা?'

হুট করে কাউকে দেখা মাত্র বাবা বলে ডেকে ওঠা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু লোকটার সঙ্গে জন ট্রেভালিয়নের কাঠামোগত মিলের কারণে ব্যাপারটা ঘটেছে। কোন কিছু ভাবেনি জেমি, অজান্তে মুখ ফুটে বেরিয়ে গেছে শব্দটা।

ঝট করে ফিরে তাকাল লোকটা, চোখে তীক্ষ্ণ চাহনি। বটে! জন ট্রেভালিয়নের সঙ্গে চেহারায় কিছু মিল আছে, তবে বয়স অন্তত দশ বছর কম। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে: মানুষটার মধ্যে আরও কী যেন আছে। মিতভাষী, গম্ভীর এবং সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবার মধ্যে সবসময় এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কোমলতা দেখেছে ও,

এমনকী মুখেও তার স্থায়ী ছাপ ছিল; অথচ এ মানুষটির মধ্যে তা নেই। সুদর্শন হলেও আগাগোড়া কাঠিন্যে ভরা। চেহারা নিখুঁত, কিন্তু ধারাল। সুদৃশ্য একটা ছুরির মতো! দেখতে যত সুন্দরই হোক, ধারে শক্ত জিনিসও কেটে যায়। পলকের চাহনিতে বোঝা যায় এ লোকের মধ্যে কোমলতা বলতে কিছু নেই–পুরোদস্তুর কঠিন, নিষ্ঠুর ও দয়ামায়াহীন।

'বাবা?' ভুরু কুঁচকে গেছে লোকটার, রুক্ষ কণ্ঠে বিরক্তি চাপা থাকল না। 'আমি তোমার বাবা নই!' পরপরই জেমির পিস্তলের দিকে নেমে গেল তার দৃষ্টি।

হোটেলে ঢুকবার সময় কম্বলে তৈরি কোট খুলে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিয়েছিল জেমি, তাই ওর হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে। মুক্তোর হাতল বা বাঁটে খোদাইকৃত লালরঙা পাখির প্রতিকৃতি নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে সে।

অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল লোকটার মধ্যে। মুখের গাম্ভীর্য ধরে রেখেছে, সেয়ানা মানুষ যা করে, কিন্তু টানটান হয়ে গেল শরীর, তীক্ষ্ণ চোখে সতর্ক চাহনির ঢেউ খেলে গেল। বুক টানটান করে বসল চেয়ারে, দৃষ্টি তুলে জেমির চোখে যখন চোখ রাখল, দেখে মনে হলো যেন একটা খরগোশ দেখতে পেয়েছে নেকড়ে, এখনই লাফ দেবে শিকার ধরতে!

'আমাকে দেখে তোমার বাবা মনে হলো কেন?' প্রশ্ন এল।

বিব্রত হাসল জেমি। 'জানি না···ঠিক বলতে পারব না। দরজা দিয়ে ঢুকে তোমার পিছনটা দেখতে পেলাম। ঠিক এমন একটা কোট ছিল বাবার। দেখতে তেমনই মনে হলো। যাক্‌গে, দুঃখিত। ভুল হয়ে গেছে আমার।'

কোণের একটা টেবিলে বসবার ইচ্ছে জেমির, বিশেষ করে এমন এক জায়গায়, জানালা দিয়ে যাতে রাস্তার উপর নজর

রাখতে পারে। পা বাড়াল ও, কিন্তু লোকটার শান্ত ও কোমল কণ্ঠে নিরস্ত হলো।

'একা একা খাওয়ার দরকার নেই, বয়,' আহ্বান করল সে। 'তুমি বরং আমার টেবিলে চলে এসো।'

নেকড়ে যদি কথাই বলতে পারে, তা হলে বোধহয় এমনভাবে বলা উচিত! শিকারকে কোলে তুলে নেওয়ার আমন্ত্রণ? কিন্তু কী জবাব দেবে? মাথা কাজ করছে না। এখানে ঢুকবার পরপরই মাথাটা বিগড়ে গেছে, প্রথমে অচেনা লোকটাকে বাবা বলে ডেকে উঠেছে, বিব্রতভাবটা বিস্ময়ে রূপ নিয়েছে লোকটার সঙ্গে একই টেবিলে বসবার আমন্ত্রণ পেয়ে। ঝড়ের গতিতে যদি মাথা চালাতে পারত, হয়তো এড়িয়ে যাওয়ার একটা অজুহাত দাঁড় করাতে পারত।

অগত্যা...

ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল জেমি, চেয়ার টেনে লোকটার উল্টোদিকে বসে পড়ল। বিপদ এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা যাও-বা ছিল, তা বাতিল হয়ে গেল।

কফি আর থালায় খাবার দিয়ে গেল ওয়েট্রেস মেয়েটি। মাংস। ক্যুগারের মাংস না অন্য কিছু, কে জানে! কারণ রান্না করা মাংস দেখে জন্তুর পরিচয় জানা মুশকিল, অন্তত জেমি অনুমান করতে পারছে না। ক্যুগার আর নেকড়ে যাই হোক, খানা যখন দেওয়া হয়েছে, পেটের খিদে সহ্য করে ফায়দা নেই।

মাংসের সঙ্গে ভাত আর বীন রয়েছে। দেখে সুস্বাদু মনে হচ্ছে জেমির কাছে। সদ্ব্যবহার শুরু করল ও। মনে মনে সামনে বসা রহস্যময় লোকটা সম্পর্কে ভাবছে।

'দূরে কোথাও যাচ্ছ?' জানতে চাইল সে।

'পাহাড় থেকে এলাম,' বলল জেমি। 'বেশ কিছু গরু রাইড

করেছি ওখানে।'

'মনে হচ্ছে ঠিক সময়ে কাজ ছেড়ে এসেছ,' কফিতে চুমুক দিল লোকটা। 'তোমার বাবার কথা বলছি···ওরও কি আমার মতো কোট আছে? সেও কি গরু রাইড করে?'

'এখন না, আগে করত।'

আরও প্রশ্ন করে গেল লোকটা, কিন্তু কোনটারই পরিষ্কার উত্তর দিল না জেমি। বিশেষ করে কোত্থেকে এসেছে বলতে রাজি নয়। কে বলতে পারে, ইতোমধ্যে শহরে ফিরে গিয়ে কিছু লোক ভাড়া করেনি জজ মিলস? তারা হয়তো ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে, ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ হতে পারে এ লোক।

ক্ষীণ হলেও তেমন একটা সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ওর বা বাবার ব্যাপারে অচেনা লোকটার অতি কৌতূহল জেমির মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে।

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে পড়েছে ও। ধন্দে পড়ে গেছে। খেয়াল করেছে এ লোকটার সঙ্গে ওর বাবার দু'একটা ভাবভঙ্গির মিল রয়েছে, খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না-দেখলে চোখে পড়ে না কিংবা বাবার স্বভাব সম্পর্কে না-জানলেও খেয়াল করত না; দুশ্চিন্তা করা বা ভাবনার সময় বাবার মতোই ভুরু কোঁচকায় লোকটা।

ভাবভঙ্গি বা আচরণের সাদৃশ্যের মধ্যে আত্মীয়তার যোগসূত্র থাকতে পারে বলে জানে জেমি এবং সেটাই স্বাভাবিক। মামাতো-চাচাতো-ফুফাতো-খালাতো ভাই-বোনদের মধ্যে শুধু চেহারা নয়, বরং আচরণেও মিল পাওয়া যায়। এসব ভাবভঙ্গি বা অভ্যাস বংশানুক্রমিক না একই পারিবারিক পরিমণ্ডলে বসবাসের কারণে তৈরি হয়, ঠিক জানা নেই জেমির। ইতোমধ্যে একটা ধারণা ঢুকে গেছে মাথায়—এ লোকটা দেখতে শুধু ওর বাবার মতোই নয়, বরং বাবার আত্মীয়ও হতে পারে।

এখন ওর মনে একাধিক প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে: কে এ লোক, এবং কোত্থেকে এসেছে? পশ্চিম এমন এক জায়গা যেখানে হুট করে এ ধরনের প্রশ্ন কাউকে করা যায় না। রীতিতে নেই। স্বেচ্ছায় কেউ নিজের পরিচয় না-দিলে অপেক্ষা করা উচিত। তবে একেবারে মুখ বুজে থাকতেও রাজি নয় জেমি, বরং একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হলেও নিজের জিজ্ঞাসার জবাব বের করে নিতে ইচ্ছুক।

'পুবের পরিস্থিতি এখন কেমন?' জানতে চাইল ও।

'খারাপ অবস্থা যাচ্ছে,' মৃদু স্বরে বলল সে। ঠাণ্ডা, শীতল দৃষ্টি দিয়ে মাপছে ওকে।

মেরুদণ্ডে ভয়ের শিহরণ অনুভব করল জেমি, এবং এ কারণে নিজের উপরই রেগে গেল। কষে গাল দিল মনে মনে: বোকার হদ্দ, একে ভয় পাওয়ার কী আছে? সাধারণ একজন মানুষই তো! চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে না যে ভয় পেতে হবে? তা ছাড়া, একে ভয় পাওয়ার কী আছে? কিংবা কাউকেই ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কিন্তু তবুও, মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা যাচ্ছে না, হয়তো ওর বাবার সঙ্গে লোকটার চেহারা বা আচরণের মিলের কারণে।

'বাবা সহ এখানে বহুদিন ধরে আছ?' জানতে চাইল সে।

'ঠিক এখানে নয়...এদিকে আছি বেশ কিছুদিন হলো। পেটের তাগিদে একেক সময় একেক কাজ করি, তাই নির্দিষ্ট কোথাও থাকি না।'

'তোমার বাবা? সে কি পুব থেকে এসেছিল?'

নিঃশব্দে হাসল জেমি। 'সব্বাই তো পুব থেকে এসেছে, তাই না? শুরু থেকে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা কেবল ইণ্ডিয়ানরা। সত্যি কথা হচ্ছে, তাবৎ রেডস্কিনরাও আদপে এখানকার আদি বাসিন্দা নয়–ওদের মুখেই শুনেছি–অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছিল ওদের পূর্বপুরুষরা।'

কঠিন চাহনিতে জেমিকে বিদ্ধ করল লোকটা, বোঝাই যাচ্ছে ওর উত্তর পছন্দ হয়নি। মুখের উপর জ্ঞান দেখাচ্ছে ইঁচড়ে পাকা একটা ছেলে, অথচ আসল উত্তর সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু এ লোক কেন, কারোই ভাল লাগবার কথা নয়।

আদপে ওকে পছন্দ করতে পারছে না সে, যেমন তাকে করেনি জেমি। কিন্তু আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে দু'জনে। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করছে লোকটা, কিংবা আলাপ আরও চালিয়ে যাওয়ার মতো মন্তব্য করছে। তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছে সে, কিন্তু জেমিও ঘাঘু, ঠিক এড়িয়ে যাচ্ছে কৌশলে। তা ছাড়া, অস্বাভাবিক হলেও সত্যি যে বাপ সম্পর্কে ওর অপর্যাপ্ত জ্ঞানের আলোকে লোকটার সব প্রশ্নের জবাব দেওয়াও সম্ভব নয়। জন ট্রেভালিয়নের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জানত না যে বাবা বা পরিবার সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা নেই ওর। আর এখন···জানবার উপায়ও নেই।

সতেরো হতে পারে বয়স, কিন্তু কৈশোর থেকে কঠিন জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও; পাহাড়, মরুভূমি বা প্রেয়ারি···কোথায় না উদয়াস্ত খেটেছে! বাবার সঙ্গে পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে, মানুষ চিনতে শিখেছে। সামান্য ইশারা বা ভাবভঙ্গি দেখে অন্যের চরিত্র বিশ্লেষণে ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত বলা যাবে না, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যের একেবারে কাছাকাছি।

যেমন এ লোকটি। কোমরের হোলস্টারে একটা সিক্সশ্যুটার রয়েছে তার, সেটা দৃশ্যমান। কিন্তু জামার আস্তিনে আরেকটা অস্ত্র আছে, জুয়াড়িদের যেমন ডেরিঞ্জার জাতীয় লুকানো-পিস্তল থাকে। ডেরিঞ্জারে দুটো গুলি। দু'বার গুলি করবার পর রিলোড করতে হয়। স্বল্প দূরত্বে কাউকে খুন করবার জন্যে দারুণ জিনিস। ঠিক এ কারণে জুয়াড়িদের পছন্দ।

লোকটার সতর্কতার কারণে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে জেমি।

ডান হাত সম্পর্কে সচেতন সে, বাহুটা সযত্নে টানটান রেখেছে, যাতে লুকিয়ে রাখা পিস্তল বেরিয়ে না-আসে। ডান হাতের কব্জি টেবিলে এমনভাবে রেখেছে যাতে চাইলেই, মুহূর্তের মধ্যে, বাহুর মোচড়ে মুঠোর ভিতরে চলে আসবে লুকানো ছোট্ট পিস্তল। ভঙ্গিটা সামান্য ব্যতিক্রমী, কিন্তু দু'চারজন জুয়াড়িকে কাছ থেকে দেখেছে এমন লোকের চোখ ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

'শহরে থাকবে তো?' শেষে জানতে চাইল লোকটা।

'দু'একদিন থাকব হয়তো। মেলা দিন পাহাড়ে ছিলাম, হাড়ে ঘাস গজিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে! বিছানায় কবে শুয়েছি মনেও পড়ছে না! ভাবছি শুয়ে-বসে আর রাস্তায় চোখ রেখে কাটিয়ে দেব কয়েকটা দিন। এক্কেবারে ঝাড়া হাত-পা!'

জেমি বাজি ধরে বলতে পারবে ওর শহরে থাকবার ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি লোকটার, যদিও কারণ বলতে পারবে না। কিন্তু সে বোধহয় চায় শহরে থাকুক ও।

'যাহ্, আমি তো ভেবেছি দু'জনে মিলে চারপাশটা ঘুরে-ফিরে দেখব,' তেমন আগ্রহ প্রকাশ পেল না কণ্ঠে, হতাশাও নয়। যেন এমনি বলেছে কথাটা।

'আবহাওয়া কিন্তু মোটেও ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর মতো নয়,' নিরাসক্ত স্বরে মনে করিয়ে দিল জেমি। 'ঠাণ্ডায় থেকে থেকে প্রায় জমে যাওয়ার দশা হয়েছিল পাহাড়ে। আর নয়! ঠাণ্ডায় এমনিতেও অসুবিধা হয় আমার।'

চলে যাওয়ার জন্যে ভিতরে ভিতরে অস্থির বোধ করছে জেমি, কিন্তু উঠতেও পারছে না। ব্যাটার সঙ্গে খেজুরে আলাপ করে লাভ কী হবে? যদিও ওর সন্দেহ বা ধারণা: এখন বেরিয়ে গেলে ঠিকই পিছু নেবে ব্যাটা, অনুসরণ করবে ওকে। লোকটাকে খসাতে পারলে স্বস্তি বোধ করবে হয়তো, কিন্তু তার সম্পর্কে কৌতূহলও

বোধ করছে। কে জানে, সত্যিই হয়তো ওর বাবার আত্মীয় সে! সেক্ষেত্রে, বাবা সম্পর্কে কিছু জানবে বোধহয়। জানতে পারে ওদের পারিবার সম্পর্কেও।

কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সর্বক্ষণ সতর্ক করে দিচ্ছে যে এ লোক পুরোদস্তুর বিপজ্জনক, এবং তারচেয়েও বড় কথা, লোকটা আগাগোড়া অসৎ, হিংস্র ও খল। নীচও বটে। পাকা শয়তান! মুখ আর চোখে তা স্পষ্ট–অল্পতে খেপে যায় এবং যখন রাগে, চরম নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

অন্য কেউ শুনে হাসতে পারে, কিন্তু নিজের সহজাত প্রবৃত্তিকে শতভাগ বিশ্বাস করে জেমি।

লোকটার আচরণ নিপাট ভদ্রলোকের মতো। কিন্তু ভদ্রোচিত আচরণ করলেই কেউ ভদ্রলোক বা ভালমানুষ হয়ে যায় না। প্রায় সারাক্ষণই তটস্থ রয়েছে জেমি–কোনভাবে যদি লোকটার পরিচয়, কোত্থেকে এসেছে বা কোথায় যাবে, কিংবা পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন আভাস পায়। মাইনার নয় সে, স্পষ্ট বোঝা যায়, কাউহ্যাণ্ড হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, ভাবছে ও। জুয়াড়ি?

হতে পারে।

ওয়েট্রেস নজর রেখেছে ওর উপর, খেয়াল করেছে জেমি। কোন কারণে চিন্তিত মেয়েটা।

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও। 'খুব ক্লান্ত লাগছে,' বলল জেমি। 'শুভ রাত্রি।'

লোকটাকে কোন কিছু বলবার সুযোগ দিল না, বরং দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল ডাইনিংরুম থেকে, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। চেয়েছে ওর আচমকা প্রস্থানে ক্ষণিকের জন্যে হলেও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ুক লোকটা, কারণ ঠিক আগের মুহূর্তেও ভান করছিল–ওর আচরণে মনে হয়নি শিগ্‌গিরই উঠে পড়বে, বরং

যেন অলস আলাপ চালিয়ে সময়টা উপভোগ করছিল খুব।

লবিতে এসে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না ও, উপরতলায় নিজের কামরায় চলে এল। ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল, একটা চেয়ার টেনে দরজার নবের নীচে ঢুকিয়ে দিল যাতে বাইরে থেকে ঠেলে কেউ দরজা খুলতে না-পারে।

পরিকল্পনা ছিল জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে এখনই, রোয়ানের পিঠে চড়ে আবার যাত্রা করবে; যত দ্রুত সম্ভব এ শহর ছেড়ে চলে যাবে এবং ক্লান্ত ঘোড়ার কাছ থেকে যতটা সম্ভব গতি আদায় করবে। কিন্তু বিধ্বস্ত শরীরের কাছে হার মানতে হলো। জেমি জানে প্রয়োজন যতই তাগিদ দিক, শরীর চলবে না। সারাদিন ছুটেছে। তা ছাড়া, ঠাণ্ডাও পড়ছে বেশ; রাতের অন্ধকারে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ক্লান্ত দেহে পথ চলতে অনীহা বোধ করছে।

হঠাৎ চিন্তাটা এল মাথায়। রহস্যময় লোকটা জানে না কোন্ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ও, কারণ এখানে আগে থেকেই ছিল সে এবং একটু আগে ডাইনিংরুমে ঢুকবার আগে জেমি সম্পর্কে কোন কৌতূহল বোধ করেনি। সেক্ষেত্রে, রোয়ানের পিঠে ওকে না-দেখা পর্যন্ত ওটাকে স্পট করতে পারবে না সে।

জানালা খুলে দিল জেমি। জীবনে ঠাণ্ডা কম সয়নি, আরও সইবে ভবিষ্যতে। সুতরাং আরও একটা রাত ঠাণ্ডার মধ্যে কাটালে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বিছানায় শুয়ে পড়ল এবার।

কিন্তু সিদ্ধান্তটার বদৌলতে হাড়ে হাড়ে দুর্ভোগ পেতে হলো। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে বরফশীতল বাতাস। কম্বলের নীচে শুয়েছে বলে শরীর গরম আছে বটে, কিন্তু নাক-মুখ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বাতাস এত ঠাণ্ডা যে প্রায় কাঁপুনি উঠে যাচ্ছে ওর।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দরজার বাইরে খুবই হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সন্তর্পণে ও অতি সতর্কতার সঙ্গে দরজার নব ঘুরাল

কেউ, খুব ধীরে, তারপর সামান্য ঠেলা দিল কবাটে। কিন্তু খুলল না। মিনিট খানেক চেষ্টা চালানোর পর ক্ষান্ত দিল লোকটা, এবং এরপর একেবারে নীরব হয়ে গেল চারপাশ।

যা চেয়েছিল জেমি, তাই হলো। এক-দুই মিনিট দরজার নব ধরে ছিল লোকটা, এবং দরজার নীচ দিয়ে ধেয়ে যাওয়া বরফসম ঠাণ্ডা বাতাসের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই টের পেয়েছে সে। অনুমান করেছে জানালা দিয়ে *পাখি* উধাও হয়ে গেছে। বিস্ময়সূচক অস্ফুট একটা শব্দ হলো, তারপর দ্রুত পা চালাল কেউ, করিডর ধরে সরে গেল ছুটন্ত বুটের শব্দ। একটু পর নীচের রাস্তায় ছুটে চলে গেল একটা ঘোড়া।

মুচকি হেসে কম্বলের নীচ থেকে উঠে এল জেমি, জানালা বন্ধ করে আয়েশ করে শুয়ে পড়ল এবার। নিশ্চিন্ত ও। আজ রাতে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দুটো সম্ভাব্য রাস্তা আছে। সে দুটোই পরখ করবে, নিশ্চিত হবে কোন্ দিকে গেছে জেমি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দু'পাশে ঢুঁ মেরে যখন নিশ্চিত হবে যে কোন দিকেই যায়নি ও, বরং শহরে রয়েছে, তপ্ত মেজাজ নিয়ে যখন ফিরে আসবে, ততক্ষণে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারবে জেমি।

অন্ধকার সিলিঙের দিকে চেয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করল ও। ডাইনিংরুমে দেখা রহস্যময় সেই লোক না-হয়ে যায় না। আর কে চেনে ওকে এখানে? দরজা খুলে ভিতরে আসতে চেয়েছিল কেন? ওর বাবার সঙ্গে চেহারা বা আচরণের সাদৃশ্যের তাৎপর্য কী? কেন জেমির ব্যাপারে সন্দিহান বা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সে, যেখানে আজকের আগে লোকটাকে কখনও দেখেওনি?

আসলে ঘটছে কী?

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে মাঝরাতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে

লোকটা। ভেবেছে জেমি শহর ছেড়েছে, তাই ওকে আটকাতে গেছে।

কেন?

জন ট্রেভালিয়নের খুনী কে? জজ মিলস বা ওর কোন বন্ধু হতে পারে, কিংবা একেবারে অন্য কেউ। খুনের মোটিভ কী ছিল? জজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কেউ যদি খুনী হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই ওর বাবাকে সর্বস্বান্ত করতে খুন করেনি, কারণ কাজটা জজ নিজে সেরে ফেলেছিল, কিংবা বলা যায় চেষ্টা করেছিল, পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

নতুবা, একেবারে অচেনা কেউ ওর বাবাকে খুন করেছে, যে জানত না যে জন ট্রেভালিয়নের কাছে বিস্তর টাকা রয়েছে; সম্ভবত জনের বেশভূষা বা চেহারা-সুরত দেখে তার মনে হয়নি যে যথেষ্ট টাকা থাকতে পারে, তাই সে-চেষ্টাও করেনি।

সেক্ষেত্রে, খুনি লোকটা নিশ্চয়ই বাবার পূর্ব-পরিচিত। জন ট্রেভালিয়নের ফেলে আসা অতীত থেকে উদয় হওয়া কেউ।

'একেবারে কল্পকাহিনির মতো,' স্বগতোক্তি করল জেমি। 'এমন কিছু চিন্তাও করা যায় না।'

ওর বাবার অতীত থেকে আসা কেউ কেন তাকে খুন করতে চাইবে? পুব ছেড়ে আসবার পর (যদি সত্যি পুব থেকে এসে থাকে সে) দীর্ঘ কয়েক বছর চলে গেছে, আর কখনও সেখানে যায়নি জন ট্রেভালিয়ন; জেমির জানা মতে কারও সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না, কখনও কোন চিঠি আদান-প্রদান হয়নি।

নানা ভাবনা ফলপ্রসূ না-হলেও একসময় ঘুম নেমে এল ওর চোখে। সকালে যখন চোখ মেলে তাকাল, ভাবনাগুলো তখনও রয়ে গেছে মন জুড়ে, কিন্তু অসংখ্য প্রশ্নের কোনটারই জবাব মিলল না।

বিছানা ছেড়ে সাফ-সুতরো হলো ও। কাপড় ঝেড়ে যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করে নিল নিজেকে। এ মুহূর্তে ধোওয়া সম্ভব নয়। চুল আঁচড়ে নীচে নেমে এল। খিদে পেয়েছে।

ফাঁকা লবির অখণ্ড নীরবতা স্বস্তিকর লাগল। রেজিস্ট্রারটা পড়ে আছে ডেস্কের উপর। নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বুলাল জেমি।

গত তিনদিনের মধ্যে শুধু দু'জন উঠেছে হোটেলে। ও নিজে একজন। অন্যজন–রেজিস্ট্রার অনুযায়ী–গ্লিন শেকেড।

অপরিচিত। কখনও নামটা শোনেনি। ভুয়া? হতে পারে। পশ্চিমে বহু মানুষ একেক জায়গায় একেক নাম ভাঁড়িয়ে চলে। নামটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তার এখানে আসবার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রেস্তোরাঁও ফাঁকা। বেশ সকাল বলে খদ্দের আসেনি এখনও। তবে একেবারে নীরব নয়, কারণ রান্নাঘর থেকে বাসন-কোসন ও এটা-ওটা নাড়াচাড়ার শব্দ আসছে। চুলোয় বোধহয় রান্না চড়ানো হয়েছে। একটা চেয়ার টেনে বসল জেমি। চেয়ার টানবার শব্দটা ফাঁকা কামরায় বেশ জোরাল শোনাল।

ঝটপট নাস্তা সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে ওর।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে কে এসেছে দেখে নিল গতরাতের ওয়েট্রেস মেয়েটি। এগিয়ে এল মিনিট খানেক পর।

'আগেভাগে এসে পড়েছ তুমি,' বলল মেয়েটি। 'এখনও রান্না শেষ হয়নি। তবে কিছু ফ্ল্যাপজ্যাক বানিয়ে দিতে পারব।'

'দারুণ! ডিম পাওয়া যাবে না?'

'দেখি,' দ্বিধা করল মেয়েটা। 'রাতে যে-লোকটার সঙ্গে বসে খেলে, ওকে চেনো তুমি?'

'উঁহুঁ, কালকের আগে জীবনেও দেখিনি,' মুখ তুলে তাকাল

জেমি। 'তুমি চেনো নাকি?'

'না। চাচীকে বলতে শুনলাম খনিজ জমির খোঁজে এসেছে। এখানে আসবার পর আশপাশে বেশ ঘোরাঘুরি করছে।'

'এমন আবহাওয়ায়? আচ্ছা মুরোদ আছে তো লোকটার! কিন্তু এ পরিস্থিতিতে, যখন সব জমি তুষার বা বরফে ঢাকা পড়ে আছে, কীভাবে বুঝবে কোন্ জমিতে খনি আছে? জমির লে-আউটই তো দেখা যাবে না।'

'আমরাও তাই ভাবছিলাম।'

প্রথমে কফি দিয়ে গেল মেয়েটা, একটু পর গরম কেক আর ম্যাপল জুস। 'ডিম পাওয়া গেছে। চাচী ভেজে দিচ্ছে।' ফের দ্বিধা করল মেয়েটা, তারপর জানাল: 'তোমাকে বোধহয় পছন্দ হয়েছে চাচীর, নইলে ডিম দিত না। স্টক খুব কম তো।'

'ধন্যবাদ,' পরিবেশন করা খাবারের উপর সন্তুষ্ট দৃষ্টি মেলে বলল জেমি। 'এখানে কিছুদিন থেকে গেলে বোধহয় মন্দ হয় না, এমন সুস্বাদু খাবারের লোভ সামলানো কঠিন!'

'এখানে কিন্তু কাজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে, অবশ্য খনি বা কাঠের কাজ জানা থাকলে সমাদর পাবে। পাহাড়ের ওপাশে আর দক্ষিণের কিছু এলাকায় র‍্যাঞ্চ আছে। তুমি কি পাঞ্চার?'

'যখন যে কাজ পাই, তাই করি,' মৃদু হাসল জেমি। 'তবে কোনটাতেই ওস্তাদ নই। হাতটা যে একেবারে খালি তা বলা যাবে না।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল মেয়েটি, বুঝতে চাইছে। সতেরো বয়সের কেউ গরু পাঞ্চিং বা যা-তা কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছে, এটা পশ্চিমে বিরল ঘটনা। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব কম লোক ভাবে, বিশেষ করে মাসে ত্রিশ ডলার মাইনে পাওয়া কাউবয়রা। হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে পাওয়া এ টাকা যৎসামান্য না-হলেও

একেবারে উল্লেখযোগ্য কিছুও নয়। সপ্তাহান্তে শহরে এসে হুইস্কি গিলে বা দু'এক দান পোকার খেলে মাইনের টাকা উড়িয়ে ফেলে বেশিরভাগ পাঞ্চার, জমানোর চেয়ে বরং পে-ডের ফুর্তিতে টাকাটা খরচা করবার মধ্যে নিখাদ আনন্দ খুঁজে পায় তারা।

জেমির হাতের নগদ টাকা যে জমানো নয়, বরং হঠাৎ পাওয়া সেটা ব্যাখ্যা করবার তাগিদ বোধ করল না ও। তবে এখন এটাই মূলধন। চিন্তাটা স্বস্তি ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করল ওর মধ্যে, এবং এই প্রথম নিজেকে ওই টাকার মালিক ভাবল।

'আমি ক্রিস্টিনা,' জানাল মেয়েটি। 'কেউ কেউ অবশ্য ক্রিস বলে ডাকে।'

'আমার নাম ট্রেভালিয়ন। জেমি ট্রেভালিয়ন। কখনও কখনও অবশ্য যার যা মনে হয়, তাই বলে ডাকে আমাকে,' স্মিত হেসে বলল ও। 'তবে একটা সত্যি কথা হচ্ছে, বহুদিন তোমার মতো সুন্দরী কাউকে দেখিনি।'

মুখ লালচে হয়ে গেল মেয়েটির, তবে একইসঙ্গে উপভোগও করল বোধহয় প্রশংসাটা। কোন্ মেয়েরই বা না-পছন্দ? মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বা সহজ হওয়ার অভ্যাস নেই জেমির, যা ওর বাবা পারত। একবার ওকে বলেছিল: 'ভাল আচরণ করবে ওদের সঙ্গে, একটা ভাল কথাই হয়তো মন জয় করে ফেলবে, বিশেষ করে ওয়েট্রেস বা অমন মেয়েদের ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য। তোমার মনে রাখতে হবে প্রায় সারা দিন টানা পরিশ্রম করে ওরা, বহু লোকের ধমক খেয়ে বা চোটপাট সয়ে কাজ করতে হয়। দু'একটা বন্ধুত্বপূর্ণ কথা ওদের বললে কারোই এমন কোন ক্ষতি হয় না।'

অনীহা নেই জেমির। সত্যি কথা হচ্ছে, উপায় জানা থাকলে ক্রিস্টিনার সঙ্গে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণই করত।

'লোকটা কি সবসময়ই অনেক কথা বলে?'

ক্রিস্টিনা বুঝতে পারল কার কথা বলছে জেমি। মাথা নাড়ল ও। 'আরে না···বেশিরভাগ সময় একেবারে চুপ করে থাকে। তবে সব খেয়াল করে। চারপাশে কড়া নজর রাখে। ওর অজান্তে বোধহয় কিছুই ঘটে না।'

অদ্ভুত ব্যাপার, যাকে নিয়ে কথা ঠিক ওই মুহূর্তে সে-ই ঢুকল রেস্তোরাঁয়। ব্যাটা নিশ্চয়ই অনেকদিন বাঁচবে!

'সুপ্রভাত!' উৎফুল্ল স্বরে সম্ভাষণ জানাল সে। 'তুমি দেখছি বেশ আগেই উঠে গেছ।'

'গরুর র‍্যাঞ্চে সূর্য উঠবার আগেই বিছানা ছাড়তে অভ্যস্ত আমরা,' বলল জেমি। 'তবে র‍্যাঞ্চে কাজ না-করলেও অভ্যাসটা চালিয়ে যাই।'

গ্লিন শেকেড তা হলে লোকটার নাম? নামটার কি কোন বিশেষ তাৎপর্য বা গুরুত্ব আছে ওর কাছে? নিজের স্মৃতিশক্তির উপর বেশ আস্থা আছে জেমির, মনে পড়ছে না কখনও এ নাম শুনেছে। কিন্তু তারপরও লোকটাকে নিয়ে খুঁতখুঁতে ভাব যাচ্ছে না, অবচেতন মনের একটা অংশ কেবল কু গাইছে; সতর্কঘণ্টী বাজছে মস্তিষ্কের গভীরে। যতটা জানা উচিত বরং ওর সম্পর্কে তারচেয়ে বেশিই জানে লোকটা—চিন্তাটা একটুও পছন্দ করতে পারছে না ও, অস্বস্তি বোধ করছে ভিতরে ভিতরে, মনে হচ্ছে ওর অলক্ষ্যে কেউ নজর রাখছে।

ওর টেবিলে এসে বসল শেকেড। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আলাপ শুরু করল, আচরণে মনেই হলো না মাত্রই পরিচয় হয়েছে ওদের। পাহাড়, গাছপালা, গরু, আবহাওয়া···নানা বিষয় নিয়ে আলাপ চলছে। আবশ্যিক যা ছিল, একটু পর পুবের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা শুরু হলো। যতটা না বলছে, বরং তীক্ষ্ণ মনোযোগে তারচেয়ে বেশি শুনছে জেমি, আশায় আছে যদি কোন সূত্র পেয়ে

যায়।

শেকেডের হাত দুটো জুয়াড়িদের মতো। শীর্ণ, রক্তশূন্য, প্রায় মেয়েলি। সত্যি কথা বলতে গেলে সুন্দরই লাগে। জেমির সন্দেহ আদৌ সত্যিকার ভদ্রলোক তাকে বলা যাবে কি-না, তবে অনুমান করেছে স্বভাব বা প্রবৃত্তিতে না-হলেও জন্মগতভাবে ভদ্রলোক গ্লিন শেকেড। তবে নিঃসন্দেহে ভাল বক্তা, কারণ একবার কথা বলতে শুরু করলে···টানা তো বলেই, মনোযোগও ধরে রাখে। গুছিয়েও বলতে পারে।

'নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল জীবন যত আনন্দেরই হোক, একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। মানুষ বরং রীতির শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে পড়ে,' বলল শেকেড। 'এখানে, ছোট্ট এ শহরে সবকিছুই পরিপূর্ণ, গোছানো। কিন্তু এই তো শেষ নয়। দুনিয়া অনেক বড় জায়গা, যতটা সম্ভব ঘুরে দেখা উচিত। তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গেলেও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং সেজন্যে ভ্রমণের বিকল্প নেই।'

জেমির কাছে মনে হলো শুধু ও-ই নয়, ক্রিস্টিনাও মুগ্ধ শ্রোতা বনে গেছে। মেয়ে পটানোর প্রথম সবকই হচ্ছে মুখ চালানো এবং শেকেড যে এতে বেশ দক্ষ, প্রমাণ হতে বেশি সময় লাগল না। লোকটার মুখে বহু দূরের স্যান ফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস বা বড় বড় শহরের কথা শুনে ছোট্ট এ শহরটাকে বড্ড নোংরা, শূন্য এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হলো। অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা ওই শহরগুলো ঘুরে এসেছে সে, সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছে, উপভোগ করেছে এবং খুঁটিনাটি সবই এখনও স্পষ্ট মনে রেখেছে।

বড় বড়, উজ্জ্বল চোখে গল্প শুনছে ক্রিস্টিনা। বোঝাই যাচ্ছে পটে গেছে। ব্যাপারটা অবশ্য জেমির ভাল লাগল না। শেকেডের সঙ্গে পাল্লা দিতে অমন চমৎকার গল্প যদি জানা থাকত! কিছুটা অনুতাপের সঙ্গে ভাবল ও। কিন্তু উপায় নেই। বেয়াড়া গরুর

নার্সমেইড-এর ঝুলিতে আর যাই হোক, ঝলমলে শহরের গল্প থাকে না।

'বাবা-মার সঙ্গে আমিও বেড়িয়েছি,' কিছু একটা না-বললে হয় না, তাই শেষে বলল জেমি। 'পশ্চিমের বেশিরভাগ জায়গায় ঘুরেছি। ডজ, মণ্টানা, অ্যাবিলিন বা এল পাসো···বড় শহরগুলোর কোনটাই বাদ পড়েনি। এল পাসো তো মেক্সিকোর একেবারে কাছে, নদী পেরোলেই সীমান্ত!'

'ঠিকই বলেছ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে বলল শেকেড। 'বয়স কম হলেও দেখছি যথেষ্ট ঘুরেছ তুমি!' প্রশংসা ঝরে পড়ল কণ্ঠে, তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গটা তুলল, এমন স্বাভাবিকভাবে যে আরেকটু হলে মুখ খুলে ফেলেছিল জেমি। 'আচ্ছা, তোমার বাবা কি কখনও তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বলেনি? ওর নিজের বাড়ির কথা বলছি, যেখানে সে জন্মেছে বা বড় হয়েছে।'

সত্যি কথা হচ্ছে, ওই একটা ব্যাপারে জেমির বাবা কখনও কিছু বলেনি, কিন্তু তথ্যটা শেকেডকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছে না। 'মাঝে মধ্যে বলত,' মিথ্যে বলল ও, যদিও মনে মনে বাবার কথাই ভাবছে, কেন সে নিজের বাড়ির কথা কখনও বলেনি ওকে। নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, কখনও বলেওনি কোথায় জন্মেছে কিংবা কোথায় বড় হয়েছে! কিন্তু কেন? না-বলবার মধ্যে কোন স্বাভাবিকতা নেই, তাই নিশ্চিতভাবে বলা চলে বিশেষ কারণ ছিল। শুধু বাড়ির ব্যাপারেই নয়, পরিবার সম্পর্কেও জেমিকে প্রায় কিছুই জানায়নি জন ট্রেভালিয়ন। খামখেয়ালিপনা বা অবহেলা বলা যাবে না, বরং খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে জেমির বাবা। ওর স্থিরবিশ্বাস বিশেষ কোন কারণ ছিল।

সহসা একটা ঘটনা মনে পড়ল। ছেলেবেলার ঘটনা। বড়জোর চার-পাঁচ বছর হবে ওর বয়স। অস্পষ্ট স্মৃতিতে ভেসে

উঠেছে এক রাতের কিছু মুহূর্ত।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এক মহিলা। ছিপছিপে দেহ, কালো চুল। বড় বড় সুন্দর চোখ। চোখের রঙও কালো। মহিলা কোত্থেকে বা কীভাবে এসেছে, কিংবা আদৌ সে-জায়গাটা কোথায়, মনে নেই জেমির; তবে এটা মনে আছে মহিলার পরনে ছিল কালো ক্লোক, এবং রাতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল।

এসব কি স্মৃতির পুনরুদ্ধার, ঠিক ঠিক মনে করতে পারছে ও? না পুরোটাই কল্পনা?

'মাত্র কয়েকটা মিনিট সময় আছে আমার হাতে!' শঙ্কিত স্বরে বলছিল মহিলা। 'খুব ভয় পেয়েছি আমি, এত ভয় জীবনে কখনও পাইনি। ও আসছে, জন! ...জানোই তো, ও কেমন আর রেগে গেলে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে! কোনভাবে যদি জানতে পারে আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছি বা দেখা করেছি, ঈশ্বর জানেন, একটা কথাও বলবে না, স্রেফ দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খুন করবে!'

'এখানে আসা উচিত হয়নি তোমার!' উত্তেজিত স্বরে বলেছিল জেমির বাবা। 'এখনই চলে যাও...আর দেরি করা ঠিক হবে না। যদি পারতাম...'

'কী করবে? কিছু করবার থাকলে তো, জন! কারোই কিছু করবার নেই! ওকে আটকাবে কে? তুমি যদি ফিরে যাও, তাতেই শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়! ওদের ধারণা তুমিই কাজটা করেছ, জন, প্রত্যেকে তাই বিশ্বাস করে... ব্যতিক্রম কেবল দাদা। সবাই বিশ্বাস করলেও তিনি করেননি।'

'না, কাজটা আমি করিনি। স্বীকার করছি, যথেষ্ট সমস্যায় ছিলাম বা আছি, কিন্তু ওদের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ নই আমি।'

ঠিক ঠিক মনে করতে পারছে, পুরোটা? ছেলেবেলার হাজারো

স্মৃতি যেখানে বেমালুম ভুলে বসে আছে, শুধু এ ঘটনা কেন মনে রয়ে গেছে? বিশেষ কোন কারণ নেই তো? হয়তো অচেনা ওই মহিলার অনাবিল সৌন্দর্য, ওদের বাড়িতে আকস্মিক আগমন, বা জেমির কাছে দুর্বোধ্য মনে হওয়া অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের কারণে···সবকিছু ওর মনে গভীর দাগ কেটে গেছে বলেই এতদিন পরেও মনে আছে।

কতদিন আগের ঘটনা? ভাবছে জেমি। তেরো বছর? একটু বেশিই হবে। প্রায় চোদ্দ বছর।

ওই একবারই কোন মহিলা ওদের বাড়ি এসেছিল, বাবার উপস্থিতিতে।

কিন্তু আরও এক মহিলা এসেছিল একদিন। বাবা তখন বাড়ি ছিল না। ঘটনাটা মনে করতে চায় না জেমি, তাই বাবাকে কখনও বলেওনি। এতগুলো বছর নিজের মনে সযত্নে রেখে দিয়েছে।

দ্বিতীয় কোন মহিলার ওদের বাড়ি আসবার ঘটনা সেটা। জেমির তখন আট চলছে। বাড়িতে একা ছিল। স্পষ্ট মনে আছে দিনটা, কারণ সেদিন ওর জন্মদিন ছিল। বাবা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিশেষ উপহার দেবে ছেলেকে, জন্মদিনের জন্যে দারুণ ও আকর্ষণীয় উপহার।

কিন্তু উপহারটা পায়নি জেমি। বাবা ওকে দিতে পারেনি। অথচ প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা বরাবরই পূরণ করে এসেছিল জেমির বাবা। শুধু সেবারই ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে জন ট্রেভালিয়ন। ভয়ানক অসুস্থ, মরণাপন্ন হয়ে পড়ে অবস্থা, প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি। সেই জন্মদিনের পরও, বহুদিন অসুস্থ ছিল জন ট্রেভালিয়ন। জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া রুগ্ন মানুষটাই কী এক অদৃশ্য শক্তির বলে প্রায় কয়েক মাস পর সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

এর পিছনে কোন হাত ছিল না তো ডাইনি সেই মহিলার?

পাঁচ

গ্লিন শেকেডের উপর ক্রমে ত্যক্ত হয়ে পড়ছে জেমি। মনে ক্ষোভ জমছে ওর। মুখে কথার ফুলঝুরি তো ছুটছেই, উপরন্তু আচরণেও হামবড়া বা কেউকেটা ভাব দেখাচ্ছে লোকটা। এমন ভাব করছে যেন কোন লর্ড! বিস্ময়কর ব্যাপার, আদপে তাকে এরচেয়েও অভিজাত মনে হচ্ছে। পরিপাটি পোশাক পরনে, এতটুকু ভাঁজ পড়েনি কোথাও; নিখুঁত ক্ষৌরি করা মুখ, আচরণে চোস্ত, কথায় সামান্য আঞ্চলিক টান নেই, নিপাট ভদ্রলোকী চালে আকাশছোঁয়া আত্মবিশ্বাস্ ও প্রত্যয় ঠিকরে বেরোচ্ছে···অথচ তার ভিতরটা ঠিকই পড়তে পারছে জেমি। মলিন পোশাক ও চেহারায় ওকে তার বিপরীতে রুগ্ন ও হতশ্রী দেখাচ্ছে; এবং ঠিক এ কারণেই অসন্তুষ্ট বোধ করছে ও।

কিছু টাকা যখন সঙ্গে আছে, মনস্থির করল জেমি, ভদ্রস্থ হয়ে নেবে। শেকেডের মতো নিজেকে জাহির করবার ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু একেবারে হতশ্রী অবস্থায় থাকবারও মানে হয় না।

শেষপর্যন্ত উঠে দাঁড়াল গ্লিন শেকেড। চাপা সন্তুষ্টির হাসি তার মুখে। ক্রিস্টিনার সামনে নিজেকে উঁচুতলার ও সম্ভ্রান্ত মানুষ বলে জাহির করেছে এবং তাতে সফলও হয়েছে। উপরন্তু, জেমির গা-জ্বালার কারণও হয়েছে সেটা।

'ক্লান্ত লাগছে খুব,' নিরাসক্ত স্বরে বলল জেমি। 'রাতে ঠিক

মতো ঘুমাতে পারিনি। কোথাকার এক বেকুব মাঝরাতেরও পর রাস্তা ধরে এদিক-ওদিক ঘোড়া ছুটিয়েছে! এমন ঠাণ্ডার মধ্যেও বাইরে লোকের কী কাজ থাকতে পারে, ঈশ্বরই জানেন!'

হেঁটে চলে যাচ্ছিল গ্লিন শেকেড, জেমির মন্তব্য শুনে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল। ছোবল মারবার আগে র‍্যাটল সাপ যেভাবে তাকায়, শেকেডের চোখে সেই চাহনি। মুখ থমথমে হয়ে গেছে। শীতল স্বরে জবাব দিল: 'জনশ্রুতি আছে গভীর রাতে খুরের শব্দ শুনতে পাওয়া নাকি চরম অমঙ্গলের। কেউ কেউ বলে ওটা আসলে মৃত্যুর ইশারা।'

'এমন কথা তো শুনিনি!' সবিস্ময়ে বলল ক্রিস্টিনা।

'আমি শুনেছি,' আবারও মিথ্যে বলল জেমি। 'কালো ঘোড়ায় চড়ে রাত-বিরাতে চলাফেরা করে আসলে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ।'

ঠাণ্ডা, পলকহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল শেকেড, কিন্তু পাল্টা একইভাবে চোখে চোখে চেয়ে থাকল জেমি। তারপর, হঠাৎ হেসে উঠল। প্রাণখোলা হাসি। জানে না কীভাবে সম্ভব হলো, কিন্তু আচমকা সবকিছু খুব মজার ও সহজ মনে হলো ওর কাছে। উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো স্নায়ুক্ষয়ী পরিস্থিতি মনে চাপ ফেলবে কী, বরং রসবোধের সঞ্চার করেছে।

শক্ত হয়ে গেল শেকেডের চোয়াল, জ্বলে উঠেছে চোখজোড়া। বোঝাই যাচ্ছে এমন প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। ভাবতেই পারেনি সতেরো বছরের এক তরুণ তার সঙ্গে কথার যুদ্ধে নামবে। কপালের কাছে দপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা। খুব রেগে গেছে শেকেড।

মানুষটার দুর্বলতা তৎক্ষণাৎ জেনে গেল জেমি। অল্পতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। অপেক্ষা করতে জানে না। গ্লিন শেকেড একজন চরমপন্থী মানুষ। কারও চোটপাট সহ্য করা

দূরে থাক, অন্যের সঙ্গে মতের অমিলও তার সহ্য হয় না।

'আবার দেখা হবে,' বলে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে, নাস্তার বিল টেবিলে রেখে গেছে।

'আমাকে পছন্দ হয়নি ওর,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জেমি।

'আমার তো মনে হয় কাউকেই পছন্দ করে না সে,' বলল ক্রিস্টিনা।

'তোমাকে পছন্দ করে।'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'হয়তো করে, কিন্তু আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে আমি ওকে ভয় করি। ব্যাখ্যা করতে পারব না, কিন্তু ও সামনে থাকলে অজানা একটা ভয় গ্রাস করে আমাকে!'

কফি শেষ করে বেরিয়ে এল জেমি। পোর্চে দাঁড়িয়ে রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালাল। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যা স্বাভাবিক, হাতে গোণা কয়েকজন লোক রয়েছে রাস্তায়। এ বছর তেমন তুষারপাত হয়নি বটে, কিন্তু শীত পড়েছে বেশ।

কাছাকাছি একটা জেনারেল স্টোর দেখে ঢুকে পড়ল জেমি। কিন্তু হতাশ হলো। দোকানির সংগ্রহ খুবই কম।

যখন-তখন ব্যবহারের জন্যে এক জোড়া কালো রঙের ফ্রিস্কো জিন্স আর একটা শীপস্কিন কোট কিনল প্রথমে, তারপর কয়েকটা শার্ট, একজোড়া ধূসর স্ট্রাইপ্‌ড প্যান্ট আর কালো একটা সুট। বহুদিন শেল্ফে পড়ে থাকায় কড়া ভাঁজ পড়ে গেছে কাপড়ে, তবে সময়ে চলে যাবে নিশ্চয়ই। কয়েক জোড়া মোজা, আণ্ডারওয়্যার ও নেকারচিফ ছাড়াও আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনল জেমি।

নতুন কাপড় নিয়ে হোটেলে ফিরে এল। গোসল সেরে নেবে।

ব্যাগ খুলে বেকুব বনে গেল জেমি। কেউ একজন ব্যাগ খুলে তল্লাশি চালিয়েছে! একমাত্র ব্যাগের উপর নির্ভর করে যার বছরের

পর বছর চলে যায়, জিনিসপত্র রাখতে গিয়ে একটা অভ্যাস তৈরি করে ফেলে সে এবং এর অন্যথা হলে চট করে বুঝতেও পারে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গত কয়েক বছরে যেখানেই গেছে জেমি, ব্যাগটা ওর সঙ্গে ছিল। দরকার হলে পেতে যাতে অসুবিধা না হয় তাই কিছু জিনিস সবসময় একই জায়গায় রাখতে অভ্যস্ত ও। কালও তাই রেখেছিল। কিন্তু এখন আর ওগুলো একই জায়গায় নেই। কেউ নাড়াচাড়া করেছে। সে তো জানে না বা মনে রাখেনি কোন্‌টা কোথায় রাখা ছিল! ব্যাগ থেকে সবকিছু নামিয়ে তালাশ করেছে, তারপর আবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যেটা যেখানে ছিল রাখতে, কিন্তু নিখুঁত হয়নি কাজটা। যার জিনিস, শুধু সেই পারবে এটা।

প্রশ্ন হচ্ছে কে করেছে কাজটা? নিশ্চয়ই শেকেড! এ ছাড়া আর কে করবে? কিন্তু কেন? জেমির মধ্যে এমন কী দেখেছে যে চুরি করে রূমে ঢুকে ব্যাগ তালাশ করতে বাধ্য হয়েছে? আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: কী কারণে গুরুত্বহীন এ শহরে এসেছে শেকেডের মতো কেউকেটা লোক?

জেমির বাবা আর তার অতীতের সঙ্গে কোন রহস্যময় সম্পর্ক আছে শেকেডের? হতেও পারে। ওদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকতে পারে? হয়তো। সম্ভব। ট্রেভালিয়নদের কার্যকলাপ নিয়ে এত আগ্রহ কেন শেকেডের?

মানুষটাকে যতটা বুঝতে পেরেছে বা চিনেছে জেমি, নির্দ্বিধায় বলা যায় শেডেকের মতো লোক দুটো কারণে এমন কাজ করতে পারে: টাকার জন্যে কিংবা ঘৃণার কারণে। যে-কোন একটা কিংবা দুটোই হতে পারে।

ওর ব্যাগে কীসের খোঁজ করেছে লোকটা? সৌভাগ্যের কথা, নগদ টাকা-পয়সা সব জেমির সঙ্গে ছিল, তাই খোয়ানোর প্রশ্নই

আসে না। কিন্তু টাকার জন্যে ওর ব্যাগ ঘেঁটেছে শেকেড, ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দামী অন্য কোন জিনিসও নেই ওর, যা কেউ হাতাতে পারে। ব্যক্তিগত বা সম্পত্তির কাগজও নেই। যদ্দূর জানে, বাবাও সঙ্গে কোন কাগজপত্র রাখত না···

পিছিয়ে এসে বিছানায় বসল জেমি, ভুরু কুঁচকে গেছে। প্রায় ভুলতে বসা একটা তথ্য মনে পড়েছে। বাবার কাছে বড় বড় দুটো বাদামি খাম ছিল, বহু বছর ওগুলো হাতছাড়া করেনি; ওগুলো কোথায় এখন? কীসের খাম, ভিতরে কী ছিল?

বাপ-ব্যাটা পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা, যখন যে কাজ পেয়েছে তাই করেছে জন ট্রেভালিয়ন। বাদামি রঙা দুটো বড় খাম সবসময় সঙ্গে রাখত। বাকস্কিনের তৈরি কেসে ভরে রাখত খাম দুটো। কেসের মাঝামাঝি, আড়াআড়িভাবে বেল্ট ছিল একটা। জেমির মনে পড়ল মৃত অবস্থায় বাবার সঙ্গে ছিল না ওই কেস। সত্যি কথা বলতে কী, কিছুদিন ধরেই ওটা ওর চোখে পড়েনি।

শিশুসুলভ হলেও বড় হওয়ার পর থেকে নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকত ও, এমনকী বাবার সবকিছুও খেয়াল করত না। কোন একসময়, জেমি খেয়াল করেনি, বাবা হয়তো খাম দুটো কারও কাছে গচ্ছিত রেখেছে কিংবা লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। খাম দুটো এ মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারে, এ ব্যাপারে অনুমানও করতে পারছে না।

অতীতের অনেক ঘটনা এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাবা বা নিজের পরিবার সম্পর্কে জানে না, জানতে ইচ্ছে হয়নি বলে জিজ্ঞেসও করেনি কখনও, অথচ প্রশ্নগুলোর উত্তর অপরিহার্য মনে হচ্ছে এখন। প্রশ্নের সব জবাব অতীতে চাপা পড়ে গেছে। পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর সময় ওর বাবা

নিশ্চয়ই কোন সূত্র রেখে গেছে।

চামড়ার ব্যাগে রাখা বাদামি খাম দুটো বাবা হারিয়ে ফেলেনি, বরং নিরাপদ কোথাও রেখে গেছে। বাবাকে চেনে বলেই জেমির বিশ্বাসটা দৃঢ়তর হচ্ছে। এমন কোথাও রেখে গেছে যাতে প্রয়োজনে পাওয়া যায়, এবং তদ্দিন পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। সঙ্গে দুটো পিস্তল রাখত বাবা, অথচ আগাগোড়া নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিল জন ট্রেভালিয়ন; এবং জেমি বিশ্বাস করে কাউকে ভয়ও পেত না সে। অথচ নিভৃতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, অন্যের প্রতিহিংসার বলি হয়েছে, জানতেও পারেনি কেন খুন হলো!

একই পরিণতি ওরও হতে পারে...ভাবছে জেমি। যদি সতর্ক না-থাকে, বেঘোরে খুন হয়ে যেতে পারে বাবার মতোই।

সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরিস্থিতি তেমনই। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য না-হলেও ঘটনা বিশ্লেষণ করলে তাই দাঁড়ায়। এখন যদি পাহাড়ে বা ট্রেইলে থাকত ও, মরে পড়ে থাকত। কিংবা গত রাতে দরজা বন্ধ না-রাখলেও খুন হয়ে যেত নির্ঘাত।

কী করা উচিত? সরে পড়লে হয়, এবং সেটা উচিতও, কিন্তু জেমি জানে সেটা সম্ভব হবে না। প্রতিপক্ষ ওকে যেতে দেবে না। এ লোক আঠার মতো লেগে থাকবে পিছনের ট্রেইলে। এতগুলো বছর পর ঠিকই ওর বাবা বা ওকে খুঁজে পেয়েছে লোকটা। পালিয়ে গেলে নিশ্চয়ই ওকেও পাকড়াও করবে।

ইতিকর্তব্য স্থির করবার প্রয়াস পেল জেমি। শত্রুকে এড়ানোর চেয়ে বরং মুখোমুখি হওয়াই শ্রেয়, অন্তত তাই মনে করে ও; তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করাই সমীচীন হবে।

প্রতিপক্ষকে নিজের অগ্রগতি বুঝতে দেওয়া যাবে না। প্রথমে, স্রেফ বোকা সেজে বসে থাকতে হবে, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি ও। লোকটার মনে ধারণা জন্মাতে হবে যে এ খেলায় জিততে

তেমন বেগ পেতে হবে না, নইলে আচমকা মরিয়া হয়ে উঠবে সে; কোন একটা উসিলায় ঠিক খুন করে ফেলবে ওকে। পশ্চিমে মানুষ খুন করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। কোন একটা বিষয়ে তর্ক করল, ইচ্ছাকৃত মেজাজ খারাপ করে পিস্তলে হাত দিল; কিংবা, আলাপ করতে করতে ভিন্নমত পোষণ করে, পরে মিথ্যুক বলে বসল। ব্যস, অনিবার্য ডুয়েলে গড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। আইনের দৃষ্টিতে *সাফা* হয়ে যাবে। কেউ কিছু বলবে না, প্রশ্ন তুলবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এ শহরে আইনের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়নি জেমির।

তবে ডুয়েলের ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন থেকে যায়...লোকটা যদি ক্ষিপ্র হয়, শুধু তা হলেই ওকে খুন করতে সক্ষম হবে। গানফাইটে কার কী পরিণতি হবে, আগাম বলা মুশকিল।

জীবনে কখনও ডুয়েল লড়েনি জেমি, ইচ্ছেও নেই ওর। ঠাণ্ডা মাথায় কোন মানুষই ডুয়েল লড়তে চাইবে না। উঠতি বয়সী দুটো ছেলের গল্প শুনেছে ও, পিস্তলে নাম কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু ওসব নেহাত ছেলেমানুষি এবং বিরল ঘটনা। আদপে পিস্তল নিয়ে কেউ খ্যাতি অর্জন করতে চায় বলে মনে হয় না ওর। বরং কারও যদি অমন উচ্চাশা থাকে, সেটা স্রেফ ক্ষণিকের জন্যে। বাস্তবে পিস্তল হাতে কারও মুখোমুখি একবার হওয়ার পর সেই খায়েশ থাকবার কথা নয় আর ।

নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা না-থাকলেও জেমি জানে ক্ষিপ্র ও। বাবাই ওকে পিস্তলে তালিম দিয়েছে। কিন্তু এমন আত্মবিশ্বাস নেই যে গ্লিন শেকেড বা অন্য যে-কারও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারবে, অন্তত আগাম ধারণা করবার জো নেই।

ডুয়েলে প্ররোচিত করা হবেই, এমন ভাবছে কেন ও? নিষ্ঠুর

খুনের শিকারও হতে পারে। বাবার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে। কোন সুযোগই পায়নি জন ট্রেভালিয়ন। ওর ক্ষেত্রেও যদি তাই হয়? বরং তেমন সম্ভাবনাই বেশি।

ছোট্ট এ শহর থেকে সরে যেতে পারে, অন্তত চেষ্টা চালাতে দোষ নেই। হয়তো সফলও হবে, দূরে কোথাও চলে যেতে সক্ষম হবে। কিন্তু জেমির মন সায় দিচ্ছে না।

পাহাড়ে চলে যেতে পারে। শহরের চেয়ে পাহাড়ে যেহেতু বহু গুণে স্বচ্ছন্দ ও, আশা করা যায় কুলিয়ে উঠতে পারবে না শত্রু। সেক্ষেত্রে যা ঘটছে তার অন্তরালে কী আছে জানা হবে না। জানতে পারবে না ট্রেভালিয়নদের প্রতি গ্লিন শেকেডের বিদ্বেষ ও আক্রোশের কারণ। তা ছাড়া, বাবার মৃত্যুর রহস্য বা কারণও উদ্ঘাটন করতে হবে। তাই, সব দিক বিবেচনায় শেকেডের ধারে-কাছে থাকাই শ্রেয়। রহস্যের কিনারা করবার পাশাপাশি নিজেকে যেমন বাঁচাতে হবে, তেমনি হিংস্র লোকটার পরিকল্পনাও ভণ্ডুল করে দিতে হবে।

নিঃসন্দেহে গ্লিন শেকেডই খুনী। জানতে হবে মৃত্যুর কারণ। নেপথ্যে হয়তো টাকা, অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ কাজ করেছে। এমনও হতে পারে জন ট্রেভালিয়নকে ঘৃণা করত শেকেড। আবার পারিবারিক কলহের জেরও হতে পারে ঘটনাটা।

ভাবনায় নগদ কোন লাভ না-হলেও জেমি জানে তাতে নিকট ভবিষ্যতে ওর পিঠ বাঁচতে পারে। যদিও ভাবনার নাটাই দিকভ্রান্ত হয়ে আছে, যেহেতু থৈ পাচ্ছে না—সবকিছু দুর্বোধ্য লাগছে ওর, কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর নেই—কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে, শত্রুর সম্ভাব্য চাল আঁচ করতে হবে, এবং সে-অনুযায়ী সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ওকে পথ দেখাতে পারে।

গোসল সেরে নতুন কাপড় পরল জেমি। আয়নায় নিজেকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারল না। এমন কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই একই গেঁয়ো ছেলেটা–একপ্রস্থ নতুন কাপড় পরে শহরে যাচ্ছে। সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত দেখানো দূরে থাক, নতুন কাপড় ওর চেহারায় পাঞ্চার মার্কা ছাপটাই দূর করতে পারেনি; বরং হাস্যকর দেখাচ্ছে যেন। নিজেকে আত্মবিশ্বাসী লাগছে না, প্রত্যয়ী তো নয়ই। মনে অস্বস্তি নিয়ে নিশ্চয়ই অন্যদের সমীহ আদায় করে নিতে পারবে না? কেউ ওকে দু'বার চেয়ে দেখবে না।

গ্লিন শেকেডের মতো অভিজাত চালচলন নেই ওর। চলনে-বলনে চোস্ত সে, হাজার লোকের ভিড়েও তাকে আলাদাভাবে চেনা যাবে, আসরের মধ্যমণি হতে সক্ষম লোকটা। নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে দৃষ্টি কাড়ে যে-কারও। একই ক্ষমতা জেমির বাবারও ছিল।

বাবার যদি থেকে থাকে, ছেলে হিসাবে আমার হবে না কেন? ভাবল ও।

আনকোরা সুট খুলে দেয়ালের আঙটায় ঝুলিয়ে রাখল জেমি, ফ্রিস্কো জিন্সের সঙ্গে ধূসর ফ্লানেল শার্ট পরল। কালো নেকারচিফ ঝুলাল গলায়। সব শেষে শীপস্কিন কোট চাপাল গায়ে। পিস্তল বা ছুরির কথা ভুলে যায়নি। পিস্তল বাবার কাছে থেকে সদ্য পাওয়া হলেও ছুরিটা আজীবনই ওর সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকে। কখন ওটা কাজে লাগে, আগে থেকে বলা মুশকিল।

কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখল জেমি, বিছানার লাগোয়া টেবিলে এসে বসল। বেশ পুরানো একটা খবরের কাগজ রয়েছে, ওটাতে লেখার কাজ চালিয়ে যেতে মনস্থ করল। কলম তুলে নিয়ে বাবার সঙ্গে যেসব শহরে গেছে, একে একে সবগুলোর নাম লিখে ফেলল।

দীর্ঘ তালিকাটা দেখবার আগে জেমি বুঝতে পারেনি আদপে এত শহরে ঢুঁ মেরেছে ওরা।

গুনতে গিয়ে দেখল গত চার বছরে বাইশটা শহরে থেমেছে বা থেকেছে ওরা। বাবা যে খুব অস্থিরমতি ছিল তা নয়, বরং নানা কারণে ঘন ঘন স্থান বদল করেছে ওরা—কখনও কাজের অভাব, কখনও বিরূপ পরিস্থিতি দেখে এগোতে বাধ্য হয়েছে, কিংবা কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় অন্যত্র গেছে।

প্রায় দু'মাস স্টেজ লাইনে কাজ করেছে ওর বাবা। নেভাডার ইউরেকায় এজেন্ট ও বুককীপারের দায়িত্ব পালন করেছে। জেমি তখন বসে থাকেনি, বরং মাইনারদের কাছে গরু পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছে ট্রেইল ড্রাইভে।

ইউরেকা থেকে পিওচেয় গেছে ওরা। বুম টাউন বলে অস্থির শহর ছিল ওটা। রাজ্যের চোর-বদমাশ এসে জড়ো হয়েছিল। মার্শাল ছিল অ্যালান মেনকিন। শক্তপাল্লা। সারাক্ষণ তেতে থাকত মেজাজ, সামান্য গড়বড় হলে গ্রেপ্তার করত বেয়াড়া মাইনার বা কাউবয়দের। বেশিরভাগ আউটল সমঝে চলত তাকে। কারণ, পিস্তলে অসম্ভব ক্ষিপ্র মেনকিন। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাহস তখন পর্যন্ত করেনি কেউ।

ব্যাঙ্কে খণ্ডকালীন হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ নিয়েছিল জন ট্রেভালিয়ন, নিয়মিত লোকটা তখন সল্ট লেক বা অন্য কোথাও গিয়েছিল আত্মীয়ের ফিউনারেলে যোগ দিতে। স্থানীয় এক রেস্তোরাঁয় বাসন-কোসন ধোওয়ার কাজ নিয়েছিল জেমি।

পথ চলা যেন শেষ হয় না। আজ এখানে তো কাল ওখানে। প্লেসারভিল; ক্যান্সাস সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া, মিসৌরি, ফোর্ট ওঅর্থ, ফোর্ট গ্রিফিন, সান্তা ফে, সিলভার সিটি হয়ে ডজ সিটিতে গেছে; এবং সবশেষে ইয়াঙ্কটন।

বাদামি খাম দুটো শেষ কবে বা কোথায় দেখেছিল? নিজেকে প্রশ্ন করল জেমি, চোখ বুজে মনে করবার প্রয়াস পেল। ইউরেকায় ওগুলো ছিল ওর বাবার সঙ্গে, কারণ কোম্পানির সেফে রেখেছিল খাম সহ চামড়ার ব্যাগটা এবং ইউরেকা ছাড়বার সময় খাম দুটো সংগ্রহ করতে অফিসে গিয়েছিল জন ট্রেভালিয়ন, সঙ্গে জেমিও ছিল। পিওচেয়ও ছিল, কারণ ব্যাঙ্কের নিরাপদ সেফে রাখা ছিল ওগুলো।

ডজ ত্যাগ করবার সময় বাবাকে বাকস্কিন ব্যাগটা মুড়িয়ে বেডরোলের ভিতর ঢোকাতে দেখেছে। মনে পড়ল কিট কার্সনেও দেখেছে।

জর্জটাউন!

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে স্মরণ করল জেমি, আগাগোড়া, শহরে ঢোকা থেকে শুরু করা পাঁচদিন পর চলে আসা পর্যন্ত। কিন্তু খাম নিয়ে বেরিয়ে আসবার ঘটনা মনে করতে পারল না। সত্যি কথা হচ্ছে, জর্জটাউনের হোটেল ডি প্যারিসে কয়েক ঘণ্টার জন্যে থামবার পর আর দেখেইনি বাকস্কিন ব্যাগটা। হোটেল মালিক, ফরাসি লুই পিরেজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল ওর বাবার। দু'জনে ফরাসি ভাষায় কথাও বলেছে অনর্গল। পিরেজকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যায়, বাবা পরে বলেছিল ওকে: 'শক্ত ধাঁচের মানুষ ও। এত দৃঢ়চেতা যে ওর বিশ্বাস থেকে টলানো কঠিন। ওকে কেনাও সম্ভব নয়। জবান দিলে প্রাণের বিনিময়ে হলেও সেটা রাখে। বেঈমানি করবে না। জীবন বাজি রাখতে যদি বলো, ওর পক্ষে তাই রাখতে রাজি আমি।'

তা হলে জর্জটাউনে আছে খাম দুটো…

এটা অবশ্য অনুমান। ভুলও হতে পারে। তবে নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু আপাতত কোন লাভ হচ্ছে না ওর তাতে। কারণ জেমি যেখানে আছে, জর্জটাউন প্রায় আকাশের মতো দূরত্বে। হাজার মাইল নয়, তবে তুষার ও বরফাবৃত বহু পাস পেরোতে হবে, এ মুহূর্তে যা আত্মাহুতির শামিল। সবচেয়ে বড় কথা, পিছনের ট্রেইলে এক রক্তচোষাকে নিয়ে অত বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দেওয়া যাবে না।

তখনই একটা আইডিয়া উঁকি দিল মাথায়। অদ্ভুত হলেও বাতিল করে দিতে পারল না, বরং মস্তিষ্কের গভীরে রয়ে গেল। এ কারণে যে, বৈরী প্রকৃতিতে চলাফেরায় শেকেডের চেয়ে ঢের দক্ষ জেমি। শীতে পাহাড় পাড়ি দেওয়ার চিন্তাও করে না কেউ, কারণ হাজার ফুট উচ্চতায় এমনও পাস রয়েছে যেগুলোতে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পুরু তুষার জমে থাকে। তীব্র ঠাণ্ডা তো আছেই। এমন বৈরী পরিবেশে একটা দিনও টিকে থাকা সম্ভব হয় না।

বিকল্প উপায় আছে–পশ্চিম ও দক্ষিণে যেতে পারে। বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে ওদিকে। মরুভূমি হতে পারে শেকেডকে খসানোর মোক্ষম জায়গা। বেশিরভাগ ওঅটরহোলের অবস্থান জানা আছে ওর, তাই আশা করা যায় বিপাকে পড়বে না, বরং উল্টো বেকায়দায় ফেলে দিতে পারবে শেকেডকে। ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হলেও, মন থেকে সায় পাচ্ছে না। নিশ্চিত হতে পারছে না। বেশভূষা বা কথাবার্তায় যতই কেতাদূরস্ত বা ফুলবাবু দেখাক, গ্লিন শেকেড পশ্চিমে মোটেই আনাড়ি বা নতুন নয়, বরং শক্তপাল্লা ও নাছোড়বান্দা মনে হয়েছে।

মরুভূমি বা পাহাড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে দেখা দিতে পারে ওর জন্যে।

স্থির সিদ্ধান্ত ছাড়াই কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও। তার আগে গায়ে কোট চাপিয়েছে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল।

এ শহরে আসবার পর থেকে শুধু ওই একটি জায়গায় যাচ্ছে। কোথাও গিয়ে বসবার আর কি জায়গা নেই? আছে। সেলুন বা অন্য রেস্তোরাঁয় যেতে পারে, কিন্তু এমন তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় বেরোতে হবে তা হলে। দরকার ছাড়া তা করবে কেন, যেহেতু প্রয়োজনটা এখানেই মিটে যাচ্ছে?

একটা টেবিল দখল করল ও।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্রিস্টিনা, ওকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। সহাস্যে বলল: 'তোমাকে তো দারুণ লাগছে, জেমি!'

গালে ও কানে গরম রক্তপ্রবাহ টের পেল ও। মেয়েদের মতো আরক্ত হয়ে গেছে নাকি মুখটা? অস্বস্তির সঙ্গে ভাবল ও।

'গরম গরম সুপ আছে,' জানাল মেয়েটি। 'গরুর মাংস আর সব্জি নিতে পারবে যত খুশি।'

'বেশ তো,' মৃদু স্বরে বলল ও, নিজেকে সামলে নিয়েছে। সহসা একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। এখান থেকে যদি বেরিয়ে যেতে হয়, দুপুর বা পরপরই হতে পারে আদর্শ সময়। যাত্রাপথে দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে কম-বেশি সবাই সকাল সকাল যাত্রা করে। এটা অন্য সবার মতো গ্লিন শেকেডও জানে এবং সেভাবেই তৈরি থাকবে সে। কিন্তু লোকটার অজ্ঞাতে যদি রওনা দিতে পারে, নির্দ্বিধায় বাড়তি সুবিধা নিতে পারবে; সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কোন সময়ে যাত্রা করা উচিত। শেকেড যখন জানতে পারবে পাখি উড়ে গেছে, ততক্ষণে হয়তো অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে ও, এমনকী সন্ধ্যার জন্যে থেমেও যেতে পারে; তখন চাইলেও অন্ধকারে ওকে ট্রেইল করতে পারবে না ফুলবাবু।

তবে এখানেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। শত্রুকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। জেমি যেমন এ শহর থেকে সটকে পড়বার জন্যে

পরিকল্পনা আঁটছে, তেমনি সারাক্ষণই ওকে চোখে চোখে রাখছে শেকেড। তাকে সামনে দেখতে না-পেলেও জেমি নিশ্চিত ঠিক এটাই ঘটছে। সশরীরে উপস্থিত না-থেকেও কারও গতিবিধি নজরে রাখা সম্ভব।

তবে নিজের চলাফেরার মধ্যে যদি একটা প্যাটার্ন তৈরি করে নেয়, হয়তো ভাঁওতা দেওয়া যাবে লোকটাকে। দুপুরে স্টেবলে গিয়ে ঘোড়ার খোঁজখবর নিতে পারে। এটা খুব স্বাভাবিক। শহরে যে ক'দিন থাকবে, রোজ দুপুরে যদি তাই করে, একটা প্যাটার্নে দাঁড়িয়ে যাবে ব্যাপারটা। তখন হয়তো চুপিসারে সরে পড়া সম্ভব।

সুপের স্বাদ দারুণ লাগল। তবে বেশিক্ষণ উপভোগ করতে পারল না জেমি, কারণ অর্ধেকটা শেষ করবার পর জানালা দিয়ে শহরে ঢুকতে দেখল এড টিমবর্ট আর গ্রেগ কিনিয়ারকে। শুধু ওই দু'জন। জজ টেণ্ডি মিলস বা অন্য লোকটা নেই সঙ্গে।

উঠতে উদ্যত হয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করল ও। সুপটা সত্যি দারুণ হয়েছে। শেষ না-করে ওঠা ঠিক হবে না। ফের কবে এমন সুস্বাদু সুপে চুমুক দিতে পারবে বলা মুশকিল।

টিমবর্ট আর কিনিয়ারের উপর নজর রেখেছে জেমি। সেলুনের দিকে চলে গেল দু'জন, সামনে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল। চলাফেরায় আড়ষ্টতা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। এমনকী টিমবর্টকেও পর্যুদস্থ মনে হচ্ছে! অথচ দৈত্যাকার দেহে আসুরিক শক্তি তার, স্যাডল ছেড়ে দাঁড়ানোর সময় খানিকটা টলে উঠল। হয়তো অনেক সময় স্যাডলে কাটাতে হয়েছে বলে।

সেলুনে ঢুকে পড়ল ওরা।

সুপ গলাধঃকরণ করবার ফাঁকে চিন্তা-ভাবনা করল জেমি। কেন এখানে এসেছে এরা? এটা ওদের শহর নয়। জেমির খোঁজে, না ওর মতোই এদিক দিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে? অবস্থা

দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে দু'জনকে।

আপাতত হাতে কাজ নেই বলে উল্টোদিকের চেয়ারে এসে বসল ক্রিস্টিনা। 'তুমি বোধহয় কোন ঝামেলায় আছ, তাই না?'

'বলা যায়,' স্বীকার করল জেমি। 'তবে আমি ডেকে আনিনি। কখনও কখনও না-চাইলেও ঝামেলায় পড়তে হয়।'

'এর মূলে কি সে? মানে···মি. শেকেডের কথা বলছি।'

শ্রাগ করল জেমি। 'জানি না। এখানে কেন এসেছে সে কিংবা কোত্থেকে এসেছে, তাও জানি না। তবে আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

একসঙ্গে কফি খেতে খেতে নিজের অজান্তে মুখ খুলে ফেলল জেমি। হয়তো নিঃসঙ্গ বলে, কিংবা অন্যকে বলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে নিচ্ছে–যেহেতু কাউকে বলবার সময় অনেক খুঁটিনাটি ও ক্ষুদ্র বিষয় চোখে পড়ে। যাই হোক, বাবা ও নিজের সম্পর্কে সবই খুলে বলল ও–দু'জনে পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো থেকে শুরু করে পোকারে জন ট্রেভালিয়নের বিশাল অঙ্কের টাকা জেতা এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহও বাদ দিল না। এর পরিণতিতে কী ঘটবে বা আদৌ কী ঘটেছে জানা নেই ওর, কিন্তু চেয়েছে একটা রেকর্ড থাকুক, অন্তত একজন জানুক ওদের ভাগ্যে কী ঘটে গেছে।

ক্রিস্টিনা বেশ মনোযোগী শ্রোতা। বাধা তো দেয়ইনি কিংবা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও করেনি, বরং উৎসাহ দিচ্ছে জেমিকে। সুন্দরী একটা মেয়ে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে, এরচেয়ে বেশি কী চাইবে কোন তরুণ?

ঘটনার বয়ান করতে করতে সত্যি কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এল। জেমির বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেল যে গ্লিন শেকেডের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তা যদি নাও হয়, অন্তত ওর কাছে যে

একটা কিছু চাইবার আছে তারু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই খতিয়ে দেখতে হবে। জানতে হবে সেই *চাওয়াটা* কী।

'তুমি কি ওকে ভয় পাও?' জানতে চাইল ক্রিস্টিনা। বড় বড় নীল চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

নিজের ভিতরটা হাতড়াল জেমি। গ্লিন শেকেডকে ভয় পায় ও? 'না,' একটু পর বলল ও। 'আমি ওকে ভয় পাচ্ছি না, তবে ওর ব্যাপারে কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন, একটু হলেও দুশ্চিন্তা করছি। কারণ ওর আসল উদ্দেশ্য জানি না। আমার মতো তুমিও জানো যে এমন আবহাওয়ায় মাইনিং করবার মতো জমির খোঁজ চালানো স্রেফ পাগলামি। অথচ ঠিক তাই বলেছে সে। জমিই যদি দেখা না-যায়, কোথায় কী আছে জানা না-যায় কিংবা নমুনা সংগ্রহ করা না-যায়, তা হলে কীসের মাইনিং? এটা স্রেফ ধাপ্পা! আসলে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে গ্লিন শেকেড, কিন্তু সত্যটা পেটের ভিতর রেখে দিয়েছে।'

'এখন তা হলে কী করবে তুমি?'

'খানিকটা গোয়েন্দাগিরি করব,' শব্দটা উচ্চারণ করবার সময় কিছুটা হলেও উত্তেজিত শোনাল ওর কণ্ঠ। 'ভাবছি অতীত খুঁড়তে শুরু করব। গত কয়েক বছরে যেসব জায়গায় গেছি, ওখানে গিয়ে খোঁজখবর নেব। আমার বংশ পরিচয় বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য তো জানবই, চাই কি শেকেডের খবরও বের করে ফেলব।'

'সাবধানে থেকো,' আন্তরিক স্বরে বলল ক্রিস্টিনা।

'আমার হয়ে একটা কাজ করে দিতে পারো,' হঠাৎ প্রস্তাব করল জেমি। 'যদি আপত্তি না-থাকে তোমার।'

'কী করতে হবে?'

'একটু আগে শহরে এসেছে দু'জন লোক, ওদের কথা বলেছি না? ওরা এখানে এলে মনোযোগ দিয়ে কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা

কোরো, যদি সম্ভব হয়। ওরা যাতে আবার সেটা বুঝতে না-পারে। ঠিক জানি না ওরা কেন এসেছে এখানে, তবে একটা ধারণা এসেছে মাথায়।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা। 'গরম কফি দেব তোমাকে?'

রেস্তোরাঁর যেখানে বসে আছে জেমি–জানালার পাশে–রাস্তার দু'দিকে অনেকটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, অথচ বাইরে থেকে ওকে দেখতে পাবে না কেউ। সেলুনটাও চোখে পড়ছে। এখনও কেউ বেরোয়নি। ভিতরে খুব বেশি লোক সমাগম হওয়ার কথা নয়। ড্রিঙ্ক পেটে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না টিমবর্টের, ঝগড়াটে বদ স্বভাবটা আরও উস্কে যায়। কিনিয়ার সম্পর্কে প্রায় কিছু জানে না জেমি, তবে অনুমান করতে পারে টিমবর্টের মতো বদ স্বভাবের না হোক, কিন্তু যেহেতু একই পথের পথিক, ভালমানুষ বলা যাবে না। পাহাড়ে চারজনে মিলে ওর উপর হামলা করেছে, নীতিবান ও সৎ মানুষ হলে এমন অন্যায় করত না। সেক্ষেত্রে, ধরে নেওয়া চলে যে টিমবর্টের মতোই মন্দলোক গ্রেগ কিনিয়ার।

কিন্তু জজ মিলসের ভাগ্যে কী ঘটেছে? এখানে কেন আসেনি সে? জেমির খোঁজে দুটো দলে ভাগ হয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসেনি তো, অন্য লোকটাকে নিয়ে সে সিলভারটন গেছে আর টিমবর্টদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে? তবে তেমন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললে চলে, কারণ তুষার জমে ওদিকের সব পাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, জজের মতো পাহাড়ে আনাড়ি লোকের পক্ষে কোনভাবেই শহরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিংবা তীব্র ঠাণ্ডায় পাহাড়েও থাকতে পারবে না সে।

সেক্ষেত্রে, জেমির সন্দেহ জজ মিলস বোধহয় বেঘোরে মারা পড়েছে। তীব্র ঠাণ্ডায় পাহাড়ে নানা কারণেই মানুষের মৃত্যু হতে পারে। টিমবর্টের মতো হিংস্র, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর সাঙ্গপাঙ্গ থাকলে

ব্যক্তিগত রেষারেষি বা সংঘর্ষের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

মিনিট কয়েক পর সেলুনের সামনে রাস্তায় দু'জনকে দেখতে পেল জেমি। এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে এবং রেস্তোরাঁর দিকে চেয়ে আছে এখন। শূন্য রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল ওরা, শেষে এদিকে পা বাড়াল।

গ্রেগরি কিনিয়ার মাঝারি আকৃতির মানুষ। গড়পড়তার চেয়ে খাটো। উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি আর ওজন দেড়শো পাউণ্ড। তুলনায় এড টিমবর্টকে রীতিমতো দৈত্য বলা চলে। উচ্চতায় কম করে হলেও সোয়া ছয় ফুট, ওজন অন্তত দু'শো ত্রিশ পাউণ্ড। কিনিয়ারকে তো বটেই, টিমবর্টের পাশে পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি উচ্চতা ও একশো ষাট পাউণ্ড ওজনের জেমিকেও ক্ষুদ্রকায় ও শুঁটকি দেখাবে। একসঙ্গে দু'জনের মোকাবিলা করা দুঃসাহসের ব্যাপার হবে ওর জন্যে। যদি সত্যি শেয়াল দুটোর মুখোমুখি হতে হয়, জেমি ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল, প্রথম ঘুসিতে কিনিয়ারকে আউট করে দিতে হবে যাতে পরে নিশ্চিন্তে টিমবর্টের দিকে মনোযোগ দিতে পারে।

তখনই কফি নিয়ে এল ক্রিস্টিনা। জেমির মুখোভাব দেখে থমকে গেল, উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল: 'কী হয়েছে?'

'শেয়াল দুটো এদিকে আসছে! রেস্তোরাঁ ছাড়া তো আর কোন জায়গা নেই, সেক্ষেত্রে এখানেই আসছে ওরা। যদি লড়াই হয়, চেষ্টা করব ওদের বাইরে নিয়ে যেতে। অযথা জিনিসপত্র ভাঙচুর হবে নইলে।'

'যা করা উচিত তাই করবে তুমি, জেমি, এখানে কী ভাঙল বা না-ভাঙল তা নিয়ে ভেবো না,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ক্রিস্টিনা। 'আমার বাবাও লড়িয়ে ছিল। হাজারবার শুনেছি ওর মুখে কথাটা: "প্রথম ঘুসিটা মোক্ষম জায়গায় হাঁকাও। দশটা লড়াইয়ের মধ্যে নয়বার

ওতেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যায়।" তো, গায়ের জোরে প্রথম ঘুসিটা হাঁকাবে তুমি, জেমি, আর সাফসুতরোর কাজ আমার জন্যে রেখে দিয়ো। আগেও এখানকার মেঝে থেকে রক্ত পরিষ্কার করেছি।'

সত্যিকার পশ্চিমা মেয়েদের মতো কথা!

পোর্চে পা রেখেছে ওরা। আসছে! ভিতরে ঢুকলেই দেখতে পাবে ওকে।

সামনের একটা চেয়ার সরিয়ে দিল জেমি, উঠে দাঁড়াতে বা দৌড় দিতে গেলে যাতে পায়ে বেধে না-যায়। আসুক ব্যাটারা, মনে মনে ভাবছে ও, আচ্ছা ধোলাই দিয়ে দেব!

ছয়

দোরগোড়ায় পা দিয়ে, কামরার ভিতরে দৃষ্টি মেলতে প্রথমে জেমি ট্রেভালিয়নকে দেখতে পেল এড টিমবর্ট।

আযরাইল দেখেছে যেন, দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল টিমবর্ট। বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের ভয়। দৈত্যাকার একজন মানুষ এমন ভয় পেতে পারে, না-দেখলে বিশ্বাস করত না জেমি। এখানে পা রাখবার আগে সে যাই আশা করে থাকুক, অন্তত ওকে দেখতে পাবে বলে ভাবেনি। একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। হয়তো ভেবেছিল পাহাড়ে মরে ভূত হয়ে গেছে জেমি।

এ মুহূর্তে দানবের মনে কী চলছে জানে না ও, কিন্তু এটা

স্পষ্ট যে লড়াই করবার স্পৃহা মোটেও নেই।

'হাউডি, টিমবর্ট!' উৎফুল্ল স্বরে স্বাগত জানাল জেমি। 'যথেষ্ট পেয়েছ নিশ্চয়ই, নাকি আরও পাওয়ার আশায় এসেছ?'

উচিত ছিল দোরগোড়ার একেবারে কাছাকাছি থাকা যাতে সটকে পড়তে না-পারে লোকটা, কিংবা ওর পার্টনারও যাতে যোগ দিতে না-পারে। যাই হোক, আফসোস করে লাভ নেই। টিমবর্ট এমনিতে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে, হুট করে কিছু করবার সাহস পাবে না; তাই বাড়তি সুবিধাটা জেমিরই রয়ে যাচ্ছে।

ভিতরে ঢুকল ওরা।

টিমবর্ট আচমকা কেন থেমেছে দোরগোড়ায়, দেখতে পায়নি গ্রেগ কিনিয়ার। ভিতরে ঢুকে জেমিকে দেখে সেও বেকুব বনে গেল। ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ঘটনায় রীতিমতো বিস্মিত ও। ওকে এত ভয় পাচ্ছে কেন এরা?

পিছনে, হোটেলের লবির দরজার কাছ থেকে নিচু ও শান্ত একটা কণ্ঠ ভেসে এল: 'সাহায্য লাগবে নাকি, ট্রেভালিয়ন?'

শেকেড।

'ধন্যবাদ। চামড়া ছাড়াতে পারব না এমন জিনিস আমি ধরি না!' ত্যক্ত বোধ করছে জেমি। তা হলে···শেকেডকে দেখে ভড়কে গেছে ওরা? অথচ ও ভেবেছিল···। যাক্‌গে, কতক্ষণ ধরে এখানে আছে সে? কখন এসেছে?

'গণ্ডগোল করতে আসিনি আমরা,' প্রায় আমতা আমতা করে বলল এড টিমবর্ট, ভয়ের ছাপ এখনও রয়ে গেছে চাহনিতে। প্রকাণ্ড দু'হাত ডলছে প্যান্টের সঙ্গে। হাতের তালু ঘেমে গিয়েছিল নির্ঘাত! 'খুব খিদে পেয়েছে তো। শুনেছি এখানকার খাবার নাকি ভাল।'

পাহাড়ের কেবিনে এদেরকে নরমাংস খাওয়ার কথা বলেছিল, সেটা মনে করে জেমি বলল, 'হয়েছে কী? মিলসের মাংসে অরুচি ধরে গেছে, না ফুরিয়ে গেছে?'

বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া হলো। কথাটা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল দু'জনের, কোটর থেকে ছিটকে বেরোবে যেন চোখগুলো; তারপর দু'জনেই ছিটকে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে। রাস্তায় নেমে ছুট দিল সেলুনের দিকে, যেটার সামনের রেইলে ঘোড়া দুটো রেখে এসেছে।

জেমির পাশে এসে দাঁড়াল শেকেড; এখনও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে দরজায়। 'ঘটনা কী, বলো তো? ওদের কী বললে *ওটা?*'

'তেমন কিছু না,' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না বলে পরোক্ষ ব্যাখ্যা দিল জেমি। 'ঝামেলা হয়েছিল ওদের সঙ্গে। আমি ভাবলাম ওতে খায়েশ মেটেনি, আরও গণ্ডগোল পাকাতে এসেছে এখানে।'

'আমারও তাই মনে হলো,' বলল শেকেড। 'চেহারার যা ছিরি! দেখে তো মোটেও ভালমানুষ মনে হলো না।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ? কীসের জন্যে?'

'সাহায্য করতে চেয়েছ বলে।'

চেয়ার টেনে জেমির উল্টোদিকে বসল শেকেড। নিস্পৃহ মুখে এই প্রথম সামান্য ভাবান্তর দেখা গেল—ভিতরে ভিতরে রেগে গেছে, সম্ভবত নিজেরই উপর, এবং খানিকটা বিস্মিতও হয়েছে। 'দূর! আমি তো অমন কিছু ভাবিইনি!' বিড়বিড় করে বলল সে।

ধন্দে পড়ে গেল জেমি। শেকেড তা হলে নিজের অজান্তে ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিল? কোন কিছু না-ভেবে প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছিল? পরিস্থিতি দেখে চুপ করে থাকতে পারেনি? যদি সত্যি

তাই হয়ে থাকে, কিছুটা হলেও ভাল লাগবে ওর, কারণ লোকটার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পুরোপুরি অনিচ্ছুক। কেন ওকে সাহায্য করবে সে? এটা এমন এক দেশ যেখানে নিজের লড়াই নিজেকে করতে হয়, নিজের ঘোড়ায় নিজে স্যাডল পরাতে হয়। কিন্তু তারপরও ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিল সে।

'কী খাবে?' প্রস্তাব করল জেমি। 'মাত্রই খাবারের ফরমাশ দিচ্ছিলাম।'

জবাবে কিছু বলল না শেকেড, তবে কিছুক্ষণ বাদে ক্রিস্টিনা আসবার পর ফরমাশ দিল। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, কোন বিষয়ে হিসাব-নিকাশ মেলাতে পারছে না; অনিশ্চয়তা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা পছন্দ করে না গ্লিন শেকেডের মতো মানুষ।

সত্যিই যদি জেমিকে খুন করবার ইচ্ছে তার মনে থেকে থাকে, একটা সুযোগ মাত্র ফস্কে গেছে–খুনটা হতে দিতে পারত। অন্যের লড়াইয়ে বাগড়া দিয়ে বসেছে, যেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখলেই হতো–একা জেমির মোকাবিলা করত টিমবর্ট আর কিনিয়ার। দুই শত্রুর উপর সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত বটে জেমি, কিন্তু নিশ্চিত নয় যে দু'জনকে ধোলাই দিতে সক্ষম হতো। শারীরিকভাবে এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয় ও, পাঁজরে ব্যথা করছে মাঝে মধ্যে, বিশেষ করে নড়াচড়া করবার সময়। আর নাকটাও ফুলে আছে। ইণ্ডিয়ান গ্রামে থাকবার সময় এক স্কুঅ যথাসাধ্য শুশ্রূষা করেছে ওর, নাকের ভাঙা হাড় জায়গামতো বসানোর চেষ্টা করেছে, বুকের হাড়ের উপর পুলটিশ বেঁধে দিয়েছে।

পূর্ণ সুস্থ হতে কয়েকটা দিন লেগে যাবে আরও।

'তোমাকে দেখে ভয়ে পেচ্ছাব করে দেওয়ার অবস্থা হয়েছিল ওদের, ট্রেভালিয়ন,' চিন্তিত স্বরে বলল গ্লিন শেকেড। 'ব্যাপারটা

কী, বলো তো, তোমাকে ভয় পাবে কেন? কে তুমি? কী করেছ যে এত ভয় পেল ওরা?'

'নেহাত এক এতিম,' বলল ও। 'গরু বা ঘোড়ার কাজ ভাল জানি। এই তো, এর বেশি কিছু নয়।'

'আজীবন গরু-ঘোড়া পালবে?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সে। 'একটা কিছু হতে চাও নিশ্চয়ই?'

'স্বপ্ন বা প্রত্যাশার কি সীমা থাকে? নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সবাই দেখে।'

ঠাণ্ডা চাহনিতে ওকে দেখছে শেকেড, বুঝবার চেষ্টা করছে। 'স্কুলে গেছ কখনও?'

'গেছি দু'একবার, তবে বলবার মতো নয়। স্কুল আমার ভালও লাগত না, বরং বাবার কাছ থেকে শিখতেই বেশি পছন্দ করতাম।'

'বাবাই তোমার শিক্ষক?'

'নিশ্চয়ই! একেবারে ছোট থেকে, যখন একটু-আধটু বুঝতে শিখেছি। জোরে জোরে বই পড়ে শোনাত বাবা, তারপর দু'জনে মিলে আলোচনা করতাম আমরা। স্কুলের পড়ার সঙ্গে মিল বা তুলনা খুঁজতে গেলে অবশ্য লাভ হবে না, কারণ সেখানে আমি নির্ঘাত ফেল মারব। তবে বাবার কাছে বিস্তর শিখেছি। হাতে-কলমের অনেক ব্যাপারও শিখেছি: অস্ত্র চালানো, ছুরির ব্যবহার, কীভাবে শিকার করতে হয় বা ফাঁদ পাততে হয়, কঠিন পরিস্থিতি বা বৈরী পরিবেশে কীভাবে টিকে থাকতে হয়...আরও কত কী!

'একটু বড় হওয়ার পর বাবা আমাকে নিউ অর্লিয়েন্স আর মোবাইলে নিয়ে গিয়েছিল, তুলার বাজারে গিয়ে ওদের ব্যবসার ধরন দেখিয়েছে। গরু ব্যবসা, র‍্যাঞ্চিং বা অন্যান্য ব্যবসার ধরনও দেখিয়েছে।

'নানা পেশার লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি আমরা: গরুর ক্রেতা, পশম ব্যবসায়ী, ঘোড়া ব্যবসায়ী, নাবিক। খনিতে কাজ করবার সময় দেখেছি খনি থেকে আকরিক কীভাবে তুলতে হয়। যে-কোন একটা বই পড়া শেষে এ নিয়ে আলাপ করতাম আমরা, বিশেষ করে ক্ল্যাসিকগুলো। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশেছে বাবা, তাদের কথা বলত আমাকে। শিখতে চাইলে এসব থেকেও শেখা যায়, তাই না? বাবা এমনিতে চুপচাপ স্বভাবের হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল।'

'যাদের সঙ্গে তোমার ঝামেলা হয়েছে, ওদের চেনো নাকি?' প্রসঙ্গ পাল্টাল শেকেড।

'শুধু একজনকে চিনতাম, বাকিদের আগে কখনও দেখিওনি। তবে আমার মনে হয় উচিত সাজা পেয়ে গেছে ওরা।'

ছোটখাট হলেও উচিত একটা শিক্ষা তুমিও পেয়ে গেছ, মনে মনে বলল জেমি, *গতরাতে বেগার খেটেছ ঠাণ্ডার মধ্যে। রাগে নিশ্চয়ই পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে এখন?*

টিমবর্টদের ব্যাপারটা মনে পড়ল জেমির। একটা অসঙ্গতি আছে কোথাও। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় আটকা পড়েছিল ওরা, অথচ সামান্য খাবার ছিল, তাতে একটা দিন বা বড়জোর দু'দিন চলবার কথা। কিন্তু এরপর দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় কেটে গেছে এবং ক্লান্তির ব্যাপার বাদ দিলে টিমবর্ট ও কিনিয়ার বেশ ভালই আছে। দুই সপ্তাহ না-খেয়ে থাকলে বেঁচে থাকা যেখানে দায়, ন্যূনতম হাড্ডিসার হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু তেমন কিছুই দেখেনি দু'জনের মধ্যে। হয়তো মোক্ষম জায়গায় লেগেছে জেমির কথাটা, জজ মিলসের ব্যাপারে যা বলেছিল সেটাই ঠিক।

ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দশ দিন ছিল জেমি, তারও আগে ইণ্ডিয়ান গ্রামটা খুঁজে পেতে কয়েকদিন লেগে গিয়েছিল···ঘটনাগুলো অবশ্য

অস্পষ্ট হয়ে গেছে, স্মৃতি হাতড়েও সঠিক মনে করতে পারছে না। দুই না তিনদিন লেগেছিল?

'তোমার ইংরেজি তো জঘন্য,' মন্তব্য করল শেকেড।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেমি, মুখ নিস্পৃহ। 'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার, তোমাকে এ নিয়ে না-ভাবলেও চলবে। তা ছাড়া, চাইলে এরচেয়ে ভালভাবেও কথা বলতে পারি আমি। ভাল ভাল কথা বলতে গেলে কখনও কখনও লোকজন ভাবে হামবড়া ভাব হয়ে যাচ্ছে। কথার চেয়ে কাজের দাম এখানে বেশি।'

'এটা এক ধরনের হঠকারিতা নয়?'

'কেউ যদি সেটা মনে করে, করুক না!' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও, বিরক্তি ধরে গেছে। এসব আলাপ আর ভাল লাগছে না। বেশ কিছু ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, পরিস্থিতি বুঝে বা বিশ্লেষণ করবার পর নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করতে হবে। গ্লিন শেকেডের সঙ্গে এখানে চায়ের কাপে ঝড় তুলে লাভ হবে না।

'পিস্তলটা চালাতে পারো, না এমনিতে ঝুলিয়েছ?'

'পারি।'

'চলো, শহরের বাইরে যাই। আমাকে দেখাবে পিস্তলে কেমন তোমার হাত।'

অসন্তুষ্ট চাহনিতে লোকটাকে দেখল জেমি। 'মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে আমার, মিস্টার? বাবার কাছ থেকে শিখেছি: শুধু ব্যবহার করতেই পিস্তল বের করা উচিত, অর্থাৎ পিস্তল যখন বের করব তখন গুলি করবার জন্যেই! কখনও যদি আমার হাতে অস্ত্র দেখো, মিস্টার, ধরে নিয়ো উপযুক্ত কোন কারণ আছে। পিস্তল খেলনা নয় যে ওটা নিয়ে খেলবে বা মজা করবে। সঙ্গে অস্ত্র রাখি, কারণ বুনো একটা এলাকায় বাস করি, যেখানে নিজের নিরাপত্তা নিজেকে নিশ্চিত করতে হয়। গরুর পালের আশপাশে নেকড়ে

আর ক্যুগার থাকে, কখনও কখনও কিছু গরুও এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে যে পিস্তল হাতে ওদের সামলাতে হয়। মিস্টার, পিস্তল শখ করে বয়ে বেড়াই না, ওটা নেহাত ঠেকা বলেই রাখছি।'

আর একটা কথাও বলল না জেমি, শেকেডের কী প্রতিক্রিয়া হলো তাও দেখবার গরজ অনুভব করল না। ঝট করে ঘুরেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে। ঠাণ্ডা বাতাস চড়ের মতো আঘাত করল গায়ে। পাত্তা দিল না ও। রেস্তোরাঁর আরামদায়ক পরিবেশে লোকটার বিরক্তিকর উপস্থিতির চেয়ে বরং রাস্তার হিমেল ঠাণ্ডা ঢের স্বস্তিকর।

ঘোড়ার পিঠে একটু পর শহর থেকে বেরিয়ে এল জেমি।

শহর থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ও, তখন রেস্তোরাঁর সামনের ওঅকে এসে দাঁড়িয়েছে গ্লিন শেকেড; আর শহর ছাড়িয়ে এসে চট করে এক পাহাড়ের ঢালে সটকে পড়ল জেমি, গাছপালার আড়াল থেকে পিছন ফিরে তাকাল। হন্তদন্ত হয়ে শেকেডকে স্টেবলের দিকে চলে যেতে দেখতে পেল, এবং মিনিট কয়েক পর ওর পিছু পিছু, একই দিকে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল।

ক্রমে গতি বাড়াল সে, এবং একটু পর জেমিকে ছাড়িয়ে চলে গেল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর শহরে ফিরে এল জেমি, স্টেবলে ঘোড়া রেখে হোটেলে নিজের কামরায় চলে এল। জুতো আর কাপড় খুলে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

আনুমানিক ঘণ্টাখানেক পর শহরে ফিরে এল শেকেড, খুরের শব্দে অনুমান করল জেমি। সবক'টা দাঁত বের করে সিলিঙের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসল ও। আবারও ধাপ্পা খেল শেকেড এবং ঠিকমতো খাবারটাও খেতে পারেনি।

জেমিকে চোখে চোখে রাখা অত সহজ হবে না, এতক্ষণে

নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে শেকেড। সারাক্ষণ নজরে রাখতে হলে নিজস্ব কাজ-কর্মের বারোটাও বাজাতে হবে।

সাত

গ্লিন শেকেড আদপে কেমন মানুষ? আসলে কী উদ্দেশ্য নিয়ে ছোট্ট এ শহরে বা এ এলাকায় এসেছে?

শেকেডের সঙ্গে পরিচয় থেকে পরবর্তী সময়ে সব ঘটনা এবং আলাপ-আলোচনা স্মরণে এনে আগাগোড়া বিশ্লেষণ করল জেমি। লোকটা ত্যক্ত করে তুলেছে ওকে, একইসঙ্গে কিছুটা উদ্বেগও বোধ করছে। জেমি এক রকম নিশ্চিত ওকে খুন করতে চায় সে, কিন্তু শেকেডের তুখোড় আত্মবিশ্বাস আর আভিজাত্য ওর ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কোনটাই ওর নেই···অবশ্য পাহাড়ে বা বুনো এলাকায় যখন থাকে, তখনকার কথা আলাদা। জেমিকে তখন বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে সবচেয়ে যোগ্য, স্বচ্ছন্দ এবং প্রত্যয়ী মনে হয়।

বিস্ময়কর ব্যাপার, জেমির ধারণা সবকিছুর পরও ওকে পছন্দ করে শেকেড, তার নিজস্ব ঢঙে। এমন নয় যে সেজন্যে ওকে খুন করবে না সে, বরং সুযোগ পেলে ঠিকই নির্দ্বিধায় *ফরয* কাজ সেরে ফেলবে; কিন্তু এও সত্যি দু'জনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা পরস্পরের সমীহ, আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধের উদ্রেক করে। কোন কোন ব্যাপারে ওর বাবার সঙ্গে শেকেডের মিল খুঁজে পায় জেমি,

শুধু চেহারার সাদৃশ্যই সব নয়; দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এটাও একটা কারণ, এবং কখনও কখনও এমনকী বাবার চেয়েও শেকেডের সঙ্গে বেশি আন্তরিক, সহজ ও উদার হতে পেরেছে জেমি।

কিন্তু তারপরও লোকটাকে পুরোদস্তুর নিষ্ঠুর, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর মনে হয় ওর। কারও প্রতি শেকেডের সামান্য দয়া বা সহানুভূতিও আছে কি-না সন্দেহ। যে-কোন পরিস্থিতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন মানুষ। কারও কাছে কোন প্রত্যাশা নেই, নিজের অবস্থানে সন্তুষ্ট; আর টাকা বা সম্পত্তির প্রশ্নে সেটা শুধুই নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্যে। আয়েশী মানুষের পক্ষে একাকী থাকা কঠিন, যেহেতু আয়েশের উপকরণগুলো জোগাড়ে অন্যদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়; কিন্তু শেকেড নিজের কর্তৃত্ব আর প্রভাব দিয়ে ঠিকই আদায় করে নেয়, অথচ আয়েশ বা একাকীত্ব কোনটাই বিসর্জন দেয় না। উষ্ণ পাথরে শুয়ে থাকা আরামে বুঁদ হওয়া র‍্যাটল যেন, শেকেডকে দেখে তাই মনে হয় জেমির, নিজস্ব অবস্থানে পুরোপুরি সন্তুষ্ট।

আয়েশী কিন্তু একাকী জীবন কাটাতে গেলে যথেষ্ট খরচ হয়। সে-টাকা কীভাবে জোগাড় করে শেকেড? আউটলয়ে পরিণত হয়ে যাওয়ার মতো মানুষ নয় সে।

লোকে যাই বলুক, আউটলয়ের জীবন খুব কঠিন। বেশিরভাগ সময় আইনের তাড়া খেয়ে ছুটতে হয়; পাহাড়, খোলা জায়গা বা নোংরা শ্যাকে দিন কাটাতে হয়। সেয়ানা হলে পকেটের টাকা খরচ করে না, কারণ তাতে লোকের সন্দেহ হতে পারে, অথচ অসৎ পথে বা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে কামাই করা টাকা ভোগ করবার সুযোগও হয় না। সত্যি কথা হচ্ছে, আউটলদের দৈনন্দিন জীবন পুরোপুরি সৎ ও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনের চেয়েও বেশি দুর্ভোগপূর্ণ হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা চরম দুর্বিষহও হতে

পারে।

গ্লিন শেকেডের ধাতের সঙ্গে আউটল-জীবনের যোগসূত্রতা নেই। অনিশ্চয়তা, অপূর্ণাঙ্গতা, দুর্ভোগ বা হয়রানি নিতান্ত অপছন্দ করে সে। দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষের প্রতি এক ধরনের তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা লালন করে সে, এবং সেটা অবলীলায় প্রকাশও করে।

'জীবনে কী লক্ষ্য তোমার? কী হতে চাও বা করতে চাও?' হঠাৎ জানতে চাইল সে, তেমন আগ্রহ প্রকাশ পেল না। 'বাকি জীবন কি ঘোড়ার পিঠে বসে আর এদিক-ওদিক ঘুরে কাটিয়ে দেবে? এখনও বুঝতে পারোনি দুনিয়াটা আসলে সক্ষম লোকের জন্যে, সময় থাকতে এখানে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে হয়?'

'আমি তো এ জীবনে কোন অসুবিধা দেখছি না। ভালই তো কেটে যাচ্ছে আমার।'

'ভাল কাটছে?' শীতল চাহনিতে জেমিকে দেখছে শেকেড। 'তুমি আসলে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের মতোই! অন্ধের মতো জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছ–জানো না সামনে কী আছে, চিন্তাও নেই। লক্ষ্যহীন জীবনের কোন অর্থ হয়? বোধোদয় যে কবে হবে! এসব ছেড়ে এসে সত্যিকার শিক্ষা নিচ্ছ না কেন?'

'স্কুলে যাওয়ার কথা বলছ?'

'মোটেই না! স্কুলে কীই-বা শেখানো হয়! বড়জোর সত্যিকার শিক্ষার সামান্য ও অস্পষ্ট ধারণা পাবে স্কুলে। বাকিটা…অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে তোমার নিজেরই। প্রচুর পড়তে হবে, অন্যের সঙ্গে মত বিনিময় করতে হবে, শুনতে হবে, জানতে হবে…সর্বোপরি দেখতে হবে। অশিক্ষিত মানুষের জীবনের আনন্দ আসলে খুবই সীমিত, সম্ভাবনা কী জিনিস সে জানে না। জীবনের সব উৎকর্ষতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে সে। উদাহরণ দেই। খাবারের কথাই ধরো, নানা জিনিস খেলে তবেই না স্বাদ

সম্পর্কে কারও অভিজ্ঞতা হয়। না-খেয়ে কি সেটা সম্ভব?

'শিক্ষা মানুষকে ভাল-মন্দের পার্থক্য শেখায়। ধারণা, রুচি, স্বাদ, শব্দ, রঙ···যাই বলো না কেন, একটার সঙ্গে আরেকটার তুলনা করতে যাও কিংবা বাছতে যাও, পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে তোমার। অভিজ্ঞতার পরিধি যত ব্যাপক হবে, জীবনে তত আনন্দ খুঁজে পাবে তুমি।

'শিক্ষিত হলেই যে সব তুমি পেয়ে যাবে, তা নয়। বরং জীবন কখনোই মসৃণ হয় না, এমনকী খুব শিক্ষিত এবং জ্ঞানী লোকের ভাগ্যেও দুর্ভোগ বা কঠিন সময় আসে। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, জ্ঞানী লোক বুঝতে পারে কী ঘটতে যাচ্ছে বা এর পরিণতি শেষপর্যন্ত কী হতে পারে, এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা কারণও খুঁজে বের করতে পারে সে। কখনও কখনও সময় থাকতে তার পক্ষে এর প্রতিকার করা সম্ভব হয়। নির্বোধের মতো কসাইয়ের ছুরির নীচে গলা পেতে দেওয়া কেন, যেখানে লোকটা জানেই না কী ঘটতে যাচ্ছে? জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মানুষ এমনকী মৃত্যুর নৈকট্যও টের পায়। এটা তার জীবনের শেষ অভিজ্ঞতা, কিন্তু অভিজ্ঞতা তো!'

উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না জেমি। কিন্তু গ্লিন শেকেডের তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা রীতিমতো পীড়া দিচ্ছে ওকে। বাবা ওকে প্রচুর বই পড়ে শুনিয়েছে, মত বিনিময় করেছে; জেমি নিজেও বই পড়েছে প্রচুর, যখনই সুযোগ পেয়েছে। ছাপার হরফের বাইরেও যে কত কিছু শিখবার আছে! প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে জ্ঞানের নানা উপকরণ। পাহাড়, নদী, উপত্যকা, বন, তৃণভূমি···চোখ-কান খোলা রাখলে এসব থেকে অনেক শেখা যায়।

'তুমি পশ্চিমে এলে কেন, বলো তো?' জানতে চাইল জেমি। 'তোমার যা বিদ্যা-বুদ্ধি, এখানে একেবারে মানায় না, বরং যেখান

থেকে এসেছ সেখানে যেমন খুশি জীবন যাপন করতে পারতে।'

'তা পারতাম,' শুকনো স্বরে বলল শেকেড। 'শিগ্‌গিরই অবশ্য ফিরে যাব, পছন্দমতো জীবন যাপন করব। ওই যে বললাম, সব সময় একরকম যায় না। কখনও কখনও লক্ষ্য পূরণ করতে হলে বাড়তি শ্রম দিতে হয়, নিজের গণ্ডির বাইরেও পা বাড়াতে হয়।' স্থির চোখে ওকে দেখছে শেকেড, চাহনিতে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে। 'ছোট্ট একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। ওটা শেষ হলে ফিরে যাব নিজের চেনা জগতে, নিপাট ভদ্রলোকের মতো জীবন কাটিয়ে দেব। এসব ঠেলাঠেলির কাজ আর করতে হবে না।'

ছোট্ট কাজটা কী, এ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে জেমির, মোটামুটি নিশ্চিতই বলা চলে। কিন্তু শেকেডের লুকোচুরি ভাবটা ওকে ত্যক্ত করে তুলছে। *ব্যাটার চক্ষুলজ্জাও নেই! আমাকে মারতে এসেছে, অথচ দিব্যি জ্ঞান দিয়ে চলেছে! আবার অবজ্ঞা করতেও ছাড়ছে না!*

'সেই ছেলেবেলায় পুব ছেড়ে এসেছি,' হালকা সুরে বলল ও। 'তবে বাবার মুখে পুবের নানা গল্প প্রায়ই শুনতাম। ফুল খুব পছন্দ ছিল ওঁর। আর পছন্দ করতেন ভাল ঘোড়া।'

'তোমার কথা শুনে ওকে চমৎকার মানুষ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, মৃত্যুর আগে পিস্তলটা কি সে তোমাকে দিয়ে গেছে?'

'বাবা খুন হয়েছে,' অজান্তে রুক্ষ হয়ে গেল জেমির কণ্ঠ। 'এক কাপুরুষের হাতে! বুক চিতিয়ে বাবার সামনে দাঁড়ানোর সাহস লোকটার ছিল না। পিছন থেকে মাথায় গুলি করেছিল। বাবা যদি আগে খুনিকে দেখতে পেত, তা হলে উল্টোটা ঘটত বোধহয়।'

শ্রাগ করল শেকেড। 'লোকটাকে তা হলে বেশ চালাক বলতে হয়, তাই না? চেহারা দেখায়নি, অথচ ঠিকই কাজ সেরে গেছে।

খুবই বিচক্ষণ! তবে ঘটনা শুনে আমার কাছে এটাকে খুনের চেয়ে বরং প্রাণদণ্ড কার্যকর মনে হচ্ছে।'

'তাই? কেন এমন ধারণা হলো তোমার? যদ্দূর জানি, প্রাণদণ্ড হচ্ছে আইনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা দণ্ডিত অপরাধীর আইনানুগ জীবন নাশ, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। আমার বাবা শাস্তি বা দণ্ড পাওয়ার মতো কোন অপরাধ করেনি।'

'কিছুই করেনি? মনে হয় না সারা জীবন ধরে ওর সঙ্গে ছিলে তুমি। ধরে নিলাম, ছিলে। কিন্তু তোমার জন্মের আগে ওর জীবনে কী ঘটেছিল তা নিশ্চয়ই জানো না? আমার বদ্ধমূল ধারণা বেশিরভাগ মানুষ সারা জীবনে এমন অনেক অপকর্ম করে যার পরিণতিতে তাদের ফাঁসির মতো বড়সড় শাস্তি হওয়া উচিত।'

'এই বেশিরভাগের মধ্যে কি তুমি নিজেও আছ?'

কঠিন হয়ে গেল শেকেডের চাহনি, নিষ্পলক তাকিয়ে আছে, চোখের তারায় বরফের শীতলতা। কিন্তু পাত্তা দিল না জেমি; পাল্টা তাকিয়ে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর শ্রাগ করল সে, বলল: 'জিহ্বা আরও সংযত করা উচিত তোমার, বয়। বয়স্ক কারও সঙ্গে যখন কথা বলবে, চিন্তা-ভাবনা করে জবান খোলাই শ্রেয়, কারণ যা বলবে সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তোমার।'

'বড়দের সঙ্গে ছয় বছর বয়স থেকে কথা বলছি আমি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল জেমি। 'এবং বুঝে-শুনেই বলি। যা বলব বা এ পর্যন্ত বলেছি, তা প্রতিষ্ঠিত করতেও তৈরি আছি। মনগড়া কিছু আমি বলি না। যাক্‌গে, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলছ তুমি, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, সেই সাধারণ মানুষের মধ্যে কি নিজেকে ধরো তুমি?'

তীব্র অসন্তোষ ফুটল শেকেডের চোখে, চাহনিতে চাপা বিদ্বেষ ও ঘৃণা খেলা করছে। স্পষ্টত, জেমিকে যেমন পছন্দ করেনি, ঠিক তেমনি ওর এভাবে উচিত জবাব দেওয়াটাও পছন্দ করতে পারছে

না। শেকেড এতটাই খেপে গেল যে ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল ছেড়ে চলে গেল, আর কিছু বলল না কিংবা ফিরেও তাকাল না।

পিছন থেকে শেকেডকে চলে যেতে দেখছে জেমি, নির্বিকার ওর মুখ। লোকটার ধাত বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ধুরন্ধর, কপট ও স্বার্থপর। নিজের বাহ্যিক চেহারা, মলিন ও অগোছাল পোশাক বা অস্বতঃস্ফূর্ত চলন-বলন নিয়ে এতটুকু আফসোস নেই জেমির, যা আছে ওর তাতেই সন্তুষ্ট; শেকেডের মতো সুবেশী ভণ্ড বা বুজরুক হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। এতটুকু দুঃখ বা অনুতাপ নেই ওর।

হঠাৎ পাশে ক্রিস্টিনার উপস্থিতি আবিষ্কার করল জেমি।

'সাবধানে থেকো, জেমি,' নিচু স্বরে বলল মেয়েটা, কণ্ঠে উদ্বেগ। 'ওকে খুব ভয় লাগছে আমার।'

উল্টোদিকের চেয়ারে বসল ক্রিস্টিনা। কিছুক্ষণ নীরবে একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকল ওরা। মেয়েদের সঙ্গে তেমন মেশেনি জেমি, জানেও না কীভাবে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়, তবে ক্রিস্টিনার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি।

'এখন কী করবে তুমি?' জানতে চাইল ক্রিস্টিনা। 'এখানেই থাকবে? যা পরিস্থিতি, আসলে তেমন কিছু করবারও নেই।'

'তুমি এখানে না-থাকলে এমনিতে চলে যেতাম,' বলল ও। 'অবশ্য থেকে যাওয়ার পিছনে সেও একটা কারণ।'

আরও খদ্দের ঢুকল রেস্তোরাঁয়। সবাইকে খাবার পরিবেশন করবার পর ফুরসত পেতে আবারও জেমির টেবিলে এসে বসল ক্রিস্টিনা। এ ফাঁকে বাবা আর গ্লিন শেকেডকে নিয়ে ভাবল জেমি। দু'জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বা ছিল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর। সম্পর্কটা কী, জানতে হবে।

'হুট করে, না-জানিয়ে যদি চলেও যাই,' নিচু স্বরে বলল ও। 'মনে রেখো, আবার আসব।'

'হয়তো,' বলল ক্রিস্টিনা, মুখ নির্বিকার। 'বহু মানুষ এমন কথা বলে। তবে প্রায় কেউই আর ফিরে আসে না।'

'আমি আসব।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ক্রিস্টিনা বলল, 'তুমি বোধহয় জানো না, ওই দু'জনের সঙ্গে কথা বলেছে সে। সেদিন এসেছিল যারা।'

টিমবর্ট আর কিনিয়ারের সঙ্গে? কেন? জেমির দুই ভড়কে যাওয়া শত্রুর সঙ্গে কথা বলে কী লাভ শেকেডের? এর তাৎপর্যই বা কী? এখানে থেকে যা জেনেছে, টিমবর্টদের কাছে এর বাইরে কী জানতে চাইছিল শেকেড? নাকি নিজের *ছোট্ট* কাজটা তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে চায়?

'কাল আমার অপেক্ষায় থেকো, তবে আশা কোরো না,' মৃদু স্বরে বলল জেমি।

'অপেক্ষায় থাকব, কিন্তু আশা করব না? এটা কেমন হলো?' বুঝতে পারেনি ক্রিস্টিনা, সামান্য বিস্ময় ফুটেছে চোখে। 'তুমি তা হলে আসবে না?'

মাথা ঝাঁকাল জেমি। 'শেকেড তা হলে মনে করবে শহরে আছি আমি এবং এখানে আসব।'

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে শহর ছাড়ল জেমি, এবং আধ-ঘণ্টা পর ফিরেও এল। দেখতে না-পেলেও জানে ওকে চোখে চোখে রেখেছে শেকেড, তবে আজ অনুসরণ করল না। সে কি নিশ্চিত যে ঠিকই ফিরে আসবে জেমি?

কামরায় ঢুকে জিনিসপত্র গোছাল ও, এবং দেরি না-করে শুয়ে পড়ল। একটু আগে-ভাগেই, শহর ছাড়বার আগে সাপার সেরে নিয়েছিল। বিশ্রাম নেওয়া দরকার। অযথা ছাইপাশ ভেবে সময় নষ্ট করবার মানে হয় না।

ভোর চারটায় চুপিসারে হোটেল ছাড়ল জেমি। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হিমেল বাতাস কামড় বসাল শরীরে। ফীড স্টেবলে ঢুকে রোয়ানের পিঠে দ্রুততার সঙ্গে স্যাডল পরাল। সারাক্ষণ চোখ রাখল দরজার উপর। তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে বের হলো রাস্তায়, কিছুদূর এগোনোর পর রোয়ানের পিঠে চড়ল।

শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ট্রেইল ধরল ও, করালের কোণ ঘুরে রাস্তা এড়িয়ে এগোল, যাতে কারও চোখে না-পড়ে। এখনও ভোরের আলো না-ফুটলেও বলা যায় না কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। শহরের শেষ জানালাটা যখন ছাড়িয়ে এল, দুলকি চালে ছোটাল রোয়ানকে।

চারপাশে আবছা অন্ধকার। আচমকা ক্ষীণ ধোঁয়ার গন্ধ পেতে সতর্ক হয়ে গেল জেমি। কাঠ পোড়া গন্ধ। মুহূর্তের জন্যে, একবার নাকে সামান্য গন্ধ পেয়েছে বলা চলে, তবুও সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে গেল সবক'টা ইন্দ্রিয়। শহরের দিকে বইছে বাতাস, তাই শহর থেকে ভেসে আসা গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; আর এ-পথে আগেও গেছে জেমি, যদ্দূর মনে করতে পারছে ধারে-কাছে কোন শ্যাক নেই।

সেক্ষেত্রে, কেউ নিশ্চয়ই ক্যাম্প করেছে।

গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়েছে ও, বনের কিনারায় গাছের গাঢ় ছায়ার দিকে নিয়ে এল রোয়ানকে। ঘোড়ার পিঠে দস্তানা পরা হাতের আলতো স্পর্শে থামাল ওটাকে। আবার ধোঁয়ার গন্ধ পেল। সামনে কোথাও কেবিন বা ক্যাম্প রয়েছে, যদিও ওর জানা ছিল না, এবং সেখানে কেউ রয়েছে এ মুহূর্তে...

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল জেমি, হ্যামার টানল। ঘোড়াকে এগোনোর ইশারা করল। শক্ত মাটিতে খুরের ক্ষীণ শব্দ হচ্ছে।

আচমকা সামনে এক লোকের গাঢ় কাঠামো দেখা গেল, ক্রীক বেড থেকে উঠে এসেছে। ডান হাতে রাইফেল ধরে রেখেছে, নল নিচু। কারও চোখে ধরা পড়বার ইচ্ছে বোধহয় ছিল না তার, কারণ পরস্পরকে যখন দেখতে পেল ওরা, সটকে পড়তে চাইল সে, কিন্তু লুকানোর মতো আড়াল নেই। অগত্যা ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা।

এড টিমবর্ট।

'এই তা হলে ব্যাপার? আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করতে তোমাকে ঠিক করেছে সে?'

ধরা পড়ে ভড়কে গেছে টিমবর্ট, মুখে কথা সরছে না। তীক্ষ্ণ চোখে মাপছে জেমিকে।

'কী বলো, আমার বোধহয় ধীরে-সুস্থে এগোনোই ভাল?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল জেমি। 'আমি যে শহর ছেড়েছি, খবরটা ওকে এখনই জানানো যাবে না। বরং দেরি করে দিলে খেপে যাবে সে। ততক্ষণে আমি যদি ফিরে আসি, একেবারে খাপ্পা হয়ে যাবে।'

'যদি তুমি ফিরে আসো,' এতক্ষণে মুখ খুলল টিমবর্ট।

'হ্যাঁ, যদি ফিরে আসি। কিন্তু ফিরে না-এলে তোমার বোধহয় খুশিই হওয়ার কথা, তাই না? কারণ তা হলে লোকজনকে অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারব না, কিংবা আমি না-থাকলে নিশ্চিন্তে শহরে আসা-যাওয়া করতে পারবে। মোট কথা, পাহাড়ে কোন্ কুকর্ম ঘটিয়ে এসেছ, তা অন্য কারও জানবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।'

'আমার মনে হয় তোমাকে খুন করবার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে ও।'

'জানি। কিন্তু তুমি নিজেই দেখেছ আমাকে মারা অত সহজ নয়। আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছি এখন, সাহস বেড়ে গেছে।

চাইলে এখনই শহরে গিয়ে ওকে বলতে পারো, কিন্তু তোমার জায়গায় হলে অত তাড়াহুড়ো করতাম না আমি। এক ঘণ্টা পরে গিয়ে ওকে জানিয়ো আমাকে চলে যেতে দেখেছ···তোমার পছন্দ মতো একটা সময় বলে দিয়ো, ধরো···ঘণ্টা খানেক।' স্মিত হাসল জেমি। 'ততক্ষণে আমি ফিরে আসতেও পারি।'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে টিমবর্ট, পায়ের ভরও বদল করছে না। মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করছে জেমি।

'তোমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যাপারটা কী? যদ্দূর বুঝেছি, তোমাকে কোনভাবেই ছেড়ে দেবে না ও।'

'ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।'

'মাথা খারাপ! ওকে জিজ্ঞেস করে বিপদে পড়ব নাকি?'

জেমির পথ থেকে সরে দাঁড়াল সে।

এগিয়ে গেল ও, ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে। এক বিন্দু বিশ্বাস করে না টিমবর্টকে, তাই সারাক্ষণ পিছনে একটা চোখ রেখেছে। এড টিমবর্ট ও নিজের মাঝে যখন দু'শো গজ পথ আর ট্রেইলের একটা বাঁক ফেলল, তখন স্পার দাবাল ঘোড়ার পাছায়। তুফান বেগে ছুটল রোয়ান। প্রায় মাইল খানেক পেরিয়ে গতি কমাল ও।

এবার ওর পিছু নেবে গ্লিন শেকেড। ওকে খুন করবার সুযোগ পাবে। শহরের বদ্ধ জায়গা বা জনসমাগমের চেয়ে খোলা প্রান্তরে কাউকে খুন করা অনেক সহজ। মার্কসম্যান হিসাবে নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর হবে শেকেড, ডেডশট যাকে বলে–এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ জেমি। শেকেডের মতো মানুষ ঠাণ্ডা মাথার খুনি, এবং পিস্তলের চেয়ে বরং রাইফেলে–বিশেষত অ্যাম্বুশে–অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী হবে। দক্ষ ঘোড়সওয়ারও বটে। তবে স্বস্তির বিষয়, শেকেডের ঘোড়াটা সঙ্কর জাতের গেল্ডিং, পুবে অসাধারণ বাহন হতে পারে, কিন্তু পাহাড়ী ঘোড়া হিসাবে একেবারে আনাড়ি। রোয়ানের সঙ্গে ওটা

কোনভাবে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

জর্জটাউনে যাবে জেমি, কিন্তু এখন এর উল্টোদিকে এগোল। পশ্চিমে। মরুভূমির দিকে। জর্জটাউন যেতে হলে পাহাড় পাড়ি দিতে হবে, এ মুহূর্তে সেটা বিপজ্জনক হবে, কারণ পর্বতশ্রেণীর বেশিরভাগ পাস বা ট্রেইল টনকে টন তুষারের নীচে চাপা পড়ে আছে।

বরফ গলে পথ পরিষ্কার হতে এক-দুই সপ্তাহ লাগতে পারে।

নিজের অতীত, অর্থাৎ ছেলেবেলা বা কৈশোর সম্পর্কে ওকে কিছু বলেনি গ্লিন শেকেড, তবে জেমির অনুমান ওর নিজের শৈশব বা ছেলেবেলার সঙ্গে এতটুকু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কেটেছে শেকেডের, জেমির ধারণা, কিংবা প্রাচুর্যে না-হলেও অন্তত যথেষ্ট আরাম-আয়েশের মধ্যে; এবং ওসবই তার জীবনের পরম চাওয়া। বাকি জীবনও ওভাবে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছুক সে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের জীবন কেমন, তাকে জানাবে জেমি।

সতেরো প্রায় শেষ ওর। আঠারোই বলা চলে। কিন্তু জীবনের প্রায় প্রতিটি দিন বহু কষ্ট, পরিশ্রম কিংবা টানা রাইডিঙে কেটেছে। ছিল ক্ষুৎ-পিপাসা, অর্থকষ্ট, অনিশ্চয়তা আর হতাশা। বুঝ হওয়ার পর থেকে বৈরী প্রান্তরে চলতে বা টিকে থাকতে শিখেছে জেমি, ঈর্ষণীয় দক্ষতা অর্জন করেছে; এমনকী কয়োটির মতো প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে মরুভূমিতে টিকে থাকতে শিখেছে।

শীতের মরুভূমি সম্পর্কে জানা আছে শেকেডের? জানে বিস্তীর্ণ মরুর আনাচে-কানাচে বা নিচু জায়গায় তুষারের পাতলা স্তর জমে থাকে, দমকা বাতাসে ধেয়ে চলে? যদি জানা না-থাকে তার, তা হলে জানবে এবার, হাড়ে হাড়ে শিখবে। সেই অভিজ্ঞতা তাকে দিতে যাচ্ছে জেমি।

রোয়ানকে নিয়ে সমস্যা নেই, বরং ওটার উপর নিশ্চিন্তে ভরসা রেখেছে জেমি। বুনো প্রকৃতির মাঝে বড় হয়েছে ঘোড়াটা; মরু, পাহাড়, গভীর ক্যানিয়ন বা তৃণভূমি···যে-কোন জায়গায় চলতে স্বচ্ছন্দ। গ্লিন শেকেড যদি সত্যিই ওর চামড়া ছিলতে চায়, অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হবে তাকে–তীব্র ঠাণ্ডায় লাগাতার ছুট দিতে হবে, ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষা দিতে হবে, একইসঙ্গে সহ্য করতে হবে নারকীয় যন্ত্রণা। নিজের দৃঢ়তার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হবে।

পশ্চিমে মরুভূমি পর্যন্ত এবড়োখেবড়ো, বুনো প্রান্তর। চড়াই-উৎরাই ভরা। পানি পাওয়া মুশকিল। বেশিরভাগ নদী ক্যানিয়নের গভীরে, হাজার ফুট নীচে; আর ঝর্নাগুলো পাহাড়ী গর্তে লুকানো। প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এমন। লোকালয় দূরে থাক, ইণ্ডিয়ানদেরও দেখা যায় না; কদাচিৎ দু'একজন প্রসপেক্টর বা ট্র্যাপারের দেখা মিলতে পারে।

দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল জেমি ট্রেভালিয়ন। খানাখন্দে ভরা ট্রেইল পেরোল, পাহাড়শ্রেণীর কিনারা ঘেঁষে এগোল মাইল দুয়েক, তারপর উঁচু পাসে উঠে এল। দুপুর নাগাদ এক ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল।

বিকালে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে নিঃসঙ্গ এক পোস্টে পৌঁছল জেমি। ভগ্নপ্রায় দুটো কাঠামো আছে এখানে। একটা স্টেবল, অন্যটা বোর্ডিং হাউস-কাম-সেলুন-কাম-স্টোর। ঘোড়াকে স্টেবলে ঢুকিয়ে নিজ হাতে দানা-পানি দিল, দলাই-মলাই করে দিল।

ঘোড়ার যত্ন-আত্তির শেষ করে স্টোরে ঢুকল ও। ভিতরটা উষ্ণ, আরামদায়ক। দীর্ঘ কাউন্টারের ওপাশে, স্টোভের কিনারে বসে আছে এক বুড়ো। বেশ **লম্বা ও পাতলা মানুষ**। সত্তরের কাছাকাছি হবে বয়স। চোখে **স্টিল-রিমের চশমা, মুখে সাদা**

দাড়ি। একটা বই পড়ছিল সে, দরজা খুলবার শব্দে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

'এমন আবহাওয়ায় ঠেকায় না-পড়লে ঘর থেকে বের হয় না মানুষ,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল বুড়ো।

'একটা লোক লেগেছে আমার পিছে।'

'আইনের লোক?'

'না...শত্রু। শত্রুতা কতটা গুরুতর জানি না, তবে যেখানে যাচ্ছি, কিছুতে আমাকে যেতে দেবে না সে। সম্ভব হলে আগেই খতম করে দেবে।'

কাউন্টারে এসে দাঁড়াল জেমি, ফরমাশ দিল। বেকন, শুকনো ফল, ময়দা, লবণ, বীন, শক্ত ক্যাণ্ডি ছাড়াও আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, সবসময় যে থামবার সুযোগ হবে তা নয়; নিজের সঙ্গে খাবার থাকলে না-থামলেও চলবে, কাজ চালিয়ে নিতে পারবে এতে।

একশো রাউণ্ড পয়েন্ট-ফোর ফোর কার্তুজও কিনল ও।

'এ পথে গেছ কখনও?' জানতে চাইল বুড়ো।

'হ্যাঁ।'

'ওই লোকটা গেছে?'

'মনে হয় না।'

'পশ্চিম, দক্ষিণ আর উত্তর...তিনদিকেই শত মাইলের মধ্যে কোন সাদা মানুষ চোখে পড়বে না। সম্ভবত দুই-তিনশো মাইলের মধ্যে কাউকে পাবে না।'

'কিম্বেলের ফেরিতে কেউ নেই?'

'ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ঠিক জানি না, তবে কিছুদিন ধরে ওখানে কাউকে দেখা যায়নি বলে শুনেছি। জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে।' চশমার ওপাশ থেকে, সরু চোখে ওকে দেখছে বুড়ো।

'বয়সে একেবারে তরুণ তুমি। কাউকে খুন করেছ, বাছা?'

'এখনও করিনি। করতে চাইও না।'

চেহারা কোমল হয়ে গেল বুড়োর। 'এ-পথে যেতে যেহেতু অভ্যস্ত নয় আর তোমাকে যদি সে অনুসরণ করেই, আমার তো মনে হয় ওর জন্যে চিন্তা না-করলেও চলবে। প্রকৃতিই ওকে শেষ করে দেবে।'

কিছু বলল না জেমি।

'তুমি আগেও এ-পথে গেছ বললে না?'

'গেছি বললে ভুল হবে, আসলে বাসার সঙ্গে এসেছিলাম। প্রথমবার খুব ছোট ছিলাম, মাত্র ছয় চলছিল। পরে আরও দু'বার এসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো, চিন্তিত। স্মৃতি হাতড়াল বোধহয়, শেষে বলল: 'লম্বা একজনের সঙ্গে এসেছিলে? এক ভদ্রলোক?'

'আমার বাবা,' প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলল জেমি, খানিকটা হলেও আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিল, নিজেকে সামলে নিল। এতদিন পরও ওর বাবার কথা মনে রেখেছে বুড়ো, এটা ট্রেভালিয়নদের জন্যে একাধারে সম্মান ও বিশেষ প্রাপ্তি হতে পারে। রুক্ষ পশ্চিমে খুব কম মানুষ অন্যদের কাছে সত্যিকার ভদ্রলোকের মর্যাদা পায়। 'অন্যরা যাই মনে করুক, বাবা আমার কাছে সত্যিকার ভদ্রলোক এবং একজন ভালমানুষ ছিল।'

'সাবধানে যেয়ো, বাছা। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! একটু হিসাব করে খাবার খেয়ো। ভাল একটা ঘোড়া পেয়েছ, আসবার সময় দেখেছি তোমাকে, ওটার উপর ভরসা করা যায়।'

'এমন বৈরী এলাকাই পছন্দ ঘোড়াটার। একটুও কাহিল হয় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটতে পারে। সুইট এলিস হিলের ওদিকে বুনো ঘোড়ার পাল থেকে ওটাকে সংগ্রহ করেছিল বাবা।'

ঘণ্টাখানেক পর যাত্রা করল জেমি। ইচ্ছে মতো ছুটতে দিল রোয়ানকে। বিস্তীর্ণ বহতা সাগরের মতো বৈরী জমি পিছনে ফেলে যাচ্ছে, মাইলকে মাইল ধরে শুধুই প্রকৃতির অপরূপ বৈচিত্র্য–নিচু টিলা, ঢিবি, বোল্ডারসারি, ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো পাথর, নানা প্রজাতির ক্যাকটাস, কদাচিৎ চোখে পড়া জশুয়া বা শীর্ণ ক্যাটক্লু। পানির অভাবে শক্ত হয়ে যাওয়া ঘাস বাতাসেও নুয়ে পড়ছে না। সিডারের শাখায় মর্মর তুলেছে হিমেল ঝড়ো বাতাস। দূরে দিগন্তে ঝাপসা হয়ে যাওয়া পর্বতশৃঙ্গের চূড়া অলঙ্কৃত করেছে শুভ্র তুষার, সুনীল আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘ। কোথাও কোন বসতি নেই, কারও সাড়া নেই।

বিরান প্রান্তর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে জেমি ট্রেভালিয়ন। রোয়ানের খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। শক্ত মাটিতে খুরের দাপট সামান্য শব্দ তুলছে বটে, কিন্তু ধুলো উড়ছে না কিংবা কোন চিহ্নও রেখে যাচ্ছে না।

আট

এক জীবনে মানুষ কত কিছুই তো করে, কিন্তু কেন করে এসব? কিছু কাজ তুচ্ছ বা মামুলি, কিন্তু কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে তার নিজের ও অন্যদের জীবনের গতিবিধি পাল্টে যায়। এমনকী কখনও কখনও নিয়তিই নির্ধারণ করে। ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো এসব কাজ কেন করে মানুষ, বিশেষ করে পরিণতি

আগে-ভাগে আঁচ করতে পেরেও?

মাঝে মধ্যে এ নিয়ে ভাবে জেমি। বাবা ওর মাথায় ভাবনার ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে নানা জায়গায় ঢুঁ মেরেছে ওরা, কোথাও হয়তো কয়েক মাস ছিল, কিন্তু আবার সরে গেছে নতুন জায়গায়। কখনও ভাল কাজ ছেড়ে দিয়েছে জন ট্রেভালিয়ন, কোথাও থাকতে ভাল লাগছিল কিন্তু তারপরও সরে পড়েছে; ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক মনে হয়নি জেমির কাছে, তবে ইদানীং বুঝতে পেরেছে বাবা আসলে পালাচ্ছিল। নিজের নিয়তিকে ফাঁকি দিতে চাইছিল। অতীতের কোন একটা ব্যাপার এড়িয়ে যেতে চাইছিল বা মুখোমুখি হতে চায়নি।

বাবা ভীতু মানুষ ছিল না, ভয়ও পায়নি। এটা স্বীকার করতেই হবে। বেশ কয়েকবার বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বুক টান টান করে তাঁকে দাঁড়াতে দেখেছে জেমি, অসম সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে জন, প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যায়কে দমন করেছে। অস্ত্রে ঈর্ষণীয় দক্ষতা ছিল তার।

জেমির সন্দেহ, তরুণ বয়সে ওর বাবার জীবনে এমন কিছু ঘটেছিল যার পরিণতিতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল জন, বলা চলে প্রায় পালাচ্ছিল। এর সঙ্গে নির্ঘাত গ্লিন শেকেডের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এবং এ কারণেই ওর পিছু নিয়েছে সে। শেকেড যে পিছু নেবে, এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও নেই জেমির। আর মনের গভীরে ওর বদ্ধমূল ধারণা বাবার খুনি আর কেউ নয়, গ্লিন শেকেডই।

বাবার খুনির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ওর জন্যে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মীয়তা আছে বটে, কিন্তু ওটাই সব নয়। শেকেডের সঙ্গে আলাপ করবার সময় খেয়াল করেছে; যখন

সে কিছু বলতে যাচ্ছে সেটা কীভাবে যেন আগে থেকে আঁচ করতে পারছিল জেমি। অদ্ভুত ব্যাপার! এ জন্যে যে ওর চেনা-জানা মানুষদের সঙ্গে শেকেডের আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে।

নিশ্চয়ই ওর ব্যাপারেও অস্বস্তি বা দুশ্চিন্তা রয়েছে শেকেডের। এটাই স্বাভাবিক, কারণ জেমি বেশিরভাগ সময় এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছে যা মোটেই পছন্দ করতে পারেনি। সতেরো বছর বয়সী কোন অশিক্ষিত তরুণ কেতাদুরস্ত, উচ্চ শিক্ষিত, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও নিপাট ভদ্রলোক গ্লিন শেকেডের মুখের উপর কথা বলবে, এটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শেকেড উপলব্ধি করতে পারেনি যে কঠিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত পশ্চিমের বেশিরভাগ মানুষ রীতিটা রপ্ত করে নিয়েছে; এটা উন্নাসিকতা, ঔদ্ধত্য কিংবা হামবড়া ভাব নয়, বরং সময় ও পরিস্থিতির প্রভাব। ভাষা বা বাচন যত চমৎকারই হোক, আদপে এ ত্রুটি কম-বেশি সবার মধ্যেই দেখা যায়। উচ্চ শিক্ষিত পশ্চিমা লোকরাও অভ্যাসটা পরিবর্তন করে না, হয়তো তাতে নিজের শিকড়কে অবমাননা করা হবে বলে, যদিও আদপে ব্যাপারটা তারচেয়েও বেশি কিছু–ঠিক যেন প্রাদেশিক ভাষা।

কথাবার্তায় পশ্চিমের মানুষ বহু বিচ্যুতি আত্মস্থ করে নিয়েছে এবং হামেশা ইণ্ডিয়ান ও স্প্যানিশ শব্দ ব্যবহার করে। মুখে যে যাই বলুক কিন্তু অন্তর থেকে ঠিকই বিশ্বাস করে ইণ্ডিয়ান বা স্পেনিয়ার্ডরা এ দেশেরই নাগরিক, কথ্য ভাষায় ইণ্ডিয়ান বা স্প্যানিশ শব্দের আত্মীকরণ এক হিসাবে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ ও স্বীকৃতিরই অংশ।

আলাপ করবার সময় পশ্চিমে নতুন আসা গ্লিন শেকেডকে সংশয়ে পড়ে যেতে দেখেছে জেমি, চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর বলা শব্দের অর্থ অনুমান করবার প্রয়াস পেয়েছে। কিছু শব্দ এত দ্রুত

ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষের কথাবার্তায় এসে ভাষার অংশ হয়ে গেছে যে কেউ এখন আর এগুলো বলতে দ্বিধা বোধ করে না।

পশ্চিমের মানুষ বলে ল্যারিয়েট, স্পেনিশ শব্দ লা রিয়েটার সংক্ষিপ্ত রূপ এটা। লোককে হম্বার বলা হয়, যা মূল শব্দ ম্যান-এর কাছাকাছি। এমন আরও অন্তত কয়েক ডজন শব্দ আছে যার উৎস নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ, বরং এগুলো পশ্চিমে চলমান কথ্য ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে গেছে।

রুক্ষ মরুর মতো বন্ধুর প্রান্তর পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে জেমি। রোয়ানের খুরের নীচে শক্ত মাটি, এতটুকু পানি নেই কোথাও। বোল্ডারসারির ফাঁকফোকর গলে এগোচ্ছে ওরা। নির্দিষ্ট কোন ট্রেইল নেই, যেদিকে খুশি যাওয়া যায়। চাইলে থামা যায়, আবার ইচ্ছে হলে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটানো যাবে। কেউ যদি অনুসরণ করে, যেহেতু মাটিতে স্পষ্ট ট্র্যাক পড়ছে না, বিপদে পড়ে যাবে। ঠিক এ-কাজটাই করে যাচ্ছে জেমি। চাইছে শেকেড হাড়ে হাড়ে টের পাক রুক্ষ জমির উপর দিয়ে কারও ফেলে যাওয়া ট্র্যাক অনুসরণ করা কত কঠিন।

তবে শুরুতে ট্র্যাক লুকানোর অত চেষ্টা করেনি জেমি, বরং ইচ্ছে করে কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যাতে অনুসরণ করতে অসুবিধা না-হয় শেকেডের। প্রথমে ট্র্যাক খুঁজে পেতে সমস্যা হলে হয়তো আর এগোবে না সে। জেমি তা চায় না, বরং কিছুদূর পর্যন্ত তাকে নিয়ে গিয়ে চরম দুর্ভোগ উপহার দিতে ইচ্ছুক।

টানা গতি ধরে রেখেছে ও। জানে ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া ক্রমে কঠিন হবে শেকেডের জন্যে, বিশেষ করে এসব কাজে যেহেতু সে আনাড়ি। অনুসরণ করতে তাই দেরি হয়ে যাবে, পিছিয়ে পড়বে। এই ফাঁকে নিশ্চিন্তে দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে পারবে জেমি।

শত্রু সম্পর্কে ভ্রান্ত কোন ধারণা নেই ওর। জানে শেকেড কী

ধরনের মানুষ বা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। মোটেও খাটো করে দেখছে না তাকে। পশ্চিমে টিকে থাকবার জন্যে যথেষ্ট দক্ষ ও যোগ্য লোক ছিল ওর বাবা, সে-ই যখন খুন হয়েছে শেকেডের হাতে, নিঃসন্দেহে শত্রু হিসাবে খুবই ভয়ঙ্কর সে। ঠাণ্ডা মাথার খুনি। পরম মুন্সিয়ানার সঙ্গে কাজ সেরেছে, কোনরকম নীতির পরোয়া করেনি—নিরস্ত্র একজন মানুষকে পিছন থেকে খুন করেছে; অন্য কেউ দূরে থাক, শিকার নিজেও বুঝতে পারেনি কিছু। ত্রিশ বা চল্লিশ গজ দূর থেকে, অন্ধকারের মধ্যে নিখুঁত নিশানায় গুলি করেছে—মগজে গুলি ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে জন।

একই কাজ সে জেমির ক্ষেত্রেও করবে। যদি সুযোগ পায়। ও হয়তো বুনো এলাকায় অপেক্ষাকৃত যোগ্য এবং সুবিধা পাবে, কিন্তু শেষ কথা বলা যায় না। পরিস্থিতি যতই বিরুদ্ধে থাকুক, মনে রাখতে হবে শেকেড আগাগোড়া বিপজ্জনক এক শত্রু, শক্তপাল্লা এবং ঠাণ্ডা মাথার অথচ চরম হিংস্র খুনি। ঘোড়সওয়ার হিসাবেও দক্ষ। হয়তো শত ঝামেলা সত্ত্বেও ঠিকই ওকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে।

শেকেডকে যদি পিছন থেকে খসিয়ে ফেলতে পারে, নিশ্চিন্তে জর্জটাউন যেতে পারবে জেমি। আশা করছে ওখানে হয়তো কিছু রেখে গেছে ওর বাবা, এমন কিছু যা রহস্যময় অতীতকে খোলসা করবে, বোঝা যাবে কেন ছোটাছুটির মধ্যে কেটে গেছে জীবনের অর্ধেক, সুযোগ বা সুবিধা পেয়েও এক জায়গায় স্থির হয়নি।

আর যদি বাবার রেখে যাওয়া কোন সূত্র না-পায়, তা হলে নতুন করে ভাবতে হবে সবকিছু এবং তখন বাবার অতীতকে বের করতে খোঁজখবর করতে হবে সর্বত্র—বিশেষ করে যেখানে যেখানে সে গেছে বা থেকেছে। যেসব মানুষের সঙ্গে মিশেছে, শুভাকাঙ্ক্ষী বা বন্ধু এমন লোকের সন্ধান করতে হবে, আশা করা যায় তাদের

কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে।

জজ টেণ্ডি মিলস বা এড টিমবর্টদের এখন দূর এক জগতের বাসিন্দা মনে হচ্ছে, এখন গ্লিন শেকেডকে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে ওর যত চিন্তা–লোকটার সম্ভাব্য পদক্ষেপ আগাম অনুমান করে, তাকে হারিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, জীবন বাজি রেখে ছুটতে হচ্ছে ওকে। যে রহস্যময় অতীত চাপা পড়ে গেছে বাবার মৃত্যুর কারণে, শেকেড নিশ্চয়ই তা খোঁচাতে দেবে না, কিংবা সত্য উন্মোচিত হতেও দেবে না। স্বভাবতই, প্রথম সুযোগে ওকে খুন করতে চাইবে সুবেশী লোকটা।

সাহায্য পাবে বা চাইবে, এমন কেউ নেই। অবশ্য পশ্চিমের রীতিও নয় এটা। যার সমস্যা তাকে সামাল দিতে হয়। নিজের লড়াই নিজে করতে হয়। শক্ত জমিনে দু'পায়ে খাড়া হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়। একা। আর তাতেই বোঝা যায় কে কত সাহসী বা দৃঢ়চেতা। কখনও কখনও দলবদ্ধতা কাপুরুষত্ব লুকিয়ে রাখবার হীন কৌশল, যেহেতু এরা একাকী দাঁড়াতে ভয় পায়; চায় অন্যরা ওদের হয়ে লড়াই করুক, আক্রান্ত হলে ব্যূহ হিসাবে নিরাপত্তা দিক।

পাহাড়ের কোলে ঘন তুষার জমে আছে বলে পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, প্রায় বরফশীতল বলা চলে। মাত্রই সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী পিছনে ফেলে এসেছে জেমি। আরও পশ্চিমে কতটা যেতে হবে বুঝতে পারছে না, তবে এটা জানে যেভাবে হোক গ্লিন শেকেড়কে খসিয়ে ফেলতে হবে। তাতে যদি আরও দু'শো মাইলও যেতে হয়, যাবে। শেকেডকে খসানোর পর পুবে মোড় নিয়ে জর্জটাউনের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাবে।

চেরী ক্রীকের পাড়ে পৌঁছে জেমি দেখল কিনারে বরফ জমে আছে। সহসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এখান থেকে পুবে যাত্রা করা

উচিত। ঘোড়া নিয়ে ক্রীকে নেমে পড়ল ও, ভাটির দিকে এগোল মাইল দুয়েক, তারপর ক্রীকের পুব পাড়ে উঠে এল। দুপুর নাগাদ লা প্লাটা পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম কোল ঘেঁষে সমান্তরালে এগোতে থাকল। জেমির অস্পষ্ট মনে আছে উত্তর-পশ্চিমে চলে যাওয়া একটা অ্যারোয়ো ছিল এদিকে কোথাও, সেটাই খুঁজছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে আরও পশ্চিমে ওটা খুঁজে পেল, আড়াআড়ি চলে গেছে। কাছাকাছি একটা ট্রেইল আছে বটে, কিন্তু এড়িয়ে গেল জেমি, বরং অ্যারোয়ো পাড়ি দিল। ইদানীং বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, অ্যারোয়োর তলায় পানি জমেছিল এবং পরে বেশ কিছু গরু-বাছুর পানি পান করেছে। অসংখ্য ট্র্যাক ছড়িয়ে আছে তলার নরম মাটিতে। কোন্‌টা কীসের বা কোথায় গেছে বলা মুশকিল। এমন জায়গাই আদর্শ হতে পারে ওর জন্যে; হাজার চিহ্নের মাঝে ওর রোয়ানের ছাপ খুঁজে পাওয়ার সাধ্য কি আর আছে শেকেডের?

অ্যারোয়োর তলা ধরে ঘণ্টাখানেক এগোল জেমি, পুরানো উতে ট্রেইলে উঠে এল শেষে। এ ট্রেইল ধরে ম্যানকোস নদীর পশ্চিমে পৌঁছে যাবে।

ট্রেইলের পাশে এক চিলতে ঘাস দেখে স্যাডল ছাড়ল জেমি, রোয়ানকে ঘাসের উপর ছেড়ে দিয়ে নিচু এক টিলার উপর উঠে এল। চারপাশে নজর রাখল কিছুক্ষণ, উচ্চতার কারণে পিছনের ট্রেইলের অনেকটা চোখে পড়ছে। কোন কিছু চোখে পড়ল না, এমনকী ধুলোও নয়। পিছনে কেউ অনুসরণ করছে না–যেহেতু কাউকে দেখতে পায়নি–তাতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা, কিন্তু কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে, দুশ্চিন্তা দূর হচ্ছে না।

আচ্ছা, শেকেডের পদক্ষেপ বুঝতে যদি ভুল করে থাকে ও? আদপে যদি ওকে অনুসরণ না-করে থাকে? সে যদি ওর চেয়েও

সেয়ানে হয় এবং জেমির পরিকল্পনা আঁচ করতে পারে, স্রেফ চুপ করে বসে থাকবে এবং অপেক্ষায় থাকবে কখন জেমি পুব দিকে রওনা হয়। শেকেড খুবই চতুর লোক।

মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ও। ইতোমধ্যে আধ-ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মোটামুটি বিশ্রাম পেয়েছে রোয়ান। কিছু ঘাস পাওয়ায় পেট একেবারে পড়ে নেই। ক্যান্টিন থেকে হ্যাটে পানি ঢেলে খাওয়াল ঘোড়াকে।

বিরান প্রান্তর ধরে এগিয়ে চলল জেমি ট্রেভালিয়ন। একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন ট্রেইলে নিঃসঙ্গ যাত্রা। ক্লান্তিকর তো বটেই। প্রকাণ্ড হাত বাড়িয়ে সুনীল আকাশ ধরতে চায় যেন, এবড়োখেবড়ো প্রান্তরের বুক চিরে জেগে উঠেছে অসমতল মেসা। অদৃশ্য সাগরের বুকে দ্বীপের মতোই লাগছে। দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে মেসা ভার্দে এলাকা, শূন্যে ভেসে থাকা প্রকাণ্ড এক চাতাল দূর থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে, আকাশের পটভূমিতে একটা জাহাজের বো-র মতো দেখাচ্ছে!

ইতস্তত জন্মে ওঠা সিডার রয়েছে বিস্তর, তবে সবই খাটো আকৃতির। খোলা জায়গায় রয়েছে সেয ঝোপ। দু'ধারের অসংখ্য গিরিখাতের আশপাশে জন্মেছে স্প্রুস, যদিও গিরিখাতের কিনারা ও শেষপ্রান্তে বেশি চোখে পড়ছে। এবড়োখেবড়ো প্রান্তরের আনাচে-কানাচে পড়ে আছে নানা আকৃতির স্ল্যাব, পাথর ও বোল্ডার।

রাত কাটানোর জন্যে জুতসই একটা জায়গা খুঁজছে জেমি। আশা করছে ইতোমধ্যে যদি ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলে শেডেক, হয়তো ওকে ধরতে পারবার আশা ছেড়ে দেবে।

এক ক্যানিয়নের মাথায় এসে জেমি আবিষ্কার করল ট্রেইলটা দু'ভাগ হয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে। উতে এলাকা হলেও এ

পর্যন্ত কোথাও ইণ্ডিয়ানদের ট্র্যাক চোখে পড়েনি, তবে হরিণ এবং অন্যান্য জন্তুর বিক্ষিপ্ত ছাপ চোখে পড়েছে। এলাকাটা এখন চেনা মনে হচ্ছে ওর, স্মৃতিতে বেশ কিছু জায়গার কথা মনে রয়ে গেছে; বাবার সঙ্গে একসময় কয়েকদিনের জন্যে এদিকে লুকিয়ে ছিল।

দক্ষিণে কোথাও রেড হর্স গালশ। স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা না-করলে জেমির অনুমান এ ট্রেইলটা এক ঝর্নার কাছে চলে গেছে। তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নতুন ট্রেইলে উঠে এল। একটু পর রোয়ানের গতি আপনা থেকে বেড়ে যেতে বুঝল ঠিক পথেই এগোচ্ছে, পানির উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ঘোড়াটা। বুনো ছিল বলে অন্য ঘোড়ার চেয়ে একটু আগে-ভাগে পানির উপস্থিতির প্রমাণ বাতাসে আঁচ করতে পারে রোয়ানটা।

পানি পাবে, এতেও স্বস্তি বোধ করতে পারছে না জেমি, বরং প্রায় সারাক্ষণ কী এক অস্থিরতা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শেকেড পশ্চিমে বা এখানে নতুন হতে পারে, কিন্তু আনাড়ি নয়, বরং প্রচুর ভ্রমণ করেছে সে, শিকারও করেছে নানা জায়গায়; সুতরাং তাকে সহজে বোকা বানানো যাবে না–এটা ধরে নেওয়াই মঙ্গল। জেমি ধরে নিয়েছে–এবং সে সম্ভাবনাই বেশি–ট্রেইলের খুঁটিনাটির চেয়ে বরং নিরেট ও বড়সড় জিনিসে আকৃষ্ট হয় শেকেড, শিকারের সময় ট্র্যাকিং-এর জন্যে কুকুরের সাহায্য নিত এবং নিজে ট্র্যাকার নয়। তবে শেষ কথা বলে কিছু নেই। শত্রুকে বিশদ জানতে গেলে কখনও কখনও বিপদই হয়।

উতে ট্রেইল ছেড়ে প্রায় আধ-মাইলের মতো যাওয়ার পর ঝর্না খুঁজে পেল জেমি। প্রথমে ঘোড়াকে খেতে দিল ইচ্ছেমতো, নিজে পানি পান করে এরপর ক্যান্টিন ভরে নিল। ঝর্নার কিনারে বা আশপাশে বিস্তর জন্তুর ট্র্যাক রয়েছে, তবে ঘোড়ার খুরের ছাপ নেই।

ঝর্নার কিনারে বসে পড়ল ও, পরিস্থিতি ভাবছে। সামনে-পিছনে কী আছে, বিশদ বিশ্লেষণ করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ ইঁদুর-বিড়াল খেলাটা খুব উপভোগ করছে। কিন্তু বিপদের কথা হচ্ছে—যা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে ওকে—বাস্তবে এটা খেলা নয়। বরং জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। সামান্য একটা ভুল চরম সর্বনাশ ঘটাতে পারে।

এ মুহূর্তে ওর পিছু নিয়েছে র‍্যাটলারের মতো বিপজ্জনক ও বিষাক্ত এক লোক। ওর বাবাকে পিছন থেকে গুলি করেছিল সে, এবং তাতে স্পষ্ট যে দয়া, নীতি বা সহানুভূতি বলে কিছু নেই তার মধ্যে। নিষ্ঠুর খুনি মাত্রই আসলে ভীতু, শিকারকে ভয় পায় বলেই অন্যায্য পথ অবলম্বন করে কিংবা শিকারের অসতর্কতাকে কাজে লাগায়। শেকেডও তাই করেছে। বুক ফুলিয়ে জন ট্রেভালিয়নের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস ছিল না বলেই পিছন থেকে তাকে খুন করেছে।

বাবাকে আজীবনই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ মানুষ হিসাবে দেখে এসেছে জেমি। কখনও কখনও তার নিস্পৃহতা বেশ পীড়াদায়কই ছিল, অপমানজনক পরিস্থিতিও নীরবে হজম করে যেত জন। প্রতিবাদ করত না। বলা বাহুল্য, অযথা সংঘর্ষ বা হানাহানি এড়ানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। অথচ শেকেড তার ক্ষেত্রে কোন ঝুঁকি নেয়নি। নিরীহ এ মানুষটিকে ভয় পাচ্ছিল কেউ, চিন্তাটা খুব বিস্ময়কর, অন্তত জেমির কাছে।

ঝর্নার অবস্থান ছোট্ট এক শাখা-ক্যানিয়নে। এখানে রাত কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু সাহস করতে পারছে না জেমি। পানির খোঁজে এখানে চলে আসতে পারে শেকেড, সেক্ষেত্রে অনায়াসে ওকে খুঁজে পাবে। ড্র ধরে নেমে আসলে দেখতে পাবে ওকে, আর তখন যদি অসতর্ক থাকে...

ঘোড়ার লাগাম হাতে ক্যানিয়ন ধরে এগোল জেমি। কয়েক জায়গায় দেয়াল ভেঙে পড়েছে, প্রকাণ্ড বোল্ডার স্তূপাকারে পড়ে আছে, বেশিরভাগ অবশ্য গড়িয়ে পড়েছে তলায়। ট্রেইল থাকলেও বন্ধ হয়ে গেছে পাথরধসের কারণে। সামঞ্জস্য রেখে তাই নতুন ট্রেইল তৈরি হয়েছে গিরিখাতের কিনারার দিকে।

কোথাও কোথাও ভাঙা তৈজসপত্র বা তার অংশবিশেষ চোখে পড়ল। তারমানে অতীতে হলেও ইণ্ডিয়ানরা বাস করেছে এখানে। বাবার মুখে শুনেছিল, এ ক্যানিয়নের ধারে-কাছে কোথাও ক্লিফে বাস করত উতে ইণ্ডিয়ানরা। জায়গাটা ক্যানিয়নের আরেক শাখার কাছাকাছি, যেটা উত্তর ও পুব দিকে বিস্তৃতি পেয়েছে।

ক্যানিয়ন যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে এসে ডানে মোড় নিল জেমি। সামনে তাকাতে ক্লিফের উপর বাঁকানো দরজার অগভীর গুহা দেখতে পেল। একেবারে প্রাচীন কালের এটা, কারণ সম্ভবত এদের বংশধর বা অন্য গোত্রের লোকজন কাছাকাছি এক জায়গায় ক্লিফের দেয়াল কেটে গুহা তৈরি করেছে, তবে সেগুলোর আকার-আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাচীন গুহার সামনে থেকে প্রায় ষাট ফুট দীর্ঘ একটা চাতাল রয়েছে। সেখানে একটা বাড়িও আছে। তবে এখন আর খাড়া নেই, বরং ধসে পড়েছে। তবে ধ্বংসাবশেষ যা আছে, দু'চারজন লোক থাকবার জন্যে যথেষ্ট। এত উপরে ইণ্ডিয়ানরা কীভাবে উঠত বুঝতে পারল না জেমি, অনুমানও করতে ব্যর্থ হলো; কিন্তু উঁচু জায়গাটার বাড়তি সুবিধা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল—মাত্র একজন লোক রাইফেল হাতে ওখানে বসে থাকলে ক্যানিয়ন ধরে আসা যে কাউকে দেখতে পাবে, লড়াই হলে এক ডজন লোককে ঠেকিয়ে দিতে পারবে অনায়াসে।

গুহাটা দুই ক্যানিয়নের সংযোগস্থল বরাবর। ষাট ফুট নীচ

থেকে ক্লিফের বাড়িটা যত দেখল, ততই ভিতরে কী আছে দেখতে অধীর হয়ে পড়ল জেমি। ওখানে গিয়ে অবস্থান নিতে পারে, নীচ থেকে কারও পক্ষে ওর কাছে পৌঁছানো দূরে থাক, রাইফেল বা পিস্তল চালিয়েও সুবিধা করতে পারবে না।

ক্যানিয়ন ধরে এগোনো সহজ কাজ নয়। তলায় পানির ক্ষীণ প্রবাহ রয়েছে, আর মাটি বলতে কিছু নেই, আছে ঝুরঝুরে বালি। বৃষ্টির সময় পানির প্রবাহ বেড়ে যায়। কিন্তু সমস্যা করেছে উপর থেকে দেয়াল ভেঙে তলায় আছড়ে পড়া প্রকাণ্ড বোল্ডার ও পাথুরে স্ল্যাবগুলো, ট্রেইল এমনভাবে আটকে ফেলেছে কোথাও কোথাও অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। ভাঙা তৈজসপত্র এখানেও আছে, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশই বেশি। ক্লিফের তলার নীচে কিছু ভগ্ন কাঠামোও দেখা যাচ্ছে, ভাঙা অংশগুলো ঠেলে দেওয়া হয়েছে ভিতর দিকে।

দুই ক্যানিয়নের সংযোগস্থলে দেয়ালের উচ্চতা প্রায় পাঁচশো ফুট, তবে গিরিখাতের মুখের দিকে ক্রমশ কমে গেছে। একেবারে শেষ দিকে, দূর থেকে দেখতে পেল জেমি, স্প্রূসের ঝাড়ের পিছনে ভগ্নপ্রায় কিছু কাঠামো।

ঘোড়ার পিঠে অসম্ভব, তাই রোয়ানকে কিছু ঝোপ আছে এমন জায়গায় রেখে ক্যানিয়নের দেয়াল বরাবর উঠতে শুরু করল ও। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠছে। মিনিট বিশ পর উঠে এল। একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। আরও এক কাঠামোর কিনারা চোখে পড়ল, জেমি অনুমান করল ওটা কিভা-র অংশ হবে। ইণ্ডিয়ানদের প্রার্থনা বা আচার-অনুষ্ঠানের পবিত্র জায়গা। মাঝখানটা ভরে গেছে গুহার ছাদ থেকে ধসে পড়া পাথরে। পুরো জায়গাটা নীরব, শীতল, স্থবির এবং নীচ থেকে একেবারে আড়ালে–কোনভাবেই চোখে পড়ে না। নিচু গর্তে পানি জমে আছে কয়েক জায়গায়, বৃষ্টির পানি। যথেষ্ট ছায়া আছে বলে সূর্যের আলোয় বাষ্প হয়ে

উড়ে যায়নি।

রোয়ানের কাছে ফিরে আসবার পথে ওটাকে লুকিয়ে রাখবার মতো একটা জায়গা আবিষ্কার করল জেমি। ছোট্ট হলেও স্প্রুসের সারির পিছনে এক চিলতে খোলা জায়গা। গাছের ঘনত্বের কারণে এ পাশ থেকে সহজে চোখে পড়ে না। এখানেও ভাঙা তৈজসপত্র রয়েছে, এবং কয়েক জায়গায় কিছু কর্নের চারা গজিয়েছে, যদিও লম্বায় তিন-চার ইঞ্চির বেশি হবে না।

রোয়ানের পিঠ থেকে স্যাডল খসাল জেমি, স্প্রুসের পিছনে নিয়ে এল ওটাকে। ঘোড়ার যত্ন-আত্তির শেষে ফিরে আসবার পথে গাছের ফাঁকে ভাঙাচোরা ডালপালা বসিয়ে দিল যাতে একেবারে নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় দেয়ালটা। তারপর রাইফেল ও ক্যান্টিন হাতে ক্যানিয়নে নেমে এল আবার, প্রায় খাড়া দেয়াল ধরে উঠতে শুরু করল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে একসময় এ-পথে হেঁটে ক্লিফে উঠত আদিবাসীরা।

সময় লাগলেও দেয়াল বরাবর ক্রমে উপরে উঠে যাচ্ছে ও।

তলা থেকে কয়েকশো ফুট উঁচুতে উঠে দেয়ালে একটা ফাটল আবিষ্কার করল। সিডারের আস্ত গুঁড়ি দেয়ালের উপর কাত হয়ে পড়ায় ফাটলটা তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে বুনো লতা দিয়ে একটা স্লিং তৈরি করেছে রাইফেলের জন্যে, তারপর পিঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে; যাতে দু'হাতই মুক্ত থাকে এবং ব্যবহার করতে পারে। এবার সতর্কতার সঙ্গে, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। হাত ও আঙুল ব্যবহার করছে, পাথর খামচে ধরে খুব সঙ্কীর্ণ এক চাতালে উঠে এল। মিনিট চল্লিশ পর আরও এক চাতালে পৌঁছল।

পরের চাতালে পৌঁছে সামনে ক্লিফ হাউস দেখতে পেল ও। সরু কার্নিস ধরে এগোতে হবে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল জেমি, স্লিং থেকে রাইফেল খুলে হাতে নিল। দেয়ালের কিনারা ধরে তাকাল

নীচের দিকে, দুই ক্যানিয়নের সংযোগস্থল চোখে পড়ছে। ট্রেইলে যে-ই থাকুক, অনায়াসে নজরদারি করা যাবে; এমনকী চাইলে এক গুলিতে খতমও করে দিতে পারবে যে-কাউকে। কিন্তু চাইলে কি কাউকে খুন করতে পারবে ও, সেই মানসিকতা কি ওর আছে?

চ্যাপ্টা এক পাথরের উপর বসে চারপাশ নিরীখ করল জেমি। ডান দিকে, বলা চলে কনুইয়ের নীচেই রয়েছে কিভার কিনারা। কিভার বয়স কয়েকশো বছর হবে বোধহয়। প্রাচীন কাঠামো ধসে পড়লেও কয়েকটা কাঠ এখনও খাড়া রয়ে গেছে, ছাদ বেশ আগে ভূপাতিত হয়েছে।

কিছুটা অদ্ভুত একটা দরজা রয়েছে, যার উপর দিকটা চওড়া; তুলনায় নীচের দিক অপ্রশস্ত। মানুষের কাঁধ বা মাথা এত চওড়া নয় যে দরজার আদল এভাবে বদলে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা যে খেয়ালের বশে করা হয়েছে তাও নয়। বিশেষ কোন কারণ ছিল নিশ্চয়ই। সম্ভবত, অনুমান করল জেমি, কাঁধে বা পিঠে বোঝা নিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাতে অসুবিধা না হয় এ কারণে দরজার উপর দিক প্রশস্ত রাখা হয়েছে।

কয়েক গজ সামনে আরও একটা দরজা রয়েছে, ভিতরে কোথাও যাওয়া যায় ওটা দিয়ে।

ভাঙাচোরা তৈজসপত্র এখানেও আছে। আর রয়েছে বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার কর্নের চারা, নীচে যেগুলো দেখে এসেছে তার চেয়ে দৈর্ঘ্যে এক-তৃতীয়াংশ হবে। কর্নের চাষ করা হয়েছে, তবে ফলন বর্তমান সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

ক্যান্টিন বের করে তেষ্টা মেটাল জেমি।

চারপাশ একেবারে শান্ত, নীরব। কখনও কখনও আলগা নুড়ি বা পাথর গড়ানোর ক্ষীণ আওয়াজ পাচ্ছে, হয়তো কোন সরীসৃপ বা জন্তুর চলাফেরার কারণে খসে পড়েছে, কিংবা প্রাকৃতিক অথচ

স্বাভাবিক কারণে, অনেক নীচে ক্যানিয়নের তলায় আছড়ে পড়বার শব্দটা অদ্ভুত ও জোরাল শোনাচ্ছে। একবার পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেল।

রোয়ানের ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত ও। গাছপালার যথেষ্ট আড়াল যেহেতু আছে, এবং জায়গাটা ক্যানিয়নের তলা থেকে সামান্য উঁচুতে হওয়ায়, আশা করা যায় ওটা কারও চোখে পড়বে না। সম্ভাবনা একেবারে কম।

ক্যানিয়ন ধরে একেবারে শেষ প্রান্তে যাওয়া যে-কারও জন্যে বিপজ্জনক হবে, অন্তত এক ডজন খোলা জায়গা পেরোতে হবে যেখানে গুলি খাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। কয়েকশো গজ দূর থেকে অনায়াসে ফেলে দেওয়া যাবে। জেমি যদ্দূর বুঝেছে, গ্লিন শেকেড মোটেই তেমন মানুষ নয়, বোকার মতো অমন ঝুঁকি নেবে না।

আপাতত বিশ্রামের দিকে মনোযোগ দিয়েছে ও। এখন যা দরকার—জুতসই একটা পরিকল্পনা খাড়া করতে হবে, একই সঙ্গে শত্রুর উপর নজর রাখতে হবে, যদি সম্ভব হয়; এবং জানতে হবে মানুষটা সে কোন্ ধাঁচের। কী ধাতে গড়া। শত্রুর মোকাবিলা করতে হলে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিশদ জানা থাকলে বেশ সুবিধা হয়।

পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসল জেমি, কোলে রেখেছে ওর রাইফেল। যত গরমই হোক, ক্লান্তির কারণে বুজে আসছে চোখ। মৃদু-মন্দ বাতাস বইছে মাঝে মধ্যে, সরাসরি রোদের নীচেও নেই ও; তাই কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে। খেপা সূর্য সেই সকাল থেকে যে নরকের উত্তাপ ঢেলে চলেছে, বিরাম নেওয়ার নাম নেই। ঘামে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি হারাচ্ছে, চট করে ক্লান্ত হওয়ার এটাও একটা কারণ।

ঢুলতে শুরু করল জেমি। হঠাৎ হঠাৎ চোখ মেলে তাকাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে চারপাশ। তবে দুশ্চিন্তা করবার মতো কিছু ঘটছে না।

আবার ঢুলতে শুরু করল ও।

শেষে, ক্যানিয়নের দেয়ালের উপর থেকে একটা পাখিকে উড়ে চলে যেতে দেখতে পেল।

কেউ আসছে? ভর দুপুরে, এমন তীব্র উত্তাপের মধ্যে কারণ ছাড়া কোন পাখির হুট করে উড়ে যাওয়ার কথা নয়। অজান্তে ঘামতে শুরু করল জেমি। ইণ্ডিয়ানদের আবাস ছিল একসময়, যদি এখনও থেকে থাকে আর ওকে যদি চাতালে উঠে যেতে দেখে থাকে? সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ও! নীচ থেকে এখানে হামলা করা যেমন অসম্ভব, তেমনি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াও অসম্ভব হবে, নিদেনপক্ষে অক্ষত থাকবার সম্ভাবনা নেই বললে চলে।

কিন্তু রাতে যদি কেউ এগিয়ে আসে? চিন্তাটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিল মনে। অতি উৎসাহের বশে উপরে উঠে এসেছে, ধকলের চিন্তা করেনি। কিন্তু রাতে যদি আক্রান্ত হয় আর এ জায়গা ছেড়ে যেতে হয়, কীভাবে পাথুরে দেয়াল ধরে নামবে? অন্ধকারে একেবারে অসম্ভব হবে ব্যাপারটা।

চারপাশ একেবারে নীরব। কিছুই ঘটছে না। সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালানোর ফাঁকে গ্লিন শেকেডের কথা ভাবল জেমি। শীতল নির্লিপ্ততা মেশানো অনুসন্ধানী চোখজোড়া ভেসে উঠল মানসপটে, মানবিক কোন ভাবের খেলা নেই ওই চোখে, যতটা থাকতে পারে র‍্যাটলারের চোখে। বিষাক্ত দুটো চোখ!

শেকেডের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা মেনে নিয়েছে জেমি। ওর বাবার সঙ্গে লোকটার চেহারা বা স্বভাবের মিল অস্বীকার করবার

উপায় নেই। কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধনটা কোথায় বা কীভাবে? যদি সত্যি ওদের মধ্যে কোন পারিবারিক সম্পর্ক থেকে থাকে, কেন ওকে খুন করতে চায় শেকেড?

নির্দিষ্ট একটা মোটিভ নিশ্চয়ই আছে।

সেটা হতে পারে টাকা। কিংবা সম্পত্তি। বাবার সঙ্গে অতীতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা শত্রুতা থেকে থাকলে সেটা জন ট্রেভালিয়নকে খুন করবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কোনভাবে তা জেমির ঘাড়ে চাপবার কথা নয়, যদি না এর কারণ পারিবারিক কলহ হয়ে থাকে। কখনও কখনও ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ এমনকী সম্পত্তির মোহ বা টাকার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়।

বহুদিন আগে দুই রহস্যময় নারীর ওদের বাড়িতে আসবার ঘটনা মনে পড়ল। একজন খুবই মমতাময়ী ছিল, কিন্তু অন্যজনকে দেখেই তীব্র ভয় পেয়েছিল জেমি—স্পষ্ট মনে আছে ওর—এত ভয় পেয়েছিল যে বাবাকেও কখনও বলেনি ঘটনাটা; এবং মহিলা ওর বাবাকে খুন করতে চেষ্টা চালিয়েছিল। কোন একটা উপায়ে বিষ খাইয়েছিল। আগে এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দিহান থাকলেও এখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেছে জেমি। ওই মহিলা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরপরই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল জন ট্রেভালিয়ন, যমে-মানুষে টানাটানি গেছে।

ওই মহিলা আসলে কে? কেন ওদের খুন করতে চাইছে প্রায় অচেনা কিছু মানুষ?

একা ও। কিছুই জানত না। অথচ ওকে খুঁজে বের করেছে এরা। আচমকা অসহায় বোধ করল জেমি। শঙ্কিত, দ্বিধান্বিত। ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো নিরুপায় মনে হচ্ছে নিজেকে, মুক্তি পেতে অধীর ও উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন স্বস্তি পাবে। কিন্তু অবচেতন মন আর স্বাভাবিক

বিচার-বুদ্ধি বলছে এখানেই থাকা উচিত। বেরিয়ে গেলে বরং মহা বিপদে পড়ে যাবে। হয়তো প্রাণ দিয়ে মাশুল গুনতে হবে। যেভাবে বা যেখানে আছে, সেখানেই থাকা উচিত। তালাশ চালাক শত্রুপক্ষ, পারলে ওকে খুঁজে বের করুক।

জর্জটাউন। জেমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে ওখানেই তাবৎ কাগজপত্র রেখে গেছে ওর বাবা। লুই পিরেজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল জনের। পিরেজ আগাগোড়া আত্মকেন্দ্রিক হলেও সৎ, সাহসী ও নির্ভরযোগ্য মানুষ। খুব কম লোককে আমল দেয়, কারও প্রতি কোনরকম দায় বোধ করে না। স্বাধীনচেতা। গোপন কাগজ বা দলিল গচ্ছিত রাখতে এরচেয়ে যোগ্য লোক আর হতে পারে না। ঠিক লোককেই বাছাই করেছে জন।

উল্টোদিকের দেয়াল থেকে খসে পড়ল একটা বড়সড় পাথর, ক্যানিয়নের তলায় আছড়ে পড়বার আগে একাধিক পাথরের উপর পড়ল, গড়ান খেল।

দেয়ালের উপর দৃষ্টি চালাল জেমি। ভাঙাচোরা দেয়াল, নানা আকৃতির পাথর ও বোল্ডারে ছাওয়া; আর রয়েছে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা সিডার এবং খর্বকায় কিছু ঝোপঝাড়। দেয়ালের একেবারে উপর দিকে পাথর বা গ্র্যানিট বেশ মসৃণ ও চ্যাপ্টা, কিন্তু অন্যত্র ওগুলোর গায়ে নানা আকৃতির গর্ত রয়েছে, বৃষ্টির সময় এতে পানি জমে। ক্লিফে বসবাসকারীরা প্রাচীন ইণ্ডিয়ানরা তাদের পানির চাহিদার কিছু অংশ–অল্প হলেও–বোধহয় এখান থেকে মেটাত; তবে অনেক পশু-পাখি এখনও এতেই নির্ভর করে।

আচমকা ধাতব পদার্থে আলোর ক্ষীণ প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর। একেবারে অল্প সময়ের জন্যে। মুহূর্তের জন্যে দেখেছে এবং পরমুহূর্তে তা উধাও হয়ে গেছে। স্থায়িত্ব এত কম যে সন্দিহান হয়ে উঠল জেমি–আদৌ কি দেখতে পেয়েছে? না উত্তেজিত মনের

কল্পনা?

যদি ঠিক দেখে থাকে, কী এটা? রাইফেলের ব্যারেলে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠেছিল?

ক্যানিয়নের ভিতরে অখণ্ড নীরবতা। রাইফেল সামনে বাড়াল ও, অপেক্ষায় থাকল। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক। অনড় পড়ে আছে এক জায়গায়, কোনভাবেই নিজের অবস্থান জানান দিতে চায় না। সেটা খতরনাক হবে। নড়তে গেলে গুলিও খেতে পারে। কে বলতে পারে আড়ালে রাইফেল হাতে ঘাপটি মেরে নেই শত্রু?

সঙ্গে যথেষ্ট পানি আছে, একটু হিসাব করে খেলে অনায়াসে চব্বিশ ঘণ্টা চলে যাবে। তারমানে পুরো এক দিন এক রাত। কিছু খাবারও আছে। যে-পথে উঠে এসেছে ও, দিনের আলোয় ওকে ফাঁকি দিয়ে উঠে আসা সম্ভব নয়। রাতের অন্ধকারে হয়তো ওর চোখে পড়বে না, কিন্তু পাথুরে দেয়াল ধরে উঠতে হলে পর্যাপ্ত আলোও দরকার হবে। সেক্ষেত্রে, রাতে দেয়াল ধরে ক্লিফের বাড়ি বা তার কাছাকাছি চাতালে ওঠা-নামা করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে। সে-হিসাবে জেমির অবস্থান মোটামুটি সুরক্ষিত বলা যায়।

পাথুরে দেয়ালের ফাটল বরাবর উঁকি দিয়ে ক্যানিয়নের রিমে আচমকা উল্টোদিকে এক লোককে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল জেমি। অবাক কাণ্ড! একেবারে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা! নড়ছে না সে, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

হতভম্ব হয়ে পড়ল ও, ঝাড়া কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। সহসা এর তাৎপর্য বুঝতে পারল। মূলোর লোভ দেখাচ্ছে! চাইছে লোকটাকে গুলি করুক জেমি আর তাতে ওর গুপ্ত অবস্থান প্রকাশ পেয়ে যাক।

অনড় বসে থাকল ও, এক চুল নড়ল না। মিনিট দুই পেরিয়ে গেল আরও, তারপর উধাও হয়ে গেল লোকটা এবং পরপর কাছে

কোথাও একটা রাইফেল গর্জে উঠল। অক্ষম আক্রোশে ক্লিফের বাড়ির বাইরের দেয়ালে ঠুকে মরল গুলিটা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জেমি, তারপর খুবই সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল। সতর্ক যাতে কোন শব্দ না-হয়। T-আকৃতির দরজা পেরিয়ে ভিতরের কামরায় ঢুকে পড়ল। এবার আর দেয়াল বা পাথরে লেগে ছিটকে আসা বিক্ষিপ্ত গুলি লাগবার ভয় নেই। নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে।

দৃশ্যত, জেমির সঠিক অবস্থান জানা নেই প্রতিপক্ষের। তবে, হয়তো অনুমান করে নিয়েছে ক্যানিয়নের ভিতরে কোথাও ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। রোয়ানটা যদি কোন শব্দ না-করে, শেষপর্যন্ত ওর অবস্থান প্রকাশ পাবে না এবং বিফল মনোরথে এ ক্যানিয়ন ছেড়ে অন্য কোথাও ঢুঁ মারতে চলে যাবে শত্রুরা।

আবার গুলি হলো। এবার গুহার পিছনের দেয়ালে আঘাত হানল বুলেট। দেয়ালে লেগে ছিটকে গেল তপ্ত সীসা, পাশের পাথুরে দেয়ালে গিয়ে লাগল। রাইফেলের গর্জনের প্রতিধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল একসময়, তারপর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল ক্যানিয়ন।

ক্যান্টিন থেকে এক চুমুক পানি গলায় ঢেলে অপেক্ষায় থাকল জেমি। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেল। আর কোন গুলি হলো না। শেষে ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, পাথরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ···কোথাও কিছু নড়ছেও না।

কেউ থাকলেও নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে।

মেঘের দূরাগত গুড়গুড় শব্দ কানে এল। এক পশলা দমকা হাওয়া বয়ে গেল, কাঁপিয়ে দিল সিডারের শাখাগুলো। বৃষ্টি হবে! রাইফেল কোলে রেখে পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিল জেমি, পাশ ফিরলেই ক্যানিয়নের উল্টোদিক দেখতে পাচ্ছে। ঢুলতে শুরু

করল ও।

বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করতে ঝিমুনি ছুটে গেল। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ চিরে দিল নীল বিদ্যুৎ, পরপরই বজ্রপাত হলো। খুব কাছে কোথাও পড়েছে। কানে তালা লাগবার দশা! উঠে দাঁড়াল জেমি। চাতালের কারণে ভিজতে হচ্ছে না ওকে, কিন্তু ক্যানিয়ন ঢাকা পড়েছে বৃষ্টির ঘন পর্দায়।

নিঃশব্দে হাসল ও, মাথার পিছনে দু'হাত রেখে আয়েশ করে পাথরের উপর শুয়ে পড়ল। ওর খোঁজ করবে কী, শত্রুপক্ষ এখন ব্যস্ত হয়ে পড়বে নিজেদের চামড়া বাঁচাতে—হন্যে হয়ে একটা আশ্রয় খুঁজবে। ইতস্তত ছোটাছুটি করতে গিয়ে বা খোঁজ চালাতে গিয়ে ওর ঘোড়াটাকে পেয়ে না-গেলেই হলো। অবশ্য প্রতিপক্ষের আচরণে মনে হয়নি ক্যানিয়নের আরও ভিতরের দিকে যে গুপ্ত গুহা বা ক্লিফের বাড়ি আছে, এ সম্পর্কে সচেতন। যেভাবে হোক ওগুলো তাদের চোখে পড়েনি।

দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমাল জেমি। বজ্রপাত, বৃষ্টি বা বিজলি, কোনটাই ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না। ঘুম ভাঙল যখন, রাত নেমেছে। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার। আর ঠাণ্ডা। বৃষ্টির শব্দ কারণে তাপমাত্রা আরও নেমে গেছে। বেশ শীত লাগছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। দূরে বজ্রপাত হচ্ছে মাঝে মধ্যে, খুবই ক্ষীণ আওয়াজ। কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শুনল ও, কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পেল না।

রোয়ানের কথা মনে পড়ল। অন্ধকারে ঘোড়ার কাছে পৌঁছানো কঠিন হবে। বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হয়ে গেছে ট্রেইল, তায় পথও পুরোপুরি চেনা নয়। দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, কারণ তখন দূর থেকে ওকে দেখা যাবে এবং ক্যানিয়নের দেয়াল ধরে নামতে গেলে পুরো অরক্ষিত অবস্থায়

ওকে পেয়ে যাবে শত্রুরা। কিন্তু কোনভাবে যদি রোয়ানের কাছে পৌঁছাতে পারে, রাতের অন্ধকারের সুবিধা কাজে লাগিয়ে হয়তো এখান থেকে নিরাপদে সটকেও পড়তে পারবে।

ঠায় শুয়ে থাকল জেমি, আরাম ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে না। শক্ত পাথরের উপর শুলেও ঘুমটা বা বিশ্রাম ভালই হয়েছে। কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আলসেমি করা ঠিক হচ্ছে না, এখানে শুয়ে থেকে যত দেরি করবে, সরে পড়বার তাগিদ ততই প্রকট হবে। ক্লিফের দেয়াল ধরে উঠবার পুরো পথ স্মরণ করল ও, যদিও তা পুঙ্খনাপুঙ্খ মনে করা সম্ভব নয়; কিংবা সম্ভব হলেও, এ অন্ধকারে ও বৃষ্টির মধ্যে কি নেমে যাওয়া সম্ভব হবে? মসৃণ পাথুরে পৃষ্ঠে যে কোন মুহূর্তে হাত ছুটে যেতে পারে বা পা পিছলে যেতে পারে।

অতিরিক্ত ঝুঁকি!

উঠে দাঁড়াল জেমি, চারপাশে তাকাল। কালিগোলা অন্ধকার। আকাশে একটা তারাও নেই, ভারী মেঘে ঢাকা পড়েছে। বাবার মুখে শুনেছিল ক্যানিয়নে বা ক্লিফের বাড়ির আশপাশে রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় মৃত ইণ্ডিয়ানদের আত্মা; জেমি এ নিয়ে তর্ক করা দূরে থাক, সন্দেহও পোষণ করে না। কে জানে, আদপে কী! তবে এমন নীরব ও অন্ধকার রাতে, একাকী নির্জনে রাত কাটাতে গেলে ক্ষীণ নড়াচড়াও শুনতে পাওয়া যায়; কখনও কখনও দূরাগত বাঁশি বা বাজনার শব্দও কানে আসে। সত্য-মিথ্যা যাই হোক, এমনই শোনা যায় এবং বেশিরভাগ মানুষ তাই বিশ্বাস করে। তবে জেমির কাছে মনে হয়, প্রকৃতিতে সর্বক্ষণ ক্ষীণ হলেও কিছু নড়াচড়া চলতে থাকে—তা হতে পারে পশু-পাখি, পোকা-মাকড় থেকে শুরু করে এমনকী মাটির চাপে নুড়ি গড়ানো কিংবা পাথরের বুকে ফাটল তৈরির কারণেও শব্দ হতে পারে; আর পাহাড়ে বয়ে যাওয়া বাতাস যখন পাথুরে ফাঁক বা গর্ত দিয়ে বয়ে

যায়, তখন এমনিতে বাঁশি বা বাজনার মতো আওয়াজ তৈরি হতে পারে।

হয়তো…কিন্তু এভাবে জনারণ্যে চলে আসা ধারণা বা বিশ্বাস উড়িয়ে দেওয়ার সাহস ও কোত্থেকে পায়? কীই বা জানে ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে? দুনিয়ায় রহস্যময় কত কিছুই তো ঘটে। একজন সতেরো বছর বয়সী জেমি ট্রেভালিয়নের বিচারে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুদিন ধরে চলে আসা প্রচলিত বিশ্বাস বাতিল হয়ে যেতে পারে না। তবে বাস্তবে যাই হোক, ইণ্ডিয়ান প্রেতাত্মা বা আত্মারা যদি সত্যি এখানে ঘুরে বেড়ায়, দৃশ্যত এরা কেউই ওকে শত্রু ভাবছে না। নইলে এতক্ষণে ওকে ঠেলা দিয়ে ক্যানিয়নের তলায় ফেলে দিত। শত্রু হওয়ারও কথা নয়, কারণ তাদের ক্ষতি করেনি ও, কিংবা ক্ষতি চায়ও না। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানকোঠারও ক্ষতিসাধন করেনি। জবর জায়গা এটা, খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কিছু মানুষ তৈরি করেছে, যারা অনুমান করে নিয়েছিল রাতের বেলা বাইরে থেকে এখানে হামলা করা একেবারে অসম্ভব হবে।

নিজস্ব টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিল জেমি, রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল যাতে হাত দুটো মুক্ত থাকে। তারপর সঙ্কীর্ণ কিনারায় চলে এল, শূন্যে ঝুলন্ত নিচু চাতালের উপর ঝুঁকে পড়ল অনেকটা; শেষে সন্তর্পণে পা নামিয়ে দিল। গ্র্যানিটের ফাঁকে পড়ল বুট, তবে তখনই হাতের ভার সরিয়ে নিল না, বরং বুটের চাপ দিয়ে পরখ করে নিল পাথুরে দেয়াল ওর ওজন সইতে পারবে কি-না, কারণ একটা পদক্ষেপ এদিক-ওদিক বা ভুল জায়গায় পড়লে কয়েকশো ফুট নীচে আছড়ে পড়তে হবে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে ওর। আবছা অন্ধকারে পাথুরে দেয়ালের গাঢ় কাঠামো দেখতে পাচ্ছে, খাঁজ-ভাঁজ বা বেরিয়ে থাকা চোখা পাথুরে চাঙড় চোখে পড়ছে। একটু পর খাঁজ-কাটা

দুটো লম্বা লাঠি খুঁজে পেল, পাশাপাশি রাখা, যেন মই। লম্বায় প্রায় দু'শো ফুট হবে। এত বড় গাছ থাকবার কথা নয়, নিশ্চয়ই জোড়া দেওয়া হয়েছে। লাঠির নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর, গিঁট বরাবর, পা রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্ভবত বাঁশ জাতীয় গাছ থেকে লাঠি দুটো তৈরি করা হয়েছে।

লাঠি হয়ে দু'শো ফুট নেমে যেতে হবে।

ক্লিফের চাতাল থেকে প্রথম ধাপে নেমে যেতে মিনিট কয়েক দেরি হলো। নীচে ক্যানিয়নের নিকষ কালো আঁধার চোখ রাঙাচ্ছে ওকে, আর মাথার উপর ক্লিফের সুউচ্চ চূড়া, যেন হেলে পড়বে এখুনি! কান পেতে শব্দ শুনল জেমি, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পেল না। লাঠি নিয়ে উদ্বিগ্ন ও, ক্লিফের গায়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা, কোথাও বাঁধা আছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। সামান্য এদিক-ওদিক হলে কিংবা ভারসাম্য নড়ে গেলে কাত হয়ে পড়ে যাবে, এবং একইসঙ্গে জেমিও পড়বে।

তা ছাড়া, ওটা কত বছর আগে তৈরি এবং এ মুহূর্তে ওর ওজন সওয়ার মতো মজবুত কি-না সেটাও বিরাট এক প্রশ্ন। তবে এমনভাবে অমসৃণ দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে আছে, অনুমান করা যাচ্ছে বোধহয় কিছুদূর পরপর কোনভাবে আটকানো আছে এবং চট করে চোখে পড়ে না।

পাথুরে ক্লিফের কিনারার এক পাথর ধরে শরীর ঝুলিয়ে দিল জেমি, শরীরে মোচড় তুলে সরে গেল কাঠির তৈরি বিশেষ মইয়ের দিকে। বুটের আগা দিয়ে প্রথম ধাপ অনুভব করবার প্রয়াস পেল।

কিন্তু নাগাল বা খুঁজে পেল না, পা পড়েনি ধাপের উপর; এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেঁচড়ে নেমে যেতে লাগল দেহ। মরিয়া চেষ্টায় দু'হাত বাড়াল জেমি, খামচে ধরতে চাইল পাথুরে দেয়াল। একটা ধাপে ঠেকল পা। জুত হয়ে দাঁড়াল ও, হৃৎপিণ্ডের তীব্র গতি শ্লথ হয়ে

আসতে পা বাড়াল নীচের দিকে। বেশ নীচে আরেক ধাপে পা ঠেকল। ওজন চাপাতে দুলে উঠল বিশেষ মই, কাঁপছে ওকে নিয়ে। দোল ঠেকাতে পাথুরে দেয়ালের দিকে সরে এল জেমি, মই স্থির হওয়ার পর সতর্কতার সঙ্গে আবার নামতে শুরু করল।

আরও কয়টা ধাপ নামতে হবে?

আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেশ জোরেশোরে পড়ছে। বৃষ্টির দাপট উপেক্ষা করছে জেমি, ধীর গতিতে হলেও ক্রমশ নামছে। পাহাড়ী এক চাতালে পৌঁছল। মই শেষ হয়ে গেছে। তবে একটু নীচে আরেক মইয়ের শুরু। আগেরটার চেয়ে দীর্ঘ এটা···অন্তত তাই মনে হলো।

চাতালের কিনারা বরাবর সরে এল ও, তারপর দ্বিতীয় মইয়ে পা রাখল। শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন মনে। এটা যদি নড়বড়ে হয়? কিংবা মাঝখানে যদি ভেঙে গিয়ে থাকে? অন্ধকারের কারণে বোঝা যাচ্ছে না, তবে না-নেমেও উপায় নেই। দেয়াল ধরে নামতে গেলে সময় ও শ্রম দুটোই ব্যয় হবে। তারচেয়ে দেখাই যাক···এক মই দিয়ে যখন নামতে পেরেছে, ওর ওজনের চাপে ভেঙে পড়েনি, তখন আশা করা যায় অন্যটাও কার্যক্ষম আছে।

এক ধাপ এক ধাপ করে নামতে শুরু করল ও। কতক্ষণ পরে জানা নেই বা অনুমানও করতে পারবে না, পাহাড়ী চাতালে নেমে আসবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেমি। শক্ত জমিতে পা রেখে সত্যি ভাল লাগছে ওর। ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁট ওর স্বস্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

এবার ঘোড়ার কাছে যেতে হবে। যদি এখনও ওখানে থেকে থাকে ওটা···আর কেউ যদি ঘাপটি মেরে বসে না-থাকে। শত্রু অতি চালাক হলে ঠিকই অনুমান করে নেবে যে আগে-পরে যখনই হোক, ঘোড়ার কাছে যেতেই হবে ওকে।

সুতরাং ঘোড়ার আশপাশে লুকিয়ে থাকলেই হলো।

ভারী বৃষ্টি ওর জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে এখন। হাঁটতে গেলে মৃদু যে শব্দ হবে, বৃষ্টির কারণে চাপা পড়ে যাবে। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এমন ঢালাও বৃষ্টির মধ্যে বেরোবে না কেউ।

অন্তত তাই আশা করছে জেমি।

নয়

পাথর, জেমির হ্যাট আর কাঁধে পড়া বৃষ্টির বিচিত্র শব্দ বাদ দিলে একেবারে নীরব হয়ে আছে ক্যানিয়ন। গাছপালার আড়ালে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বসতিতে ঘোড়া রেখে এসেছে ও, ওটা এ মুহূর্তে ঘন ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। ঢাল থেকে নেমে যাওয়ার আগে থামল ও, চারপাশ নিরীখ করে নিশ্চিত হতে চাইল কেউ লুকিয়ে আছে কি-না।

গাছপালার কারণে এখানে মাথার উপর প্রাকৃতিক আচ্ছাদন তৈরি হয়েছে বলে বৃষ্টি পড়ছে না তেমন। কান পেতে শব্দ শুনল জেমি, দু'হাতে উইনচেস্টার এমনভাবে ধরে রেখেছে যাতে প্রয়োজনে গদার মতো ব্যবহার করতে পারে, কিংবা গুলিও করতে পারে।

কোথাও কেউ নেই। সব অনড়, স্থবির ও নীরব। সন্দিগ্ধ মনে পা বাড়াল জেমি। প্রথমে এক কদম। থামল কিছুক্ষণের জন্যে।

তারপর আরেক কদম। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। আরও দুই পা এগোল, এরপর ডান দিকে সরে এল কিছুটা। হাঁটতে সুবিধা এখানে, কিনারার কাছাকাছি চলে এসেছে। ওর বুটের ধাক্কায় শূন্যে উঠে গেল একটা নুড়িপাথর, উড়ে গিয়ে পড়ল আরেক পাথরের উপর; ডিগবাজি খেয়ে কিভার ভিতরে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল ও, রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে সামনে। কেউ যদি ঘাপটি মেরে থাকত, নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দে নিশ্চয়ই সচকিত হতো, সেক্ষেত্রে একটা গুলি ওর দিকে ছুটে আসাই খুব স্বাভাবিক।

অপেক্ষায় রয়েছে জেমি…কান খাড়া…কিন্তু কোন গুলি ছুটে এল না। কতটা সময় পাবে ও? সকাল হতে কত দেরি? বিপর্যস্ত আবহাওয়ার কারণে বোঝা যাচ্ছে না। চাঁদ বা বেশিরভাগ তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে, মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই শাখা-ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে মূল ক্যানিয়নে ঢুকে পড়তে হবে, নইলে কপালে খারাবি আছে। স্রেফ ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে।

ক্ষীণ একটা শব্দ হলো। কেউ নড়ে উঠল? পদশব্দ?

সিধে হলো জেমি, তারপর সন্তর্পণে পা বাড়াল। নিচু স্বরে চিঁহি ডাক ছাড়ল রোয়ানটা। আরও দুই কদম এগোতে বাম কাঁধে ওটার নাকের গুঁতো টের পেল।

'হ্যালো, বয়,' মৃদু স্বরে বলল জেমি। 'আমার জন্যে খারাপ লেগেছিল নাকি?'

অন্ধকারে হাতড়ে স্যাডল-ব্রিডল ও কম্বল খুঁজে পেল। যেটা যেখানে বা যেভাবে রেখে গিয়েছিল, তেমনই আছে। সানন্দে মুখে ব্রিডল পরল রোয়ান, আর পিঠে স্যাডল চাপাতে অস্থির হয়ে পড়ল—ছুটবে। কম্বলটা স্যাডলের পিছনে বেঁধে রাখবার আগে

ঝেড়ে নিল জেমি, যাতে বালি বা ধূলিকণা থাকলে খসে পড়ে।

এবার স্যাডলে চাপল। ঘোড়াটা যতই অস্থির হোক, না দেখে-শুনে এগোতে রাজি নয় জেমি; তাই সতর্কতার সঙ্গে, শম্বুক গতিতে, এক পা এক পা করে আগে বাড়াল রোয়ানকে। ট্রেইলের কাছে চলে গেল। এবার থেমে কান পাতল, দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ব্ল্যাঙ্কেট-রোলের সঙ্গে ভাঁজ করে তুলে রাখা স্লিকার বের করে গায়ে চাপিয়ে নিল ও।

লাগাতার, একই তালে বৃষ্টি হচ্ছে। এমন ভারী বৃষ্টি ক্যানিয়নে কখনও কখনও বন্যা তৈরি করে। গিরিখাতের আনাচে-কানাচে বৃষ্টির পানি নানা দিক থেকে তলার দিকে প্রবাহিত হয়, বিপুল স্রোত নিয়ে নেমে আসে। শাখা-ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়েই হয়তো পানির স্রোতের মুখে পড়বে। আবছা অন্ধকার হলেও বড় বড় পাথরের মসৃণ পৃষ্ঠ ভেজা হওয়ায় চকচক করছে।

সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াকে আগ বাড়াল জেমি, ধীর গতিতে ঢাল ধরে ক্রমে ক্যানিয়নের তলার দিকে এগোচ্ছে। এক জায়গায় পাহাড়ি নালা থেকে উপচে পড়া পানির স্রোত পেরিয়ে এল, পানির সঙ্গে প্রচুর বালি সরে যাচ্ছে।

পানির ছিট স্যাডল এবং ঘোড়ার গায়ে এসে পড়েছে। হাতের তালু ব্যবহার করে ঘোড়ার পিঠ ও স্যাডল থেকে পানি নিংড়ে দিল জেমি, অন্য হাতে উদ্যত রাইফেল রেখে এবার ক্যানিয়নের তলার দিকে এগোল। উদ্বিগ্ন ও, শঙ্কিত। আশঙ্কা করছে যে-কোন মুহূর্তে হয়তো শত্রুর সামনে পড়ে যাবে। ঘোড়াকে বালির উপর রাখছে, যাতে শব্দ না-হয়।

এটা নিশ্চয়ই লায়ন ক্যানিয়ন। নামটাকে সঙ্গত বলা উচিত কি-না বুঝতে পারছে না, তবে ঘোড়ার মধ্যে ক্যানিয়ন ত্যাগ করবার অধীরতা লক্ষ্য করেছে। কে জানে, ও দেখতে না-পেলেও

ঘোড়াটা হয়তো সিংহের অস্তিত্ব টের পেয়েছে! এবং সেজন্যেই পালাতে পারলে বাঁচে।

এ ধরনের জনশূন্য গিরিখাত বা পাহাড়ে সিংহ ও বাঘ থাকা একেবারে অস্বাভাবিকও নয়।

ক্যানিয়নের মুখে এসে আবার থামল জেমি, দ্বিধা করছে। যদি ঠিক মনে রেখে থাকে, এ ক্যানিয়নটা বেশ বড়, অন্তত পাঁচ মাইল লম্বা। এর শেষে পড়বে আরও বড় এক ক্যানিয়ন—নাম ম্যানকোস রীভার ক্যানিয়ন। যদ্দূর মনে আছে ট্রেইলটা নদীর পুব তীর ঘেঁষে চলে গেছে। সেখানেই যাওয়ার ইচ্ছে জেমির।

লায়ন ক্যানিয়নের প্রবেশমুখ ছাড়িয়ে এসে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও। মনে দুশ্চিন্তার পাহাড়। পাঁচ মাইল অন্ধকারে ও বৃষ্টির মধ্যে যেতে হবে। আদৌ কি সম্ভব হবে? আনুমানিক আধ-ঘণ্টা লাগবে, যদি ভাগ্য ভাল থাকে এবং কোন অঘটন না-ঘটে। তবে একটু বেশি, অর্থাৎ পৌনে এক ঘণ্টাও লাগতে পারে। সময় কোন ব্যাপার নয়, বরং নিরাপদে পৌঁছল কি-না তাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এ ক্যানিয়নে বন্যার মুখে পড়বে না বোধহয়, অন্তত জেমি তাই ভাবছে। কিন্তু ম্যানকোস ক্যানিয়নে ঢুকলে সম্ভাবনাটা দশগুণ বেড়ে যাবে, কারণ অসংখ্য ক্যানিয়ন এসে পড়েছে ওটায়, বিশেষ করে নদীর উত্তরের উঁচু মেসাগুলো থেকে। কার্যত, লক্ষ লক্ষ টন পানি এসে ম্যানকোসে পড়ে বৃষ্টির পর।

এক দিক থেকে কিছুটা হলেও নির্ভার বোধ করছে। সকালে ওর কোন ট্র্যাক বা চিহ্নই খুঁজে পাবে না শত্রুপক্ষ, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বৃষ্টিতে। সকাল নাগাদ ম্যানকোস ক্যানিয়নে আশপাশ থেকে আসা পানির প্রবাহ এত বেড়ে যাবে যে ঘোড়ার পিঠে পার হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, এখানে আটকা পড়ে

যাবে ওরা। এদিকে জেমি যদি আগেই পেরিয়ে যেতে পারে…

সব দুশ্চিন্তা অমূলক প্রমাণিত হলো। আনুমানিক প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ম্যানকোসে ঢুকে পড়ল জেমি। আবিষ্কার করল প্রশস্ত বলে গিরিখাতের তলায় পানির গভীরতা কম।

নদীর কিনারে এসে ঘোড়ার রাশ টানল ও। পানির তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে, জমকাল দেখাচ্ছে অন্ধকারে, সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়ন থেকে আসা আবর্জনা, ডালপালা এবং নুড়িপাথর। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে নদীর প্রশস্ততা বা গভীরতা অন্তত তিন গুণ বেড়ে গেছে। স্রোতের টানও কম নয়, বানের জলের মতো সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পানির কিনারে এসে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগল জেমি, বুঝতে পারছে না ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে কি-না। রোয়ানটা যদি ঠিকমতো সাঁতরাতে না পারে? হাঁটুর গুঁতোয় শেষে আগে বাড়াল ওটাকে। প্রথম নাক সিটকাল ওটা, মৃদু প্রতিবাদ জানাল—পানির উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না; শেষে নদীর ঢাল ধরে নামতে শুরু করল।

একবার মনে হলো হোঁচট খেয়েছে ঘোড়াটা, সম্ভবত পা পিছলে গেছে, কিন্তু কীভাবে যেন সামলে নিল; তারপর সাঁতরাতে শুরু করল। মুখ উঁচু করে সাঁতরাচ্ছে ওটা, তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়ছে। কোমর পর্যন্ত ভিজে গেছে জেমির, নিজের ওজন কমিয়ে ঘোড়াকে সাহায্য করতে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল ও, রাইফেল উঁচু করে সাঁতরাতে শুরু করল রোয়ানের পাশাপাশি। স্রোত ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে ওদের।

একসময় ওপাড়ে পৌঁছল। তবে স্রোতের টানে অনেকটা দূরে চলে এসেছে। উল্টোদিকের তীর থেকে অন্তত কয়েকশো গজ।

এ-পাড়ে ঘন উইলো ঝাড়। বৃষ্টিতে নেতিয়ে পড়া ও হতশ্রী

চেহারা পেয়েছে গাছগুলো। শক্ত মাটিতে উঠে এসে গা ঝাড়ল রোয়ান, হাত দিয়ে ডলে ওটার শরীর থেকে পানি নিংড়ে দিল জেমি। পরে নিজের গা থেকে পানি নিংড়াল। কাজের ফাঁকে ফিরে তাকাল পিছনে, ওপাড়ের দিকে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ও পানির তীব্র স্রোত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। ফুলে-ফেঁপে উঠেছে নদী, ম্যানকোস ক্যানিয়ন থেকে আরও পানি নেমে আসছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে দু'কূল ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পিছনে ক্যানিয়নের দুই চোয়াল আবছা আঁধারের বিপরীতে গাঢ় কালো, বিশাল একটা গহ্বরের মতো দেখাচ্ছে।

উদ্দিষ্ট ট্রেইলটা আরও উত্তর-পুবে, অনুমান করল জেমি। উইলো ঝাড়ের আড়াআড়ি এগোল ওরা এবং কিছুক্ষণ পর খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। পরপরই ট্রেইল খুঁজে পেল।

গতিপথ পাল্টে উত্তর-পশ্চিমে এগোল জেমি।

সামনে, প্রায় মাথার উপর বলা চলে, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর দিকে মেসা ভার্দের প্রকাণ্ড দিগন্ত জোড়া অবয়ব। অগুনতি পাস আর ক্যানিয়ন ভাগ করেছে বিস্তীর্ণ এ পবর্তশ্রেণীকে। গোলকধাঁধা তৈরি হয়েছে কোথাও, একবার পথ হারালে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বাবা ওকে একবার নিয়ে এসেছিল এখানে, বেশ আগের কথা সেটা। প্রাচীন কিছু মানুষ পাহাড়ে থাকত। পাহাড় তো বটেই, ক্লিফ বা সুউচ্চ মেসায়ও বাড়ি তৈরি করেছিল এরা। কালের পরিক্রমায় সে-সব কাঠামো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পাহাড়ে সুরের মূর্ছনা শোনা যায়, বাদ্য ভেসে আসে কিংবা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়। ইণ্ডিয়ানরা এসব বলতে পছন্দ করে। হয়তো অতি উৎসাহী বা কৌতূহলী মানুষকে নিরুৎসাহিত করতে চায় ওরা, চায় যেন কেউ তাদের পূর্বপুরুষদের পবিত্র তীর্থ

স্থান বা আদি নিবাসে ঢুঁ না-মারুক। দু'একটা রহস্যময়তায় যদি তা ঠেকানো যায়, মন্দ কী!

অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। তোপও কমেনি এতটুকু। পাতলা অস্বচ্ছ একটা পর্দা যেন তৈরি করেছে সামনে, বিশ হাত দূরের পথও ঠিক মতো চোখে পড়ছে না। তবে বজ্রপাত বা বিদ্যুচ্চমক নেই। কীভাবে ট্রেইল খুঁজে পাচ্ছে রোয়ানটা কে জানে, জেমি প্রায় কিছুই করছে না, স্রেফ ঘোড়াকে নিজের ইচ্ছেমতো এগোতে দিচ্ছে। অবশ্য এ ছাড়া কিছু করবারও ছিল না। অন্ধকারে ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছে না বললেই চলে।

ক্রিস্টিনার কথা মনে পড়ল। পুবে যাওয়ার পথে যদি থামে, মেয়েটির সঙ্গে মিনিট কয়েক কথা বললে এমন কোন ক্ষতি হবে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে জেমির খোঁজে ক্যানিয়নগুলোয় তালাশ চালাবে শত্রুপক্ষ, ঢুঁ মারবে এদিক-ওদিক; এতে যে ওদের বিস্তর সময় নষ্ট হবে তা বলা বাহুল্য। বৃষ্টির কারণে কোন ট্র্যাক পাবে না, সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সহজে নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দেবে না, এবং তার আগে যতটা সম্ভব খোঁজ করবে।

এ পর্যন্ত কারও সঙ্গে দেখা হয়নি ওর, তারমানে ওকেও কেউ দেখতে পায়নি। আর এখন যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, অন্ধকারে কারও চোখে পড়বার সম্ভাবনাও কম। জেমি ভাবছে কোথাও আশ্রয় নেবে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সকালে ধীরে-সুস্থে রওনা দেবে। যত যাই হোক, ঘোড়ার উপর অত্যাচার করা ঠিক হবে না। ওটার দম বা শক্তি, দুটোই ভবিষ্যতে দরকার হবে। নির্দিষ্ট সময় পর ওটাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

পুব দিগন্তে ভোরের আলোর আঁচ লেগেছে, এসময় ক্যানিয়ন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা চলে গেছে সরাসরি উত্তরে, আর অন্যটা গেছে পুবদিকে–জেমি যেদিকে যাচ্ছে।

পুবের মূল ট্রেইলে যখন পৌঁছল ওরা, ট্রেইল ছেড়ে উত্তরে সরে গেল জেমি, ঢাল ধরে কিছুদূর এগোল। অ্যাসপেন বনে ঢুকে পড়েছে। একটু খোঁজাখুঁজি করতে গাছপালার আড়ালে নিচু জায়গা দেখতে পেল, মূল ট্রেইল থেকে চোখে পড়ে না বললেই চলে। স্যাডল ছেড়ে রোয়ানকে পিকেট করল ও, মালপত্র একটা গাছের নীচে রেখে অ্যাসপেনের পাতা ও ঘাস দিয়ে দ্রুত বিছানা তৈরি করল। মাটি ভেজা বলে স্লিকার বিছাল প্রথমে, তার উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে, এরচেয়ে বেশি আয়োজন করা সম্ভব নয়।

দুপুর নাগাদ ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলে মাথার উপর সবুজ অ্যাসপেনের ডালপালার ফাঁকে নীল আকাশ দেখতে পেল। কান পেতে শুনল মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু মৃদু-মন্দ বাতাসে পাতার মর্মর ধ্বনি বা বনের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া কিছু শুনতে পেল না। একটু পর উঠে বেডরোল গুছাল, তারপর রোয়ানের পিঠে স্যাডল পরিয়ে যাত্রা করল।

স্টার্ভেশেন ক্রীক থেকে পানি পান করল জেমি, রোয়ানকে পানি খাওয়াল এবং ক্যান্টিনও ভরে নিল। আড়াআড়ি এগিয়ে মূল ট্রেইলে উঠে এল। পিছনে, পশ্চিমে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকে দেখতে পায়নি, যদিও দৃষ্টিসীমাও পর্যাপ্ত নয়।

ট্রেইল একেবারে পরিষ্কার, একটা আঁচড়ও নেই। থাকবে কীভাবে? বৃষ্টির পর কেউ চলাচল করলে তো! নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলল ও।

রিকোয় ফিরে যাওয়া হয়তো চরম বোকামি হচ্ছে, কিন্তু ক্রিস্টিনাকে দেখবার ইচ্ছে ত্যাগ করতে পারছে না। কারণটা ওর জানা নেই। নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব হতে পারে, যেহেতু বাবার অভাব বোধ করতে শুরু করেছে ও; যা ব্যাখ্যা করা ওর সাধ্যের

অতীত। ছায়ার মতো বাবার সঙ্গে ছিল এতগুলো বছর, কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টাও হয়তো কথা হতো না, কিন্তু পরস্পরের পাশে ছিল ওরা। সারা পৃথিবীতে বাবাই ছিল ওর একমাত্র স্বজন, কিংবা বাবার কাছে ও। অন্তত গত এক যুগ তাই ছিল।

মনের গভীরে বাবা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন নিরন্তর অস্বস্তি যুগিয়ে চলেছে। আসলে কী ছিল তার পরিচয়? ওর পরিচয়ই বা কী? শুধু জেমি ট্রেভালিয়ন? ওটা তো একটা নাম। নামের বাইরেও নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। এমনকী নামটা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে জেমির মনে, যেহেতু ওটাকে ঠিক যথোপযুক্ত মনে হয় না। আদপে কোন্ ধরনের নাম হলে উপযুক্ত মনে হবে, সেটাও জানা নেই ওর।

আসলে কী ছিল ওর বাবা? কোথায় তার জন্ম? কী পরিচয়ে বড় হয়েছে? গ্লিন শেকেডই বা কে? কেন বাবাকে খুন করেছে সে? জেমি অবশ্য একরকম নিশ্চিত যে শেকেডই খুনি, এ ব্যাপারে ওর মনে সামান্য সন্দেহও নেই। ওকেই বা কেন খুন করতে চাইছে সে?

ছেলেবেলায় ওদের বাড়িতে এসেছিল যে দুই মহিলা, তাদের পরিচয় কী? তারা এখন কোথায়? ট্রেভালিয়নদের জীবন বা ভাগ্যে এদের ভূমিকা কী?

একটা প্রশ্নেরও জবাব নেই, কিন্তু ওর মনকে খুঁচিয়ে চলেছে অবিরাম। নিজেকে নিয়েও সংশয়ে পড়ে গেছে জেমি–সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন সরে পড়ছে না নিরাপদ দূরত্বে, কেন ফিরে যাচ্ছে রিকোয়, যেখানে গেলে আবার শেকেডের মুখোমুখি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা? সেধে কি বিপদ ডেকে আনছে না?

অন্ধকার রাতে পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গী হয়ে রিকো শহরে ঢুকল জেমি ট্রেভালিয়ন।

খনি শহর বলে একটু বেশি ব্যস্ততা এখানে, যার যার ধান্ধায় ব্যস্ত সবাই। জেমি এল কি গেল, তাতে কারোই কিছু আসে-যায় না; কেউ দেখে থাকলেও ভ্রূক্ষেপ করল না। বেশ রাত এখন, বেশিরভাগ লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। শহর গরম রাখবে যারা, সেই মাইনাররা ক্লান্ত; সারাদিন সিঙ্গল বা ডাবল জ্যাক, ইস্পাতের ড্রিল চালায় কিংবা মাক স্টিক ঘুরায়, রাত-বিরাতে সেলুনে আড্ডা মারা বা শহরে কোন্ আগন্তুক এল দেখবার ফুরসত তাদের থাকে না; শরীরেও কুলায় না। ক্লান্ত দেহটা শক্ত বিছানায় বিছিয়ে দেওয়ার পর আক্ষরিক অর্থে পার্থিব জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে যায় এরা, আরও একটা কর্মব্যস্ত দিন চলে যায়; নতুন দিনে আদ্যপান্ত পরিশ্রম করতে অপরিহার্য বিশ্রাম নেয়। তা ছাড়া, বছরের এ সময়ে মানুষের প্রাণচাঞ্চল্যেও বোধহয় যথেষ্ট ভাটা পড়ে, প্রকৃতির মতোই বরফ সরে গিয়ে ঘাস গজিয়ে উঠবার বা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ার শুরুর জন্যে অপেক্ষা করে।

স্টেবলে ঘোড়া রেখে গিয়ার নিয়ে হোটেলে চলে এল জেমি। সিঁড়ির কাছে মালপত্র নামিয়ে রেখে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল।

প্রথমেই ক্রিস্টিনাকে দেখতে পেল। ওপাশে এক খদ্দেরের ফরমাশ নিচ্ছে মেয়েটি, পদশব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল দরজার দিকে, এবং নিস্পলক তাকিয়েই থাকল। ভাবান্তর দেখা গেল শুধু নীল চোখে–বিস্ফারিত হয়ে গেছে। বিস্ময় সামলে নিতে অবশ্য দেরি হলো না, তারপর দ্রুত রান্নাঘরে চলে গেল ক্রিস্টিনা।

ক্লান্ত দেহে ভিতরে ঢুকল জেমি, ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

অন্য খদ্দেরদের পরিবেশন করবার পর জেমির টেবিলে এল ক্রিস্টিনা। কফিপট ও কাপ নিয়ে এসেছে। মুখে ভাবান্তর দেখা না-গেলেও উত্তেজনা এখনও কাটেনি মেয়েটির, কফিপট থেকে

কফি ঢালবার সময় দেখা গেল হাত মৃদু মৃদু কাঁপছে, এতটাই যে খানিকটা কাপে না-পড়ে পিরিচে পড়ল।

'তুমি···ফিরে এসেছ!' ফিসফিস করে বলল ক্রিস্টিনা।

কণ্ঠে নির্জলা বিস্ময়। মেয়েটি খুশি হয়েছে কি-না, বুঝতে পারল না জেমি, তবে অনুমান করল অন্তত অখুশি হয়নি।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' হালকা চালে বলল ও। 'স্টেবলে মাত্র রেখে এলাম আমার রোয়ানটাকে, আর গায়ের জামা-কাপড় তো আমারই! সেক্ষেত্রে, লোকটা আমি ছাড়া কে হবে?'

'আমি ভেবেছি···তোমাকে নিয়ে যা ভয় পেয়েছিলাম! ভেবেছি তুমি হয়তো···মারা গেছ।'

'না-মরলেও দু'বার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। আযরাইল বাবু কী মনে করে শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিল! নইলে এখন হয়তো বরফের স্ট্যাচু হয়ে পড়ে থাকতাম।' স্মিত হাসল জেমি, ভ্রূকুটি করল মেয়েটির উদ্দেশে। 'তো, সুস্বাদু গরুর মাংস নিশ্চয়ই আছে তোমাদের? নাকি ক্যুগার পাওয়া যাবে?' কফিতে চুমুক দিয়ে মগ উঁচু করল ও। 'নিজের তৈরি কফি খেতে খেতে আসল স্বাদই ভুলে গিয়েছিলাম। এর স্বাদ রীতিমতো অপূর্ব!'

'তুমি বরং চলে যাও,' সামান্য দ্বিধার পর বলল ক্রিস্টিনা, মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। 'ও···এখানেই আছে।'

ও? গ্লিন শেকেডের কথা বলছে। এখানে? ব্যাপারটা বিস্ময়ের সঞ্চার করল জেমির মনে। ওর আগে কীভাবে এল সে? ক্যানিয়নে দলবল নিয়ে শেকেডই কি হামলা করেনি ওর উপর? নাকি আদৌ শহর ছেড়েই যায়নি?

'ও এখানেই আছে। বলল তুমি ফিরে আসবে···যদি বেঁচে থাকো।'

কিছু বলবার আগেই জেমি খেয়াল করল মুখ তুলে তাকিয়েছে

মেয়েটি, চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। ক্রিস্টিনার দৃষ্টি অনুসরণ করতে দোরগোড়ায় গ্লিন শেকেডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। বরাবরেই মতোই পরিপাটি পোশাক পরনে, ঝকঝকে এবং নিভাঁজ; চেহারায় সামান্য ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক।

হিমশীতল, শয়তানীভরা চাহনিতে ওকে মাপল সে, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল; জেমির ধারণা হলো কিছু একটা ভাবছে সে, কিন্তু সেটা কী–অনুমানও করতে পারছে না; কিংবা চোখের শীতল নির্লিপ্ততা বা নির্বিকার মুখ দেখে বোঝা গেল না ওকে *আস্ত* দেখে অখুশি হলো না স্বস্তি বোধ করল সে। তবে একটা ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত জেমি–ওকে জীবিত দেখতে পাবে বলে আশা করেনি গ্লিন শেকেড।

দ্রুত রান্নাঘরে চলে গেল ক্রিস্টিনা। এদিকে শেকেড বসেছে উল্টোদিকের চেয়ারে। খালি টেবিল আছে, চাইলে তারই একটায় বসতে পারত, কিংবা অনুমতি নেওয়ার গরজও অনুভব করেনি, স্রেফ একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল জেমির সামনে। আয়েশী ভঙ্গিতে, পিঠ টানটান করে বসেছে। মুখ তুলে সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল, স্মিত হেসে বলল: 'অযথাই অনেক ছোটাছুটি করলে।'

'অযথা হবে কেন? আমার তো মনে হয় নতুন কিছু শিখতে ভ্রমণের কোন বিকল্প নেই। অনেক জায়গা ঘুরে দেখলাম।'

বিরক্তি ফুটল গ্লিন শেকেডের চাহনিতে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। 'অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছ? তোমার বাবা যদি তোমার গুরু হয়ে থাকে, তা হলে বলব সে মোটেই ভাল কিছু...'

'মি. শেকেড,' নিস্পৃহ, কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল জেমি। 'আমার বাবা এসবের বাইরে থাক। ফের যদি ওকে নিয়ে

খারাপ কিছু বলেছ তো তোমার পেটটা বুলেটে ভরে দেব!'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সুবেশী মানুষটি, বিশ্বাস করতে পারছে না ঠিকমতো গোঁফ না-ওঠা এক তরুণ তাকে এমন স্পষ্ট ভাবে, মুখের উপর হুমকি দিচ্ছে। 'তুমি?' নির্জলা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল শেকেডের কণ্ঠে। 'বোকার মতো কথা বোলো না, বয়। তোমার জন্মের আগে থেকেই পিস্তল ব্যবহার করি আমি।'

'হয়তো,' শীতল স্বরে বলল ও। 'কিন্তু আমি তোমার মরণের পরও পিস্তল ব্যবহার করব।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন। শেকেডের চোখে স্পষ্ট আক্রোশ, কিন্তু জেমি আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছে। মানুষটা ওকে আগ্রহী করে তুলেছে। বাজিয়ে দেখতে উন্মুখ ছিল ও, বেশ আনন্দ পাচ্ছে শেকেডের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ও ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখে। তবে স্বস্তিও বোধ করছে কোটের ল্যাপেল সরানো বলে, ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখা একটা পিস্তলের বাঁট বেরিয়ে আছে। ওটা ঠিকই দেখতে পেয়েছে শেকেড এবং মারমুখী হয়ে ওঠা থেকে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে।

দৃশ্যত, দু'জনের মধ্যে জেমিই সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

'বোকামি কোরো না, বয়,' মৃদু স্বরে বলল শেকেড, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'এখনও কাঁচা তুমি। একেবারে অনভিজ্ঞ বলা চলে।'

'আমি কাঁচা হতে পারি···কিন্তু পিস্তল দুটোর একটাও কাঁচা বা অকেজো নয়।'

আবারও ধৈর্য হারাল শেকেড। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল জেমির দিকে, কিন্তু পাল্টা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ও। ছাড় দেওয়ার কী আছে একে?

শেষে শ্রাগ করল সে। 'এত অস্থির হয়ে আছ! আমার তো

মনে হয় না বেশিদিন বাঁচবে। কখনও বোধহয় বুড়ো হতে পারবে না। আত্মবিশ্বাসও তোমার অতিরিক্ত।'

'হয়তো সঙ্গত কারণেই অস্থির হয়ে আছি। কখনও কি সেটা মনে হয়নি তোমার? পিস্তলে ভাল ছিল আমার বাবার হাত। বেশ ভাল বলতে হবে। খুনি লোকটা তা জানত এবং বাবার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস হয়নি বলেই সে পিছন থেকে গুলি করেছে। সে যেই হোক, একসময় ধরা পড়বেই এবং এও জানবে যে পিস্তলে বাবার চেয়ে কোন অংশে কম নই আমি, বরং বাবার মতে ওর দেখা সবচেয়ে ক্ষিপ্র ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদীদের একজন আমি।'

জবাবে কিছু বলা হলো না শেকেডের। কফি আর কাপ নিয়ে এসেছে ক্রিস্টিনা। মিনিট খানেক পর ফিরে গিয়ে রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে এল।

'তোমাকেও কি...' শেকেডের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। 'জানতে চাইছি তোমার কিছু লাগবে কি-না?'

'লাগবে, ডিয়ার,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'তরুণ এ বন্ধুর সঙ্গে যোগ দিচ্ছি আমি।'

লোকটার মনে আদৌ কী আছে, বোঝা গেল না। অন্তত এখন আর সুযোগ নেই। খোলসের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ক্রিস্টিনার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিপাট ভদ্রলোক বনে গেছে! তবে জেমির কাছে মনে হচ্ছে ওকে দেখে বোধহয় স্বস্তিই বোধ করেছে শেকেড। কিন্তু এটাও একটা ধাঁধা, কারণ আদপে ওকে মোটেই পছন্দ করে না সে, কারণটা যদিও ওর জানা নেই। কিন্তু...সম্ভবত নিজ হাতে ওকে খুন করবে–এমন সুযোগ আবার পাবে বলে সন্তুষ্ট ও আশাবাদী হতে পারছে।

'তোমার বাবা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার মানুষ ছিল?' মন্তব্যের সুরে বলল সে, প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছে। 'দু'জনে বোধহয় অনেক

ঘুরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'সবসময়ই কি তোমরা দু'জনেই ছিলে? বন্ধু-বান্ধব ছিল না?'

'এখানে-সেখানে দু'একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছে, তবে বিশেষ কিছু নয়।'

'তোমার আসলে স্কুলে যাওয়া উচিত ছিল,' সামান্য বিরতি দিল সে কফিতে চুমুক দেওয়ার সময়, তারপর হঠাৎ প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল, তবে একেবারে নিস্পৃহ স্বরে, যেন সময় কাটানোর জন্যে আলাপ করছে, নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নেই 'বলেছ বহু জায়গায় কাটিয়েছ। কোথাও দীর্ঘ সময়ের জন্যে থাকোনি তোমরা?'

জবাব দিল না জেমি।

ব্যাপারটায় ত্যক্ত মনে হলো তাকে। ধৈর্য হারাচ্ছে। দ্রুত। এ ব্যাপারটা গ্লিন শেকেডের মতো আত্মবিশ্বাস, সাবধানী ও চতুর লোকের পক্ষে মানায় না। কিন্তু একইসঙ্গে অহঙ্কারী ও দাম্ভিক সে; নিজে একচেটিয়া দাপট দেখাতে অভ্যস্ত। অন্যদের সহজে আমল দেয় না, জেমির মতো অশিক্ষিত তরুণকে তো নয়ই। সম্ভবত এ কারণেই ধৈর্য হারাচ্ছে বারবার।

'বলছিলাম...সর্বক্ষণ নিশ্চয়ই বাবার সঙ্গে ছিলে না?' ব্যাখ্যায় গেল সে। 'কখনও কি এমন হয়নি যে তোমার বাবাকে যেতে হবে কোথাও, তাই তোমাকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে রেখে গেছে? তখন কিন্তু চাইলে স্কুলে যেতে পারতে।'

জেমির ঘোর সন্দেহ বিশেষ কিছু তথ্যের আশায় ওকে খুঁচিয়ে চলেছে সে—জানতে চাইছে ট্রেভালিয়নদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল কি-না, যার কাছে ছেলেকে রেখে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল জন। এভাবে আসলে জানতে চাইছে কারও কাছে কিছু রেখে গেছে কি-না। 'নিজের সঙ্গে আমাকে রাখতে পছন্দ করত বাবা,

নিশ্চিন্ত বোধ করত,' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল ও, ভাব দেখাল যেন কিছুই বোঝেনি। 'সম্ভবত অন্য কারও উপর ভরসা ছিল না ওর।'

তবে ভুল সূত্র দিয়ে শেকেডকে অন্য দিকে পরিচালিত করবার মওকা ছাড়া ঠিক হবে না ভেবে একটু পর বলল: 'একেবারে যে বন্ধুহীন ছিলাম, তা নয়, এখানে-সেখানে কয়েকজন বেশ অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে আমাদের। তবে বাবা সহজে কারও সঙ্গে মিশতে চাইত না।

'যেমন ধরো, টেরি ক্রুজ। ভালমানুষ। বাবার সঙ্গে চমৎকার ছিল সম্পর্ক। মেক্সিকোর ওদিকে কোথায় যেন ফ্যাণ্ডাঙ্গো হচ্ছিল···সীমান্তে অনুষ্ঠানটা এত আকর্ষণীয় ও আগ্রহের বিষয় ছিল যে কেউ কেউ তাতে যোগ দেওয়ার জন্যে জেল ভেঙেও পালাত। মেক্সিকোয় বেশ কিছু বন্ধু ছিল বাবার এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের কয়েকজনকে ফ্যাণ্ডাঙ্গোতে যোগ দিতে সাহায্যও করেছিল। আর এদিকের লোকজন সীমান্ত পেরিয়ে ঠিকই মেক্সিকোয় চলে যেত। অনুষ্ঠান শেষে আবার ফিরে আসত আমেরিকার ভূখণ্ডে।'

'টেরি ক্রুজ? যদ্দূর জানি ও তো এক অফিসার।'

'হ্যাঁ, টেক্সাস রেঞ্জার। এল পাসোয় খুবই প্রভাব আছে ওর। কিছুদিন এল পাসোয় ছিলাম আমরা। বাবা এক স্টেজ কোম্পানির চাকুরি নিয়েছিল, সেই সূত্রে প্রথম পরিচয় হয়েছিল মি. ক্রুজের সঙ্গে।'

নীরবে খেয়ে চলল ওরা। মিনিট কয়েক পর শেকেডকে আরও আগ্রহী করে তুলতে পরের সুতোটা ছাড়ল জেমি। 'বাবা কিন্তু খুব কম মানুষকে বিশ্বাস করত। হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে মি. ক্রুজ একজন।'

প্রসঙ্গটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে অনিচ্ছুক, এমন সুরে বলে গেল জেমি: 'আমার ধারণা বাফেলো প্লেইনসে বাবার সঙ্গে ওর

প্রথম দেখা হয়। কিংবা অ্যামারিলোতে। বাফেলোর চামড়ায় তৈরি শহরটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় বাবা নিজে বলেছিল আমাকে। মি. শেকেড, শুনতে অদ্ভুত লাগছে না? মোষের চামড়ায় আবার বাড়ি হয় কী করে? সত্যি হয়। শুকিয়ে গেলে মোষের চামড়া লোহার মতোই শক্ত হয়ে যায়। শুধু বাড়িই নয়, মোষের চামড়া দিয়ে স্টোর বা দোকান-পাটও তৈরি করেছিল লোকজন।'

ওদের দিকে নজর রাখছে ক্রিস্টিনা। এখন অবশ্য মেয়েটিকে নিয়েও শঙ্কিত জেমি। যত যাই হোক, এখানেই রয়েছে ক্রিস্টিনা; এবং গ্লিন শেকেডও উপস্থিত। মুখে মধু লোকটার। মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। তা ছাড়া, শেকেড আগাগোড়া ভদ্রলোক এবং অবস্থাপন্ন। এক দেখায় যে-কোন মেয়ের পছন্দ হয়ে যাবে, এমনকী বয়সের ব্যাপারটাও গুরুত্ব দেবে না। আর্থিক সঙ্গতি বেশিরভাগ সময় বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জেমির মতো একজন ভবঘুরে কোন মেয়েকে কীই-বা দিতে পারবে? অন্তত ক্রিস্টিনা বা ওর চাচীর কাছে তাই মনে হবে। মনে মনে নিশ্চয়ই ওরা ভাবছেও বছরের এ সময়ে কেন এখানে পড়ে আছে সে, যদি ক্রিস্টিনার প্রতি আগ্রহীই না হবে? জেমির কারণেই এখানে এসেছে বা আটকে আছে, ভুল করেও ধারণাটা কারও মাথায় আসবে না।

স্রেফ ক্রিস্টিনার সঙ্গে দেখা করতে ফিরে এসেছে জেমি, কিন্তু এ মুহূর্তে মেয়েটির ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছে। মানবিক কিংবা আবেগঘটিত কোন ব্যাপার ছিল না–হৃদয়ের গভীরে হাতড়ে এর কারণ উদ্ঘাটন করল জেমি–আগাগোড়া নিঃসঙ্গ মানুষ ও, এমনকী বাবা বেঁচে থাকবার সময়ও তাই ছিল। ক্রিস্টিনাকে প্রথম দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েছিল, মেয়েটির সঙ্গ উপভোগ করেছে, অন্য কাউকে কখনও যা বলেনি–নিজের আদ্যোপান্ত খুলে বলেছে; বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করেছে মেয়েটিকে। কিন্তু এখন আর ততটা

নিশ্চিত নয়।

কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই কফিপট নিতে এল ক্রিস্টিনা। রান্নাঘর থেকে গরম কফি এনে দেবে। 'তোমাকে তো ব্যস্ত মনে হচ্ছে না,' মেয়েটিকে বলল শেকেড। 'আমাদের সঙ্গে এসে বসো! আমার মনে হয় তোমার সঙ্গ জেমির মতো আমিও খুব উপভোগ করব।'

'ইয়ে···আমি···' আমতা আমতা করছে ক্রিস্টিনা, চোখের তারায় অস্বস্তি, তাকিয়ে আছে জেমির দিকে।

'বসো,' বলল জেমি।

বোধহয় ওর কণ্ঠে যথেষ্ট জোর ছিল না, কিংবা ধরতে পারল না ক্রিস্টিনা, কারণ ওর উদ্দেশে ভুরু নাচাল মেয়েটি। শেষে মৃদু স্বরে বলল, 'বেশ, আমি না হয় গরম কফি নিয়ে আসছি। মাত্রই তৈরি হয়েছে।'

ক্রিস্টিনা চলে যেতে ওর দিকে ফিরল শেকেড, হাসছে মিটিমিটি। 'সুন্দরী মেয়ে। আশা করছি ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে তুমি কিছু মনে করবে না?'

'মোটেই না।'

কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে অস্থির হয়ে পড়েছে জেমি, এতটাই যে ক্রিস্টিনা একই টেবিলে বসবে জেনেও স্বস্তি পাচ্ছে না। একা হতে চাইছে ও, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাবতে বসবে। পরিকল্পনা করবে। ইতিকর্তব্য স্থির করবে। আর যাই হোক গ্লিন শেকেডকে এখানে আশা করেনি। যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে লোকটাকে দেখে। তা হলে পশ্চিমমুখী ট্রেইলে ওকে অনুসরণ করেছিল কে? ক্লিফের বাড়ির উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছিল কে? আয়েশ করে এখানে বসেছিল গ্লিন শেকেড আর তার ভাড়াটেরা ওকে ধাওয়া করে বেড়িয়েছে?

নিজেকে আস্ত বেকুব মনে হচ্ছে ওর। প্রতি পদক্ষেপে ওকে টেক্কা দিয়েছে শেকেড, সব আগাম অনুমান করতে সক্ষম হয়েছে।

সেক্ষেত্রে, অবশ্যম্ভাবী ও মহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে: ও জর্জটাউনের উদ্দেশে যাত্রা করলে কী ঘটত?

নির্ঘাত অনুসরণ করত শেকেড। কোনভাবে সে অনুমান করে নিয়েছে নিজের অতীতের কিছু সূত্র ছেলের জন্যে পুবের কোন শহরে বা জায়গায় রেখে গেছে জন ট্রেভালিয়ন। সেক্ষেত্রে, জেমির দেওয়া টেরি ক্রুজের কথা কি সে বিশ্বাস করেছে? ক্রুজ অবশ্য কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়, বরং এল পাসোর আশপাশে বহু রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তার নাম-ডাক। নামটা শেকেডের কাছেও পরিচিত।

গরম কফি নিয়ে এল ক্রিস্টিনা। একটা চেয়ার দখল করল।

দু'জনকে বিস্মিত করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্লিন শেকেড। 'আলাপ করো তোমরা,' বলল সে। 'সন্দেহ নেই বলবার মতো অনেক কিছু আছে তোমাদের! বিশেষ করে পশ্চিমের ট্রিপের কথা বলতে পারবে জেমি···একেবারে হুট করে চলে গেলেও নিশ্চয়ই ভাল কেটেছে ওর সময়টা? জেমি, ক্রিস্টিনাকে নিশ্চয়ই তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলবে?'

শেকেড চলে যাওয়ার পর নীরবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, কেউ নীরবতা ভাঙছে না। ক্রিস্টিনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে অসন্তুষ্ট ও বিব্রত, শেকেড হুট করে চলে যাবে ভাবতে পারেনি।

'আসলে কি খুব ভাল কেটেছে ট্রিপটা?' শেষে জানতে চাইল ক্রিস্টিনা। 'কী কী ঘটল, বলো তো?'

শ্রাগ করল জেমি। 'উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। যেমন হওয়া উচিত ছিল–বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা সয়েছি। আর ঘোড়ার পিঠে ছিলাম দীর্ঘ

সময়। এখান থেকে কেউ আমাকে অনুসরণ করেছিল এবং বেশ কয়েকটা গুলিও করেছিল।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ক্রিস্টিনার চাহনি, মুখ গম্ভীর। 'গুলি করেছে তোমাকে? কেন?'

'আমার মনে হয় সেই লোক দুটো, যাওয়ার আগে হঠাৎ যারা এসেছিল এখানে।'

'তুমি কে, জেমি?' হঠাৎ জানতে চাইল ক্রিস্টিনা। 'আসল পরিচয়টা জানতে চাইছি। ব্যক্তিগত বিষয়ে তেমন কিছু বলোনি তুমি।'

'তোমার আগ্রহ আছে বলে মনে হয়নি, তাই বলিনি।'

'নিশ্চয়ই আছে! বলেছ তোমার বাবা খুন হয়েছে। সেজন্যে আমি দুঃখিত, জেমি। সন্দেহ নেই এটা তোমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। কোথায় ওকে গোর দিলে, বাড়িতে মরদেহ পাঠিয়ে দিয়েছ?'

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল জেমি। 'বাড়ি বলতে কিছু নেই আমাদের। যখন যেখানে ছিলাম, তাই আমাদের বাড়ি ছিল। যেখানে মারা গেছে, সেখানেই কবর দেওয়া হয়েছে বাবাকে। সন্দেহ নেই একই পরিণতি আমার ভাগ্যেও ঘটবে।'

'গ্লি···মানে মি. শেকেডের নাকি ক্যারোলিনায় একটা খামার আছে। ওখানে অবশ্য খামারকে প্ল্যান্টেশন বলা হয়। বলল দারুণ সুন্দর জায়গা! নদীর তীরে একরের পর একর জমি, সব নানা জাতের ফসলে ভরা। এক পাহাড়ের কোলে ছবির মতো সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ি। দারুণ না?'

'মি. শেকেড খুব ভাগ্যবান মানুষ।'

'মি. শেকেডের অনুমান তোমার বাবার জন্ম নিশ্চয়ই বড় ও অভিজাত কোন পরিবারে। ঝামেলার আগে বোধহয় সেখানেই

বড় হয়েছে।'

'কীসের ঝামেলা?'

'আমি···ঠিক জানি না। ভেবেছি···বলতে চাইছি, মি. শেকেড বলল পশ্চিমে আসা বেশিরভাগ মানুষ পিছনে ঝামেলা ফেলে আসে। কোথাও টিকতে না পারলেই চলে আসে এখানে।'

'একই কারণে কি তোমরাও পশ্চিমে এসেছ?' জানতে চাইল জেমি, প্রশ্নটা চাঁছাছোলা হয়ে যায়, কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ক্রিস্টিনা। 'নিশ্চয়ই না! আর এভাবে না-জেনে কারও পরিবার সম্পর্কে মনগড়া কিছু বলতে পারো না···'

'এইমাত্র তুমি আমার সম্পর্কে তাই করেছ।'

ফের অসন্তুষ্ট চাহনিতে জেমিকে দেখল ক্রিস্টিনা, কিছুটা হলেও রেগে গেছে। 'তুমি নিজেই আমাকে বলেছ নানা জায়গায় ঘোরাফেরার মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছ প্রায় সারা জীবন, বলতে গেলে কোথাও থামোনি তোমরা। আর ক'দিন আগে তোমার বাবা খুন হলো, কেউ তাকে গুলি করেছে। নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ ছিল? এমনিতে তো কেউ কাউকে খুন করে না!'

'কী বলতে চাইছ তুমি, বলো তো?' পুরো রেস্তোরাঁয় এখন আর কেউ নেই, শুধু ওরাই রয়েছে। খাওয়ার পাট চুকিয়ে চলে গেছে খদ্দেররা। ভিতরে ভিতরে বেশ খেপে গেছে জেমি, ক্রিস্টিনা টাইলারের উপর ক্ষুব্ধ।

'নিশ্চয়ই কারও কোন মস্ত অপকার করেছে কখনও। মানুষ তো শুধু শুধু খুন হয় না, বরং সুনির্দিষ্ট কারণ থাকেই! প্রতিশোধ হতে পারে, কিংবা অপকর্মের শাস্তিও বলা যেতে পারে।'

'কিংবা ধরো ওর কাছ থেকে কিছু পেতে বা দখল করতে খুন করেছে,' তৃতীয় সম্ভাবনা বাতলে দিল জেমি, নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে, নিস্পৃহ মুখে তাকিয়ে আছে ক্রিস্টিনার দিকে।

'তুমি নিজেই আমাকে বলেছ মি. ট্রেভালিয়নের কোন টাকা বা সম্পদ খোয়া যায়নি।'

তখনই কিছু বলল না জেমি। এতদিন যে রহস্যের কিনারা করতে পারছিল না, সামান্য ধারণা বা আঁচও করতে পারেনি, ঠিক সেটাই ঘটে গেছে এইমাত্র–ওর বাবার খুনের মোটিভ অনুমান করতে পেরেছে। হ্যাঁ, এটাই সম্ভাব্য কারণ। সম্ভাব্য না-বলে বরং নিরেট সত্যও বলা যেতে পারে, যদিও জেমি প্রমাণ করতে পারবে না। আপাতত।

সঙ্গত কারণে খুন হয়েছে জন ট্রেভালিয়ন। পোকারে জিতে নেওয়া বিস্তর টাকার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে বা ব্যক্তিগত ঘৃণার হয়তো আংশিক ভূমিকা ছিল, কিন্তু সবটা নয়। বরং এর বাইরেও কিছু ছিল। জনের কাছে এমন কিছু ছিল যা খুনির কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু, জনের মৃত্যুর কারণে সেটা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে তার বা তাদের জন্যে। খুনের সময় বা পরপরই জনের কোন মালপত্র বা টাকা-পয়সা খোয়া যায়নি, অন্তত জেমির জানা নেই; সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় খুন হওয়ার সময় জনের সঙ্গে ছিল এমন কিছু খুনির টার্গেট ছিল না, বরং তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটার মালিক ছিল জন, অথচ জিনিসটা তার সঙ্গে ছিল না। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য জিনিসটা হতে পারে সম্পত্তি।

সম্পত্তি? জমি? ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে জেমির মাথায়। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ভিতরে ভিতরে। অবচেতন মন বলছে মিছে অনুমান করেনি, বরং সত্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

এমন কোন সম্পত্তি ছিল বাবার, যা পেতে চেয়েছে খুনি। আর খুনি তো একজনই। গ্লিন শেকেডের যদি ক্যারোলিনায় একটা বড় প্ল্যান্টেশন থেকেই থাকে, কীসের আশায় সুদূর পশ্চিমে এসে খুন

করতে হবে জন ট্রেভালিয়নকে? জনের কি এরচেয়েও দামি কোন সম্পত্তি ছিল?

পরিবার সম্পর্কে ধারণা নেই জেমির, শুধু এটুকু বুঝতে পারছে শেকেডের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এমন যদি হয় সেই প্ল্যান্টেশনটা আসলে দুই পরিবার–অর্থাৎ শেকেড এবং ট্রেভালিয়নদের, তা হলে একা পুরো সম্পত্তির ভোগদখল করতে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে জনকে খুন করে থাকে শেকেড? তারপরই হয়তো জেমির অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছে সে?

সবই অনুমান। বাস্তবের সঙ্গে বিরাট ফারাক থাকতে পারে। কিন্তু জেমির বাবার সঙ্গে শেকেডের চেহারা বা আচরণের মিল অস্বীকার করা যাবে না। শেকেডকে বাবা বলে ভুলই করে বসেছিল ও। সব বাদ দিলেও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কেন এখানে এসেছে গ্লিন শেকেড, কিংবা কেন দিনের পর দিন পড়ে আছে অখ্যাত এক শহরে? তার মতো অভিজাত মানুষ এমন হতচ্ছাড়া জায়গায় এমনিতে থাকবার কথা নয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই।

'নগদ লাভের আশায় বা বাবার সঙ্গে ছিল এমন কিছুর লক্ষ্য নিয়ে খুন করেনি খুনি,' বলল জেমি। 'বরং কোন স্থাবর সম্পত্তি দখল করতে বাবাকে খুন করা হয়েছে, অথচ জিনিসটা ওর সঙ্গে ছিল না, কিন্তু বাবার বৈধ মালিকানা ছিল। যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে...তা হলে সেই সম্পত্তির মালিক এখন আমি, সেটা যাই হোক।'

'তোমার বাবার যদি তেমন মূল্যবান কোন সম্পত্তি ছিলই,' তর্ক করল ক্রিস্টিনা। 'তা হলে কেন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ না-করে ঘুরে বেড়াবে পুরো পশ্চিমে? উঠতি বয়সের ছেলেকে নিয়ে এভাবে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে নেই, বরং ছেলের

ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে ওর বোধহয় অনেক বেশি কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার কথা ছিল।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকল। ক্রিস্টিনাকে একেবারে ভিন্ন মেয়ে মনে হচ্ছে জেমির, আগের সেই আন্তরিকতা নেই এখন। কিংবা ওর বুঝতে ভুল হতে পারে। হয়তো আদপে তাই ছিল মেয়েটি, ও খেয়াল করেনি; অথবা গ্লিন শেকেডের প্রভাবে বেশ বদলে গেছে। তবে পরিবর্তনটা চোখে পড়বার মতো। বেশ দৃষ্টিকটুও বটে।

'তোমার জায়গায় থাকলে এবং যদি সত্যি মূল্যবান সম্পত্তির মালিক হতাম, তা হলে খুঁজে বের করতাম সেটা এবং উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতাম। যদি সত্যিই মি. ট্রেভালিয়ন কোন দামি সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই কোথাও কোন তথ্য বা রেকর্ড রেখে গেছে।'

'বাবার হয়তো আমাকে বলবার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার আগে খুন হয়ে যায়।'

'তোমাকে নিশ্চয়ই *কিছু একটা* বলে গেছে, অন্তত কিছু আভাস দিয়েছেন। চেষ্টা করলে হয়তো মনে করতে পারবে।'

কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাতের তাপমাত্রাও এতক্ষণে বেশ নেমে গেছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল জেমি। 'কাল দেখা হবে,' বলল ও।

ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যত হলো ক্রিস্টিনা, তারপর ফিরে তাকাল। 'জেমি? তুমি বোধহয় আমার উপর রাগ করেছ।'

'তা হবে কেন! কেন রাগ করব? রাগ করবার মতো কিছু তুমি তো করোনি।'

'মি. শেকেড তোমাকে খুব পছন্দ করে। সত্যি করে! সেদিন বলছিল সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ তোমার পাওয়া উচিত। আমার তো

মনে হয় তুমি যদি ঠিক ঠিক মনে করতে পারো, তোমাকে সাহায্য করতে পারবে সে।'

'ঠিক ঠিক *কী* মনে করতে হবে?'

'ইয়ে···মি. শেকেড বলল তোমার বাবা হয়তো অভিজাত বা উঁচু বংশে জন্মেছে। কোথাও কোন সূত্র বা রেকর্ড রেখে গেছে। সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। তা যদি পাও, নিজের জন্যে কিছু একটা করা হবে তোমার। মি. শেকেড একরকম নিশ্চিত যে তুমি সেটা জানো, হয়তো ঠিক মনে করতে পারছ না কিংবা ভাবছই না যে তোমার জানা আছে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই বলে গেছে।'

অন্তত এ অংশটা সত্যি। গ্লিন শেকেড চাইছে জেমি সেই তথ্য বা রেকর্ড খুঁজে বের করুক। হয়তো আশঙ্কা করছে ওর কিছু হয়ে গেলে রেকর্ডগুলো বেহাত হয়ে যাবে, বা এমন কারও হাতে গিয়ে পড়বে যে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না; কিংবা জেমির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এমনিতে উপস্থাপন করা হবে, যার ফলে শেকেডের কোন স্বার্থহানি ঘটে যাবে। ওর বাবা হয়তো তেমন নির্দেশনা দিয়ে গেছে–শুধু জেমির হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর জেমির যদি কিছু হয়, তা হলে উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সবই অনুমান। বাস্তবে যে কী ঘটেছে, বলা মুশকিল। তবে গ্লিন শেকেডের ধারণা ছেলের জন্যে মূল্যবান *কিছু একটা* রেখে গেছে জন ট্রেভালিয়ন–খুবই নিরাপদ ও বিশ্বস্ত কারও কাছে–সে নিজে সেটা হাতাতে পারছে না বা তেমন উপায়ও নেই, হয়তো শুধু জেমিই নিতে পারবে–এমন ব্যবস্থা জনের পক্ষে করে যাওয়াই স্বাভাবিক।

জেমিকে সে প্ররোচিত করতে চাইছে, এমনকী ক্রিস্টিনাকে দিয়েও চেষ্টা চালাচ্ছে–যেন সেটা খুঁজে বের করে। তা হলে সেটা

হাতিয়ে নিতে সুবিধা হয় শেকেডের, নিজে যেহেতু হাতাতে পারবে না বা জানেও না ঠিক কার কাছে আছে? জেমি সেই রেডর্ক উদ্ধার করবার পর সুযোগ বুঝে কেড়ে নেবে?

সহসা কোল্টের কথা মনে পড়ল জেমির। পরস্পরকে ভাই মনে করত ওরা, যদিও আদৌ রক্তের সম্পর্ক নেই। জেমির যখন চার বছর, কীভাবে যেন কোল্টকে পায় জন ট্রেভালিয়ন। অনাথ ছেলেটিকে নিজের ছেলের মতোই বড় করে তোলে। কোল্ট জেমির চেয়ে ছয় বছর বড় হবে। তবে বেশিদিন ওদের সঙ্গে ছিল না কোল্ট। ষোলয় পা পড়তে নিজের পথে চলে গেছে সে।

কোল্ট যেহেতু বড়, হয়তো কিছু জানতেও পারে। তবে কোল্ট এ মুহূর্তে কোথায় আছে জানা নেই জেমির। শেষ যা শুনেছিল, ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে গেছে সে।

কোল্ট ওর আসল নাম নয়, বরং পিস্তলে ঈর্ষণীয় দক্ষতার কারণে এ নামকরণ। শুধু পিস্তলই নয়, ধাতব যে কোন অস্ত্রে ওর হাত দারুণ। যেমন ক্ষিপ্র, তেমনি নিখুঁত লক্ষ্যভেদী। ধীর-স্থির। কখনোই তাড়াহুড়ো করে না, কিন্তু ওদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল কোন কিছু না-বলেই।

মিসৌরির ঘটনা সেটা। বাবা তখন খুব অসুস্থ। জেমির ধারণা নিউমোনিয়া হয়েছিল। বেশ খারাপ অবস্থা। তখনকার দিনে নিউমোনিয়া ছিল ঘাতক ব্যাধির একটা। এক মহিলা বাবার শুশ্রূষা করেছিল। মহিলার নাম ডেরোরাহ্ ড্যানিয়েলস।

কোল্ট আর জেমি মিলে যতটা সম্ভব বাবার যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করেছে। জেমির তখন দশ চলছিল, আর কোল্ট ষোলো ছাড়িয়ে গেছে। তখনই হঠাৎ শহরে এল দু'জন লোক।

পরিষ্কার মনে আছে ওর। দু'জনেই ছিল বেশ লম্বা। রুক্ষ চেহারা, বেদান মুখ...অন্তত যখন তাদের দেখেছিল জেমি, মুখে

হাসি ছিল না। গায়ে ছিল কালো কোট। একই ধরনের ফ্রককোট মৃত্যুর সময়ে জেমির বাবার গায়ে ছিল, কিংবা গ্লিন শেকেডও এ ধরনের কোট পরে। সম্ভবত স্থানীয় কোন রীতি এটা–পুবের বা দক্ষিণের মানুষের, যেখানে তাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা বা বাসস্থান। পশ্চিমে অবশ্য এ ধরনের কোট প্রায় অপ্রচলিত; সাধারণত জুয়াড়ি বা আইনজ্ঞরা ব্যবহার করে, আর পরে ডাক্তাররা।

শহরে ঢুকেই লোক দুটো বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। লিভারি স্টেবলের লোকটা তাদের জানিয়েছিল এমন কাউকে চেনে না; বাবার সঙ্গে ভাল সম্পর্কের কারণে ইচ্ছে করে মিথ্যে বলেছিল সে, কিংবা হয়তো বুঝে গিয়েছিল ট্রেভালিয়নদের অনিষ্ট করতে এসেছে এরা। জেমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং প্রায় বলেই ফেলেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে হসল্যারের মুখে কী দেখে যে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, বলতে পারবে না।

স্টেবল থেকে চুপিসারে সটকে পড়ে জেমি। জানত কোল্টকে কোথায় পাওয়া যাবে এবং সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। ভাইকে জানাল ঘটনা। চুপচাপ শুনে গেল কোল্ট, জিজ্ঞেস করল লোক দুটো কোথায়। জানবার পর শুধু বলল সে-মুহূর্তে ওদের বাসায় চলে যাওয়া উচিত।

দ্রুত বাড়ি ফিরে এল ওরা, রুগ্ন বাবার কাছে। ভিতরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত পর বেরিয়ে এল কোল্ট, ওর কোমরে তখন পিস্তল শোভা পাচ্ছে। খাটো যে-কোন অস্ত্রে দারুণ ছিল ওর হাত, কিন্তু বাবা শহরে পিস্তল বহন করতে নিষেধ করায় সে কখনও সঙ্গে রাখত না, শুধু ট্রেইলে চলাফেরার সময় পিস্তল ঝোলাত।

কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিল বালক জেমি।

'চিন্তা কোরো না, ভাই,' মৃদু হেসে ওকে আশ্বস্ত করল কোল্ট। 'কথাটা আমারও মনে আছে। কিন্তু আজ বাবা কিছু মনে

করবে না, বুঝবে যে দরকার আছে এটার। শোনো, জেমি, ওই লোক দুটোকে আসতে দেখলেই কিন্তু আমাকে জানাবে, তারপর চট করে ঢুকে পড়বে বাড়ির ভিতর। ঠিক আছে? এখানে কী হচ্ছে দেখতে গিয়ে দেরি কোরো না।'

মিসৌরি তখন ছোট্ট এক শহর। ছোট শহরে যা হয়, কারও হাঁড়ির খবর গোপন থাকে না। কেউ না কেউ মুখ খুলবেই, এবং তাই হলো। দুই ভাই তখন পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে, কোল্টের হাতে কফির কাপ, মাত্রই তুলে দিয়েছে জেমি। জরুরি এ মুহূর্তে ভিতরে ঢুকে কফি তৈরি করা অসম্ভব, পোর্চ ছেড়ে কোথাও যেতে নারাজ কোল্ট, তাই জেমিকে কফি দিতে অনুরোধ করেছিল। আর তখনই এল লোক দুটো।

গলি ধরে তাদের আসতে দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল জেমি। 'ওই যে, এরাই!' ফিসফিস করে জানাল ভাইকে।

'বেশ,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল কোল্ট, অস্থিরতা দূরে থাক, সামান্য অস্বস্তিও দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'এবার চট করে ঢুকে পড়ো। একেবারে ভিতরের রূমে থেকো। ঝামেলা হবে এখানে।'

'ঝামেলা হবে কেন?'

'বাবাকে মারতে এসেছে ওরা, জেমি। ওদের থামাতে হবে।'

ছেলেবেলা থেকে জেমিকে শিখানো হয়েছে বড়রা নির্দেশ দিলে তর্ক করা যাবে না, বরং সেটা তামিল করতে হবে। তাই করল ও। ভিতরে, একেবারে বাবার কামরায় গিয়ে ঢুকল। জন তখন শুয়ে আছে। পাণ্ডুর দেখাচ্ছে মুখটা, স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। জনের শিয়রের পাশে রাখা হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল তুলে নিল জেমি।

শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল জনের, চোখ মেলে তাকাল।

'কী হয়েছে, বাছা?' ক্লান্ত, রুগ্ন স্বরে জানতে চাইল। 'কোন

সমস্যা?'

'এমন কিছু হয়নি যে আমরা সামলাতে পারব না,' বলে আর দেরি করল না জেমি, দ্রুত পায়ে বাইরের ঘরের জানালায় এসে দাঁড়াল। জানালা তখন খোলা, পাশ থেকে আঙিনায় দাঁড়ানো লোক দুটোকে দেখতে পেল পরিষ্কার।

আঙিনা থেকে দশ হাত দূরে থেমেছে ওরা। বাড়িটা দেখল প্রথমে, তারপর কোল্টকে হিসাবী চাহনিতে মাপল। পোর্চের দিকে পা বাড়াল এবার।

'কারও খোঁজে এসেছ?' জানতে চাইল কোল্ট।

'তোমার জেনে কাজ নেই, বাছা। সামনে থেকে সরে যাও।'

উঠে দাঁড়াল কোল্ট। 'যে ক'পা এগিয়েছ, পিছিয়ে যাও,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'আজ কোন অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পারব না আমরা। ভিতরে একজন অসুস্থ মানুষ আছে।'

'ও-নিয়ে চিন্তা কোরো না, বাছা,' অপেক্ষাকৃত তাগড়াদেহী লোকটা বলল, হাসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ভেংচি কাটল যেন! 'অসুস্থ আর থাকবে না সে। মোক্ষম দাওয়াই নিয়ে এসেছি। আমরা দু'জনেই ডাক্তার।'

'ডাক্তার একজন আছে আমাদের, আর কাউকে লাগবে না,' চাঁছাছোলা স্বরে জানিয়ে দিল কোল্ট, কণ্ঠ অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে। 'এখন পর্যন্ত কাউকে খুন করিনি আমি, মিস্টার, কিন্তু তোমরা জোরাজুরি করলে একসঙ্গে দুটো আঁচড় কাটব পিস্তলের গায়ে।'

এতক্ষণ পাত্তাই দিচ্ছিল না কোল্টকে, কিন্তু এবার মনোযোগ দিয়ে দেখল ওকে। বাধ্য হয়েছে। সরু চোখে মাপল দুই কালো কোট। ভেবেছিল গোবেচারা এক তরুণ, নাক টিপলে হয়তো দুধ বেরোবে; কিন্তু এখন···এমনিতে কথার ছুরি চালাচ্ছে, নাক টিপলে

হয়তো পিস্তলের গুলি বেরোবে···গুরুত্ব না-দিয়ে পারা যায়?

হঠাৎ দুই আগন্তুকের ভাবভঙ্গি বদলে গেল।

'তুমি তা হলে কাউকে খুন করোনি, বয়?' বলল প্রথম জন, কণ্ঠে শীতল নির্লিপ্ততা। 'কিন্তু আমরা করেছি। দু'জনেই এ কাজে পাকা। যখন যাকে ধরেছি, শেষ করেছি। এবং এক-দু'জন নয়, অন্তত এক গণ্ডা লাশ কবরে পাঠিয়েছি। সামনে থেকে যদি এখনই সরে না-যাও, তা হলে আরও একটা লাশ ফেলে যাব!'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল কোল্ট। দুই আগন্তুকের জন্যে ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল, মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল দু'জনেই; ভয়ালদর্শন বিশালদেহী লোকের হুমকি শুনে কোন তরুণ এভাবে হেসে উঠবে, তাও দু'জনের বিরুদ্ধে যখন সে একা–আশা করেনি ওরা। কোল্টের হাসিও উচ্চস্বরের, এমনকী পাশের বাড়ি থেকেও শোনা যাবে। চমক সামলে নিল যখন, ততক্ষণে হোলস্টারে চলে গেছে কোল্টের হাত।

লোক দুটো যথেষ্ট সেয়ানে। তারাও দেরি করল না, কিন্তু মুহূর্তের ভগ্নাংশ আগে পিস্তল বের করে ফেলেছে কোল্ট, এবং সেই ব্যবধানটুকু যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হলো। কোল্ট শুধু ক্ষিপ্রই নয়, বরং নিখুঁত নিশানায় গুলিও করতে সক্ষম; এমনকী দু'জনের বিরুদ্ধে একজন, এমন প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও।

চোখের পলক ফেলবার আগেই বিশালদেহীর শরীরে দুটো বুলেট গাঁথল কোল্ট, তারপর পিস্তলের নল সামান্য সরিয়ে দ্বিতীয় লোকটাকে গুলি করল। সে তখন পিস্তল হোলস্টারমুক্ত পিস্তলের হ্যামার টেনেছে। গুলির ধাক্কায় টলে উঠল লোকটা, কিন্তু ট্রিগার টেনে দিয়েছে। কোল্টের জামার আস্তিন ফুটো করে চলে গেল তপ্ত সীসা। আর গুলি করবার সুযোগ পেল না সে, টলায়মান দেহ ভূপতিত হলো কোল্টের দ্বিতীয় গুলি তার কপালে বিঁধতে।

দৌড়ে পোর্চে চলে এল জেমি। ঘুরে দাঁড়াল কোল্ট।

'তুমি গুলি খেয়েছ!' আঁতকে ওঠে বলল জেমি।

'আরে নাহ্! পাশ দিয়ে চলে গেছে গুলিটা। তবে চিন্তার কথা হচ্ছে এখানে আর থাকা হচ্ছে না। এমনিতে আমাকে পছন্দ করে না এখানকার মার্শাল। ব্যাটা এখন আদাজল খেয়ে আমার পিছনে লেগে যাবে। আমি চলে যাচ্ছি, জেমি! বাবাকে বোলো। ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে, আমি জানি। ওর চেয়ে ভাল ও যোগ্য মানুষ জীবনে দেখিনি।'

ঘুরে পোর্চ থেকে নেমে গেল কোল্ট, তারপর রাস্তার উদ্দেশে পা বাড়াল। তখনই বিশালদেহী লোকটা এক কনুইয়ে ভর রেখে উঠে গেল, উপুড় হয়ে শুয়ে পিস্তল বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। কোল্টের পিঠে গুলি করবে। পোর্চ থেকে দৃশ্যটা দেখতে পেল জেমি এবং একটুও দ্বিধা করল না। সাত গজ দূর থেকে পিস্তলের ট্রিগার টানল ও। একেবারে সময়মতো, কারণ বিশালদেহীও গুলি করেছিল, কিন্তু তার আগ মুহূর্তে জেমির গুলি শরীরে বিদ্ধ হওয়ায় নিশানা টলে গেছে তার, কোল্টকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে গুলি। মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। আর উঠতে পারবে না।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল কোল্ট, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। পলকের চাহনিতে দেখে নিল সে পরিস্থিতি, তারপর মৃদু হাসল। 'ধন্যবাদ, জেমি...ধন্যবাদ।'

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই উধাও হয়ে গেল কোল্ট।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেক লোকের সমাগম হয়ে গেল জেমিদের বাড়িতে। মূল শহর থেকে একটু দূরে বাড়িটা, কিন্তু গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে শহর থেকে বহু লোক চলে এসেছে। আর সবার আগে রয়েছে টাউন মার্শাল।

'এই!' যথারীতি হাঁক ছাড়ল সে। 'এখানে হয়েছে কী, অ্যাঁ?'

'এই লোক দুটো বাবাকে খুন করবার হুমকি দিয়েছিল,' বলল জেমি। 'অথচ বাবা অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।' জনের অসুস্থতার খবর অবশ্য সারা শহরেই জানা হয়ে গেছে ততদিনে। এমনিতে শহরে লোকজন কম, তায় অসুস্থতা, বিয়ে বা যে-কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। 'জোর করে ওরা বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল। আমার ভাই ওদের বাধা দিয়েছে।'

'একেবারে উচিত শিক্ষা দিয়েছে ব্যাটাদের!' ভিড় থেকে কে যেন বলল। 'অসুস্থ একজন লোককে খুন করতে এসেছে! মনে দয়া-মায়া বলতে কিছু আছে এদের?'

আরও কী কী যেন বলল লোকজন, সব শুনতে পায়নি জেমি, কিংবা মনেও নেই। তবে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। মার্শালও বুঝতে পারল জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ফায়দা হবে না, অন্য যে-কারও আগেই পরিস্থিতি ধরতে পেরেছে সে।

'কেউ চেনো নাকি এদের?' জানতে চাইল মার্শাল।

হ্যাঁ-সূচক জবাব পাওয়া গেল না।

'তুমি তো কিছু বলছ না, বয়? চেনো নাকি এদের? অচেনা দু'জন লোক কেন তোমার বাবাকে খুন করতে চাইবে?'

'উঁহুঁ, চিনি না কিংবা জানিও না কেন বাবাকে খুন করতে চায় ওরা। জীবনেও এদের কাউকে দেখিনি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই বাবাকে ঘৃণা করত ওরা, নইলে কেন নিউমোনিয়ায় অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী একজন মানুষকে গুলি করতে যাবে? তবে এটাও বুঝতে পারছি বাবাকে অনেক দূর থেকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছে ওরা।'

'উচিত সাজা হয়েছে!' আবারও মন্তব্য করল একজন।

জেমির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মার্শালের। 'তোমার বাবা কি সত্যিই অসুস্থ?'

'আমার কথায় বিশ্বাস না-হলে ডাক্তার গোল্ডকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। সেই তো চিকিৎসা করছে।'

লাশ দুটো পরীক্ষা করল মার্শাল। সময় নিয়ে, উল্টে-পাল্টে দেখল। একজনের গায়ে সাদা ভেস্ট, হৃৎপিণ্ডের সামান্য নীচে দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে–সাদা জমিনে যেন ফুটে উঠেছে লাল জোড়া গোলাপ! আর কপালে রয়েছে লাল টিপ। অন্যজনের গায়ে দুটো বুলেট ঢুকেছে, মাথায় তৃতীয়টা। ওটা জেমির সৌজন্যে, তবে দাবি করতে গেল না।

'একসঙ্গে দু'জনকে শেষ করেছে,' চিন্তিত স্বরে বলল মার্শাল। 'ভাবতেই পারিনি তোমার ভাই এত ফাস্ট! তিনটা করে বুলেট খরচ করেছে একেকজনের জন্যে, চাট্টিখানি কথা নয়।'

'পিস্তলে ওর হাত বেশ ভাল,' বলল জেমি। 'সম্ভবত বাবার কাছাকাছি হবে।'

মার্শালের তত্ত্বাবধানে লাশ দুটো সরিয়ে নিয়ে গেল লোকজন এবং ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। জেমির বাবা ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল এবং কিছুদিন পর মিসৌরি ছেড়ে চলে গেল ওরা। কিন্তু কোল্টের অভাব ঠিকই বোধ করল।

শূন্য রেস্তোরাঁয়, শুধু ক্রিস্টিনা রয়েছে জেমির সঙ্গে, প্রায় অর্ধ-যুগ আগের ঘটনাটা দু'জন মানুষের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, যাদের কাছে ওর বাবার রেখে যাওয়া তথ্য থাকতে পারে। কোল্ট একজন, অন্যজন ডেবোরাহ্ ড্যানিয়েলস। জনের অসুস্থতার সময় শুশ্রূষা করেছিল মহিলা, স্বভাবতই জন তাকে কিছু বলে থাকতে পারে।

বৃদ্ধা এতদিন বেঁচে আছে কি-না সেটাই প্রশ্ন।

আর সেই লোক দুটো···মিসৌরির লোকজন হয়তো তাদের পকেট বা মালপত্র হাতড়ে কোন তথ্য জানতে পেরেছে এবং তার রেকর্ড থাকতে পারে, অন্তত পরিচয় জানা খুব স্বাভাবিক।

খোঁজ নিয়ে দেখতে অসুবিধা কী! ভাবল জেমি, এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এখানে আর না-থাকাই সমীচীন হবে।

'কী করবে তুমি?' ক্রিস্টিনা আশাহতের চাহনিতে দেখছে ওকে। 'আবার যাত্রা করবে?'

'তাই ভাল হবে। মনে হচ্ছে পছন্দের মানুষটি পেয়ে গেছ তুমি।'

আরক্ত হলো মেয়েটির মুখ। 'ও আমার পছন্দের মানুষ নয়! কিন্তু তোমার চেয়ে ঢের ভাল বলতে পারি। সে জানে একজন লেডির সঙ্গে কী আচরণ করা উচিত। আর অযথাও সে পুরো দেশ চষে বেড়ায় না!'

'দেখবে আমি চলে যাওয়ার পর ও কতক্ষণ থাকে এখানে!'

'আচ্ছা!' অসন্তোষ ক্রিস্টিনার চোখে। 'নিজেকে তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবো তা হলে? ভাবছ তুমি চলে যাওয়ার পর পিছন পিছন ছুটে গিয়েছিল সে? মোটেই না! এ শহর থেকে কোথাও যায়নি সে।'

'কিন্তু অন্য কেউ আমার পিছু নিয়েছিল। টাকা খরচ করে যদি নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, কেন অযথা ছোটাছুটি করবে? তবে এবার কিন্তু পুব দিকে যাচ্ছি আমি।'

'পুব কেন, আকাশের দিকে ছুটলেও সে কোথাও যাবে না! অন্তত তুমি যেদিকে যাও!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ক্রিস্টিনার কণ্ঠ, প্রায় অধৈর্য শোনাচ্ছে। 'বরং আমাকে বলেছে বরফ গলে গেলে এখানে মাইনিং শুরু করবে মি. শেকেড।'

'ভালই হবে তা হলে,' মৃদু হাসল জেমি। 'এবার বিদায় নিই!'

বেরিয়ে এল ও। পোর্চে রাখা মালপত্র নিয়ে স্টেবলে চলে এল। হোটেলের আরামদায়ক বিছানা এখন আর আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না, এমনকী ঠাণ্ডায় কষ্ট হবে জেনেও। বরং খড়ের গাদাকে এ মুহূর্তে অনেক বেশি স্বস্তিকর মনে হচ্ছে। ঈশ্বর জানেন, এর চেয়ে বহু নিকৃষ্ট জায়গায় কত যে ঘুমিয়েছে!

দশ

ভোরের আলো ফুটবার এক ঘণ্টা আগেই স্টেবল ছাড়ল জেমি ট্রেভালিয়ন। রাতে ভাল ঘুমিয়েছে বললে মিথ্যাচার হবে। শরীরে যে ক্লান্তি ছিল, তাতে বেঘোরে ঘুমানোর কথা, কিন্তু আদপে তা হয়নি। কেবলই ক্রিস্টিনার কথা ভেবেছে। মানতেই পারছিল না এভাবে বদলে যেতে পারে মেয়েটি। দু'এক রাতের ব্যবধানে ক্রিস্টিনার অন্য রূপ দেখে ফেলল!

বোকামি ও নিজেই করেছে। স্বল্প পরিচিত কারও কাছে কিছু আশা করা যেমন বোকামি, আর ক্রিস্টিনার মতো মেয়েদের কাছে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব চাওয়া রীতিমতো অপরাধের শামিল। জেমির মতো অশিক্ষিত, উড়নচণ্ডী ও ফুটো পয়সার মালিকের প্রতি আগ্রহ বোধ করবে না এটাই স্বাভাবিক, যেখানে শেকেডের মতো সুদর্শন, ধনী, অভিজাত এবং নিপাট এক ভদ্রলোক রয়েছে।

কোন তরুণ বা যুবক যখন কোন মেয়েকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে, সাধারণত বিশেষ কেউ তার মনের গভীরে জায়গা করে

নেয়। অথচ গত আট-নয় মাসের মধ্যে সিলভারটনের রেস্তোরাঁয় দেখা মেয়েটি আর রিকোয় ক্রিস্টিনা ছাড়া কাউকে দেখেইনি জেমি। প্রথম দেখায় ক্রিস্টিনা ওর মনে দাগ কেটেছিল, বেশ আন্তরিক মনে হয়েছিল।

রোয়ানের পিঠে ট্রেইলে নেমে পড়ল ও। খেয়াল করেছে পাহাড়ে বরফ গলতে শুরু করেছে, কঙ্কালসদৃশ পত্রহীন গাছে নতুন কুঁড়ি ফুটছে। তবে বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, বিশেষ করে ভোর হওয়ায় বেশ ভোগাচ্ছে।

শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করল ও, কিন্তু মাইল কয়েক এসে স্কচ ক্রীকের দিকে চলে যাওয়া ক্ষীণ এক পাহাড়ি ট্রেইল ধরল। ক্রমে বন্ধুর ও উঁচু জমির দিকে যাচ্ছে, পথ চলতে কষ্ট হবে জেনেও, কিন্তু প্রাচীন ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরল ঘণ্টা খানেক পর এবং এক রীজের কিনারা পেরিয়ে হোটেল ড্রু-র কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

জেমি অনুমান করেছে পুবে যেতে হলে কিছু টাকা খরচ হবে। যদিও পশ্চিমে যেতে তেমন কোন খরচ হয়নি, একইভাবে পুবেও যেতে পারত, কিন্তু কখন কী দরকার হয় আগাম বলা মুশকিল। তাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হলেও ঈগল ভ্যালির ওপাশের কেবিনে যেতে হবে ওকে, লুকিয়ে রাখা টাকা সংগ্রহ করবে।

পাহাড়ে জমে থাকা বরফ বা তুষার নিয়ে চিন্তা করছে না। যা নমুনা দেখেছে, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা চলে উঁচু পাসগুলো ছাড়া আর কোথাও বরফ থাকবে না। ইতোমধ্যে ঘাস গজিয়ে উঠছে, ফুল ফুটতে শুরু করেছে; তবে বাতাসে এখনও বরফের শীতলতা রয়ে গেছে। পাহাড়ের দক্ষিণ-মুখো ঢালে খটখটে রোদ, সবুজ গাছগুলোকে এখন আর রুগ্ন বা জীর্ণ দেখাচ্ছে না–বেশিরভাগই স্প্রুস–বরং বসন্তের আগমন ঘোষণা করছে। বুনো ফুলের কুঁড়িরা

উঁকিঝুঁকি মারছে।

পাহাড়ের উপর যে-কোন ফুলই অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী হয়। নতুন কুঁড়ি গজায়, পূর্ণ যৌবনা ফুল হয় এবং তারপর বীজ তৈরি করে। পরের শীত আসবার আগেই বীজ থেকে চারাও গজিয়ে ওঠে, নইলে সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

রোদের আঁচ স্বস্তি বুলাচ্ছে শরীরে।

পুরানো কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছল জেমি, দেখল ওটা উধাও হয়ে গেছে। নিচু ঢাল ধরে উঠছে ও, চূড়ার কাছে যাওয়ার আগেই কেবিনটা বরাবর দেখতে পেত। কিন্তু আজ চোখে পড়ছে না! ঢাল হয়ে চূড়ায় উঠে এল ও, এবার কেবিনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। কয়েকটা খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে কোনরকমে, কিন্তু কেবিনের মূল অংশ পুড়ে গেছে।

বুকে কষ্ট অনুভব করল। কত আনন্দ-বেদনায় এ কেবিনে সময় কেটেছে! আশপাশের চিহ্ন দেখে অনুমান করা কষ্টকর নয় যে জজ ও তার দলবল কুকর্মটা করেছে। বিপদের সময় ঠিকই রাত কাটিয়েছে, কিন্তু চলে যাওয়ার সময় পুড়িয়ে দিয়ে গেছে কেবিনটা; অথচ বহু বিপদাপন্ন ও দুর্ভোগে পড়া লোক এখানে আশ্রয় নিতে পারত। জেমি যাতে ঘুরে এসে আশ্রয় নিতে না-পারে, শুধু সেজন্য এমন অবিবেচক ও নিষ্ঠুর হওয়া লাগবে?

কেবিনের কাছে গেল না জেমি, বরং পাহাড়ি গর্তের দিকে এগোল। অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, যেহেতু অনেক দূরে যেতে হবে। পুড়ে যাওয়া কেবিন দেখেই বা কী হবে? সবার আগে সিলভারটনে যেতে হবে, যেখানে খুন হয়েছে ওর বাবা। কিছু খোঁজখবর করে জর্জটাউনের উদ্দেশে ছুটবে। জর্জটাউনে যাওয়াই ওর মূল উদ্দেশ্য, তবে সিলভারটনে গেলে বাড়তি পথ পাড়ি দিতে হবে না, বরং পথেই পড়বে ওটা; তাই একবার ঢুঁ মেরে গেলে

এমন কোন ক্ষতি হবে না।

পাথুরে ঢিবির আড়াল থেকে কড়া শব্দ করছে একটা হুইস্কি-জ্যাক, আশায় আছে ক্যাম্প করবে জেমি। ঘোড়সওয়ার থামল না দেখেও নিরাশ হলো না, বরং পিছু নিল। জ্যাকব'স ল্যাডার গাছে নতুন কুঁড়ি ফুটেছে, ধারে-কাছে কিছু ওয়াণ্ড লিলি ও অ্যালামরুটও চোখে পড়ল।

উদ্দিষ্ট গর্তটা খুঁজে পেয়ে সময় নিয়ে চারপাশ নিরীখ করল ও, তারপর গর্তে হাত ঢুকিয়ে টাকা ভরা ব্যাগটা তুলে আনল। এখন পর্যন্ত গোনেনি, গুনবার ইচ্ছেও নেই। থলেটা স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে চটজলদি এলাকা ত্যাগ করল।

অসংখ্য বোল্ডার ও উপড়ে পড়া স্ল্যাবের ফাঁকফোকর দিয়ে চলে যাওয়া ক্ষীণ একটা ট্রেইল ধরল। বছরের পর বছর ধরে এখানে পড়ে আছে ওগুলো; তুষার, বরফ, বাতাস আর রোদে ক্ষয়ে ক্ষয়ে তীক্ষ্ণ পাথুরে কিনারা ক্রমে মসৃণ হয়ে এসেছে। বোল্ডারের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস জন্মেছে, কিন্তু স্বয়ং বোল্ডারের উপর খর্বাকৃতির কলম্বাইন জন্মেছে, এখন ওগুলোয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীল ফুলও ফুটেছে। একেকটা ফুলের আকার বড়জোর ওর বুড়ো আঙুলের নখের সমান।

আশপাশে শিস দিয়ে যাচ্ছে মার্মটের দল, ঘোড়া বা আরোহী কাউকেই তেমন আমল দিচ্ছে না। সাধারণত শিস দিয়ে পালিয়ে যায় এরা, কিন্তু আজ ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত জেমির পক্ষ থেকে আতিথেয়তার কথা স্মরণে আছে ওদের–প্রায়ই রুটির দানা পাথরের উপর ছড়িয়ে রাখত জেমি। আজ শিস দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছে না, বরং পাথরের উপর বসে ঠায় অপেক্ষায় রয়েছে। কিংবা কে জানে, এটাই হয়তো ওদের বিদায় জানানোর রীতি! যেহেতু ফের এখানে আসবার কোন পরিকল্পনা নেই জেমির।

পাহাড় থেকে নেমে এলেই বুড়ো লোগানের করালের শুরু। ট্রেইল পেরিয়ে আসবার সময় তাকে কোথাও দেখতে পেল না জেমি। সিলভারটনে ঢুকল ও। সন্ধ্যা হবো হবো তখন, সূর্য ডুবে গেছে। একটু দূরে খনির কিছু কিছু পোর্টে আলো জ্বলে উঠেছে। শহরের রাস্তায় আলোর কমতি নেই, আলোকিত হয়ে উঠেছে বেশিরভাগ সেলুন ও রেস্তোরাঁগুলো।

রোয়ানের মতো জেমি নিজেও ক্লান্ত, কিন্তু আগে ঘোড়ার যত্ন নেওয়া উচিত। বরাবরই তাই করে। সরাসরি স্টেবলে ঢুকল। বুড়ো টেড জিমারকে পেয়ে গেল। জেমিকে বেশ ভাল করেই চেনে সে। আরও বেশি চেনে রোয়ানটাকে।

'হাউডি, সান!' খুশি খুশি গলায় শুভেচ্ছা জানাল সে। 'অনেক দিন পর এলে।'

'হাউডি! কেউ আমার খোঁজ করেছিল, টেড?'

'না বোধহয়, অমন কিছু আমার কানে আসেনি। জজ কী এক ধান্ধা পেয়েছিল যেন, দলবল নিয়ে শহর ছেড়ে গেল। আমার তো মনে হলো তোমাকে ধাওয়া করেছে ওরা।'

কিছু জিজ্ঞেস করল না বুড়ো, জেমিও আগ বাড়িয়ে বলতে গেল না। যার যার মাথা ব্যথা নিয়ে তার তার থাকা উচিত। 'ওর দিকে খেয়াল রেখো, এড। কিছু ওট দিয়ো। ভাল খাবার আর লম্বা বিশ্রাম পাওনা হয়েছে ওর।'

'তাই হবে, সান,' এক টুলে বসে আছে বুড়ো জিমার, মুখ নির্বিকার। জেমিকে নিজ হাতে রোয়ানের স্যাডল-ব্রিডল খুলতে দেখল। স্যাডলব্যাগ দুটো ভারী মনে হচ্ছে না? একটু যেন ঝুঁকে পড়েছে ছেলেটা। কৌতূহল হলেও হজম করে ফেলল সে। ব্যাগে যাই থাক, তাতে ওর কী?

'টেড, তুমি তো আমার বাবাকে চিনতে?'

'হ্যাঁ। ভাল মানুষ ছিল। আসলে ওর মতো ভাল লোক খুব কমই দেখেছি, যদিও আদপে ও জুয়াড়ি ছিল না। শেষ রাতটা ছাড়া।'

'বাবা আমার জন্যে জুয়া খেলছিল। সবসময়ই চেয়েছে যদি বেশ কিছু টাকা জেতা যায়, তা হলে অন্য কোথাও গিয়ে আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবে, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। অল্প সময়ে টাকা কামানোর ওই একটামাত্র উপায় জানা ছিল ওর। অথচ বাবার আসল উদ্দেশ্য একেবারে শেষ মুহূর্তে ছাড়া বুঝতে পারিনি আমি, ভেবেছি শুধু নেশার জন্যে জুয়া খেলছে সে।'

'মাইনিং করলেও পারত,' মন্তব্য করল বুড়ো। 'সৎভাবে, অল্প সময়ে কিছু টাকা কামানোর আরেকটা উপায় ওটা।'

'উঁহুঁ, অত সময় ছিল না ওর হাতে,' জানাল জেমি। 'বাবা জানত কিছু লোক ওর পিছনে লেগেছে, যেখানেই যাক ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবে।' কথাটা বলতে বলতে ব্যাপারটা উঁকি দিল ওর মাথায়। 'আচ্ছা, টেড, বাবার মতো দেখতে কাউকে এখানে দেখেছ কখনও? বেশ লম্বা, বাবার মতোই কালো কোট পরনে?'

'দেখেছি।'

'ঠিক সময়টা বলতে পারবে, কখন দেখেছ?'

'তোমার বাবা যেদিন মারা যায়, সেদিনই এসেছিল সে এবং ওই রাতেই শহর ছেড়ে চলে যায়। দারুণ একটা ঘোড়া ওর, এত ভাল ঘোড়া খুব কম দেখা যায়।'

'ধন্যবাদ, টেড।'

'সেই তা হলে কুকর্মটা করেছে?'

'এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে। যদ্দূর বুঝতে পারছি ওর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে আমাদের। পাহাড়ের ওপাশে, রিকো শহরে লোকটার সঙ্গে দেখাও হয়েছে আমার,' ইশারায় দক্ষিণ দিক

দেখাল জেমি। 'সে হয়তো আবার আসবে। আমার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পারে।'

'কী বলব তাকে?'

'সাফ জানিয়ে দেবে, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি,' মৃদু স্বরে বলল জেমি। 'আমার স্থির বিশ্বাস কোন একদিন মুখোমুখি হব আমরা, তবে এখনই নয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে হাতে। ওগুলো সেরে ফেলবার পর লোকটার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাব।'

'সাবধানে থেকো, বয়। পশ্চিমে নতুন হতে পারে সে, কিন্তু ওর ধাত ঠিকই বুঝেছি। শক্ত মানুষ। সম্ভবত খুব নিষ্ঠুরও।'

'টেড? বাবা কি কখনও ব্যক্তিগত বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করেছে? কী জানো, লোকজন সম্পর্কে এখানকার যে-কারও চেয়ে বেশি জানো তুমি, হয়তো কিছু শুনে থাকবে। বাবা বা ওর পরিবার সম্পর্কে জানতে হবে আমার–জানতে হবে কোথায় ওর জন্ম, কোথায় বড় হয়েছে বা কারা ওর আত্মীয়।' বুটের আগা দিয়ে মাটিতে টোকা দিল জেমি। 'দুঃখের ব্যাপার কী জানো, নিজের সত্যিকার পরিচয় আমার জানা নেই। জানি না কোথায় বা কার ঘরে জন্মেছি, মানে বংশ পরিচয়ের কথা বলছি। ট্রেভালিয়ন নামটা আসল কি-না, তাও সন্দেহ হচ্ছে আমার। এও জানি না ওই লোক কেন বাবাকে খুন করেছে কিংবা কেন আমাকেও খুন করতে চাইছে।'

'তোমার বাবা কথা বলত কম, সান, কিন্তু আগাগোড়া ভাল মানুষ ছিল। যে-কোন বিচারে ওকে ভদ্রলোক বলতেই হবে। চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি ভাল পরিবার থেকে এসেছে। দক্ষিণের লোক, যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, ক্যালিফোর্নিয়া বা জর্জিয়ার হতে পারে। ওর উচ্চারণ শুনে অনুমান করেছি, যদিও সেটা প্রায় ধরা

যায় না বললেই চলে। দক্ষিণের সব লোকের মধ্যে যেমন থাকে, চাপা আভিজাত্য বা অহঙ্কার ঠিকই ওর মধ্যে দেখেছি। গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণের বিরুদ্ধে লড়েছি আমি, কিন্তু নির্দ্বিধায় স্বীকার করি ওদের বেশিরভাগই ভাল মানুষ। ইউনিয়নকে ভাগ করতে চাওয়া ছিল ওদের একমাত্র ভুল, নইলে যে-কোন বিচারে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল মানুষ ওরা। তোমার বাবাও তাই।'

'ধন্যবাদ, টেড,' স্বস্তিতে বুক ভরে গেছে জেমির, চোখে জল এসে গেলেও সেটা বহু কষ্টে চেপে রেখেছে। বাবা সম্পর্কে ভাল কিছু শুনতে কোন্ ছেলের ভাল না লাগবে? 'এবার যাই, হ্যাঁ? পেটে কিছু একটা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। সকালে দেখা হবে।'

'তুমি বরং আগে শোওয়ার জায়গাটা নিশ্চিত করে নাও, বাছা, কারণ প্রচুর অচেনা লোক এসেছে শহরে। আগে খেয়ে হোটেলে গিয়ে হয়তো দেখবে কোন কামরা খালি নেই। কয়েকদিন ধরে খনিতে বেশ আকরিক উঠছে, হাজার মাইল দূর থেকে সেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছে রাজ্যের সব লোকজন! আরও আসছে। দু'দিন পর দেখবে শহরটা তিন-চারগুণ বড় হয়ে গেছে, আর আশপাশে ক্লেইম করবার মতো কোন জায়গাই নেই!'

'ঘোড়াটা তৈরি রেখো, কেমন? শহরে যদি গোলাগুলি শুনতে পাও, সঙ্গে সঙ্গে রেডি করে ফেলো, আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থেকো না।'

'বেশ,' বেল্টটা টেনে-টুনে প্রমাণ সাইজের ভুঁড়ির উপর বসাল বুড়ো জিমার, তারপর আগ্রহী চোখে তাকাল জেমির দিকে, থোক্ করে থুথু ফেলল। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, বয়, চট করে কাউকে বিশ্বাস করে বোসো না। আর ...ঝামেলা থেকে একশো হাত দূরে থেকো।'

হোটেলে গিয়ে একটা কামরা ভাড়া নিল জেমি, ভিতরে নিজস্ব

মালপত্র রেখে বন টন রেস্তোরাঁয় চলে গেল।

ন্যান্সি স্টেন্টসন নেই, তবে ভুঁড়িঅলা বিশালদেহী লোকটা আছে। চর্বিবহুল হলেও লোকটা শক্তিশালী, মোটা মোটা বাহুতে অসংখ্য লোম। সারাক্ষণ জামার আস্তিন গুটিয়ে রাখে। শুধু অর্ডার করা খাবারই পরিবেশন করল সে, জেমির সন্ধ্যাটা রঙিন করতে পারেনি লোকটা।

তবে খাবার ভাল। এত সুস্বাদু খাবার কম জায়গায় পাওয়া যায়।

খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল জেমি, ব্লেয়ার স্ট্রিটের দিকে এগোল। দুই ব্লক জুড়ে এখানে জমজমাট আয়োজন করা হয়েছে; বত্রিশটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—যেখানে মনোরঞ্জনের জন্যে যা খুশি পাওয়া যায়—খাবার, ড্রিঙ্ক, জুয়া বা মেয়ে। বেশ কয়েকটা স্থান পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত—নিনা'স কর্নার, ডায়মণ্ড-টার্মেন'স প্যালেস, সেয হেন, মিকাডো, মারিসা'স পার্লার। প্রায় সব ধরনের জুয়ার আয়োজন রয়েছে এখানে।

এক বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জেমি। পকেট ভরা টাকা ওর, এত টাকা রাস্তার কারও কাছে পাওয়া যাবে না বোধহয়। হোটেলে রেখে আসবার চেয়ে বরং সঙ্গে রাখাই বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়েছে ওর।

সামনে এত প্রলোভন, কিন্তু আগ্রহ বোধ করছে না জেমি। ঠেকে শিখেছে ক্ষণিকের আবেগের বশে টাকা নষ্ট করা যাবে না। ওকে দেখে অবশ্য কারও ঘুণাক্ষরেও মনে হবে না সঙ্গে অনেক টাকা আছে, বিশেষ করে যেহেতু ভবঘুরের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিঃসঙ্গ বোধ করছে জেমি। ইচ্ছে করছে কারও সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে। সুখ-দুঃখের গল্প। এদিক-ওদিক ঢুঁ মারল বিশ

মিনিট, অন্য ব্লকে পৌঁছাল হেঁটে হেঁটে। নির্জন রাস্তা, সব তৃষ্ণার্ত মানুষ এখন সেলুন, ড্যান্স-হল বা পার্লারে অবসর কাটাচ্ছে; কিছু ভবঘুরে অবশ্য প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পোর্চ বা বাড়ির কোণে ঠাঁই নিয়েছে, হাতে সস্তা হুইস্কির বোতল।

উল্টো ঘুরে হোটেলের দিকে যাত্রা করবে, তখনই রেস্তোরাঁর সেই মেয়েটিকে দেখতে পেল জেমি। দ্রুত রাস্তা পেরোচ্ছে, হাতে দুটো বড়সড় প্যাকেট।

'ম্যা'ম?' ডাকল জেমি।

থামা দূরে থাক, সাড়াই দিল না মেয়েটা। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্ভবত ভয় পাচ্ছে। ওকে মাতাল বা ধান্ধাবাজ ভবঘুরে ভাবলে দোষ দেওয়া যাবে না।

পা চালিয়ে মেয়েটির সামনে চলে গেল জেমি। 'আমাকে চিনতে পারছ, ম্যা'ম? রেস্তোরাঁয় কয়েকবার কথা হয়েছিল। দাও তো, প্যাকেট দুটো দাও আমাকে। বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

'তাই?' সন্দিগ্ধ দেখাল মেয়েটিকে, দ্বিধা করছে। তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে দৃষ্টি। জেমি মাথা থেকে হ্যাট সরাতে এবার চিনতে পারল। 'ওহ্, চিনেছি এবার! তুমি সেই ছেলে, যার বাবা খুন হয়েছিল!'

'ঠিক ধরেছ। আর তুমি হচ্ছ সেই মেয়ে যে আমাকে প্রথম সতর্ক করে দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। ভয় হচ্ছিল তোমার না আবার কোন ক্ষতি হয়।' এখন দাঁড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা, জেমির দিকে তাকিয়ে। 'জজ মিলসের কী হলো, কিছু জানো?'

'শেষ যখন দেখেছি ওকে, এড টিমবর্ট আর গ্রেগ কিনিয়ার ছাড়াও একজন লোক ছিল সঙ্গে। তারপর অবশ্য বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে।'

'আমি ভয় পাচ্ছিলাম ওরা হয়তো তোমাকে পেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ। এবার এগুলো আমাকে দাও তো।' মেয়েটির হাত থেকে প্যাকেট দুটো নিয়ে নিল জেমি, পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। 'তুমি পথ দেখাও।'

'তোমার বাবাকে চিনতাম। খুব ভাল মানুষ। কখনও ওকে চড়া স্বরে কথা বলতে, বিরক্ত বা অধৈর্য হতে দেখিনি।'

'সবসময়ই তাই ছিল সে। তবে বেঁচে থাকতে আমি বুঝিনি আদপে কতটা ভাল মানুষ ছিল।' অকপটে স্বীকার করল জেমি, কণ্ঠে সামান্য অনুতাপ ঝরে পড়ল। 'তুমি কি জানো ওকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে? সেদিন পরিস্থিতি এমন ছিল যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত ছিল না, যত দ্রুত সম্ভব শহর ছেড়ে গেছি...'

'দু'একদিন যদি থাকো, আমি না হয় দেখিয়ে দেব।'

'উঁহুঁ, সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। জরুরি কাজে পুবে যেতে হবে। তবে কাজ শেষ করেই ফিরে আসব। যদি সম্ভব হয়, বাবার কবরে কিছু ফুল দিতে পারবে? আর একটা মার্কার।'

'কাঠের একটা ক্রসে নাম লিখে গাঁড়া হয়েছে ওর শিয়রে। আমরা তো মনে করেছি তুমি জানো।'

'কীভাবে জানব?'

'তুমি নিজেই তো নোট রেখে গেছ যাতে একটা ক্রসে নাম লিখে রাখা হয়।'

হতভম্ব হয়ে পড়ল জেমি, তবে দ্রুতই সামলে নিল। ঘটনা কী? 'আমি কোন নোট রেখে যাইনি, ম্যা'ম।'

'কিন্তু একটা নোট পাওয়া গেছে। পোস্ট অফিসে এসেছিল নোটটা, উপরে লেখা ছিল: সিলভারটন কর্তৃপক্ষ। উপযুক্ত সৎকার করবার জন্যে যথেষ্ট নগদ টাকাও ছিল খামের ভিতরে। নাম সহ ক্রস এবং মার্কারের অনুরোধ করা হয়েছিল নোটে। আমরা ধরে

নিয়েছি তুমিই পাঠিয়েছ।'

গ্লিন শেকেড না হয়ে যায় না! হারামি একটা! শিকারকে পিছন থেকে গুলি করেছে, তারপর উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করেছে। নিজস্ব দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছে, এবং আত্মীয় হিসাবে শিকারের প্রতি শেষ কর্তব্যও পালন করেছে। এমন হঠকারিতা বা আত্মম্ভরী আচরণ শুধু শেকেডকেই মানায়।

'এটা কার কাজ···বোধহয় বুঝতে পেরেছি। জানি আমি। যাক্‌গে, আমার হয়ে বাবার কবরে কিছু ফুল দেওয়ার ব্যবস্থা করবে তুমি, ম্যা'ম? তা হলে আত্মা শান্তি পাবে ওর। শুনেছি আমাদের বাড়ির আঙিনায় নাকি লরেল আর ডগউডের বাগান ছিল···যদিও জানি না ওটা কোথায়।'

'সম্ভবত দক্ষিণের কোন শহর হবে, শুনে অন্তত তাই মনে হচ্ছে আমার।'

শহরতলীতে চলে এসেছে ওরা। এক কেবিনের সামনে পৌঁছে থামল মেয়েটি। কেবিনের সামনে পিকেট ফেন্স। জানালায় আলো জ্বলছে। ইতস্তত করল মেয়েটা, তারপর বলল: 'এমনিতে মা-র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু এখন বোধহয় সেটা ঠিক হবে না···'

'এগুলো ভিতরে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব আমি,' বলল জেমি।

মেয়েটি দরজা খুলল। ভিতরে ঢুকল ও। কয়লার এক স্টোভে রান্না চড়ানো হয়েছে। কোণের টেবিলের উপর কয়লার তেলের লণ্ঠন। পাশে চেয়ারে বসে কী যেন সেলাই করছে এক মহিলা। কিছুটা শীর্ণদেহী হলেও বেশ আকর্ষণীয়া, মুখে মমতার কমতি নেই। তবে জেমিকে মেয়ের সঙ্গে দেখে বিস্মিত হলো।

ঝটিতি হাতের কাঁটা আর কাপড় নামিয়ে রাখল মহিলা, অস্ফুট স্বরে বলল: 'আমি তো···'

'স্রেফ প্যাকেট দুটো বয়ে নিয়ে এসেছি, ম্যা'ম,' দ্রুত বলল জেমি, চায় না কেউ বিব্রত হোক। 'আমি এখনই চলে যাচ্ছি।'

পাশের কামরায় কী যেন গড়িয়ে পড়ল, সম্ভবত কারও বুটের ধাক্কায়; পরপরই মাঝখানের দরজায় উদয় হলো বিশালদেহী এক লোক। অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরনে। মুখে দাড়ির জঙ্গল। দেখতে মোটেই ভাল লাগছে না। চেহারা বা চাহনি–কোনটাই সুবিধার দেখাচ্ছে না। গায়ে শার্ট নেই, আণ্ডারশার্টের উপর দুই সাসপেণ্ডার ঝুলছে। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, এতক্ষণ ঝিমাচ্ছিল না ঘুম থেকে উঠে গেছে–বলা মুশকিল। কিংবা খানিকটা নেশাগ্রস্তও হতে পারে।

'তুমি আবার কোন্ চাঁদ?' রুক্ষ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

'জেমি ট্রেভালিয়ন,' অনুত্তেজিত স্বরে বলল ও। 'রাস্তায় দেখি ভারী প্যাকেট দুটো বয়ে আনতে কষ্ট হচ্ছে তোমার মেয়ের, তাই ওকে সাহায্য...'

'বেরিয়ে যাও!' গর্জে উঠল লোকটা। 'যীশুর কসম, মাতাল কোন ভবঘুরের চেহারা এখানে দেখতে চাই না আমি! বেরোও এখুনি!'

প্যাকেট দুটো টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল জেমি, নিষ্ক্রান্ত হওয়ার তাড়া বোধ করছে না। যেভাবে বলা হয়েছে, পছন্দ হয়নি ওর। নিষ্পলক ও ঠাণ্ডা চাহনিতে দেখল লোকটাকে, শান্ত স্বরে বলল: 'ভবঘুরে বা মাতাল, কোনটাই নই আমি, মিস্টার।'

'তুমি কী, তাতে কী যায়-আসে আমার? ব্যাটা বের হ এখান থেকে, নইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব! আর একটা কথাও নয়!'

এবার সক্রিয় হলো মেয়েটির মা। ঠাণ্ডা মাথায়, যথেষ্ট বিনয় ও মর্যাদার সঙ্গে চুকিয়ে দিল ব্যাপারটা। 'জেমস, যেভাবে আসুক না কেন, এ তরুণ আমাদের অতিথি। ন্যান্সির বাজার বাড়ি পৌঁছে

দিতে এসেছে ও।'

কিন্তু মহিলাকে গ্রাহ্য করল না লোকটা, থপথপ ভারী পা ফেলে কামরায় ঢুকল। 'আর একটা কথাও নয়! হয় নিজে বেরিয়ে যাবে, নইলে তোমাকে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলব! এখুনি!'

'আমি যাচ্ছি,' সামান্য উত্তেজনাও নেই জেমির কণ্ঠে, বরং খুব শান্ত ও নিষ্কম্প শোনাচ্ছে। 'কিন্তু মিস্টার, আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবার চিন্তাও কোরো না। লেডিদের কাউকে বিব্রত করতে চাই না আমি, কাউকে ঝামেলায় ফেলতেও চাইনি, কিন্তু এভাবে অভদ্র ভাষায় গালাগাল করাও উচিত হচ্ছে না তোমার। এবার পিছিয়ে যাও, মেয়েদের সামনে অত তর্জন-গর্জন না-করলেও চলবে।'

থমকে দাঁড়িয়েছে সে, তাকিয়ে আছে জেমির দিকে। বিশ্বাস করতে পারছে না পুঁচকে এক তরুণ এভাবে কথা বলছে; অথচ ভেবেছিল দু'বার বলবার দরকার হবে না, নির্দেশ শোনা মাত্র খিঁচে দৌড় দেবে ছেলেটা।

পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই দ্রুত জেমির দিকে ঘুরে দাঁড়াল ন্যান্সির মা। 'মি. ট্রেভালিয়ন? এখানে এসে বসো। মাত্রই কফির পানি বসিয়েছি, তৈরি হতে দেরি হবে না।'

'আরে, হচ্ছে কী?' বিস্ফারিত হলো লোকটা। 'নিকুচি করি...'

'জেমস,' লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ন্যান্সির মা। 'এ পর্যন্ত যথেষ্ট বলেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে খুশিই হব। ইচ্ছে না-থাকলে অবশ্য ন্যাশনাল সেলুনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো। আমি নিশ্চিত তোমার অপেক্ষায় আছে ওরা।'

খেপে গেছে সে, এতটা যে জেমি না-থাকলে হয়তো মেরেই বসত মহিলাকে। রাগে কাঁপছে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো, একবার মুঠি করছে আবার খুলছে। 'ট্রেভালিয়ন, না?' হিসহিস করে উঠল লোকটার কণ্ঠ। 'সেদিন বেঘোরে মারা পড়ল যে জুয়াড়ি, তুমি

তার ছেলে না?'

'ঠিক ধরেছ,' এখনও শান্ত জেমির কণ্ঠ। 'তবে আমার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে ঠিক বলোনি। যদ্দূর জানি পিছন থেকে গুলি খাওয়াকে বেঘোরে মারা পড়া বলে না, বরং খুন হিসাবে দেখা হয়। পিস্তল বা অন্য যে-কোন অস্ত্র হাতে কারও মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পেত না আমার বাবা। আমিই পাই না।'

কুৎসিত, ঘৃণামাখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে জেমস নামের লোকটা। 'ওরা তা হলে তোমাকেই খুঁজছিল! এতই যখন সাহস, কোন্ গর্তে গিয়ে লুকিয়ে ছিলে? আশা করি এবার আর তোমাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না ওদের।'

স্মিত হাসল জেমি। 'শুধু একটা জিনিস খেয়াল রেখো; ওরা যখন আমাকে খুঁজে পাবে, ওদের সঙ্গে আবার থেকো না তুমি।'

ঘর কাঁপিয়ে পা ফেলে ভিতরের কামরায় চলে গেল জেমস।

জেমিকে একটা চেয়ারের দিকে ইশারা করল ন্যান্সির মা। 'বোসো, প্লীজ। এখন আর তোমাকে চলে যেতে দিতে পারি না।'

'আমি তোমাদের ঝামেলায় ফেলতে চাই না, ম্যা'ম।'

'তুমি ঝামেলায় ফেলছ না আমাদের,' বলল মহিলা, মৃদু হাসি মুখে। 'তবে কঠিন এক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছ আমাদের। যাক্‌গে, বসে পড়ো।'

দু'বার অনুরোধ করেছে মহিলা। একজন লেডির কথা অমান্য করা অনুচিত হবে। কোট খুলে রেখে চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে দিল জেমি, তারপর চেয়ার দখল করল। বসতে যেতে ওর পিস্তল ও হোলস্টার দেখে ফেলল মহিলারা।

'আমি মাত্রই ট্রেইল থেকে এসেছি,' ব্যাখ্যা করল জেমি। 'বিপদ হতে পারে এমন কিছু জায়গা পেরিয়ে এসেছি। ভাবছিলাম হোটেলে গিয়ে ওগুলো খুলে লম্বা ঘুম দেব।'

'ঠিক আছে, মি. ট্রেভালিয়ন, আমি এতে কোন অসুবিধা দেখছি না। অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়, বিশেষ করে আমার কাছে। আমার স্বামী গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছে। কখনও কখনও ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে।'

ফের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল লোকটা, কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জেমির হোলস্টারে পিস্তল ও কোমরে কার্তুজ বেল্ট দেখে চুপ হয়ে গেল। পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার।

'অতিথি আমাদের এখানে বলতে গেলে আসেই না, মি. ট্রেভালিয়ন। আর ন্যান্সিও সারা দিন কাজ করে, তাই খুব ঠেকায় না-পড়লে বেরোই না আমরা। তোমাকে পেয়ে ভালই লাগছে।'

'বাবা মারা যাওয়ার পর একরকম একাই চলছে আমার দিন। গত কয়েক মাসের মধ্যে পাহাড়ের ওপাশের শহরে একটা মেয়ে ছাড়া কোন মহিলার সঙ্গে কথা হয়নি। আর বাড়ি···সত্যিকার বাড়ির পরিবেশে কয়েক বছরে এই প্রথম পা রাখলাম।'

'আবহাওয়া যা খারাপ! রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করাই কঠিন। বেশিরভাগ উঁচু পাস আরও কয়েকদিন বন্ধ থাকবে। বেচারা মি. রবার্টস! চেনো ওকে? চিঠিপত্র নিয়ে আসে যে লোকটা? কেউ বলে মেইলে আসা টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়েছে সে, কিন্তু আমার মনে হয় তুষারধসে আটকা পড়ে গেছে ও। গত কয়েক মাস ধরে ওর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এবারের শীতটা সত্যি খারাপ গেছে,' আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে জেমি।

'তোমার বাবা দক্ষিণের মানুষ ছিল না, মি. ট্রেভালিয়ন? আমি অবশ্য ওকে চিনতাম না, তবে প্রায়ই ন্যান্সির সঙ্গে কথা বলত সে। ন্যান্সি ওকে খুব পছন্দ করত। বলত সত্যিকার নিপাট এক ভদ্রলোক তোমার বাবা।'

'দক্ষিণের কোন জায়গার মানুষ, তবে সেটা ঠিক কোথায় জানি না। বাবা···এ ব্যাপারে আলাপ করত না বললেই চলে। কখনও কখনও যদি খুব মন খারাপ হত, হয়তো স্মৃতিচারণ করত এবং বেশিরভাগ সময় নদী, খামার বা বাগান আছে এমন জায়গার কথা বলত। যদ্দূর মনে পড়ছে কখনও কোন শহর বা রাজ্যের নাম উচ্চারণ করেনি···তবে নিউ অর্লিয়েন্স, চার্লসটন, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া বা অমন বড় বড় শহরের কথা প্রায়ই বলত।'

'মি. ট্রেভালিয়ন, একটা তথ্য বোধহয় তোমার জানা উচিত। ওই লোক আমার স্বামী বা ন্যান্সির বাবা, কোনটাই নয়। আমার ছোট বোনের স্বামী ও···আসলে ছিল। বোনটা মারা যাওয়া পর্যন্ত। আর কোন আত্মীয় নেই, আবার কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই, তাই আমাদের সঙ্গে থাকছে সে। প্রথম প্রথম কাজ করত ও এবং সাংসারিক খরচা বাবদ কিছু টাকাও দিত। কিন্তু ইদানীং কোনটাই করছে না, বরং নিজেকে বাড়ির কর্তা ভাবতে শুরু করেছে। তোমার আগেও কয়েকজনকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে ও।'

'ওকে চলে যেতে বলছ না কেন, ম্যা'ম?'

স্মিত হাসল মহিলা। 'কিন্তু সে যদি যেতে না চায়, তখন কী করব আমি?'

'ম্যা'ম, তুমি ওকে স্রেফ কথাটা জানিয়ে দাও, বলো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। ও যাতে কথাটা শোনে, তার ব্যবস্থা আমি করব। আর আমি না-থাকলেও অসুবিধা নেই। মা-মেয়ে মিলে পরিচিত কোন ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে সব খুলে বোলো। তাতেও যদি কাজ না হয় তা হলে ব্লেয়ার স্ট্রিটের যে-কোন সেলুনে গিয়ে তোমাদের সমস্যার কথা বোলো। ব্যস, দেখবে সমাধান হয়ে গেছে।'

'লোকজন হয়তো খেপে গিয়ে ওকে গাছে ঝুলিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে···তবে সেটা একেবারে অনুচিতও হবে না বোধহয়। পশ্চিম বড় আজব জায়গা। ব্লেয়ার স্ট্রিটের মতো বিতর্কিত জায়গার সবচেয়ে কঠিন মানুষগুলোও মেয়েদের সম্মান করে, কোন পুরুষের কাছে একজন লেডির অমর্যাদা বা অমঙ্গল কোনক্রমে সহ্য করবে না ওরা, লোকটা যতই প্রভাবশালী, ধনী, শক্তিশালী বা ভয়ঙ্কর হোক।'

পাশের কামরায় বোর্ডের তৈরি মেঝেয় হালকা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো। মাঝের দরজা বন্ধ, তবে জেমির সন্দেহ কান পেতে এ ঘরের কথাবার্তা শুনছে জেমস নামের লোকটা। একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ থাকতে বলল ও, আলগোছে অন্য হাতে বেল্টে গুঁজে রাখা পিস্তলটা বের করল।

কিছু বলতে মুখ খুলেছিল ন্যান্সি, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল জেমি, মৃদু স্বরে ঘোষণা করলঃ 'চিন্তা কোরো না। এখানে কোন গোলাগুলি হবে না।'

আচমকা খুলে গেল মাঝের কামরার দরজাটা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জেমস। হাতে রাইফেল। 'এবার বেরোও তুমি!' ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে রাইফেল উঁচাল সে, তবে নিশানা করেনি।

বেকুব! এমন ভুলের মাশুল খুব চড়া হয়।

এ কামরার দিকে পা বাড়াল সে। মুখে বিজয়ীর হাসি। কিন্তু দুই কদম এগোনোর পর জেমির কোমরের কাছে ধরে রাখা পিস্তল দেখতে পেল। এমন আচমকা থেমে গেল যে প্রায় পড়ে যাওয়ার দশা হয়েছে। মুখের হাসি নিভে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

'রাইফেলটা নামিয়ে রাখো প্রথমে,' আগের মতোই শান্ত স্বরে বলল জেমি, তবে এটা নির্দেশ। 'তারপর তোমার মালপত্র নিয়ে কেটে পড়বে এ বাড়ি থেকে। আর কখনও আসবে না, অন্তত মন্দ

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। ফের যদি এখানে দেখি তোমাকে কিংবা এ লেডিদের কারও উপর চোটপাট দেখাচ্ছ, তোমার ফাঁসির ব্যবস্থা করে ফেলব তৎক্ষণাৎ। শহরে হয়তো বেশিক্ষণ থাকব না আমি, তবে যাওয়ার আগে মার্শালকে সব ঘটনা জানিয়ে যাব। মার্শালের সঙ্গে দেখা করবার সময় ব্লেয়ার স্ট্রিটের কয়েকজনকে নিয়ে যাব সঙ্গে।'

ট্রিগারে হাত নিশপিশ করছে জেমস নামের লোকটার, কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না। বুঝেছে গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে। আগে নিশানা করতে হবে, তারপর ট্রিগার টানবে···কিন্তু জেমির পিস্তলে নিশানা করাই আছে, স্রেফ ট্রিগার টানতে হবে। যত বদই হোক, নিজের বিপদ ঠিকই ঠাহর করতে সক্ষম হলো সে, বুঝে গেল এ যাত্রা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রাইফেল তুলে জেমির দেহ বরাবর আনবার আগেই অন্তত দুটো গুলি খাবে। নাহ্, কোন সম্ভাবনাই নেই।

'নিজেকে কী মনে করো তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল জেমস, তেজ কমেনি এতটুকু।

'এ পরিবারের একজন বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী।'

গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল সে। তবে যাওয়ার আগে বিষাক্ত দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল সবাইকে। যতই হম্বিতম্বি করুক, বিশাল দেহটা আসলে ফাঁপা, সাহস নেই লোকটার, কিন্তু এতটুকু ঝুঁকি নিতে রাজি নয় জেমি—হালকাভাবে দেখতে রাজি নয় কাউকে। এটা ওর বাবার দেওয়া শিক্ষা। প্রতিপক্ষ যেই হোক, হালকাভাবে দেখো না। চরম মাশুল দিতে হবে তা হলে।

জেমস বেরিয়ে যেতে চেয়ারটা ভিতর দিকে সরিয়ে আনল জেমি যাতে বাইরে থেকে ওকে চোখে না পড়ে। পিস্তলটা বেল্টে গুঁজে রাখল। 'আমি আন্তরিক দুঃখিত, ম্যা'ম, ওকে বের করবার

এ ছাড়া উপায় ছিল একটাই–বাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলা বা মারপিট করা, কিন্তু তাতে হয়তো তোমাদের মূল্যবান অনেক জিনিস নষ্ট হতো।'

'ধন্যবাদ, জেমি, অসংখ্য ধন্যবাদ। মস্ত উপকার করেছ আমাদের। দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ও, আর সহ্য হচ্ছিল না!'

ন্যান্সির মা ওর কাপ ভরে দিল।

আয়েশ করে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল জেমি, কফির স্বাদ উপভোগ করছে। তারচেয়েও বেশি ভাল লাগছে দু'জন মহিলার উপস্থিতি। ন্যান্সি এ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি, কিন্তু ওর মার নিচু ও মৃদু কণ্ঠের আলাপে স্বস্তি বোধ করছে জেমি। পারিবারিক আবহে বহুদিন পর এল···নিজের পরিবারের কথা আবছাভাবে মনে পড়ছে ওর, যখন মা বেঁচে ছিল।

এক দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করানো শেল্ফের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি। বেশ কিছু বই আছে। স্যার ওয়াল্টার স্কটের দুটো বই, চার্লস ডিকেন্সের *লিটল ডরিট*, বেঞ্জামিন ডিজরাইলির *ভিভিয়ান গ্রে*···

জেমির দৃষ্টি অনুসরণ করেছে ন্যান্সির মা। 'ওগুলো উপহারের কপি। আমার স্বামীর সঙ্গে এদের সবার ব্যক্তিগত পরিচয় বা বন্ধুত্ব ছিল। আমার শ্বশুরের সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছেন স্যার স্কট; দু'জনেই ছিলেন মি. লুক ফ্রেজারের ছাত্র। একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন ওঁরা। পরে অবশ্য এক বাড়িতে চলে যান তিনি, এবং এর ঠিক পাশের বাড়িতে মারা যান জন নক্স।'

'তোমার স্বামী কী করতেন, ম্যা'ম?'

ফের স্মিত হাসল মহিলা।

'খুব উল্লেখযোগ্য কিছু যে করত তা নয়, কিন্তু ভাল মানুষ

ছিল এবং তাকে আমি ভালবাসতাম। ছবি আঁকত ও, যদিও ওসব ছবির কোনটাই ভাল দামে বিকোয়নি। তারপর আমাদের বিয়ে হলো, এবং পরপরই উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি আর টাকা পেল ও। এখানে। তাই আমেরিকায় চলে এলাম আমরা।

'ছেলেবেলা থেকে স্যর স্কটকে চিনত ও, দু'জনে বন্ধুও ছিল। কিন্তু লণ্ডনে যাওয়ার পর চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে পরিচয় হলো। মি. ডিজরাইলির সঙ্গেও খাতির ছিল ওর। নিউ ইয়র্কে পেইন্টিং ও পিয়ানোর শিক্ষক বনে গেল ও, কিন্তু বেশিদিন ভাল লাগল না। শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। সার্জেন্ট মেজর হলো আর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অফিসার বনে গেল।'

'এখনও তোমার নাম জানা হয়নি আমার।'

'ওহ্, দুঃখিত!' বিব্রত হয়েছে মহিলা, মুখে একটা হাত চলে গেছে। 'আমি মেলিসা স্টেণ্টসন আর ও হচ্ছে ন্যান্সি।'

আরও ঘণ্টাখানেক আলাপ করল ওরা। তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল জেমি। হোটেলের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলেও দিক বদলে স্টেবলে চলে এল। বুড়ো জিমারকে পেল তার কোয়ার্টারে, বিশ্রাম নিচ্ছে। এ সময় খদ্দের থাকে না বলে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেয়।

'কী হে, চলে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার তো কোন তাড়া দেখছি না?' সহাস্যে বলল বুড়ো। 'কিছু সময় তা হলে থাকছ?'

মিসেস স্টেণ্টসন ও জেমস সম্পর্কে তাকে বলল জেমি।

'চিনি ব্যাটাকে,' বিতৃষ্ণা বুড়োর কণ্ঠে। 'খবিশ একটা! ফুটো পয়সারও দাম নেই। অলস আর ঝামেলাবাজ। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চায়। ওকে খেদিয়ে দিয়ে মেয়েদের উপকারই করেছ। চিন্তা কোরো না, স্টেণ্টসনরা খুব ভাল মানুষ, সবাই জানে এটা। ওদের যাতে কোন অনিষ্ট না হয়, সেটা দেখব আমরা।'

সরু চোখে ওকে দেখছে বুড়ো। খানিক ইতস্তত করবার পর প্রশ্নটা করে ফেলল। 'তুমি এখানে ফিরে আসবার কথা ভাবছ, বাছা?'

'হ্যাঁ।'

'সিলভারটনের সবাই স্টেন্টসনদের খুব ভাল মানুষ হিসাবে জানে। মেয়েটাও দারুণ, যদি না চোখ ধাঁধানো সুন্দরী কাউকে দরকার হয় তোমার। নেহাত অভাবে আছে, নইলে ওর মতো শিক্ষিত মেয়ে রেস্তোরাঁয় কাজ করত না।'

'বুঝতে পেরেছি।' কিছুক্ষণ পর ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল জেমি। 'টেড, একজন লোক আমাকে খুঁজছে, এখানেও আসতে পারে সে···আসলে একজনেরও বেশি। লোকটা আমার বাবাকে খুন করেছে, অন্যরা ওর ভাড়াটে।'

'এ নিয়ে তো আলাপ করেছি আমরা, তাই না? চিন্তা কোরো না, চোখ-কান খোলা রাখব আমি।'

হোটেলে, নিজের কামরায় ঢুকে দরজার নবের নীচে একটা চেয়ার ঢুকিয়ে দিল জেমি। আরেকটা চেয়ার এনে শিয়রের পাশে রাখল, আর তার ব্যাকরেস্টের সঙ্গে হোলস্টার এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখল যাতে শুয়ে থেকে হাত রাখতে পারে। এবার নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ল ও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে পারল না। সেলুন বা ড্যান্স হলে হৈহল্লার দূরাগত আওয়াজ ছাড়াও হলওয়েতে লোকজনের চলাফেরার শব্দ হচ্ছে, রাস্তা ধরে যাওয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ···চট করে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন বৈকি। মাথার নীচে দু'হাত বেঁধে, চিৎ হয়ে শুয়ে ন্যাড়া সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল জেমি, ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করছে।

ঘুম আসছে না, অথচ ক্রমে অস্থির হয়ে পড়ছে। মন খুঁতখুঁত

করছে কেন যেন। অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও, কামরার এক কোণে ছোট্ট টেবিলে এসে বসল। ড্রয়ারে পেন্সিল ও কাগজ রয়েছে। এ পর্যন্ত যা যা মনে পড়েছে, সব নোট করতে শুরু করল ও।

অস্পষ্ট একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। এক বোটের ডকে বা অমন কোন জায়গায় বসে আছে ও, পিঠে উজ্জ্বল রোদ…নদীর কিনারে জন্মানো আগাছায় ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরতে মহা ব্যস্ত লম্বা লম্বা পায়ের কিছু পাখি…দারুণ কেটেছিল সময়টা।

একবার সাগর তীরে গিয়েছিল। মাইলকে মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ বালি…তবে একেবারে জনশূন্য ছিল জায়গাটা…মরা এক ষাঁড়ের অর্ধেকটা চাপা পড়ে ছিল বালির নীচে, বাবা ওকে সেদিকে যেতে দিতে চাইছিল না…দূরে বিশাল পরিত্যক্ত একটা বাড়ি ছিল, সাগর থেকে ধেয়ে আসা জোরাল বাতাস জানালার শাটারে ঝাঁকি তুলছিল…

এক রাতে রঙ ঝলসে যাওয়া সবুজ ক্লোক পরা অদ্ভুত একটা লোক উপস্থিত হয়েছিল ওদের বাড়িতে, বাবা তখন ঘরে ছিল না; বিকলাঙ্গ হাত-পা ছিল লোকটার, চলাফেরা করত অদ্ভুত ভঙ্গিতে, যেন সরীসৃপ…দেখে তেমনই মনে হয়েছিল ওর কাছে…

আরেকটা খণ্ডচিত্র ভেসে উঠল মানসপটে। বাবা তখন বলছে: 'অসম্ভব! ওই মেয়েকে আমার বাড়িতে কিছুতে নিয়ে যাব না, আর ওদের সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নেই!'

জেমি তখন তন্দ্রালু হয়ে পড়েছে, সারাদিন ছোটাছুটি করায় ক্লান্ত খুব, ঘুমে চোখ বুজে আসছে। আবছাভাবে শুনতে পেল কে যেন অভিশাপ সম্পর্কে কী বলল।

'অভিশাপ?' জন ট্রেভালিয়নের কণ্ঠ। 'ওসব সত্যি কি-না জানি না, তবে এটা জানি যে ওরা যেটায় হাত দেয় তাই বিষাক্ত

হয়ে যায়! শয়তানেরও অধম ওরা, আর মেয়েগুলো আস্ত ডাইনি!'

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ হলো, সম্ভবত যার সঙ্গে আলাপ করছিল ওর বাবা, সেই লোকটা চলে গেছে। আর কোন কথাবার্তা শুনতে পেল না জেমি।

খণ্ড খণ্ড ঘটনা, তবে পূর্ণ একটা চিত্র তৈরি করবার উপায় নেই। জেমির মনে আছে, পরে সবুজ ক্লোক পরা লোকটার আগমনের কথা বাবাকে জানাতে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জনের।

পরের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ট্রেভালিয়নদের জীবনের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়েছিল সেদিন, একইসঙ্গে শুরু হয়েছিল নতুন এক অধ্যায়ের। সে-রাতে বাবা বাড়ি ফিরে এসে মালপত্র গোছগাছ করেছিল, জেমিকে একটা প্যাকের মতোই তুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সরে এসেছিল সেখান থেকে। আর কখনও ও-মুখো হয়নি।

অনেক নাম মনে পড়ছেঃ বুড়ো কিভান, ক্যাথলিন, গ্রাহাম···লিজি। অনেক নামই মনে পড়ছে, কিন্তু কোনটাকেই প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে না। অপ্রাসঙ্গিক, সম্পর্কহীন।

হাল ছেড়ে দিল ও। এভাবে স্মৃতি রোমন্থন করে কাজ হবে বটে, তবে আজকের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে, ক্লান্ত শরীর বা মস্তিষ্কের দুর্ভোগ না বাড়ালেও চলবে। ছাইপাশ না-ভেবে বরং বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

বিছানায় ফিরে এল জেমি, এবং একটু পর ঘুমিয়েও পড়ল।

সকালে সাফসুতরো হয়ে নাস্তা খেতে নীচে নেমে এল। ন্যান্সি পরিবেশন করছে। ওকে দেখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে, কফি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল জেমির টেবিলে। 'ডিম আছে,' নিচু স্বরে জানাল। 'চাইলে জলদি অর্ডার দাও! বেশি নেই আমাদের

এবং শেষ হতেও সময় লাগবে না। দেরি করলে দেখবে শেষ হয়ে গেছে।'

'দুটো দাও আমাকে। ভেজে দেবে।'

হঠাৎ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল দু'জন লোক। বুকে, ভেস্টের উপর ব্যাজ সাঁটা। পোড়খাওয়া চেহারা। একনজর দেখেই বোঝা যায় দক্ষ ও সৎ লম্যান। ভিতরে ঢুকে পলকের দৃষ্টিতে দেখে নিল পুরো কামরা, জেমিকে দেখতে পেয়ে ঘুরে ওর টেবিলের সামনে চলে এল।

'ট্রেভালিয়ন?' জানতে চাইল একজন। 'আমার নাম প্রেস্টন। ড্যান প্রেস্টন। আর এ হচ্ছে মার্ক বারোজ। জজ টেণ্ডি মিলসের ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা।'

এগারো

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে ভিতরটা বরফের মতো শীতল ও শক্ত হয়ে গেল জেমির। মহা গাড্ডায় পড়ে গেল! ব্যাজঅলা লোক এসে গেছে, তাও তাদের দোসর সম্পর্কে তদন্ত করছে; সহজে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হয় না। নতুন করে কী দুর্ভোগ পোহাতে হয়, কে জানে!

নিজেকে সামলে নিল জেমি। দেখাই যাক, কী চায় এরা। বদ কিছু যখন করেনি, ভয় পাওয়ার কী আছে? তবে ভিতরে ভিতরে ঠিকই শঙ্কা বোধ করছে, জজ মিলসের তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে

পড়লে জর্জটাউনের উদ্দেশে যাত্রা করতে দেরি হয়ে যেতে পারে, যা মোটেও প্রত্যাশা করছে না।

'হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার,' শেষে বলল ও।

'আমরাও তাই ভেবেছি। তুমি কি ব্যাখ্যা করবে, আসলে কী ঘটেছিল?'

ন্যান্সি এল টেবিলে। মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, চাহনিতে শঙ্কা।

'ন্যান্সি, এদের জন্যে দুটো কাপ নিয়ে আসবে?' অনুরোধ করল জেমি। 'আর গরম কফিও এনো।'

সংক্ষেপে পাহাড়ে পল নোলানের গরুর দেখ-ভাল করা থেকে শুরু করে, শহরে ফিরে এসে বাবার আকস্মিক মৃত্যু এবং পোকার খেলে তার বড় অঙ্কের টাকা জিতবার ঘটনা খুলে বলল জেমি। জজ মিলসের সঙ্গে শোডাউনের কথাও বাদ দিল না।

'আমি ওর অফিসে গিয়েছিলাম। সে মনে করেছিল বাবার জেতা টাকার খবর জানি না, তাই টাকার কথা অস্বীকার করেছিল প্রথমে। কিন্তু একটু চাপ দিতে স্বীকার করল। আমার প্রাপ্য টাকা বুঝিয়ে দিতে বললাম।'

'এবং দিয়ে দিল সে?'

'আপসে দিয়েছে তা বলা যাবে না। চাপ দিতে হয়েছিল। হঠাৎ মুফতে পাওয়া এত টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না ওর।'

'তারপর?'

'বন্ধু-বান্ধবহীন একটা শহরের জজ যখন এক অনাথের টাকা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন কী করা উচিত? মিস্টার, আমি এক মুহূর্তও দেরি করিনি। সন্দেহ হয়েছিল আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে ওরা, চারপাশে ঢুঁ মারবে। সমতল ট্রেইলে ওদের ফাঁকি দিতে পারব না, কিন্তু পাহাড়ে গেলে আমার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে

বলে তাই করলাম।'

'"ওদের" মানে?'

'জজ মিলস আর ওর চেলাচামুণ্ডা। কয়েকজন লোক ভাড়া করেছিল জজ। এদের একজন এড টিমবর্ট। আমাকে অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল সবাই।'

সতর্ক শব্দচয়নে কেবিনে তিন শত্রুর সঙ্গে নিজের মরণপণ লড়াইয়ের ফিরিস্তি দিল জেমি। বেদম মার খাওয়া বা কোনরকমে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বাদ দিল না।

'ইণ্ডিয়ান মহিলা আমার নাক জায়গামতো বসিয়ে না-দিলে এখন হয়তো বাঁকা ও ভাঙাই থাকত ওটা। হাড়টা বসিয়ে দিয়ে মোম জাতীয় কী যেন মেখে দিয়েছিল,. পরে সেটা শক্ত হয়ে লেগে গেছে। ইণ্ডিয়ান গ্রামে যদি ঠাঁই না-পেতাম, জজের মতো আমার খোঁজেও পাহাড়ে যেতে হতো তোমাদের।'

'মিলসের সঙ্গে এরপর আর দেখা হয়নি তোমার?'

'না। তবে টিমবর্ট আর কিনিয়ারকে দেখেছি। পাহাড়ের ওপাশে রিকো নামে একটা শহর আছে। কয়েকদিন পর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল দু'জন।'

একের পর এক প্রশ্ন করছে দুই ল-ম্যান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসে আছে জেমি, প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, কিন্তু এখনই সিলভারটন ত্যাগ করতে অধীর হয়ে পড়েছে। আরও আগেই জর্জটাউনের উদ্দেশে যাত্রা করা উচিত ছিল। অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে। তবে চাইলেও এদের ছেড়ে যেতে পারছে না। জেরাপর্ব শেষ হয়নি।

'কী মনে হয়, পোকারে জিতে নেওয়া টাকা কেড়ে নিতে তোমার বাবাকে খুন করেছে মিলস?'

'মনে হয় না, স্যর। মিলস আমার বাবাকে খুন করেনি। স্রেফ সুযোগ পেয়ে টাকাটা সরিয়ে নিয়েছিল। এত টাকা একসঙ্গে দেখে

লোভ সামলাতে পারেনি।'

'শেষ তা হলে ওকে কেবিনে দেখেছ তুমি? আর পনেরো দিন পর রিকোতে টিমবর্ট আর কিনিয়ারকে দেখেছ? এবং গতকাল গিয়ে দেখেছ কেবিনটা পুড়ে গেছে বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'মিলসকে পাওয়া যাচ্ছে না,' বলল অন্য অফিসার। 'যেভাবে হোক ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের···জীবিত না হোক, লাশ হলেও খুঁজে পেতে হবে।'

'সম্ভবত পুড়ে যাওয়া কেবিনের অবশেষের মধ্যে পেয়ে যাবে লাশটা। এটা অবশ্য আমার অনুমান। রিকোয় আমাকে দেখে খুব ভড়কে গিয়েছিল টিমবর্টরা, এর মানে খুঁজে পাইনি। একেবারে অস্বাভাবিক। বিশেষ করে আমাকে যেহেতু ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই ওদের, যেখানে টিমবর্ট পুরোদস্তুর মারদাঙ্গা টাইপের লোক। দুনিয়ার কিছুতে ভয় পায় বলে শুনিনি। শেষ তুষারপাতের আগে ওদের সঙ্গে জজকে কেবিনে দেখেছি আমি এবং এরপর আর জজের টিকিটিও কেউ দেখেনি।'

'আরও খোঁজখবর করব আমরা, পাহাড়েও যাব,' উঠে দাঁড়াল দুই অফিসার। 'আশা করি তুমি এখানেই থাকছ?'

'কিছু সময়ের জন্যে পাবে না আমাকে। পুবে যেতে হবে। চেরী ক্রীক অঞ্চলের দিকে।'

পরস্পরের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ চাহনি হানল দু'জন। 'জজ মিলসের নিখোঁজ হওয়ার রহস্য খোলসা হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকলেই ভাল হয়,' শেষে ঘোষণা করল একজন, অনুরোধের মতো শোনালেও পরোক্ষ নির্দেশ এটা।

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থাকল জেমি, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শেষে বলল, 'উঁহুঁ, থাকতে পারব না। ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত কাজে পুবে যেতে হবে আমার, না গেলেই নয়। তবে কাজ শেষে

যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসব।'

জেমির দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জনেই, বুঝতে চাইছে এটা কথার কথা না সত্যি বলেছে।

'এক লোক আমার পিছু নিয়েছে, আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে,' শেষে ব্যাখ্যা করল জেমি। 'টিমবর্ট ও কিনিয়ারকে ভাড়া করেছে সে। জানি না কেন আমার মৃত্যু কামনা করছে সে, তবে আশা করছি পুবে গেলে এর জবাব পেয়ে যাব। কেউ যদি আমাকে খুন করতে চায়, কারণটা জানা উচিত, তাই না?'

হেসে উঠল ড্যান প্রেস্টন। 'যৌক্তিক কথাই বলেছ। বেশ, তুমি যাও। কাজ শেষ করে ত্রিশ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে এখানে?'

'চেষ্টা করব।'

চেয়ার সরিয়ে দিল প্রেস্টন। 'আশায় থাকলাম তা হলে। ফের দেখা হবে। এরমধ্যে পুড়ে যাওয়া কেবিন আর আশপাশে ঢুঁ মেরে আসব আমরা।'

'তোমাদের বরং ওদিকে না-যাওয়াই উচিত। পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে যদি ধারণা না-থাকে, মনে হয় না কেবিনটা খুঁজে পাবে। তবে বিকল্প একটা উপায় আছে, স্থানীয় কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।'

রেস্তোরাঁ মালিকের কাছ থেকে কাগজপত্র চেয়ে নিল জেমি। পেন্সিল দিয়ে পর্বতমালা ও ট্রেইলের ছবি আঁকল, বিশেষ করে বিভিন্ন চূড়া ও পাসের অবস্থান চিহ্নিত করল। দুই হাজার গরু আসা-যাওয়া করেছে ট্রেইলে, তুষারপাত হলেও কিছু ট্র্যাক আছে এখনও—এলাকায় নতুন হলেও, জেমি আশা করছে দিক-নির্দেশনা পাওয়ায় ঠিকই পাহাড়ের চারণভূমিতে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে দুই অফিসার। তবে পোড়া কেবিনটা খুঁজে পেতে হয়তো সমস্যা

হবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল ল-ম্যানরা।

ন্যান্সি এল। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। 'জেমি? হয়েছে কী, কোন ঝামেলায় পড়োনি তো?'

'না, ম্যা'ম। জজ মিলস নিখোঁজ হওয়ায় তদন্ত করছে এরা। আমার ধারণা জজ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। রিকোয় যখন টিমবর্টদের সঙ্গে ওকে দেখিনি, আমাকে দেখে টিমবর্টরা ভয় পেয়ে গেল, তখনই সন্দেহ হয়েছিল একটা কিছু ঘটে গেছে। দুই স্যাঙাতের সঙ্গে তার রিকোয় বা এখানে পৌঁছানো উচিত ছিল। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলব পাহাড় থেকে নেমে আসতে পারেনি সে।'

'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

আচমকা এল আইডিয়াটা। দিনের আলো ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করবে ভেবেছিল, কিন্তু কিছু চিন্তা না-করেই তৎক্ষণাৎ বলে ফেলল: 'এখনই, এ মুহূর্তে চলে যাব।' উঠে দাঁড়াল ও। 'ন্যান্সি, ওদের বলেছি ত্রিশ দিনের মধ্যে ফিরে আসবার চেষ্টা করব। তেমনই ইচ্ছে বা পরিকল্পনা, কিন্তু কিছু যদি ঘটে যায়, হয়তো আরও পুবে কোথাও যেতে হতে পারে আমার। যদি তাই হয়, সম্ভব হলে তোমাকে খবর দেব। চিঠি লিখব।'

'সাবধানে থেকো, জেমি।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ও।

রোয়ানটা তৈরিই আছে। ট্রেইলের ঘোড়া ওটা, সর্বক্ষণ ছুটতে উদ্গ্রীব থাকে। সওয়ার যেদিকে ছুটবে, নিজস্ব পছন্দ নেই, ছুটবে অবিরাম। রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে তখনই শহর ছাড়ল জেমি। ইতোমধ্যে খানিকটা দেরি হয়ে গেছে, অনেক কাজ বাকিও রয়ে গেছে, তবে গ্রাহ্য করল না। টানা চলতে হবে। পঁচিশ মাইল

দূরে ছোট্ট একটা স্টেশনের আগে থামবে না।

জায়গাটার নাম হর্নার'স শেড।

পাহাড়ের কিনারা বরাবর প্রায় সুতোর মতো সরু এক ট্রেইল ধরে যাত্রা করল জেমি, এত সরু ও বিপজ্জনক ট্রেইল যে ঘাস ফড়িংও ভড়কে যাবে।

পরিচ্ছন্ন ট্রেইল বটে, কিন্তু খুবই সঙ্কীর্ণ; দুলকি চালে ঘোড়া ছোটালেও ব্যাপারটা জেমি নিজেও পছন্দ করতে পারছে না। যত এগোচ্ছে, ততই অস্বস্তি বোধ করছে। এত রুক্ষ ও বিপজ্জনক ট্রেইলে কখনও যাতায়াত করেনি বললেই চলে। ক্রমে আরও রুক্ষ এলাকায় প্রবেশ করছে।

ক্যানিয়নের দেয়াল কেটে তৈরি ট্রেইল ধরে চলছে বেশিরভাগ সময়। এমন জায়গায় কেউ যদি আটকা পড়ে, বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা নেহাত শূন্যের কোঠায়। আশ্রয় নেওয়ার মতো জায়গা নেই বললেই চলে।

হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। এমন পাহাড়ী এলাকায় সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে যাওয়ার সময় যখন আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে, ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় আর বজ্র গজরাতে থাকে ক্রমাগত, দুঃসাহসী মানুষেরও বুক কেঁপে উঠবে।

স্যাডলব্যাগ থেকে বর্ষাতি বের করে গায়ে চাপিয়েছে জেমি। ঘোড়াটার জন্যে মায়া হচ্ছে ওর, বেচারা টানা ভিজে চলেছে; কিন্তু আশ্রয় দূরে থাক, বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে পারবে এমন কোন জায়গাও দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। একেবারে খোলা।

আরও আধ ঘণ্টা পর দূর থেকে যখন হর্নার'স শেডের আলো দেখতে পেল জেমি, ততক্ষণে ভিজে একসা হয়ে গেছে। হর্নার'স শেডের অবস্থান উপত্যকার নীচে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সারাক্ষণ সামনে রয়েছে বৃষ্টির ঘোলাটে পর্দা। একটু পর পর আকাশের বুক

চিরে যাচ্ছে নীল বিদ্যুৎ, কান ফাটানো শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে। শেড ঘিরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তেরো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের সর্বত্র আক্রোশ ঝাড়ছে নিষ্ঠুর প্রকৃতি।

অসীম সতর্কতার সঙ্গে পথ চলছে রোয়ান, গুটি গুটি পায়ে বলা চলে। বৃষ্টির কারণে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না, তায় পিচ্ছিল হয়ে গেছে ট্রেইল; সতর্ক না হলে হয়তো পিছলে পড়ে যাবে পাশের গভীর খাদে বা বন্ধুর ঢালের উপর।

লিভারি স্টেবলের দরজার উপর রাখা লণ্ঠন ম্লান আলো বিতরণ করছে। স্টেবলের সামনে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেমি।

অফিসের দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল পুরু গোঁফঅলা এক বুড়ো। 'ঘোড়াটা তুলে রাখো, বয়!' বলল সে। 'তারপর এখানে চলে এসো, এক কাপ জাভা গলায় ঢেলে নাও!'

টেক্সাস ছাড়বার পর এই প্রথম নামটা শুনতে পেল। টেক্সাসে অবশ্য সবকিছুরই ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

রোয়ানের গিয়ার নামাল জেমি, ওটার শরীর মুছে পানি নিংড়ে দিল প্রথমে, তারপর দলাই-মলাই করল। সামনের দিকের এক স্টলে ঢুকিয়ে ওটস খেতে দিল ঘোড়াকে। শেষে মই বেয়ে দোতলার খড়ের গাদায় উঠে এল ও, ফর্ক দিয়ে কিছু খড় নামিয়ে রাখল রোয়ানের ফীড-বিনে।

ইতোমধ্যে কফি গিলতে অধীর হয়ে পড়েছে। দুই সারি স্টলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল ও, প্রতিটি স্টলে উঁকি দিল। উঁহুঁ, পরিচিত কোন ঘোড়া চোখে পড়ল না। এতে অবশ্য কিছু বোঝাও যায় না। বরং হসল্যারের কাছ থেকে এরচেয়ে বেশি তথ্য জানতে পারবে।

অফিসে ঢুকে দেখল সুদৃশ্য রোলটপ ডেস্কের পিছনে স্যুইভেল

চেয়ারে বসে আছে বুড়ো, পেটমোটা একটা উপন্যাস পড়ছে। এ বইটা জেমিও পড়েছে। ইণ্ডিয়ানদের জিম্মা থেকে বন্দিনি সুন্দরী কুমারীদের উদ্ধার করে দুর্ধর্ষ নায়ক। ইণ্ডিয়ান গ্রামে কী করে সুন্দরী মেয়েরা আটকা পড়ে, ব্যাপারটা বোধগম্য হয়নি জেমির। দুর্ভাগাও বলতে হবে ওকে, কারণ এ পর্যন্ত যত কুমারী মেয়েদের দেখেছে, বেশিরভাগই দেখতে মোটেই সুন্দর ছিল না।

'ভিজে একসা হয়ে গেছি,' হালকা সুরে বলল ও।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এমন বিশ্রী আবহাওয়ায় মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ারও বেরোবে না। দূর থেকে এসেছ?'

'সিলভারটন।'

'ওদিকে মাইনিং কেমন চলছে?'

'ভালই তো। শুনেছি এক খনির প্রায় তিনশো ফুট গভীর থেকে টনকে টন আকরিক উঠছে।'

কড়া আগুনগরম কফি। জিভ পুড়ে যাওয়ার দশা। তবে এখন বোধহয় এমনই দরকার। স্বাদটাও চমৎকার লাগল জেমির।

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'কোনরকম।'

'এদিকে লোকজনের যাওয়া-আসা কেমন?'

'যথেষ্ট বলতে হবে।'

'শহরে নতুন কেউ এসেছে?'

বই থেকে মুখ তুলে জেমির চোখে চোখ রাখল লোকটা। 'নতুন নতুন লোক নিয়েই তো আমাদের ব্যবসা। সবসময়ই ভরা থাকে শহরটা। তোমার মতোই যাতায়াতের পথে থামে এখানে। তুমিও তো নতুন লোক।'

'বন্ধু,' জেমি অনুভব করছে কফি চাঙা করে তুলেছে শরীর। বৃষ্টিতে ভিজে যে ম্যাজম্যাজে ভাবটা ছিল, এখন তা নেই। 'বাচ্চা

ভেবো না আমাকে। বয়স কম দেখায়, কারণ আমি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি। কিন্তু প্রথম যখন এখানে আসি, পাহাড়ের এ পাশে তখন শহর ছিল না। ছিল নেকড়ে, গ্রিজলি আর র‍্যাটলারের আড্ডাখানা।'

ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত নীল চোখে জেমিকে মাপল বুড়ো, বিশ্বাস করতে পারছে না বোধহয়। 'বাছা, আমি এসেছি আর ক্যান্সাস-মিসৌরি এলাকা থেকে। বহু টাকাপাগল লোক দেখেছি ওখানে।'

'তা হলে পশ্চিমে এলে কী মনে করে, যেখানে তোমার মতো আর কেউ নেই?'

ড্রয়ার থেকে পাইপ আর তামাক বের করল সে, সময় নিয়ে ধরাল। কফির পট ঠেলে দিল জেমির দিকে। 'আরেক কাপ নাও,' বলল সে। 'কার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চাইছ?'

'লুকিয়ে থাকতে চাইছি না, এড়াতে চাইছি,' দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিল জেমি। 'তবে স্রেফ সতর্কতার জন্যে এবং আইনের লোকও নয়।' গ্লিন শেকেড ও এড টিমবর্টের বর্ণনা দিল ও।

'টিমবর্টকে চিনি,' জানাল বুড়ো। 'শয়তানের চেলা বললে কম বলা হয়। অন্য লোকটাকেও এখানে দু'একবার দেখেছি, ভাবভঙ্গি সুবিধার মনে হয়নি। ভাবছিলাম ওর মনে কী আছে। দেখে ঠাহর করা মুশকিল, আসলে কী ধরনের লোক। যাক্‌গে, চিন্তা কোরো না, ওদের খোঁজে চোখ-কান খোলা রাখব।'

নিজেও একটা কাপ ভরে নিল সে। 'চলে যাবে নাকি?'

কেন তাকে সব খুলে বলল নিজেও জানে না জেমি, হয়তো নিঃসঙ্গ বোধ করছে বলে এবং মনের ভার আলগা হবে তা হলে। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল বুড়ো, জেমির পুরো গল্প শুনবার সময়ে একটা প্রশ্নও করল না বা বাধা দিল না, চোখ বুজে ধূমপান করছে।

জেমির কথা শেষ হতে পাইপ থেকে ছাই ঝাড়ল সে। 'বিশাল টাকার ব্যাপার আছে এতে, বয়,' শেষে মন্তব্য করল বুড়ো, কপাল কুঁচকে আছে, মনে গভীর ভাবনা চলছে। 'আর যদ্দূর মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে ওর। তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো সব টাকা বা সম্পত্তি পাবে না সে, কিংবা যতটা কাঙ্ক্ষিত তা পাবে না। তোমার মৃত্যু নিশ্চিত হলে সে ফিরে গিয়ে সম্পত্তি দাবি করতে পারবে নিশ্চিন্ত মনে। পুরোটাই।

'বাস্তবে ঘটনা আরও জটিল বা বড়সড় হতে পারে, কিন্তু যা শুনেছি তাতে আমার কাছে এটাই স্পষ্ট মনে হয়েছে। মহিলাদের ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলতে পারব না, কারণ ঈশ্বরের ওই একটা সৃষ্টিকে আমি কখনও বুঝতে পারিনি। তবে এটা স্পষ্ট যে ওদের অন্তত একজন সম্পত্তি দখল বা হাতানোর তালে ছিল এবং তাই সেও তোমার মৃত্যু চাইছিল।'

'আর অন্য মহিলা?'

'দ্বিতীয়জনই বেশি বিপজ্জনক। হয়তো খুবই চমৎকার মহিলা, সুন্দরী তো বটেই, ঈশ্বর দুনিয়াতে ওদের দু'হাত ভরে দিয়েছেন! সহজে পুরুষদের প্রভাবিত করবার ক্ষমতাও দিয়েছেন। কিন্তু যত সুন্দর বা চমৎকারই হোক, এমন মহিলার আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে না-পারলে সেই তোমাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তে পারে, কিংবা চরম সর্বনাশও করতে পারে। এমনও হতে পারে, হয়তো তোমার বাবার প্রতি আগ্রহী ছিল দ্বিতীয় মহিলা।'

কেউ কিছু বলল না। পাইপে তাজা তামাক ভরল বুড়ো। বাইরে অবিরাম ঝরে চলেছে। 'সান, কেন যেন তোমাকে পছন্দ হয়ে গেছে আমার। কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে কথায় আছে না, প্রথম দেখায় কাউকে কাউকে ভাল লেগে যায়? দারুণ একটা কালো ঘোড়া আছে আমার কাছে...'

'আমি ব্যবসা বা লেনদেনে আগ্রহী নই।'

'ব্যবসা বা লেনদেন কোনটার কথাই বলছি না, আমি বরং তোমাকে ধার দেব ঘোড়াটা। রোয়ানটাকে দেখেছি তো, দারুণ ঘোড়া। যেদিকে যাচ্ছ, গন্তব্যে পৌঁছানোর অনেক আগেই ওটাকে খুন করে ফেলবে, এটা আমি এখানে বসেই বলে দিতে পারি। বহু দিন ধরে বোধহয় ছোটাছুটি করছে ওটা? রোয়ানটা তোমার সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু কালোটাকেও নাও। অদল-বদল করে রাইড করলে কোনটার উপরই চাপ পড়বে না।'

পাইপে কষে টান দিল সে। 'আমার বুদ্ধি শুনলে মস্ত উপকার হবে। পাহাড় পেরিয়ে লেক সিটি চলে যাও। তাতে সময় ও শ্রম···দুটোই বাঁচবে, যেহেতু দূরত্ব কম।'

পরদিন আলো যখন ফুটল, ততক্ষণে পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে জেমি ট্রেভালিয়ন, ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। পুরো এলাকা চষে ফেলেছে প্রসপেক্টররা, চারদিকে খননকার্যের অসংখ্য চিহ্ন চোখে পড়ছে।

ক্রমে উচ্চতায় উঠছে ওরা। এত উচ্চতায় পথ চলা সাধারণ ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব হয় না, বরং পাহাড় ও উচ্চতায় অভ্যস্ত ঘোড়া লাগে। ভাগ্যিস, রোয়ানের অভ্যস্ততা রয়েছে; নইলে হয়তো কিছু দূর এগিয়ে হাল ছেড়ে দিত ওটা। বুড়ো হসল্যারের দেওয়া কালো গেল্ডিংয়ের মধ্যেও ক্লান্তির কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না, যদিও এখন পর্যন্ত ওটার পিঠে চড়েনি।

বন্ধুর পাহাড়ী অঞ্চল হলেও জনবিবর্জিত নয়। কিছুক্ষণ পর পর ক্লেইম দেখা যাচ্ছে, কাজ করছে লোকজন। কারও সঙ্গে কথা হলো না জেমির, পথচলার মধ্যে আছে ও, আলাপ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। দূর থেকে সামান্য হাত নেড়ে কিংবা ইশারায় শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে।

মিনারেল ক্রীকের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। সমতল থেকে প্রায় তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে এসেছে। উচ্চতার সঙ্গে জমির বুকে জন্মানো উদ্ভিদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে–যত উচ্চতা তত কম গাছপালা–এ থেকে উচ্চতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

তিন-চার মাইল ব্যবধানে খাড়া দুই পীক্‌সের মধ্যবর্তী এক রীজের চূড়ায় উঠে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল জেমি ট্রেভালিয়ন। দম নেওয়ার ফুরসত দিচ্ছে ঘোড়াকে। স্যাডলে বসেই চারপাশের এলাকা নিরীখ করল। হাতের বামে ঢালু জমি রেডক্লাউড গাল্‌শের তলায় নেমে গেছে, কিন্তু ওর ট্রেইল চলে গেছে ডানের হ্যারিকেন বেসিনের দিকে। যতদূর চোখ যায়, শুধু পাহাড়ের ন্যাড়া চূড়া আর বিস্তীর্ণ ঢাল। চূড়ার দিকে ন্যাড়া হলেও গোড়া বা ঢালে সবুজ গাছপালা জন্মেছে। দক্ষিণ-পুব দিকে আকাশ ছুঁয়েছে সুউচ্চ এক পর্বতশৃঙ্গ, চোখের দেখায় মনে হচ্ছে অন্তত চোদ্দ হাজার ফুট হবে ওটার উচ্চতা।

ঝরঝরে, ঠাণ্ডা ও সতেজ বাতাস। গতরাতের বৃষ্টির প্রভাব এখনও রয়ে গেছে, শীতল আবহ চারদিকে। সূর্যও খেপে যায়নি এখনও। সুনীল বিস্তীর্ণ আকাশ, কোথাও কোথাও পেঁজা তুলোর মতো শুভ্র মেঘের পাহাড় ভেসে বেড়াচ্ছে।

মিনিট কয়েক পর অধীর হয়ে পড়ল ঘোড়া দুটো, তাই ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ও। মাইল খানেকের মধ্যে অন্তত এক হাজার ফুট নেমে গেল।

কোথাও কোথাও পাথুরে গর্তে বৃষ্টির পানি জমেছে। বারবার থেমে ঘোড়াকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল জেমি। ঢাল বরাবর ক্রমে ক্যানিয়নের দিকে নেমে যাচ্ছে, নীচে নামতে থাকলে একসময় হ্যানসেন ক্রীকের দিকে চলে যাওয়া ট্রেইল পেয়ে যাবে।

হঠাৎ উত্তর-পুবে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ট্রেইল, মোড়ে বেশ কিছু ঘন

স্প্রূস রয়েছে। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জেমি, রোয়ানের পিঠ থেকে গিয়ার নামিয়ে ওটাকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিল। কিছু লতা-পাতা জন্মেছে বোল্ডার ও পাথরের ফাঁকফোকরে, রোয়ানের জন্যে যথেষ্ট হবে। তবে সঙ্গে আনা ওটস দিতেও ভুলল না। শুষ্ক দানা দিব্যি চিবিয়ে খেয়ে ফেলল ক্ষুধার্ত ঘোড়াটা।

আবার যাত্রা শুরু করল গেল্ডিংয়ের পিঠে। জেমির অনুমান লেক সিটির দূরত্ব এখান থেকে পনেরো-ষোলো মাইল। পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে আসা পথে প্রায় মাইল খানেক স্পষ্ট চোখে পড়েছে, কিন্তু ঢাল ধরে নেমে যেতে আড়ালে পড়ে গেল, এবং ফের যখন আরেক রীজের চূড়ায় উঠে এল, দেখতে পেল বিস্তীর্ণ পাহাড়ী প্রান্তর।

স্যাডল ছেড়ে এক পাথরের আড়ালে অবস্থান নিল জেমি, ঘোড়া দুটোকে ঢালের একটু নীচে রেখে এসেছে যাতে আকাশের পটভূমিতে ওদের কাঠামো ফুটে না-ওঠে। ঠায় পড়ে থাকল ও, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে পিছনের ট্রেইলে। অনেকক্ষণ পরও কিছু দেখতে পেল না, কেবল একটা ঈগল অলসভাবে চক্কর কাটছে এবং দুটো হুইস্কি-জ্যাক হুটহাট বেরিয়ে আসছে আড়াল থেকে, চোরা চাহনিতে জেমিকে দেখে আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্প থেকে চুরি করে খেতে ওস্তাদ এরা, তুমুল চেঁচামেচি করে কদাচিৎ বিরক্তিও ধরায়, তবে গ্রাহ্য করল না জেমি। এখন পর্যন্ত জ্বালাতন করেনি ওকে।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার যাত্রা করল। উত্তর-পুব দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর কয়েকটা কেবিন চোখে পড়ল, এবং ওগুলো ছাড়িয়ে যেতে হ্যানসেন ক্রীকের ট্রেইল পেয়ে গেল। নাক বরাবর পুবের রাস্তা ধরল জেমি। ট্রেইলে চিহ্ন যা আছে, সবই পুরানো—অন্তত এক সপ্তাহ আগের।

যা বুঝতে পারছে, শত্রুপক্ষের চেয়ে এগিয়ে আছে ও, কিন্তু নিশ্চিন্তে গা ভাসিয়ে দেওয়ার উপায় নেই; বরং সতর্ক জেমি, অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পরে মাশুল গুনতে নারাজ। এমনও হতে পারে ও যখন সিলভারটনে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখনই যাত্রা করেছে শত্রুরা, এবং কার্যত, ওর চেয়ে এগিয়ে গেছে। হয়তো ভিন্ন ট্রেইল ধরেছে, তাই এ ট্রেইলে তাদের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না। কোথাও যাওয়ার একাধিক ট্রেইল থাকাই স্বাভাবিক।

লেক সিটি উঠতি শহর। পাহাড়ের মাঝে দারুণ সুন্দর এক উপত্যকায় তৈরি হয়েছে শহরটা, দূর থেকে বাঁধানো ছবির মতো সুন্দর দেখায়। শহরের পরিধি দ্রুত বাড়ছে। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ছিল পুরোপুরি উতে এলাকা, কিন্তু ইদানীং সাদাদের ভিড়ে উতেরা সরে গেছে পাহাড়ের আরও গভীরে। সোনা খুঁজে পাওয়ার পর আমূল বদলে গেছে এলাকার চিত্র, ভাগ্য বদলের আশায় এখনও দলে দলে লোক আসছে। শুরুতে বড়জোর ডজন খানেক কেবিন ছিল, দুই বছর আগে, কিন্তু এখন গুনে শেষ করা যাবে না।

মূল রাস্তা ধরে এগোনোর সময় সাতটা সেলুন, চারটা রেস্তোরাঁ, বড়সড় কয়েকটা হোটেল আর দু'তিনটা চীনা ধোলাইখানা চোখে পড়ল। দুটো বিলিয়ার্ড পার্লারও রয়েছে এখানে।

এর সাতদিন পর জর্জটাউন পৌঁছে গেল জেমি ট্রেভালিয়ন। হোটেল ডি প্যারিসে গিয়ে উঠল।

বারো

হোটেলের ডেস্কে ছোটখাট, সুশ্রী ও মায়াবতী এক মহিলাকে পেল জেমি। দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। মেরি গাসকোয়েট। 'মেরি খালা!' সবিস্ময়ে চেঁচাল জেমি, নিজের অজান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছে।

চমকে মুখ তুলে তাকাল মহিলা।

'আরে! এ যে জেমি!' মুহূর্ত খানেক দেরি হলো ওকে চিনতে, একই রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল মহিলার কণ্ঠে। 'ভাবতেই পারিনি তোমাকে দেখতে পাব! এত ভাল লাগছে!' ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের কামরার দিকে তাকাল মহিলা, সামান্য গলা উঁচিয়ে ডাকল। 'লুই? দেখে যাও, কে এসেছে! জেমি ফিরে এসেছে! জেমি ট্রেভালিয়ন!'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লুই পিরেজ। কেউ কেউ তাকে ফ্রেঞ্চ লুই নামেও ডাকে। 'ওহ্! *মন অ্যামি!* দারুণ লম্বা হয়ে গেছ তো! এক্কেবারে বাপকে ছাড়িয়ে গেছ! এই ছোট্টটি দেখেছি, আর এখন দেখছি পুরোপুরি ব্যাটা হয়ে গেছ! তোমার বাপ কোথায়?'

'মারা গেছে···খুন হয়েছে,' বলল জেমি, আবেগ সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। 'কারণটা জানি না। তোমাদের কাছে এসেছি আমি, মি. পিরেজ, যেহেতু তোমরা বাবার বন্ধু। আমার কাছে মনে হয়েছে কোন কাগজপত্র বা নির্দেশনা যদি বাবা রেখে গিয়ে থাকে, হয়তো তোমাদের কাছে রেখে গেছে।'

'এসো, বাছা!' জেমির একটা বাহু ধরে রীতিমতো টেনে নিয়ে চলল ফরাসী ব্যবসায়ী। 'সকালটা আজ বেশ ঠাণ্ডা। কোর্ট ইয়ার্ডে বসে কফি খাব।' ঘুরে মেরি গাসকোয়েটের দিকে ফিরল সে। 'মেরি? আমাদের কফি দিতে বলো।'

'নিশ্চয়ই, মসিয়ে! এখনই দিচ্ছি।'

সুদৃশ্য কোর্টইয়ার্ডে এসে বসল ওরা।

'এবার বলো তো কী ঘটেছে। সব খুলে বলো।'

সংক্ষেপে বাবার মৃত্যু থেকে এখন পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বলল জেমি। মনোযোগ দিয়ে শুনল হোটেল মালিক।

'আচ্ছা, এই তা হলে ব্যাপার!' শেষে মন্তব্য করল পিরেজ। চিন্তিত শোনাল কণ্ঠ। 'তোমার বাবা অবশ্য এমন সন্দেহই করত। অনুমান করেছিল এমন কিছু ঘটতে পারে। গ্লিন শেকেডের কথা বলে গেছে আমাকে। তোমার অনুমানে ভুল হয়নি, শেকেড খুবই বিপজ্জনক মানুষ। ডুয়েলিস্ট হিসাবে বেশ সফল, কয়েকজনকে খুন করেছে। তবে আমার মতে ওর চেয়ে বরং মেয়েটাই বেশি বিপজ্জনক।'

'কোন্ জন?'

'আসলে যে কে, যদি জানতাম! শেকেডের এক বোন আছে। ডাইনি বললে কম বলা হয়। অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার কাঙাল। খুবই হিংস্র। মিষ্টি কথা বলতে বলতে তোমার বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিতে পারবে। দুনিয়ার কোন রীতি-নীতির ধার ধারে না। নিজের স্বার্থে ভাইকেও খুন করতে বাধবে না ওর।

'জেমি, তোমার প্রপিতামহ ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। ওঁর নাম ছিল এরিক ট্রেভালিয়ন। একবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে, হাইতিতে রাউলা নামে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। রাউলা যে আসলে কোন্ দেশের মানুষ,

কেউ জানে না। ফরাসী, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ…যে কোনটাই হতে পারে, কিংবা সবগুলোরই মিশেল। তবে অর্ধেকটা; বাকিটা ছিলেন ক্যারিব। এদের সম্পর্কে শুনেছ কখনও? কলম্বাস পৌঁছানোর আগে ইণ্ডিজে নরখাদক গোত্রগুলোদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র, বুনো এবং ভয়ঙ্কর গোত্র ছিল ক্যারিবরা।

'রাউলার জন্ম কোথায় কেউ জানত না, তিনি নিজেও কিছু বলেননি কখনও, ওঁর সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কেও কেউ জানত না। রাউলাকে চার্লসটনে নিয়ে এলেন এরিক, নিজ জাহাজে যাত্রী হিসাবে। এর কিছুদিন পর মারা গেলেন ওঁর স্ত্রী…একেবারে আচমকা, কারণ বরবারই সুস্থ ছিলেন মহিলা, সারা বছরে সামান্য সর্দি-কাশিতেও ভুগতেন না। এরপর রাউলাকে বিয়ে করলেন তোমার প্রপিতামহ। তুমি তাঁর প্রথম স্ত্রীর বংশধর, আর গ্লিন শেকেড দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ রাউলার।

'বহু বংশের ক্ষেত্রে যা হয়, পরিবারের দুটো শাখা পরস্পরের কাছ থেকে খুব দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তোমার পরিবারের লোক হলো খামারমালিক, পেশাজীবী বা সৈনিক। কিন্তু রাউলার ঔরসে জন্ম নেওয়া প্রায় সবাই এবং তাদের বংশধররা হলো খুবই ভয়ঙ্কর স্বভাবের মন্দ মানুষ। কিন্তু ঈর্ষণীয় একটা ক্ষমতা দেখা গেল প্রায় সবার মধ্যে–এরা প্রত্যেকে খুবই কৌশলী ও বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী হলো।

'তোমার দাদা দারুণ সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। নিজের বুদ্ধি, বিচক্ষণতা বা প্রজ্ঞার বদৌলতে অল্প সময়ে বিপুল বিত্ত গড়েন তিনি। সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ, জমি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ব্যবসায়িক সফরে গিয়ে সফল হন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ব্যবসার ক্ষেত্রে তোমার প্রপিতামহের সুনাম সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগান তিনি।

'দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তোমার কাজিনরা ততটা উদ্যোগী কিংবা স্বাবলম্বী হতে পারেনি। তারচেয়েও দুঃখের বিষয় হচ্ছে পরিবারের দুটো শাখা পরস্পরের কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গ্লিন শেকেডের সঙ্গে ডুয়েলে মারা পড়েন তোমার এক চাচা, সবাই বলে শেকেড নিজেই ডুয়েলে ওঁকে প্ররোচিত করেছিল, এড়ানোর কোন সুযোগ তিনি পাননি। তোমার এক ফুফু মারা যান বিষ খেয়ে···আদপে ওঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, যদিও সেটা প্রমাণ করা যায়নি। পারিবারিক দ্বন্দ্ব বা লড়াই এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তোমার বাবা। তোমার দাদা যখন মারা যান, জন তখন সেনাবাহিনীতে।

'বেশ বড়সড় একটা খামার ছিল তোমার দাদার। আরও ছিল সাবাহ্ ও চার্লসটনে বিপুল স্থাবর সম্পত্তি। জ্যামাইকায়ও একটা খামার আছে। শেকেড, তার বোন এবং ওদের পরিবারের অন্যরা ভাবল তোমার বাবাকে যদি খুন করা যায়, তা হলে সব সম্পত্তির মালিক বনে যাবে ওরা। তোমার ব্যাপারে ওরা জানত না, তাই ধরে নিয়েছিল জন মারা পড়লে নিকটাত্মীয় হিসাবে উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে ওরা।'

'মি. পিরেজ, বাবা তোমার কাছে কোন কাগজপত্র রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে এমন কিছু প্রমাণ বা সূত্র রেখে গেছে যা নিজে কাজে লাগাতে চায়নি জন। ওগুলো দিয়ে শেকেডদের একজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা যাবে। তোমার দাদার উইল, নানা সম্পত্তির দলিল ও চুক্তিপত্র ছাড়াও উত্তরাধিকার নিশ্চিত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশনা দেওয়া আছে। নিরাপত্তার খাতিরে ওগুলো অন্য কোথাও রেখেছে জন, এমনকী আমাকেও বলেনি। সব কাগজ দেখলে তুমি হয়তো

জেনে যাবে।'

নীরবতা নেমে এল। সদ্য জানা তথ্যগুলো হজম করছে জেমি।

'তুমি হয়তো শুনেছ,' একটু পর বলল লুই পিরেজ। 'অবিবাহিত কোন মহিলাকে আমার হোটেলে রূম ভাড়া দেই না। বেশি কামরা নেই আমার এখানে, তাই লোক পছন্দ হলে ভাড়া দিই, নইলে দিই না। দিন কয়েক আগে এক মহিলা এসেছিল রূম ভাড়া করতে। আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। মহিলা ভয়ঙ্কর খেপে গিয়েছিল।' শ্রাগ করল হোটেল মালিক। 'হয়তো জানো, ছোটখাট এসব ঘটনাকে আমি আমল দেই না, অল্পবয়সী অস্থির মেয়েদের নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? কিন্তু ওই মহিলা···চোখ ধাঁধানো সুন্দরী ছিল, এবং ওর মধ্যে এমন বিষ দেখেছি! কোন মহিলার মধ্যে যে এত তীব্র ঘৃণা থাকতে পারে, দেখিনি কখনও। চলে গেলেও আমার মনে হয় আবার আসবে ও। আসল কথা হচ্ছে, আমার ধারণা ও গ্লিন শেকেডের বোন বা ফুফু। তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, বাছা।'

'কিন্তু ওই মহিলা এখানে কীভাবে এল?' জানতে চাইল ও। 'ওদের কাছে এমন কোন সূত্র থাকবার কথা নয়। কোথায় আসতে হবে, এ নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, নিজেও নিশ্চিত ছিলাম না, কারণ বাবা আমাকে স্পষ্ট কিছু বলেনি।'

শ্রাগ করল পিরেজ। 'আমার রান্নার খ্যাতি আছে···উঁহুঁ, অন্য কোন সূত্র ধরে। হয়তো জন যখন এখানে ছিল, আত্মীয় বা কোন বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল···ওই চিঠির সূত্র ধরে মহিলা ভেবে নিয়েছে এখানে এলে কাজ হবে।'

হয়তো, কিন্তু হোটেল ডি প্যারিসের সুনাম শুনেও এখানে এসে থাকতে পারে মহিলা, ভাবছে জেমি, যেহেতু লুই পিরেজের

রান্নার সুখ্যাতি রয়েছে। হোটেলটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে আর মাইনারদের কাছে তৎকালীন শেফদের মধ্যে অদ্বিতীয় হিসাবে নাম কুড়িয়েছে লুই পিরেজ। স্রেফ এক বেলা খাবার বা হোটেলে এক রাতের আতিথেয়তা নেওয়ার জন্যে শত মাইল দূর থেকে লোক আসে, কেউ কেউ তাদের স্বাভাবিক যাত্রাপথ এড়িয়ে চলে আসে এখানে।

অনুপম সৌন্দর্য আর আভিজাত্য রয়েছে হোটেলে, পশ্চিমের জন্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত টিফানি কোম্পানির তৈরি গ্যাসের বাতির ঔজ্জ্বল্য, কালো ওয়ালনাটের সুদৃশ্য আসবাবপত্র, চামড়ায় মোড়া তিন হাজার বইয়ের সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, প্রতি কামরায় মার্বেল পাথরের সিঙ্ক···সারা পশ্চিমে খুঁজলেও বোধহয় কোন হোটেলে দেখা যাবে না।

ডাইনিংরুমের মেঝে হলুদ ও সাদা ডোরাকাটা–ম্যাপল ও ওয়ালনাটের স্ট্রাইপ। খাবার পরিবেশন করা হয় ইউরোপীয় ঢঙে। জেনারেল গ্রেনভিল ডজ, প্রেসিডেন্ট উলিসেস এস. গ্র্যান্ট, জে গোল্ড, রাসেল সেয, ব্যারন রসচাইল্ড, দ্য প্রিন্স ডি জয়েনভিল এবং বহু ধনী, গণ্যমান্য ও বিখ্যাত মানুষ এখানে ডিনার করেছেন।

মোটে দশটা কামরা এখানে। প্রতিটি কামরার সঙ্গে সংযুক্ত বাথ, যা এ সময়ে আধুনিক বা পুবের হোটেলেও বিরল। জর্জটাউন এখনও ছোট্ট ও উঠতি শহর, বুমিং টাউন বলা চলে, কিন্তু লুই পিরেজের রান্না করা খাবারের সঙ্গে তুলনা করবার মতো খাবার এমনকী ডেনভারের কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলেও পাওয়া যাবে না। নিজে হোটেল চালায় পিরেজ, নিজেই রান্না করে এবং নিজের কাজ সে উপভোগ করে তো বটেই, এ নিয়ে গর্বও বোধ করে।

'লুই, আমাকে কি একটা কামরা দেওয়া যাবে?' সামান্য দ্বিধার পর প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলল জেমি, হাড়ক্লান্ত বোধ করছে, এখন আর অন্য কোথাও যেতে আগ্রহ পাচ্ছে না। তবে মনে মনে না-সূচক উত্তর আশা করছে। যেহেতু অল্প কয়েকটা কামরা, খালি না-থাকবারই কথা।

'তোমার জন্যে? দরকার হলে কাউকে বের করে দেব! হ্যাঁ, একটা কামরা দেওয়া যাবে।' নিজেই জেমিকে উপরে নিয়ে এল হোটেল মালিক, সূর্যালোকিত ছিমছাম এক কামরার দরজা খুলে দিল। 'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ,' বের হওয়ার আগে বলল সে। 'আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। পরে না হয় আলাপ করব।'

বেরিয়ে যেতে গিয়েও দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল পিরেজ। 'তুমি হয়তো জেনেছ যে আমি বরাবরই আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, বন্ধু-বান্ধব তেমন নেই আমার। তোমার বাবা তাদের একজন। মানুষ হিসাবে সে অসাধারণ ছিল, অথচ প্রথমে বোঝা যায় না। শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, রুচি বা আচরণে অন্য দশজনের চেয়ে ভিন্ন মানুষ ছিল জন। তুমি কি জানো একসময় দর্শনশাস্ত্র পড়াত ও? এটা একটা বিশেষত্ব বলতেই হবে। বহু শিক্ষক শিক্ষকতা করে, কিন্তু আদপে ওদের জ্ঞানের গভীরতা কম। গৎবাঁধা ধারণার বশবর্তী ওরা, ছাত্রদের পড়ায়ও সেভাবে, ঠিক তোতাপাখির মতো···কিন্তু তোমার বাবা ছিল ব্যতিক্রম। জন্মভূমি ফ্রান্স ত্যাগ করবার পর ওর মতো চমৎকার মানুষ আমি দেখিনি, যার মাথায় চ্যালেঞ্জিং সব আইডিয়া ছিল। প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতাম আমরা···তোমার ব্যাপারে নিজের পরিকল্পনার কথাও আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছে।'

'অথচ আমাকে কখনও কিছু বলেনি,' তিক্ত ও বিষণ্ন স্বরে বলল জেমি।

'কারণটাও জানি। কী জানো, জেমি, ওর কিছু করবারও ছিল না। দায়িত্ব ছিল, অথচ সেগুলো সুচারুরূপে পালন করতে পারছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে বহু সম্পত্তির মালিক ছিল, কিন্তু দাবি করতে সাহস পায়নি। আগাগোড়া নিঃসঙ্গ মানুষ ছিল জন। এমন সব ব্যাপারে ও দক্ষ বা বোদ্ধা ছিল, যেগুলোর কদর পশ্চিমে নেই। দুর্ভাগ্য এটাই। ভাবুক মানুষ ছিল ও, গুছিয়ে কাজ করত, আগে থেকে পরিকল্পনা করত; কিন্তু পশ্চিম এমন জায়গা যেখানে ভাবনা দিয়ে লাভ হয় না, বরং লাগাতার খেটে যেতে হয়, ত্বরিৎ অবশ্যকর্তব্য পালন করতে হয়। নিজের সীমাবদ্ধতা জেনেও যতটা সম্ভব চেষ্টা চালিয়েছে জন।'

'মৃত্যুর আগে বেশ কিছু টাকা আমার জন্যে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে বাবা,' জানাল জেমি।

'তাই? সেক্ষেত্রে আমাদের আলাপ আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। জনের পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে তোমাকে, এমনকী ও নেই কিংবা তুমি অনাগ্রহী হতে পারো, তারপরও। পরে বিশদ আলাপ করা যাবে। এ ফুরসতে শরীরটাকে চাঙা করে নাও। জানালার কাছে যেয়ো না।'

চলে গেল লুই পিরেজ, পিছনে আলতোভাবে টেনে দিল দরজার কবাট।

বুটজোড়া খুলে ফেলল জেমি, গায়ের কোট খুলে চেয়ারের ব্যাকরেস্টের উপর মেলে রাখল এবং গানবেল্ট খুলে বিছানার পাশে এক চেয়ারে এমনভাবে রাখল যাতে শুয়ে থেকেও হাত বাড়ালেই পিস্তলের বাঁট ছুঁতে পারে।

নীচের রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। মাঝে মধ্যে একটা রিগ বা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, কিংবা কোন রাইডার–খুরের শব্দে বোঝা যাচ্ছে। একবার মনে হলো কারও অস্পষ্ট ও চাপা শব্দের

কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না জেমি। ঘুম নেমে এল চোখে।

জাগল যখন, তখন রাত। দরজার নীচ দিয়ে আসা ক্ষীণ আলোয় পুরো কামরা আবছাভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে। চার দেয়ালের তিনটাই গাঢ় কালো কাঠামো পেয়েছে, তবে টেবিল বা ঘরের কোণে রাখা চেয়ারটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে।

চেয়ারটা কোণে ছিল? মোটেই না! ফের তাকাল জেমি, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। আশ্চর্য! একটা মেয়ে বসে আছে চেয়ারে! মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে।

মুহূর্ত কয়েক অনড় পড়ে থাকল জেমি, ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেছে চুল। ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বরাবর। এ মুহূর্তে যা অনুভব করছে, ভয় না নিখাদ অবিশ্বাস, বুঝতে পারছে না।

'তুমি দেখছি সজাগ আছ, জেমি,' নিচু স্বরে বলল মেয়েটি। মার্জিত, মায়াভরা কণ্ঠ। 'আশা করছি আমার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করবে না। কী জানো, এখানে আসা ছাড়া উপায়ও ছিল না! হ্যাঁ, জানি তুমি আমাকে চেনো না। তবে তোমার বাবা চিনত। ভাল করেই চিনত। আর তুমিও শিগ্‌গিরই চিনবে, জেনে যাবে আমার সম্পর্কে। যত যাই হোক, আমরা ভাই-বোন।'

'আসলেই কি তাই?' মহিলা যখন কথা বলছিল, এ ফাঁকে সামলে নিয়েছে জেমি, ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একবার ওর বাবা বলেছিল, "ভয় হচ্ছে একটা অস্ত্র, নিজের স্বার্থে ওটাকে ব্যবহার করতে পারবে, যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। আর যদি না পারো, তা হলে শত্রুরাই তোমার বিরুদ্ধে ওটাকে ব্যবহার করবে।" জেমি যোগ করল, 'মনে হচ্ছে সুবিধাজনক অবস্থায় আমাকে পেয়ে গেছ তুমি।'

'আমার নাম হেলগা। কখনও নামটা শুনেছ, জেমি?'

'না।'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার। অকৃত্রিম বন্ধু হতে পারতাম আমরা দু'জন। কী জানো, শুনেছি তুমি মারা গেছ···এমনও খবর পেয়েছি তোমার বাবাও মারা গেছে, বছর কয়েক আগে তা-ই কানে এসেছিল···মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম···যাক্‌গে, আসল খবর শুনে সত্যি অবাক হয়েছি আমরা।'

'অবাক হয়েছ, না হতাশায় হতভম্ব হয়েছ?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল জেমি। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলছে ওর মাথায়। হেলগা এখানে ঢুকল কী করে? আপসে কোন মেয়েকে এখানে ঢুকতে দেবে না লুই পিরেজ, আর মেরি গাসকোয়েটও পিরেজের মতের বিরুদ্ধে যাবে না। অথচ ভুল দেখেনি, হেলগা নামের মেয়েটি ঠিকই আপসে ঢুকে বসে আছে ওর কামরার এক কোণে! দরজা খুলেই ঢুকেছে, কিন্তু ওর অগোচরে কীভাবে ঢুকল?

দক্ষিণে প্রচলিত প্রাচীন কিছু গল্প মনে পড়ল ওর, রূপকথা বলা চলে। যাদুমন্ত্র আর যাদুকরীদের গল্প। দক্ষিণে কিছু রহস্যময় নারী রয়েছে, যাদের রয়েছে অতিন্দ্রীয় ও অবিশ্বাস্য যাদুর ক্ষমতা। এরা যে-কারও অলক্ষ্যে বা অগোচরে যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে পারে, বাতাসের আগে চলাফেরা করতে সক্ষম। চাইলে মুহূর্তের মধ্যে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

পুরো ব্যাপারটা আজগুবি বলে ভেবেছে জেমি, কখনও বিশ্বাস করেনি; এখনও করতে চাইছে না, বার কয়েক মাথা নেড়ে মন থেকে ঝেঁটিয়ে বের করতে চাইল চিন্তাটা। পারলে অবশ্য হেলগা নামের মেয়েটিকেও বের করে দেয় কামরা থেকে, কিংবা যাদুকরী হয়ে থাকলে, সে নিজেই বাতাসে মিলিয়ে গেলেও মন্দ হয় না!

নীচতলা থেকে লোকজনের কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে।

সন্দেহ নেই, ডাইনিংরুমে সাপারে বসে গেছে সবাই। খাওয়ার ফাঁকে গল্প করছে।

'হ্যাঁ, কিছুটা হতভম্ব হয়েছি, তা বলতেই হবে,' স্বীকার করল হেলগা। 'কিন্তু এখন যেহেতু তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, একে অন্যের বন্ধু হব আমরা। আর দশজনের মতো দেখা করব, গল্প করব। একটু দূর সম্পর্কের হলেও তো ভাই-বোন আমরা, রক্তের সম্পর্ক যে নেই তা তো নয়।'

'লুইয়ের কাছে শুনলাম তোমাকে রুম দিতে রাজি হয়নি ও।'

'সে-কথা তোমাকে বলেছে? হ্যাঁ, পিরেজ খুবই গোঁয়ার আর বেরসিক লোক। বিরক্তিকর চরিত্র! শহরে একটা কথা বলে সবাই, কোন্ এক মেয়েকে নাকি প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল সে, কিন্তু মানা করে দিয়েছিল মেয়েটা এবং সেই থেকে দুনিয়ার তাবৎ মেয়েকে ঘৃণা করে ও। এমন অদ্ভুত মানুষও হয়! আমার কাছে তো ওকে আগাগোড়া বিকৃত চরিত্রের লোক মনে হয়েছে!'

'কিন্তু খুঁবই বিচক্ষণ,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল জেমি। 'দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাস জানা একজন লোক। মি. পিরেজের সঙ্গে গল্প করতে কখনও ক্লান্তি লাগবে না কারও।'

'হয়তো। কিন্তু ওকে একটুও পছন্দ হয়নি আমার! একেবারে ঠাণ্ডা ও একগুঁয়ে স্বভাবের লোক।'

'এবং সন্দেহপ্রবণ?'

'কেন সন্দেহ করবে? দূর সম্পর্কের হলেও এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে শত মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছি আমি! এটাকে কি রক্তের টানের প্রতি পরম শ্রদ্ধা বলা উচিত নয়?'

সৌভাগ্যের বিষয় সব কাপড়ই পরনে আছে জেমির, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নীচে নেমে সাপার সেরে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল বলে কাপড় খোলেনি। বুটজোড়া বিছানার পাশে রয়েছে, হোলস্টার সহ পিস্তল

দুটো আরও কাছে–একেবারে শিয়রে, হাত বাড়ালে নাগাল পেয়ে যাবে।

শিয়রের পাশে রাখা চেয়ারের দিকে তাকাল জেমি। পিস্তল সহ হোলস্টারটা আগের মতোই আছে, হ্যাট দিয়ে অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে। হেলগা কি সেটা দেখেছে? আবছা অন্ধকারের কারণে ওর চোখে নাও পড়তে পারে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল জেমি: কার্তুজ ভরা আছে কি-না পরখ না-করে গুলি করতে যাবে না। এমনও হতে পারে ঘরে ঢুকে ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে প্রথমেই পিস্তল থেকে বুলেট সরিয়ে ফেলেছে হেলগা। বরং সেটাই খুব স্বাভাবিক।

'গ্লিন এবার নির্ভার বোধ করবে,' হেলগার সন্তুষ্ট কণ্ঠ শুনতে পেল জেমি। মহিলার হাসি দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু জানে মুখভরা হাসি দেখতে পেত আলো থাকলে। 'তোমাকে হারিয়ে ফেলেছে ও। ঠিকই শুকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছ। ...শিগ্‌গিরই ওকে জানিয়ে দিতে হবে তোমার এখানে আসবার খবর। এভাবে খেই হারিয়ে ফেলা বা দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার পর একজন আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়ার সূত্র হারিয়ে ফেলা মোটেই খুশির কথা নয়।'

খুব ধীরে উঠে বসল জেমি, পা জোড়া নামিয়ে আনল ঠাণ্ডা মেঝেয়। হেলগার সত্যিকার পরিচয় সম্পর্কে ভাবছে মনে মনে। গ্লিন শেকেডের আত্মীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোন না ফুফু? খুব ছোটবেলায় ওদের বাড়ি এসেছিল এক মহিলা এবং এরপর ওর বাবা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। জেমির সন্দেহ জন ট্রেভালিয়নের অসুস্থতার মূলে ছিল ওই মহিলা। সম্ভবত হেলগাই সেই মহিলা। ওর বাবার অসুস্থতার জন্যে আদৌ কি দায়ী ছিল হেলগা, না পুরোটাই ওর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা?

ঝুঁকে একটা বুট তুলে নিল জেমি, উল্টে ঝাঁকিয়ে নিল। খোলা

প্রকৃতিতে রাত কাটাতে অভ্যস্ত মানুষের অভ্যাস এটা–প্রেয়ারিতে ঘুমন্ত রাইডারের বুটের ভিতর ঢুকে পড়ে বিষাক্ত সাপ, বিছা বা টেরান্টুলা; ঝাঁকি দিয়ে বুট থেকে বহিরাগত পোকামাকড়কে বের করে নেওয়ার অভ্যাসটা এমনকী পাঞ্চারদের মধ্যেও রয়েছে এবং হোটেলের নরম বিছানায় রাত কাটালেও তার ব্যতিক্রম করে না।

বুটের ঝাঁকিতে ভিতর থেকে কী যেন পড়ল মেঝেয়। ধাতব শব্দ! ব্যাপারটা গ্রাহ্য করল না জেমি, পায়ে গলাল বুটটা। অন্যটার জন্যে হাত বাড়াল। দেখল ওটা একটু দূরে পড়ে রয়েছে, হাতে নাগাল পাবে না। অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে এক পা বাড়াল। নগ্ন পায়ের নীচে পড়ল কী যেন। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্বরে গুঙিয়ে উঠল ও, যেমন অন্য কেউ দিত।

'কী হয়েছে, জেমি?' জানতে চাইল হেলগা, কণ্ঠে মেকী দরদ। 'পায়ের আঙুল ভেঙে ফেললে নাকি?'

'পায়ের নীচে কী যেন পড়েছে,' দ্বিতীয় বুট তুলে নিয়ে পায়ে গলাল জেমি। 'পেরেক বা অমন কিছু হবে।' গানবেল্ট তুলে নিয়ে কোমরে জড়াল ও, বেল্ট আটকে দিল। 'চলো। নীচে গিয়ে সাপার করে নিই।'

নীচে নেমে এল ওরা। মেরি গাসকোয়েট আগে দেখতে পেল দু'জনকে। আড়ষ্ট হয়ে গেল মহিলার মুখ, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁট, চোখে রাগ ও অসন্তুষ্ট চাহনি; কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'খাবার কিছু বাকি আছে, মেরি, না দেরি করে ফেলেছি?' জানতে চাইল জেমি।

'ঠিক সময়েই এসেছ, মসিয়ে,' এবার হাসল মহিলা, কিন্তু প্রাণ নেই হাসিতে। 'বিশেষ মেন্যু হিসাবে টারমিগ্যানের রোস্ট, আর্টিচোকের কলজে আর ট্রাউট আছে।' ওদেরকে পাশ কাটিয়ে

এগিয়ে গেল মেরি, উজ্জ্বল আলো আছে এমন এক টেবিলে বসাল ওদের।

বেশিরভাগ টেবিল ততক্ষণে দখল হয়ে গেছে। জেমি খেয়াল করল কামরার প্রতিটি পুরুষের দৃষ্টি আটকে আছে ওর সঙ্গিনীর উপর। অগত্যা, এই প্রথম, ও নিজে তাকাল হেলগার দিকে।

চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। বয়সের ব্যাপারটা–এ ব্যাপারে জেমির বাবা পরামর্শ দিয়েছিল দেখে বা অনুমান করে লাভ নেই, আসল বয়স অনেকের ক্ষেত্রে বোঝা যায় না–ত্রিশ হতে পারে। জেমি নিশ্চিত আসল বয়সটা বেশি, তবে কত বেশি তা বলতে পারবে না। সাদা, আঁটসাঁট গাউনে অপূর্ব লাগছে হেলগাকে। চুল হাল ফ্যাশনের ধাঁচে পিছনে উঁচু করে বাঁধা। বড়বড়, মায়াবী কালো চোখ। দীর্ঘ পাপড়ি চোখের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু হেলগার মুখ আর চোখে আরও কী যেন আছে, যেটা মোটেও পছন্দ করতে পারেনি জেমি…ভয়ঙ্কর একটা কিছু…হিংস্রতা ও রোষের সমন্বয়…

আবার নাও হতে পারে। সবই হয়তো স্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যাওয়া কিছু যাদুকরী এবং যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত গল্পের ভিত্তিতে ওর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা। প্রায় শৈশবে শোনা এসব গল্পের অনেক কিছুই ওর মনে নেই, কিছু অস্পষ্টভাবে জমে আছে…এসব থেকে বাস্তবে একজনের চরিত্র বিশ্লেষণ করা কতটা যৌক্তিক বা অর্থবহ হবে?

'তুমি তো দেখছি বেশ সুদর্শন,' সমালোচনার দৃষ্টিতে জেমিকে দেখছে হেলগা, ঠোঁটে লাস্যময় হাসি। 'এবং রীতিমতো পুরুষ হয়ে উঠেছ! ভাবছি আসলে তোমার বয়স কত?'

'বয়স একটা আপেক্ষিক ব্যাপার,' বলল জেমি। 'ও দিয়ে কাউকে বিচার করতে নেই, আমার বাবা বলত, বরং কাউকে

বিচার করতে হবে চরিত্র দিয়ে। শুধু মানুষই নয়, গরু-ঘোড়া, কুকুর বা যে কোন জন্তু, এমনকী মেয়েদেরও চরিত্র দিয়ে বিচার করা উচিত।'

'তাই? সেক্ষেত্রে তো তোমার বাবাকে খুবই চমৎকার মানুষ বলতে হয়! এত নিখুঁত যার বিশ্লেষণ···জ্ঞানী লোক,' ক্ষীণ বিরক্তি প্রকাশ পেল হেলগার কণ্ঠে। 'এতই যদি বুঝে থাকে, কেন বাড়ি ফিরে যায়নি সে?'

'হয়তো জ্ঞানী বা বিচক্ষণ বলেই,' একেবারে নিরুত্তাপ স্বরে বলল জেমি।

'বাপ-দাদার ভিটেয় তোমার ফিরে যাওয়া উচিত, জেমি,' ওর দিকে ঝুঁকে এল হেলগা। 'নিজের বাড়ি ছেড়ে ফকিরের মতো ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয়? কী আছে এ জীবনে? আমি তো এর মানে খুঁজে পাই না। নিজের বাড়ি, এলাকা বা লোকজন চেনা উচিত। তারা যেমন তোমার সাহচর্য পাওনা, তেমনি তুমিও পেতে পারো। আমাদের সঙ্গে ক্যারোলিনায় ফিরে চলো। বিশ্বাস করো, সত্যি ভাল লাগবে তোমার।' জেমির হাতের উপর হাত রাখল সে। 'আমার কথাটা চিন্তা করবে তো? প্লীজ! ওখানে তোমাকে দরকার আমাদের, কত দরকার তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

হেলগা বলছে "আমরা" কিন্তু ভাবে প্রকাশ করছে "আমি"। হাল ফ্যাশনের পোশাক বা প্রসাধনে দারুণ মানিয়ে গেছে ওকে। গাউনটা যতটা আব্রু রক্ষা করেছে, তারচেয়ে কমও প্রকাশ করছে না। সারা ঘরের লোকজন যদিও ওর উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে তাদের, কিন্তু ও নিজে গ্রাহ্য করছে না সেসব, বরং সমস্ত মনোযোগ জেমি ট্রেভালিয়নের দিকে।

'কী জানো, তোমাকে কোথায় না খুঁজেছি আমরা!' প্রসন্ন স্বরে

বলল হেলগা, মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। 'এবং এক-দুটো দিন নয়, বহু দিন ধরে!'

'আমরা আসলে চলার মধ্যে ছিলাম,' বলল জেমি, মনে মনে ভাবছে ঠিক কাজটাই করেছে। 'বেশিদিন কোথাও থাকিনি। হতে পারে সেজন্যেই আমাদের খুঁজে পাওনি।'

'ওই ফরাসী লোকটা···ও তোমার বাবার কেমন বন্ধু? খুব অন্তরঙ্গ?'

সন্দেহ করেছে হেলগা, কিংবা হয়তো কোনভাবে জেনেও গেছে জন ট্রেভালিয়ন মূল্যবান কিছু কাগজ লুই পিরেজের কাছে রেখে গেছে। নির্বিকার মুখে শ্রাগ করল জেমি, বাতিলের ভঙ্গিতে এক হাত নাড়ল। 'বাবা বরাবরই ভাল রান্নার ভক্ত ছিল। আর মি. পিরেজ তো রান্নায় সেরা। অদ্বিতীয় বলা চলে। বইপত্র নিয়ে গল্প করত ওরা। কিন্তু বন্ধুত্ব? তা বলা যাবে না। সাময়িক সঙ্গী বলা যেতে পারে।' ভুরু কোঁচকাল জেমি, ভান করল যেন কিছু মনে করছে, তারপর খেই ধরল: 'আমার তো মনে হয় অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি কেউ হয়ে থাকে, তা হলো ডেনভারের সেই লোক, লারিমার স্ট্রীটে যিনি থাকেন। অবশ্য নিশ্চিত বলতে পারব না, কারণ শেষ যখন আমরা গিয়েছিলাম, তখন ছোট ছিলাম আমি। মি. মেনকিন বোধহয় ওঁর নাম। দক্ষিণের মানুষ। নিউ অর্লিয়েন্স বোধহয়। কিছু কিছু ব্যাপারে বাবার সঙ্গে ওঁর খুব মিল। মতের মিলও ছিল।'

হেলগা ওর কথা বিশ্বাস করছে কি-না জানে না জেমি, তবে খাওয়ার ফাঁকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে মহিলা।

গ্লিন শেকেড থাকবার পরও কেন পশ্চিমে এসেছে ও? ভাবছে জেমি। গ্লিনকে বিশ্বাস করে না? নাকি সময় বেঁধে দেওয়া ছিল, যা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে নিজেই চলে এসেছে? লুই পিরেজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাগিদটা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছে জেমি,

কিন্তু তার আগে এই ভয়ঙ্কর সুন্দরীকে খসাতে হবে। ওর বাবার রেখে যাওয়া কাগজপত্র–সেগুলো যাই হোক–দেখতে হবে।

'মি. মেনকিনকে চেনো নাকি?' আলাপ চালিয়ে গেল হেলগা।

'উঁহুঁ, পরিচয় হয়নি, তবে দেখেছি ওকে। তা ছাড়া, একেবারে ছোট ছিলাম আমি তখন। পরে অবশ্য একবার ডেনভারে গেছে বাবা, একা। স্টেজে করে পুবেও গেছে। আমি তখন ছোটখাট কাজে ব্যস্ত ছিলাম। পরে এটুকু জেনেছি জরুরি কাজে ডেনভারে কিছুদিন ছিল, কিন্তু সেটা কী জানি না।'

এটুকু সত্যি। স্পষ্ট মনে আছে জেমির, এবং এ মুহূর্তে বাবার ডেনভার যাওয়ার বা কয়েকদিন থাকবার কারণটা ও নিজেও আঁচ করতে চাইছে। কী কাজে ব্যস্ত ছিল? খুব কমই ছেলেকে রেখে কোথাও একা গেছে জন ট্রেভালিয়ন, যখনই যেত এর তাৎপর্য ছিল দু'জনের জন্যেই কোন ভয়াবহ বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সেটার স্থায়িত্ব একেবারে অল্প সময়ের জন্যে; শুধু ডেনভার যাওয়ার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম ছিল–দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ডেনভারে ছিল জন। ডেনভার থেকে জর্জটাউনে এসেছিল? হতে পারে। দুই শহরের দূরত্ব কম না-হলেও একেবারে উল্টো-পথও নয়।

'খাবারটা *সত্যি* দারুণ!' প্রশংসা ঝরছে হেলগার লাস্যময় কণ্ঠে, কিন্তু অদ্ভুত চাহনিতে জেমিকে দেখছে, যেন প্রত্যাশা করছে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে–তীক্ষ্ণ চাহনি লেপ্টে রয়েছে ওর মুখে। 'নাহ্, এখানেই থাকতে হবে আমার! জেমি, অন্য কারও কথা জানি না, কিন্তু তোমার কথা শুনবে মি. পিরেজ। দয়া করে বলবে ওকে? তোমার মতোই যেন একটা কামরা দেয় আমাকে? আরও ভাল হয় যদি একেবারে কাছাকাছি হয়।'

'মনে হয় না কারও কথা শুনবে ও,' বলল জেমি। 'তুমি নিজে

বলেছ, খুব একগুঁয়ে লোক। নিজের মনমতো চলে। কাউকে যদি ওর অপছন্দ হয়, স্রেফ কেটে পড়তে বলে। লোকটা যেই হোক।'

'রাজি হতেও তো পারে। একবার বলেই দেখো না!'

'উঁহুঁ, ওর সম্পর্কে জানি তো, বলে লাভ হবে না। তাই চেষ্টা করতেও রাজি নই আমি।'

'আমার জন্যেও কি চেষ্টা করবে না?' ফের জেমির হাতের উপর হাত রাখল হেলগা, ওর কব্জিতে মোলায়েম আঙুলের চাপ।

বিব্রত বোধ করল জেমি, একইসঙ্গে প্রচ্ছন্ন আগ্রহও বোধ করছে। যত যাই হোক, হেলগা অপরূপ সুন্দরী। বহুদিন ধরে পাহাড়ে নিঃসঙ্গ কেটেছে ওর, এবং সারা জীবনে এমন আকর্ষণীয়া নারীও চোখে পড়েনি–যে-কোন বিচারে পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। সৌন্দর্য, অপূর্ব বাচন আর মেয়েলি ভঙ্গিমায় ওকে পটিয়ে ফেলেছে, এমনকী জেমি সেটা উপলব্ধি করবার আগে বলে বসল: 'ঠি-ঠিক আছে···আমি চেষ্টা করব।'

মন থেকেই বলেছে কথাটা। ভাঁওতা দেওয়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই। হেলগাকে একটা কামরা দেওয়ার অনুরোধ করলে কী এমন ক্ষতি হবে? মোটেও দোষের হবে না সেটা। শুধু পুরো শহর কেন, শত মাইলের মধ্যেও এরচেয়ে আরামদায়ক জায়গা আর নেই, এরচেয়ে সুস্বাদু খাবার সারা পশ্চিমেও কোথাও পাওয়া যাবে না; সেক্ষেত্রে, হোটেলে থাকতে হলে তো এখানেই থাকা উচিত। ও নিজেও কি একটা কামরা ভাড়া নেয়নি, যেখানে টাকা বাঁচাতে অন্য কোথাও থাকতে পারত? তা ছাড়া, হেলগা খুবই আকর্ষণীয়া এবং পরিপূর্ণ লেডি–অন্তত পোশাক-আশাক বা আচরণে–হোটেল ডি প্যারিসের মতো পরিচ্ছন্ন ও অভিজাত হোটেলে যাকে মানায়।

উঠতে গেল জেমি। তাড়াহুড়ো করায় পা ফেলতে ভুল হয়ে গেল, পরিণতিতে বেমক্কাভাবে চেয়ারের উপর ধপাস করে পড়ল।

সম্ভবত এক অবস্থানে অনেকক্ষণ পা রাখায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল; চেয়ারের দুই হাতল শক্ত করে চেপে ধরে উঠবার প্রয়াস পেল ও, দৃষ্টি তুলে তাকাতে হেলগার চোখে চোখ পড়ল।

ওর জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হেলগার কালো দুই চোখে যে চাহনি, সেটা কোন মানুষের হতে পারে না, জীবনে মাত্র একবার একই চাহনি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল ওর—ঝর্নার ধারে পানি পান করে সিধে হয়ে দাঁড়াতে গিয়েছিল জেমি বহুদিন আগে, সরাসরি চোখ পড়ল এক পাহাড়ী সিংহের চোখে—আগ্রাসী, হিংস্র ও নিষ্ঠুর চাহনি; শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্গ্রীব। সেই একই চাহনি এখন দেখতে পেল।

অন্তস্তল থেকে জেমি টের পেল সরে পড়তে হবে, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়! মনের ভিতর তাগিদ অনুভব করছে। এখান থেকে সরে পড়তে হবে, একাকী হতে হবে; মানবিক বিচার-বুদ্ধি বা নিজের ভাল-মন্দ বুঝবার মতো জ্ঞান অবশিষ্ট থাকতে থাকতে! এ ডাইনির সামনে আর এক মুহূর্তও নয়।

'শরীরটা ভাল লাগছে না আমার,' দ্রুত বলল ও। 'কিছু মনে কোরো না। নিরবচ্ছিন্ন একটা ঘুম দিতে পারলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।'

'বেশ তো, জেমি। যাও, শুয়ে পড়ো গে। পরে না হয় দেখা হবে আমাদের।'

বিদায় নিয়ে দ্রুত ডাইনিংরুম ত্যাগ করল জেমি, সরাসরি ওর কামরায় চলে এল।

তেরো

কামরায় ঢুকে মাত্র গ্যাসের বাতি জ্বালিয়েছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নক্ হলো দরজায়। লুই পিরেজ। হোটেল মালিক ভিতরে ঢুকবার পর দরজা আটকে দিল জেমি, বিছানায় এসে বসল। পিরেজ ওর সামনের চেয়ারে বসেছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল সে। 'ঘটনা এখনও বুঝলাম না। ওই মেয়ে তোমার সঙ্গে ভিড়ে গেল কী করে?'

ব্যাখ্যা শুনে বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল পিরেজ। 'আমি যখন বাগানে ছিলাম, নিশ্চয়ই তখন এসেছে মহিলা। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! যাক্‌গে, আসল কথা হচ্ছে ওই মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না তুমি, জেমি! আমি নিশ্চিত এ মেয়ে তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে তোমার বাবা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল।'

পা নাড়তে গেলে বুটের সঙ্গে ধাতব শব্দে ঘষা খেল কী যেন, দৃষ্টি নামাল জেমি। কার্পেটের ট্যাক। নির্ঘাত এটাই বুটের ভিতর ছিল, বুট ঝাড়বার পর পড়ে গিয়েছিল···কিন্তু এত কিছু থাকতে এটা কী করে বুটে সেঁধিয়ে গেল? প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইল পিরেজ।

নিচু হয়ে ট্যাকটা তুলে নিল জেমি। অতি সাধারণ ট্যাক, তবে চোখা সূচকের সঙ্গে শক্ত ও চকচকে হলুদাভ একটা পদার্থ প্রলেপ

লাগানো। 'এটা,' উত্তরে বলল ও। 'আমার বুট থেকে পড়েছে।'

জিনিসটা নিয়ে আলোর কাছে চলে গেল লুই পিরেজ, খুবই সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখল। সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল জেমি, বরাবরের অভ্যাসবশত বুট ঝাড়তে ওটা ভিতর থেকে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল এবং দাঁড়াতে গেলে ওটাই পায়ের নীচে পড়েছিল।

'মোজা খুলে ফেলো তো,' চাপা উত্তেজনা হোটেল মালিকের কণ্ঠে। 'আমাকে পা-টা দেখাও! যে পায়ে বিঁধেছিল।'

'ঠিক সূচাল মাথায় বোধহয় পা পড়েনি, বরং একটু পাশে পড়েছিল,' বলল জেমি। 'নইলে ব্যথাও পেতাম বেশ।'

পায়ের পাতায় কোথাও আঁচড় লাগেনি বা গর্তও তৈরি হয়নি দেখে কিছুটা নির্ভার বোধ করল জেমি।

ফের ট্যাকটা পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিরেজ। 'তোমার ভাগ্য খুবই ভাল,' শেষে গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'দুটো ব্যাপারে আমি নিশ্চিত–এটা একটা বিষ এবং তোমাকে খুন করতেই ওটা ট্যাকের চোখা মাথায় লাগানো হয়েছিল। সামান্য এক ফোঁটা বিষই কাউকে খুন করতে যথেষ্ট, যদি চামড়া হয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে, নির্ঘাত তোমার বুটে ওটা ঢুকিয়ে রেখেছিল হারামি মেয়েটা। কিন্তু জানত না পশ্চিমের বেশিরভাগ পুরুষ বুট পায়ে গলানোর আগে ঝাঁকিয়ে নেয়। ওই অভ্যাসটা না-থাকলে এতক্ষণে বোধহয় খরচের খাতায় চলে যেতে।'

'এখানে সবাই তাই করে,' বলল জেমি। 'এমনকী তুমিও সেটা শিখে গেছ।'

'নচ্ছার মেয়েটা ধরে নিয়েছিল বিছানা ছেড়ে বুট পায়ে গলাবে এবং সরাসরি উঠে দাঁড়াবে। ভাগ্যিস, তা করোনি। তবে ঘটনা যা বললে, ও বোধহয় বিশ্বাস করেছে তুমি বিষাক্রান্ত হয়েছ। ট্যাকটা ঠিকই পায়ের নীচে পড়েছিল আর সামান্য হলেও অসুস্থ লাগছে

তোমার।'

এখনও ট্যাকটা পরীক্ষা করছে লুই পিরেজ। 'এ ধরনের জিনিস সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান আছে আমার। ফ্রান্সের সেমিনারিতে যখন পড়াশোনা করতাম, ওখানকার এক অধ্যাপক উদ্ভিজ্জ বিষ সম্পর্কে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রাচীন মানুষরা তীর বা অন্যান্য অস্ত্রে যে-সব বিষ ব্যবহার করত–তাই নিয়ে ছিল ওঁর গবেষণা। এটা প্যাকুরু গাছের বিষের মতোই মনে হচ্ছে। গাছের নামে বিষের নামকরণ হয়েছে। যদি ঠিক মনে থাকে আমার, বিষে আক্রান্ত মানুষ প্রথমে তাল হারিয়ে ফেলে, তারপর অসংলগ্ন পা ফেলে, এবং ক্রমে দেহের সমস্ত পেশির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। একেবারে শেষ পর্যায়ে মৃত্যু ঘটে। বিষাক্রান্ত ব্যক্তির পরিণতি নির্ভর করে বিষের মাত্রার উপর, অর্থাৎ কতটা শরীরে প্রবেশ করল তার উপর। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে পনেরো মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে ভুক্তভোগী। গড়পড়তা ক্ষেত্রে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।'

'খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম,' বলল জেমি, চিন্তিত হয়ে পড়েছে। 'তবে ওটা বোধহয় স্রেফ আড়ষ্টতা ছিল, কিন্তু...'

'মেয়েটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছে ওর বিষ কাজ শুরু করেছে। ভালই হয়েছে! এখন একটাই কাজ তোমার। সকাল হওয়ার আগেই কেটে পড়তে হবে। এ শহর ছেড়ে সরাসরি পাহাড়ে চলে যাবে। ওটাই বোধহয় তোমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

'কিন্তু আমি তো বাবার রেখে যাওয়া কাগজপত্র দেখতে এসেছি,' আপত্তি করল জেমি। 'এবং সেটা মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আমার কাছে মনে হচ্ছে...ওদের মোকাবিলা করতে হলে সবকিছু বিশদ জানা দরকার।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানবে। কাগজপত্রও পাবে। কিন্তু দেখতে কত সময় লাগবে? বেশিক্ষণ নয়। এক ঘণ্টা? উঁহুঁ, এরচেয়েও কম সময়ে হয়ে যাবে। এই ফাঁকে তোমার ঘোড়া যাতে তৈরি হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করব।'

কার্পেটের ট্যাকটা তুলে নিল হোটেল মালিক। 'এটা নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থাও করতে হবে। এভাবে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না। ধরে নিচ্ছি তোমার আর এটা দরকার হবে না?' আবার জিনিসটা দেখল সে। 'কুৎসিত জিনিস! খুন কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বরং আরও সমস্যা তৈরি করে।

'আমার কথাই ধরো। জীবনে অন্তত দশবার কাউকে খুন করবার চিন্তা করেছি, যদিও আদপে তা করিনি শেষপর্যন্ত। আমি পুরোদস্তুর নিরীহ ও ভদ্র মানুষ। দিন বদলে যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে সচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি ভদ্র জীবন-যাপনের স্পৃহাও বেড়ে যাচ্ছে। সবাই সুন্দর জীবন চায়। ভদ্র হয়ে থাকতে চায়।

'ধরো, একজনকে খুন করলাম। এক বছর পর কী হবে? সে আর আমার কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকবে না। এমনকী অনেকের কাছে লোকটার আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। মানুষের দাম তার বেঁচে থাকায়, মরে গেলে গুরুত্ব কমে যায়। একসময় সবাই ভুলেও যায়। তার মানে কী দাঁড়াল? সময়ই বহু সমস্যা ঘুচিয়ে দেয়। আজ যেটাকে খুব গুরুতর মনে হচ্ছে, কালই সেটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

'তাই, আমার মনে হয়, পত্রিকা সংগ্রহে রাখা চমৎকার অভ্যাস হতে পারে। পড়েই ফেলে দেওয়া উচিত নয়। সঙ্গে রাখো, কয়েক মাস পর ওটা পড়ো আবার। তখন আবিষ্কার করবে কোন্ জিনিস গুরুত্বপূর্ণ, কোন্টা গুরুত্বহীন। খুব সহজ হয়ে যায় ব্যাপারটা।

আজ হয়তো ভয়াবহ একটা সমস্যা দেখা গেছে, যার কারণে স্বয়ং সরকারের গদি নড়বড়ে হয়ে উঠেছে, কিংবা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার উপক্রম, ক'দিন পর দেখা যাবে সমস্যাটা আসলে মরুভূমিতে উড়ন্ত বালির মতো–একেবারে সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী। মিনিট কয়েকের জন্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণন হয়, তারপর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে সব বালি। হাজার চেষ্টা করলেও আলাদা করা যায় না।'

দরজায় করাঘাত হলো এসময়। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। পিরেজের চাহনিতে উদ্বেগ নেই। একটু পর বোঝা গেল কেন। মেরি এসেছে। পিরেজের সঙ্গে বোধহয় বোঝাপড়া ছিল, কখন আসতে হবে; সে-মোতাবেক এসেছে। মহিলার হাতের জিনিসটা জেমির অতি পরিচিত। ওর বাবার বাকস্কিনের ব্যাগ!

মেরির হাত থেকে ওটা নিয়ে জেমিকে দিল পিরেজ। 'এই যে! এর ভিতরে কী আছে জানি না। আমানত হিসাবে রেখেছি, তাই কখনও খুলে দেখিনি। ইচ্ছেও হয়নি। এবার তুমি নিজেই জানতে পারবে। জনের কথায় যা আভাস পেয়েছি, তার বেশি একরত্তিও জানি না। এবার তোমার এটা পড়া বা দেখা উচিত। কিন্তু তার আগে একটা অনুরোধ, *মন আমি*, কোন কিছু ঘটিয়ে বসবার আগে দয়া করে আমার বা মেরির সঙ্গে আলাপ করে নিয়ো।'

'আমি তো শুনেছি দুনিয়ার তাবৎ মহিলাদের দু'চোখে দেখতে পারো না তুমি?'

'তাই?' প্রাণখোলা হাসি পিরেজের মুখে, চোখের গভীরে আমোদ। 'বেশিরভাগ মহিলাকে আমার অপছন্দ। কিন্তু সবকিছুর মতো এখানেও ব্যতিক্রম রয়েছে। এক-দু'জনকে আমিও পছন্দ করি। তবে মোদ্দা কথা হচ্ছে, বেশিরভাগ মেয়েই অদ্ভুত চরিত্রের। কিন্তু মেরি ব্যতিক্রম। আমার আর ওর বন্ধুত্ব অনেক দিনের। ও

যদিও জানে না, কিন্তু আমার অবর্তমানে এই হোটেল বা সবকিছু ওই পাবে।

'জেমি, মেরি আসলে একটা রত্ন। একেবারে খাঁটি রত্ন। ওর জীবন-দর্শন অসাধারণ, অথচ মোটেই বাস্তব-বিবর্জিত নয়। এমনকী আমিও এভাবে ভাবতে পারি না। ও সব দেখে, কিছুই ওর চোখ এড়ায় না, অথচ মুখটা বন্ধ রাখতে জানে। কোন মেয়ে দূরে থাক, এমনকী বেশিরভাগ পুরুষেরও এ গুণটা নেই।

'অল্প বয়সী মেয়েদের মতোই ঝলমল করে বেশিরভাগ মহিলা। বাইরে রূপের খোলসের ভিতরে এরা আসলে অপদার্থ বিশেষ, বোকা পুরুষের চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দিতে প্রকৃতি তাদের সৌন্দর্য দান করেছে। কিন্তু একবার ভিতরকার চেহারাটা বেরিয়ে পড়লে সব অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঠিক কাচের পুতুলের মতো। দেখতে খুব বাহারী ও চকচকে, কিন্তু একটা টোকা দাও, দেখবে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে।'

ধারণাটা হয়তো অনেকের কাছেই চমৎকার মনে হবে, কিন্তু আপত্তি জানাল জেমি। 'হেলগা সম্পর্কে এভাবে বলতে পারো না তুমি, মি. পিরেজ···আমার কাছে ওকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য মনে হয়নি।'

শ্রাগ করল হোটেল মালিক। 'শুধু বাইরের চেহারাটা দেখে পটে যায় অনেকে। তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিশ্বাস করতে পারছ না যে হেলগা আসলে শিকারী। নির্মম ও নিষ্ঠুর শিকারী। সব পুরুষ ওর কাছে ব্যবহার্য বা উপকারী, কিন্তু কেউই গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত পতিতা এমন মহিলাই ছিল। যৌনতা ওদের কাছে কখনোই গুরুত্ব পায়নি, বরং ক্ষমতা আর সমৃদ্ধির জন্যে সেটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে। এ ধরনের মহিলারা সবসময়ই কর্তৃত্ব করেছে, দাপট দেখিয়েছে, যেহেতু কোন কিছুই

এরা কেয়ার করে না।

'গ্লিন শেকেড, অর্থাৎ ওর ভাইয়ের মতোই–সত্যি যদি সে ভাই হয়ে থাকে–নিজেকে সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরের কেউ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমৃদ্ধি কামনা করে হেলগা। মানুষের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা ওদের সহজাত, জন্ম থেকে নিয়ে এসেছে। ঠিক জাল সহ মাকড়সার মতো। শিকার ধরবার জন্যে মাকড়সার জাল না-হলেও চলে, কিন্তু থাকবেই। শেকেডদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রতিহিংসা, আক্রোশ, জিঘাংসা···এসব কখনোই ছাড়তে পারবে না ওরা। দুনিয়া পাল্টে গেলেও নয়।

'যা আছে ওদের তাতে চলছে না, লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। সেজন্যে তোমারটা দরকার। কিন্তু সাবধান, বন্ধু! ওদের ক্ষুধা কখনও মিটবার নয়, এরা থামতেও জানে না এবং কখনোই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না–কোন অবস্থায়ই নয়–সেটা যাই হোক।'

'আজীবন তো ওদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে পারব না আমি,' তিক্ত স্বরে বলল জেমি।

'ঠিক, পারবে না। সেজন্যেই সময় থাকতে থাকতে সবকিছু মিটিয়ে ফেলা উচিত। তুমি যা করবে, পুবে গিয়ে সম্পত্তির উপর তোমার দাবি প্রতিষ্ঠিত করবে। সব ঝামেলা চুকে যাবে–সম্পত্তির উত্তরাধিকার একজনই এবং সেটা তুমি। নিজে দখল নিতে চাইলে তাই করবে, আর ইচ্ছে না-থাকলে বেচে দিয়ে ফিরে আসবে এখানে, ওদের কাছ থেকে বহু দূরে; এখানে একটা র‍্যাঞ্চ কিনে দিব্যি বাকি জীবনটা শান্তিপূর্ণভাবে কাটিয়ে দিতে পারো।

'পারিবারিক যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না বলে তোমার বাবা বরাবরই এড়িয়ে গেছে, যৌক্তিক দাবি থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ে উপস্থিত হয়নি, মুখোমুখি হয়নি অন্যদের। লুকিয়ে থেকে বরং সব এড়িয়ে যেতে চাইছিল জন। কিন্তু একটা চূড়ান্ত ফয়সালা সবসময়

বাকি ছিল, এবং সেটা জেনেই ভয় পাচ্ছিল। জানত দাবি নিয়ে ফিরে গেলেই খুনোখুনি করতে হবে। তা ছাড়া, শুধু শেকেডরাই নয়, সম্পত্তির দিকে লোভী চোখ পড়েছিল অন্যদেরও। তবে এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। শুধু শেকেডদের সামাল দিতে পারলে কাজ হয়ে যাবে। তুমি বেশ চালাক-চতুর ছেলে, জেমি, বিচক্ষণও; বাবার মতো নিশ্চয়ই পালিয়ে বেড়াবে না? সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে পালিয়ে থাকতে দেবে না ওরা। সবকিছু গ্রাস করতে হলে তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে, কিংবা সব কাগজপত্র হাতাতে হবে, যাতে ওগুলো ধ্বংস করে ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

'আমি তো মনে করি যত দ্রুত সম্ভব তোমার কাজে নেমে পড়া উচিত, পুবে গিয়ে ক্লেইম করো। বিশেষ করে ওরা যেহেতু এখানে তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। বাড়তি সুবিধা পাবে এতে। ওখানে কিছু বন্ধু আছে আমার, এবং দ্রুত যাতে পৌঁছাতে পারো সে-ব্যবস্থাও করে ফেলতে পারব। তাই বলছি, আজ রাতেই যাত্রা করো এবং পুবে গিয়ে আমার এক বন্ধুর সাহায্য নিয়ে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করো। কী করবে বা কখন করবে, সব এখন তোমার উপর নির্ভর করছে। তুমি সিদ্ধান্ত নেবে। পুবে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তো, এবার তোমাকে দিচ্ছি এটা,' বাকস্কিনের থলের উপর টোকা দিল পিরেজ। 'তবে একটা কথা, খুব ঠাণ্ডা মাথায় আর সতর্কতার সঙ্গে ভিতরের জিনিসপত্র দেখো কিন্তু।'

রাস্তার পাশের এক কামরায় রয়েছে জেমি। জানালায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটাই চোখে পড়ে। লুই পিরেজ বেরিয়ে যাওয়ার পর জানালার কাছে চলে এল ও, একটা চেয়ার টেনে এক পাশে বসল যাতে হোটেলের প্রবেশমুখটা স্পষ্ট দেখতে পায়। কে বের হচ্ছে

বা কে ঢুকছে, অনায়াসে দেখতে পাবে। তবে জানালার কাচের সঙ্গে কপাল বা মাথা না-ঠেকালে নীচের রাস্তা চোখে পড়ে না। সেটা ঠিক হবে না। হেলগা জানালায় ওর মুখ দেখে গুলি করবে বলে বিশ্বাস করে না জেমি, কিন্তু এও বিশ্বাস করে না ওই মেয়ে একা এসেছে। আর যদি একা এসেও থাকে, সঙ্গী জুটানো কোন সমস্যাই নয়। টাকা খরচ করলে বহু খুনি পাওয়া যায়, যারা জানালায় আগ্রহী একটা মুখ দেখামাত্র গুলি করতে পারে।

যৌক্তিক পরামর্শই দিয়েছে পিরেজ। রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ওর। একবার ওকে খুন করবার চেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়েছে জানবার পর আবার চেষ্টা চালাবে প্রতিপক্ষ—অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। সেবারও যে ভাগ্য ভাল যাবে, এমন কী নিশ্চয়তা আছে? স্রেফ ভাগ্যের বরাতে বেঁচে গেছে এ যাত্রা।

শত্রুর অধীরতা লক্ষ্যণীয়। এরা যে শুধু জেমিকে খুন করতে চায় তা নয়, বরং ওর বাবার রেখে যাওয়া কাগজপত্রও হাতাতে চায়। অথচ জেমির হাতে কাগজ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি, বরং তার আগেই একবার চেষ্টা চালিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, যুক্তি বা পরিস্থিতির ধার ধারছে না। হয়তো ভেবেছে জেমিকে খুন করে কোনভাবে কাগজপত্র হাতিয়ে নিতে পারবে। পিরেজকে বোধহয় জোর করত, কাজ না হলে খুনও করত। এদের পক্ষে সবই সম্ভব।

হেলগার চাহনিতে ঠিক এটাই দেখেছে। খুনের নেশা। আগে ঝামেলা বিদায় করো, তারপর দেখা যাবে…এই হচ্ছে হেলগার দৃষ্টিভঙ্গি।

বাবার রেখে যাওয়া কাগজ বা জিনিসগুলো দেখতে হবে। কাগজের বাণ্ডিলে খুব দক্ষতার সঙ্গে আঁকা একটা মানচিত্র দেখতে

পেল জেমি, কয়েকটা সম্পত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থান, দুটো খামার যার একটা বেশ বড়, এবং কয়েকটা চারণভূমি ও বনভূমির অবস্থান দেখানো হয়েছে। সবই রাজ্যের অন্যত্র। সঙ্গে রয়েছে দুটো ছোটখাট পার্সেলের ডীড।

ভাঁজ ও সীল করা একটা চিঠি রয়েছে। উপরে জেমির নাম লেখা। আগে ওটাই খুলল। তাতে লেখা:

প্রিয় পুত্র,

তুমি যখন এটা পড়ছ, ততক্ষণে আমি আর এ পৃথিবীতে নেই। তোমার মা মারা যাওয়ার পর স্রেফ তোমার জন্যে বেঁচে ছিলাম, আর এখন যেহেতু আমিও নেই, সিদ্ধান্ত তুমি একাই নেবে। যদি পুবে ফিরে যেতে মনস্থ করো, তা হলে যাওয়ার আগে অবশ্যই বুড়ো কিভানের সঙ্গে দেখা করবে। ও বলে দেবে কীভাবে এগোনো উচিত।

তিন পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারে রক্তক্ষয়ী এক রেষারেষি লেগে আছে। যার পরিণতিতে এ পর্যন্ত সাতটা ডুয়েল ঘটেছে এবং এতে চারজন মানুষ খুন হয়েছে। অন্যভাবেও খুনোখুনি হয়েছে, ভিন্ন উপায়ে, যার অন্তত কয়েকটার মূলে ছিল বিষ প্রয়োগ।

দু'বার আমাকেও ডুয়েল লড়তে হয়েছে। নিজের দক্ষতায় বেঁচে গেছি বটে, কিন্তু এরপরও আমাকে বিষ প্রয়োগে এবং ভাড়াটে লোক লেলিয়ে দিয়ে খুন করবার চেষ্টা চালানো হয়েছে। আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। অযথা বা তুচ্ছ স্বার্থে কেন এমন রক্তারক্তি? অন্তত বংশানুক্রমে তো চলা উচিত নয়। আমার কাছে মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে। তাই উধাও হয়ে গেলাম। তখনই তোমার

মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলো আমার, এবং আমরা বিয়ে করলাম। তোমার জন্ম হলো।

মর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই ওদের মধ্যে। উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছিল, সব শেষ করে এখন বাকি অংশের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বা চোরাগোপ্তা হামলার পর এখন ওদের পক্ষে তেরোজন আর আমাদের মাত্র তিনজন জীবিত রয়েছে। ওদের পারিবারিক নাম মেনসেল, তবে কেউ কেউ শেকেড নামেও পরিচয় দেয়। আমাদের যদি কিছু হয়ে যায় নিকটাত্মীয় হিসাবে ওরা সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার বনে যাবে, এস্টেট এবং অন্যান্য সম্পত্তির অধিকার পেয়ে যাবে।

ভুলেও ওদেরকে হালকাভাবে নিয়ো না। এরা প্রত্যেকে অসম্ভব চতুর, গড়পড়তা যে-কোন মানুষের চেয়ে বুদ্ধি রাখে মাথায়; এবং দুঃসাহসী ও বেপরোয়া। কোন কিছুর পরোয়া করে না, থামতেও জানে না। অ্যাম্বুশ, অন্ধকারে পিছন থেকে ছুরি মারা কিংবা বিষ প্রয়োগে খুন করা ওদের অভ্যাস। মেয়েরা আরও বেশি ভয়ঙ্কর। শোনা যায় প্রায়ই সুরিনাম আসা-যাওয়া করে ওরা এবং সেখানে বিষ সম্পর্কিত নানা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে।

আমি তোমাকে এসব থেকে দূরে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, ভেবেছি পোকারে বেশ কিছু টাকা জিততে পারলে তোমাকে স্কুলে পাঠাব, মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলব। বড় হয়ে তুমি ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী হবে, সম্মানিত কেউ হবে। ঈশ্বর জানেন আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কিন্তু ভাগ্য বলে একটা

ব্যাপার আছে, মানুষ যা চায় সবসময় তা হয় না। আর এরইমধ্যে কানে এল ওরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক লোক হচ্ছে জ্যাকব নাইবেক। মেনসেলদের মামাত ভাই বোধহয়। সুরিনাম থেকে এসেছে কিছুদিন আগে। এখন হয়তো ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। যদ্দূর জানি কুড়ি হওয়ার আগেই ক্যালিফোর্নিয়া ও নেভাডার সোনার খনিতে কয়েক বছর কাজ করেছে। দেখতে ও কেমন, আমার জানা নেই।

আরও কিছু লেখা আছে, তবে কোনটাই উল্লেখযোগ্য নয়। মোদ্দা ব্যাপার এটাই: যত শীঘ্রি সম্ভব এস্টেটের ক্লেইম করতে হবে ওকে। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে হলে এছাড়া উপায় নেই।

বয়সের সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর ভাবনার একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। তরুণ বয়সে কেউ মৃত্যুর কথা ভাবে না, বরং মৃত্যুকে অনেক দূরের মনে হয়। কিন্তু জেমি ভাবছে। সতর্কতা ও নিজের নিরাপত্তার জন্যে ভাবছে। বিষ-মেশানো ট্যাকটার কথা মনে পড়ল ওর। চিন্তিত হওয়ার মতোই ব্যাপার।

জ্যাকব নাইবেক···চেহারার বর্ণনা নেই, কিন্তু চল্লিশ বছরের একজন মানুষ। ভয়ঙ্কর মানুষ। খুব সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করা উচিত হবে ওর, বুঝতে পারছে জেমি, এবং একা চলতে হবে।

আরও একটা কাগজ রয়ে গেছে। একটা মানচিত্র, তবে খুবই পুরানো। প্রাচীন বলা চলে। চমৎকার পালিশ করা হরিণের

চামড়ার উপর আঁকা হয়েছে। এক নদীর তীরে দুর্গ বা তেমন কিছু একটার অবস্থান দেখানো হয়েছে। আর আছে এক ইণ্ডিয়ান গ্রাম। উঁচু ক্লিফের লাগোয়া এক চিলতে বনভূমি রয়েছে পাশে, উল্টো দিকে গভীর ক্যানিয়ন আর বিস্তীর্ণ তৃণভূমি রয়েছে। ক্যানিয়নের দেয়ালের নির্দিষ্ট এক জায়গায় গর্ত দেখানো হয়েছে, কিংবা গুহাও হতে পারে, যার ঠিক সামনে রয়েছে একটা ঝর্না।

মানচিত্রের কী তাৎপর্য বা এতে আসলে কী বোঝানো হয়েছে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই জেমির, তবে অনুমান করেছে বাবার কাছ থেকে পাওয়া সবকিছুর মধ্যে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা কেন অন্য কাগজের সঙ্গে, এ ব্যাগে রাখা হয়েছে? দৃশ্যত, অতি পুরানো মানচিত্র হলেও জেমির উত্তরাধিকারের একটা অংশ। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মানচিত্রের জায়গাটা কোথায় তা লেখা নেই, পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে স্কেচ বা এটা-ওটার প্রতিকৃতি, কিন্তু একটা অক্ষরও লেখা হয়নি। নাম-ধামহীন। প্রকৃতির কিছু স্বাভাবিক চালচিত্রের বাইরে কিছুই নেই। মানচিত্রের তাৎপর্য শুধু সেই বুঝবে, যে জানে এটা কোন্ জায়গার। জায়গা চেনা থাকলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আচমকা কী মনে করে বেডরোলের ভাঁজ খুলে ফেলল জেমি। মাঝে মধ্যে এতে বাড়তি কাপড় ঢুকিয়ে রাখে। আরও আনুষঙ্গিক কয়েকটা জিনিসের ভাঁজ থেকে ওর পুরানো হয়ে যাওয়া বাকস্কিন শার্ট বের করল। একসময় শিকার করতে যেত এটা পরে। গুটি কয়েক জায়গায় কাঁটার খোঁচা লেগেছে বটে, তবে এখনও ব্যবহার করা যাবে। শার্টের পিছনদিকে, উল্টোপিঠ মেলে ধরল ও, তারপর কোমরের কাছ থেকে সামান্য উপর থেকে বাকস্কিনের মানচিত্রটা শার্টের বাকস্কিন কাপড়ের সঙ্গে সেলাই করে ফেলল। সচেতন ছিল যাতে মানচিত্রের সামনের পৃষ্ঠ আর শার্টের ভিতরের দিক

মুখোমুখি হয়, ফলে বাইরে থেকে মানচিত্রের অবস্থান বোঝা যাবে না বা দেখাও যাবে না।

সেলাই শেষ করে উঠে দাঁড়াল জেমি, আড়মোড়া ভাঙল। দৃষ্টি চলে গেল জানালার বাইরে। রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, অপেক্ষাকৃত ছায়াময় জায়গায় দাঁড়িয়েছে বলে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না, তবে জেমির সতর্ক চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। ঠাণ্ডায় শরীর গরম রাখতে ভারী কোট গায়ে চাপিয়েছে সে।

জানালার এক পাশে সরে গেল জেমি, তারপর শেড টেনে দিল। দরজার কবাট ফাঁক করে শূন্য হলরুমে উঁকি দিল। কেউ নেই। দ্রুত দুই কদম ফেলে ঠিক পাশের কামরায় ঢুকে পড়ল ও। খদ্দের নেই বলে দরজা খোলাই রয়েছে। কামরাও শূন্য। পিছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল জেমি, অন্ধকার কামরায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, অন্ধকারে চোখ সয়ে আসবার পর সন্তর্পণে পা বাড়াল। জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাইরে দৃষ্টি রাখল। নিশ্চিন্ত যে অন্ধকারের কারণে বাইরে থেকে ওকে দেখা যাবে না। তা ছাড়া, কেউ যদি নজর রেখে থাকে, নির্ঘাত ওর কামরায় চোখ রাখছে।

ভারী কোটঅলা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তবে ছায়ার কারণে তার কাঠামো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা ধরে এগিয়ে এল আরও একজন, কোটঅলার সঙ্গে যোগ দিল। মুখ তুলে হোটেলের দিকে তাকাতে তার অস্পষ্ট মুখ চোখে পড়ল।

একাধিক লোক তা হলে ওর উপর নজর রাখছে!

নিজের কামরায় ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল জেমি। জুত করে বাঁধল ব্ল্যাঙ্কেটরোল, তারপর বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমাবে না, বরং অপেক্ষার সময়টা বিশ্রাম নিয়ে কাটাবে। ব্যাটারা বাইরের ঠাণ্ডায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকুক।

কিছুক্ষণ পর কাঁধে কারও স্পর্শ পেল। লুই পিরেজ। এতক্ষণ

তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল জেমি।

'বাতি জ্বেলো না,' নিচু স্বরে বলল সে। 'আমার পিছন পিছন এসো!'

বিছানা ছাড়ল জেমি, রাইফেল ও বেডরোল তুলে নিয়ে লুই পিরেজকে অনুসরণ করল। অন্ধকার হলরুম ধরে নিঃশব্দে এগোল দু'জন। সবার অগোচরে ওকে কীভাবে হোটেল থেকে বের করে দেবে পিরেজ, একমাত্র সেই জানে। সামনের দরজা শহরের মূল রাস্তায় উন্মুক্ত হয়েছে, আর পিছনের দরজা দিয়ে বেরোলে খোলা একটা জায়গা পড়বে। সামনে যেহেতু দু'জন আছে, প্রতিপক্ষ যে পিছনেও লোক রাখবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পথ দেখিয়ে জেমিকে পিছনের দরজার কাছে নিয়ে এল সে। থামল। বাইরে অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে এল জেমির, শুনে মনে হলো মাতালের তর্ক চলছে, তারপর সমস্বরে কয়েকজন চড়া কিন্তু বেসুরো গলায় গান ধরল: 'জেনি উইথ দ্য লাইট ব্রাউন হেয়ার!'

'বেরিয়ে যাও,' ফিসফিস করে বলল পিরেজ। 'ওদের সঙ্গে যোগ দাও। গান গাইতে হবে না বা কিছু বলতেও হবে না, স্রেফ ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে সরে পড়ো এখান থেকে।'

পিরেজ দরজার কবাট ফাঁক করল, সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো। চট করে বেরিয়ে এল জেমি। লোকজনের ভিড় হোটেলের ল্যাণ্ডিংয়ে। আবার দরজা খুলে গেল এবং এবার ক্ষণিকের জন্যে হলরুমের আলো এসে পড়ল বাইরে ভিড় করা লোকজনের উপর।

'অনেক হয়েছে, বয়েজ,' পিরেজের কণ্ঠে অনুরোধ। 'এবার দয়া করে যার যার বাড়ি যাও। আমার খদ্দেররা সবাই ক্লান্ত, ঘুম দরকার ওদের। তোমরা এভাবে চেঁচাতে থাকলে এক দণ্ড ঘুমাতে পারবে না কেউ।'

'আরে, দেখো, কে এসেছে!' উৎফুল্ল ও জড়ানো কণ্ঠে বলল এক মাতাল। 'ফ্রেঞ্চ লুই! বুড়ো ফ্রেঞ্চি ভালমানুষ! এসো তো, লুই, এক পেয়ালা পান করো আমাদের সঙ্গে!'

'হাতে এক গাদা কাজ রেখে তোমাদের সঙ্গে পান করব, মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে আমার?' ধৈর্য হোটেল মালিকের কণ্ঠে, জানে মাতালদের সঙ্গে চোটপাট দেখালে হিতে বিপরীত হবে। 'তবে একটা কাজ করতে পারি। তোমরা বরং অন্য কোথাও গিয়ে মনের সুখে গান গাইতে থাকো, তোমাদের উৎসাহ দিতে কয়েকটা বোতল দিচ্ছি। রাজি?'

'চোস্ত প্রস্তাব!' সোৎসাহে চেঁচাল জেমির পাশের লোকটা। 'নাহ্, তুমি মানুষটা মন্দ নও, ফ্রেঞ্চি। মনে আছে, কবরখানায় একই শিফটে কাজ করতাম আমরা?'

'সারা রাজ্যে ঢোল পেটাবে নাকি?' হাসতে হাসতে বলল লুই পিরেজ। 'আমার অতীত সবাই জানে, নতুন করে তোমার বলতে হবে না। যাও, বোতল ক'টা নিয়ে জলদি এখান থেকে বিদায় হও! নইলে আমার সব খদ্দের হোটেল ছেড়ে চলে যাবে। বিশ্রাম দরকার ওদের।'

'আচ্ছা, বাপু, তুমি অমন করছ কেন?' বলল আরেক মাতাল। 'বিনে পয়সায় গান শুনতে পাচ্ছে তোমার খদ্দেররা! ঘুম পাড়ানি গান! তুমিও বরং আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।'

'আরেকদিন। এবার ভাগো সবাই!'

দরজা বন্ধ করে দিল পিরেজ।

হেলে-দুলে এগোল মাতালের দল, কোরাস গাইছে সবাই। কারও কারও হাতে বোতল দেখা যাচ্ছে, উপুড় করে গলায় ঢালছে কিংবা শূন্যে তুলে নাচাচ্ছে; মাঝে মধ্যে বোতল হাত বদল হচ্ছে। এখন "টেন্টিং টুনাইট অন দ্য ওল্ড ক্যাম্প গ্রাউণ্ড" গাইছে ওরা।

পাশের লোকটা জেমির গলা জড়িয়ে ধরে হাঁটছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস্ করল: 'ওই যে, কটনউডের নীচে বাঁধা আছে তোমার ঘোড়া দুটো। গাছের নীচে পৌঁছলে দল থেকে সটকে পড়বে তুমি, তারপর নিজের রাস্তা ধরবে।'

'নিশ্চয়ই···ধন্যবাদ।'

'বাদ দাও। লুইয়ের বন্ধু মানে আমাদেরও বন্ধু।'

শহরের মাঝামাঝি চলে এসেছে দলটা। বাড়ি-ঘরের পিছনে, চওড়া খোলা জায়গা ধরে এগোচ্ছে। বেশ কিছু কটনউড রয়েছে সামনে, দূর থেকে গাঢ় কাঠামো চোখে পড়ছে। বেশ রাত হলেও বহু বাড়িতে আলো জ্বলছে, ঘুমায়নি ক্লান্ত মানুষগুলো, শোওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেউ কেউ।

গাছের নীচে আসতে সন্তর্পণে সরে পড়ল জেমি। এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে থাকল, দূর থেকে হোটেলের উপর নজর রাখছে। এখন পর্যন্ত "মাতাল মাইনারদের" অনুসরণ করেনি কেউ, কেউ এদিকেও আসেনি। দৃশ্যত, লুই পিরেজের পরিকল্পনা কাজে দিয়েছে, সবার অগোচরে নিজের হোটেল থেকে জেমি ট্রেভালিয়ন নামে এক খদ্দেরকে বিদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

স্যাডলে চড়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল জেমি, তারপর বাড়ি-ঘরের পিছন-পথ ধরে এগিয়ে চলল শহরতলীর দিকে। বাড়ি থেকে ছিটকে আসা আলোর ব্যাপারে সতর্ক ও, এড়িয়ে যাচ্ছে।

শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের ট্রেইল ধরল। ক্লিয়ার ক্রীক ধরে এগোচ্ছে।

মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতল। কেউ অনুসরণ করলে খুরের শব্দ হবে, কিন্তু তা শুনতে পেল না। তবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে বলে প্রথম সুযোগে ট্রেইল ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে।

চাঁদ যখন মাঝ আকাশে উঠে গেছে, জেমি তখন শিকাগো লেক্‌সমুখী অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে। শত্রুপক্ষ বোধহয় ওর উধাও হওয়ার কথা জানে না, কিংবা এমন কিছু হতে পারে তাও ভাবেনি–অন্তত তেমন সম্ভাবনাই বেশি। জেমি নিজেও কিছু বলেনি কাউকে। সেক্ষেত্রে, আশা করা যায় লুই পিরেজের হিসাব অনুযায়ী শত্রুপক্ষের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারবে ও।

পশ্চিমে গেলে সিলভার প্লুম ও বেকারভিলে যেতে হতো, আর পুবদিকে গেলে পড়বে আইডাহো ফলস ও ডেনভার–এবং সেটাই যৌক্তিক ছিল। কিন্তু জেমি ধরেছে এবড়োখেবড়ো রুক্ষ এলাকার ট্রেইল। পিছনে আসা ফেউ যদি খসাতে হয়, সবচেয়ে অস্বাভাবিক কাজটাই করতে হয়। তাই করেছে ও।

ভোর হলো যখন, জেমি তখন চিফ মাউন্টেনের কাঁধ পাড়ি দিচ্ছে। পিছনে ফিরে বা ট্রেইল জরিপ করে এমন কোন প্রমাণ দেখতে পায়নি যাতে মনে হবে কেউ অনুসরণ করছে। ঘোড়া বদল করতে কিছুক্ষণের জন্যে থামল, তারপর আবার যাত্রা করে কাব ক্রীকে নেমে এল এবং লাগাতার এগিয়ে ট্রাবলসামে পৌঁছল।

পাহাড়শ্রেণীর কোল থেকে সরে এল জেমি, সামনের দিগন্তে হগব্যাক মাউন্টেনের আবছা কাঠামো চোখে পড়ছে। পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা ওর, আর ঘোড়া দুটো হাড়ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নিকট ভবিষ্যতে ওদের কাছ থেকে টানা সেবা পেতে হলে শিগ্‌গিরই কোথাও থামতে হবে।

মিনিট কয়েক পর পাথুরে জমিতে নিচু একটা বাড়ি দেখতে পেল। লাগোয়া করালে কয়েকটা ঘোড়া চরছে, এক পাশে খোলা জমিতে সব্জির বাগান। বাইরে কাঠের ফটক। সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল জেমি।

দরজায় এসে দাঁড়াল এক লোক। 'ভিতরে এসে বসো,' বলল

সে। 'আমরা মাত্রই টেবিলে বসেছি।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক স্বরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল জেমি। পানি খাওয়াতে ঘোড়া দুটোকে ট্রাফের কাছে নিয়ে গেল। ওদের তেষ্টা মিটতে করালে ঢুকিয়ে ঘাসে ছেড়ে দিল। কালো গেল্ডিংয়ের পিঠ থেকে গিয়ার নামিয়ে রাখল মাটিতে, তারপর বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা দিল।

দুই তরুণ-তরুণী বাড়ির বাসিন্দা। দু'জনেই ব্লণ্ড এবং কারও বয়সই ওর চেয়ে খুব বেশি হবে না। বাড়িটা বেশ পরিচ্ছন্ন।

'অনেক দূর থেকে এসেছ?' জানতে চাইল তরুণ।

'হ্যাঁ।'

'সচরাচর ট্রেইল থেকে জায়গাটা বেশ দূরে, তাই কালে-ভদ্রে কাউকে দেখা যায়।'

'পাহাড়ের ওপাশে কাজ করি আমি,' বলল জেমি। 'ক্যান্সাসে আমার বাড়ি যাচ্ছি। পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় না অনেকদিন।'

খাওয়ার ফাঁকে নানা বিষয়ে কথা বলল ওরা। ঘাসের অবস্থা, বৃষ্টি, রূপা আর মাংসের দাম···স্বাভাবিক যেসব আলাপ হয়। এ সময় কলোরাডোয় মাংসের খুব চাহিদা যাচ্ছে, তাই দামও বেশি। লোকজন কম আসে, তায় খবর জানবার মতো কোন মাধ্যম নেই, স্বভাবতই বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে ঔৎসুক্যের শেষ নেই তরুণ-তরুণীর, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে জানতে চাইছে জেমির কাছে। নিজ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে দু'জনকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করল ও।

থেকে যাওয়ার অনুরোধ এল, তরুণ চাপাচাপিও করল, কিন্তু রাজি হলো না জেমি। অনেকদূর যেতে হবে ওকে। রাতটা এখানে কাটালে পিছিয়ে পড়বে, এ ফাঁকে হয়তো ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলবে শত্রুরা। জেনে-শুনে তা করা যাবে না।

বাড়ি ছাড়িয়ে প্রায় মাইল খানেক দূরে নিচু টিলার উপরে উঠে

পিছন ফিরে তাকাল জেমি, তখনও আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে স্বামী-স্ত্রী। দেখে মনে হলো হাত নাড়ছে, তাই পাল্টা হাত নাড়ল ও, যদিও জানে তারা দেখতে পাবে না। পরিশ্রমী ও দৃঢ়চেতা মানুষ এরা, অদম্য মনোবল নিয়ে রুক্ষ ও বিরান এলাকায় টিকে থাকতে চেষ্টা করছে। অসুস্থতা বাগড়া না-দিলে এখানে দিব্যি টিকে যাবে এরা। তবে তখনই প্রতিবেশীর দরকার হয়। মেয়েদের সঙ্গ দরকার হয় অন্য মেয়েদের। খুব বেশিদিন একাকী থাকলে এরা হাঁপিয়ে ওঠে।

উত্তরে ডেনভার, তবে সেদিকে যাওয়ার কোন তাগিদ প্রদর্শন করছে না জেমি, স্রেফ আড়াআড়ি বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি পাড়ি দিচ্ছে, পিছনে ফেলে যাচ্ছে ফ্রন্ট রেঞ্জ।

এখন ইণ্ডিয়ান এলাকা ধরে এগোচ্ছে ও—কোমাঞ্চি, চেয়ানি ও আরাপাহোদের আবাস। আরও পুবে থাকে কিওয়ারা, আর উতেরা প্রায় পুরো এলাকা জুড়ে থাকে। ওর বাবার সঙ্গে উতেদের ভাল সম্পর্ক ছিল, তবে য়ুঅরে বা শোয়ানোদের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। কোথাও কোথাও অবশ্য শোয়ানোর বদলে শাভানো নামটারও প্রচলন রয়েছে।

জন ট্রেভালিয়নের সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নেপথ্যের কারণ অবশ্য জেমির জানা নেই, কিন্তু সম্পর্ক যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেভাবেই হোক, হয়তো কোন উপকার করেছিল ওদের, কিংবা ওদের আস্থা অর্জন করেছিল।

ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে যত বদনামই থাকুক, জেমি জানে ওরা খুবই সাহসী, সমর্থ ও শক্তিশালী। ওদের মতো ধৈর্য বা সহ্যশক্তি বোধহয় দুনিয়ার আর কোন জাতের মধ্যে নেই। জেমি আশা করছে যাত্রাপথে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা হবে না। ব্যক্তিগতভাবে কারও সঙ্গে পরিচয় নেই ওর, দেখা হলে হয়তো সেটা সংঘর্ষে

গড়াতে পারে। কাউকে খুন করবার ইচ্ছে যেমন নেই ওর, তেমনি নিজেও খুন হতে চায় না। সেক্ষেত্রে, সম্ভাব্য শত্রুর সঙ্গে দেখা না-হওয়াই উত্তম।

রাতে উইলো ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল ও। কফি তৈরি করে লুই পিরেজের দেওয়া ঠাণ্ডা মাংস ও রুটি খেল। ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে চোখ মেলে তাকাল জেমি। চারদিকে সবকিছু ভিজে গেছে কুয়াশায়। প্রেয়ারিতে শীতল বাতাস বইছে। এ সময় গরম খাবার ও কফি দরকার, কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিল। সামান্য কিছু খাবার মুখে দিয়ে স্যাডল জুড়ল ও, মিনিট দুই পর যাত্রা করল রোয়ানের পিঠে।

চারপাশে কুয়াশার অস্বচ্ছ চাদর। এ ধরনের আবহাওয়ায় পথ চলা বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে ঠাহর করা মুশকিল। ঘোড়ার দুই কানের বাইরে আর কিছু দেখা যায় না বললেই চলে। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগিয়ে চললেও আদপে জেমির ধারণা নেই ওটা ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, কিংবা সামনে কী আছে।

সহসা মনে হলো ওর বা ঘোড়া দুটোর তৈরি করা শব্দ ছাড়াও অন্য কোন আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। চট করে লাগাম টানল, কান পেতে শুনল।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে···কেউ আছে আশপাশে, কিংবা কোন কিছু···কুয়াশার চাদরের কারণে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খুব কাছাকাছি রয়েছে!

চোদ্দ

একজন নয়, একাধিক রাইডার কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে। ফিসফিস করে ঘোড়া দুটোর সঙ্গে কথা বলল জেমি, রোয়ানের উপর আস্থা আছে ওর, কিন্তু গেল্ডিংকে নিয়ে যত চিন্তা—হুট করে চিঁহি ডাক ছেড়ে বসলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্য ঘোড়ার উপস্থিতি টের পেয়ে ডাক ছাড়তে পারে ওটা। কান খাড়া হয়ে গেছে ওদের, জেমির মতোই অস্বস্তি ও উদ্বেগের মধ্যে আছে; তবে শব্দ করল না কোনটাই।

খুরের শব্দ আরও কাছিয়ে আসছে। রাইফেলের জন্যে দূরত্বটা কম, চট করে গুলি করতে সমস্যা হবে, তাই হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল জেমি, অপেক্ষায় থাকল।

খুরের শব্দ কাছে চলে এসেছে। আরও কাছে···বড়জোর পঞ্চাশ বা ষাট গজ। একটু পর প্রায় নাকের ডগায় উপস্থিত হলো রাইডাররা, তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ডেনভারের দিকে যাচ্ছে। খুরের শব্দ ছাপিয়ে চড়া স্বরের একটা খিস্তি শুনতে পেল একবার।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল জেমি, তারপর হোলস্টারে ফেরত পাঠাল পিস্তল। খুরের শব্দ বেশ দূরে চলে গেছে এখন। হাঁপ ছেড়ে আবার যাত্রা করল ও—প্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়া দুটোকে হাঁটাল, তারপর দুলকি চালে ছোটাল।

লোকগুলো যেই হোক, ওর ব্যাপারে আগ্রহী নাও হতে পারে। তবে যতই দলবদ্ধ হোক, ইণ্ডিয়ান এলাকায় এভাবে চলাফেরা করা বেশ বিপজ্জনক বটে, যেহেতু রেডস্কিনরা শান্ত নেই, বরং ঘোরাফেরার মধ্যে রয়েছে এবং মওকা পেলে অসতর্ক রাইডারদের উপর হামলা করে বসছে। শুধু যে ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ থেকে ভয় তা নয়, বরং সাদা রেনিগেড বা আউটলরাও সম্ভাব্য শত্রু হতে পারে। আইনের হাত থেকে বাঁচতে ইণ্ডিয়ান এলাকায় ঠাঁই গেড়েছে বহু রেনিগেড বা দস্যু, এবং এরা এখানে মোটেই ভালমানুষ হিসাবে বাস করছে না, বরং সুযোগ পেলেই লুটপাট, খুন-জখম চালাচ্ছে; শিকার সাদা মানুষ কি ইণ্ডিয়ান তার বাছ-বিচার করছে না। একটু অসতর্ক হলেই সমূহ বিপদ।

একসময় বুঝে-শুনে গুলি করত মানুষ, বিশেষ করে বয়স্ক ও অভিজ্ঞরা—কোথায় গুলি করছে তা না-দেখে অর্থাৎ টার্গেট চোখে না-পড়লে গুলি করত না। কিন্তু সময় বদলে গেছে, বহু আনাড়ি এখন স্রেফ বাহ্বা কুড়ানোর জন্যে না-দেখেই গুলি করে বসে। কিছু একটা নড়েছে, ব্যস, ট্রিগার টেনে দেয়।

সূর্য উঠে গেছে ইতোমধ্যে, কুয়াশাও সরে যাচ্ছে। চারপাশে বিস্তীর্ণ ও উন্মুক্ত প্রান্তর দেখতে পেল ও, গতি কমিয়ে ফেলেছে। দূর-দিগন্তে ঝাপসা দেখাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী ও পর্বতশৃঙ্গের অবয়ব। কয়েকশো গজ দূরে তৃণভূমিতে চরছে অ্যান্টিলোপের একটা পাল, অন্তত দু'শো জন্তু রয়েছে পালে। মাথা তুলে দেখছে কোন্ ধরনের জন্তু একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছে। অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ওরা, ছটফট করছে, তবে কোনটাই পালিয়ে গেল না। দু'পেয়ে জন্তুটা বিপজ্জনক কি-না বুঝতে পারছে না। জেমির হাতে রাইফেল থাকলে নির্ঘাত ভোঁ দৌড় দিত।

দুপুর নাগাদ বক্স এল্ডার ক্রীকের ধারে থামল জেমি। ক্রীকটা

প্রায় শুকিয়ে গেছে, পুরো প্রবাহ নেই; নিচু কিছু গর্তে পানি জমে আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে গিয়ার খসিয়ে পানি পান করাল, ঘাসে ছেড়ে দিল দলাই-মলাই করে, তারপর কফি তৈরি করতে আগুন জ্বালাল।

ক্রীকের একেবারে কিনারে ক্যাম্প করেছে ও, বড় কয়েকটা স্প্রুস ও অ্যাল্ডার ছাড়াও মেস্কিট এবং উইলো ঝোপ রয়েছে; আর রয়েছে সবুজ ঘাস। শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলেছে। ঘন ঝোপঝাড় ও গাছের কারণে সামান্য যাও-বা ধোঁয়া তৈরি হবে গাছের কারণে চোখে পড়বে না, বরং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মিশে যাবে বাতাসের সঙ্গে। তাই আশা করা যায়, আগুন ও ধোঁয়া কোনটাই কারও চোখে পড়বে না।

ঢালু তীরের উপর ক্যাম্প করেছে ও, ক্রীকের ভিতরের দিকে, তাই স্রেফ দাঁড়ালেই সামনের বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি চোখে পড়ছে, অথচ ক্রীকের পাড়ের কারণে ওকে দেখতে পাবে না কেউ। কফি তৈরি, খাওয়া বা পরে একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল পরানোর ফাঁকে বার বার প্রেয়ারি খুঁটিয়ে জরিপ করল ও, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না কড়া তিন কাপ কফি গিলেছে, অথচ তারপরও ঝিমুনি লাগছে। এর কারণ আর কিছু নয়–ক্লান্তি।

ঘণ্টা খানেক পর আবার প্রেয়ারি ধরে এগিয়ে চলল জেমি, যতটা সম্ভব নিচু জমিতে চলছে। প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করছে, যাতে কেউ ওর উপর নজর রাখলে অতি আশাবাদী হয়ে অ্যাম্বুশ করতে না-পারে।

দুপুর গড়াচ্ছে, কিন্তু গরম কমেনি। তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। নিথর প্রেয়ারি খাঁ খাঁ করছে। দূরে নাচছে তাপতরঙ্গ, একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। বহু দূরের ন্যাড়া বেসিনে প্রকাণ্ড নীল এক হ্রদ চোখে পড়ছে, যার

আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। মায়া। মরীচিকা।

নিচু এক টিলার চূড়ায় একটা মোষ দেখা গেল। আকাশের পটভূমিতে ওটাকে জমকাল ও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে বটে, চার পা যেন একেকটা মুগুর! ওটাকে কাছে দেখালেও জেমি জানে আসলে অন্তত এক মাইল দূরে। বন্ধুর এ প্রান্তরে মরীচিকা যেমন অহরহ দেখা যায়, তেমনি পরিষ্কার আবহাওয়া দৃষ্টিভ্রমও তৈরি করে; দূরের জিনিসও খুব কাছে ও বড় দেখায়।

ক্রমে পুবে এগিয়ে চলেছে ও। এদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, সবকিছুর ছায়া লম্বা হচ্ছে। এ পর্যন্ত কোন মানুষ চোখে পড়েনি ওর, কিছু নড়তেও দেখেনি; শুধু মাঝে মধ্যে মোষ, অ্যান্টিলোপ বা দলছুট গরু দেখেছে কয়েকটা। কাউকে দেখতে না-পেলেও অস্বস্তি যাচ্ছে না, মন খুঁতখুঁত করছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সক্রিয় হয়ে উঠেছে শত্রুরা, ওর ক্যারোলিনায় প্রবেশ ঠেকাতে তৎপর হয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই জেনে গেছে বিষপ্রয়োগে ওকে হত্যার ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, হেলগার কৌশলে কাজ হয়নি; তাই পুবে, ক্যারোলিনামুখী ট্রেইলে ছুটবে জেমিকে ঠেকাতে।

মেনসেলদের আত্মীয়দের কেউ কেউ পুবে থাকে এখনও। গ্লিন বা হেলগা এখানে থাকলেও অনায়াসে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে জেমির খবর পাঠিয়ে দিতে পারবে। পশ্চিমে টেলিগ্রাম চালু হয়েছে সাত-আট বছর হলো এবং ক্যাটলম্যান বা অন্য ব্যবসায়ীরা এখন অহরহ তারবার্তা ব্যবহার করছে।

মেনসেলদের সম্পর্কে যেহেতু জেনে গেছে ও, কিছুটা হলেও তাদের নিয়ে অস্বস্তি ও উদ্বেগে ভুগছে। কেন ভুগবে না? তারবার্তা পাঠিয়ে নিশ্চয়ই অন্যদের খবর দিয়েছে হেলগা বা গ্লিন শেকেড, এবং এ মুহূর্তে যদি তাদের কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে জেমি ট্রেভালিয়নকে ঠেকাতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে থাকে, তা হলে

বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। ওদের কাছে জেমি শুধু শত্রুই নয়, বরং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে একমাত্র বাধা। ওকে সরিয়ে দিতে পারলে লক্ষ ডলারের সমুদয় সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পারবে।

জেমির বদ্ধমূল ধারণা এ মুহূর্তে পুবের মেনসেল বা শেকেডরা হেলগা বা গ্লিনের কাছ থেকে খবর পেতে অধীর অপেক্ষায় আছে। উপরন্তু, ভাই-বোনের সাফল্যও কামনা করছে নিজেদের স্বার্থে।

বন্ধুর প্রান্তর ধরে এখন এগোচ্ছে জেমি। কোথাও খানাখন্দে ভরা, কোথাও বালির ঢিবি, শুকনো ওঅশ কিংবা এবড়োখেবড়ো ও শুষ্ক খটখটে জমি। জীর্ণ কিছু ঘাস চোখে পড়ছে মাঝে মধ্যে। এক ওঅশ ধরে এগোতে এগোতে তীরবর্তী ঢালের উপর পুরানো একটা ক্যাম্প আবিষ্কার করল। বেশ কয়েকদিন আগের। ছাই, আধ-পোড়া কাঠ ও ঘাসের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে।

স্যাড়ল ছেড়ে পড়ে থাকা কাঠ ও ঘাস ব্যবহার করে আগুন জ্বালাল ও। পরিত্যক্ত জ্বালানি যা আছে, তাতে অনায়াসে কফি তৈরি করা যাবে।

নির্জন ও নিথর প্রান্তর। শব্দ যা হচ্ছে সব ওরই—নড়াচড়া, স্পারের ঝুনঝুন, মাটিতে বুট ঘসটানোর অস্পষ্ট আওয়াজ এবং আগুনে কাঠ পুড়বার পটাপট শব্দ। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ও, এবং ঘোড়া দুটোর উপরও নির্ভর করছে। জানে কেউ এলে জন্তু দুটো ঠিক সজাগ করবে ওকে। বুনো প্রান্তরে মানুষের চেয়ে বরং জন্তু-জানোয়ারের ইন্দ্রিয়গুলো অনেক বেশি তৎপর, তীক্ষ্ণ ও কার্যকরী হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে শিকার বনে গেছে ও। ব্যাপারটা প্রায় সর্বক্ষণ কোণঠাসা করে রেখেছে ওকে, স্বভাবতই অনুভূতিটা পছন্দ করতে পারছে না। অস্থির ও ত্যক্ত বোধ করছে। যদিও এ মুহূর্তে ঠিক এ গুণগুলোই দরকার ওর, যেহেতু অতি নিশ্চিন্ত ও নির্ভার হলে তার

পরিণামে চরম মাশুল গুনতে হতে পারে। যারা ওকে খুঁজছে, তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে অনুমান করতে পারছে জেমি। বিপজ্জনক ও সেয়ানে লোক এরা। পরিচয় নেই, জানা নেই, কিন্তু তবুও ঠিক বুঝতে পারছে–বাবার দেওয়া তথ্য আর লুই পিরেজের কথায় গ্লিন শেকেড বা অন্যদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে গেছে। আর দুই ভাই-বোনকে কিছুটা তো নিজেই জানতে পেরেছে। গ্লিন যদি হয় ধূর্ত, কৌশলী, বেপরোয়া ও চরম নিষ্ঠুর, হেলগাকে বলতে হবে ডানাকাটা এক ডাইনি। হাসতে হাসতে খুন করতে পারবে এই মেয়ে।

এরা প্রত্যেকে দুঃসাহসী, দুর্বিনীত, অপ্রতিরোধ্য ও দুর্দমনীয়। দয়া-মায়া কী, জানে না। বিবেকহীন। জেমি যেহেতু ওদের লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায়, তাই যেভাবে হোক সরিয়ে দিতে চাইবে। সেটা হতে পারে পিস্তলের গুলিতে, ছুরির ঘায়ে কিংবা বিষ প্রয়োগে। কীভাবে রাস্তা পরিষ্কার হলো ব্যাপার নয়, কাজ সারাই হচ্ছে আসল কথা। তবে এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার আছে, শুধু সম্পত্তি সব নয়–অপরিসীম ঘৃণা। ট্রেভালিয়নদের প্রতি ঘৃণা। ব্যক্তি জেমির প্রতি এত ঘৃণা, আক্রোশ বা প্রতিহিংসা থাকত না, শুধু যদি নামের পিছনে ট্রেভালিয়নটা না-থাকত! সেক্ষেত্রে ওর প্রতি মেনসেল বা শেকেডদের কারোই আগ্রহ থাকত না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ট্রেভালিয়ন নামটাই যত নষ্টের গোড়া। তাই ওকে খুন করতে পারলে আনন্দ ও সন্তুষ্টি অনুভব করবে ওরা। শত্রুর শেষ দেখতে পাবে বলে উৎফুল্ল ও উল্লসিত হবে।

প্রতিপক্ষে কয়েকজন মানুষ…সঠিক সংখ্যা জেমির জানা নেই, কিন্তু এদিকে ও একা। একেবারে একা।

পানি ফুটতে শুরু করেছে। নিচু হয়ে কেতলিতে কফির গুঁড়ো ছেড়ে দিল জেমি, একটু পর কফি তৈরি হতে মগে ঢেলে চুমুক

দিল। কড়া, কালো কফি। বেশ চাঙা বোধ হলো নিজেকে। পানির কয়েক ফোঁটা ফেলে দিল পড়ে থাকা কয়লার উপর, তার আগে আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। তবে এখন আর তেমন গ্রাহ্য করছে না, কেউ যদি ওর পরিত্যক্ত ক্যাম্প আবিষ্কার করে, করুক না। এমন কিছু যাবে-আসবে না।

বেশ কয়েকবার উঠে দাঁড়াল ও, ওঅশের কিনারা থেকে মাথা উঁচিয়ে চারপাশ নিরীখ করল। ওঅশের তলায় গজিয়ে ওঠা ঘাসের সদ্ব্যবহার করছে ওর ঘোড়া দুটো। একটু পর যখন রোয়ানের দুই কান খাড়া হয়ে যেতে দেখল, জেমি তখন কাপে কফি ঢালছে।

সামলে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না, মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই কাজ সম্পন্ন করে ফেলল। দু'হাতের তালুতে মাটি তুলে নিয়ে আগুনের উপর ছিটিয়ে দিল, এখন আর চট করে বোঝা যাবে না যে এখানে আগুন ধরানো হয়েছে। চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল ক্যাম্পে কোথাও স্পষ্ট কোন চিহ্ন পড়ে আছে কি-না, কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। অস্পষ্ট কিছু ট্র্যাক রয়ে যাচ্ছে বটে, ট্র্যাকার যত বড় সেয়ানা বা দক্ষ হোক, এ থেকে রাইডারের পরিচয় আঁচ করা মুশকিল হবে। শেষে, কফির মগ হাতে ওঅশের পাড়ে চলে এল। ঢালু পাড়ের কিনারা বরাবর উঁকি দিল।

কিছুই দেখতে পেল না।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে রোয়ানটা, খেয়াল করল জেমি, নাকের পাটা ফুলে গেছে ওটার। অযথা উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হওয়ার কথা নয় ওটার, গত কয়েক বছরে জেনে গেছে জেমি। নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে।

'চোখ রাখিস, বয়,' নিচু স্বরে বলল ও।

রাইফেল তুলে নিয়ে ড্র বরাবর আরও একটু এগিয়ে গেল

জেমি, বাম হাতে এখনও রয়েছে কফির কাপ। যাই ঘটুক, কফির স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছে নেই ওর, যদিও অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা হতে পারে। আসুক, প্রয়োজনে কফির কাপ ফেলে দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিতে পারবে।

অনেকক্ষণ চোখ রেখেও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না। সব একেবারে স্বাভাবিক। দৃষ্টিসীমায় এমনকী একটা জন্তু বা সরীসৃপও নেই। ফিরে গিয়ে শূন্য কাপ ভরে নিল জেমি, কেতলি খালি করে তার উপর বালি বিছিয়ে দিল যাতে বোঝা না যায় যে এখানে আগুন ধরানো হয়েছে কিংবা কোন তরল ফেলা হয়েছে। এবার ঘোড়ার পিঠে গিয়ার চাপাল। রাইফেল স্যাডল-বূটে ঢুকিয়ে রেখে ঘোড়া দুটোকে লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

ওঅশের শুকনো তলা ধরে এগোতে থাকল। কেউ যদি দূর থেকে ওর উপর চোখ রেখে থাকে, কিছুটা হলেও ধন্দে পড়ে যাবে কিংবা আদৌ ওকে ট্রেস করতে পারবে না।

প্রায় আধ-মাইল এভাবে এগোল ও, তারপর ওঅশে এসে পড়া এক ড্র ধরে সরে এল। ক্রমে উত্তর-পুবে এগোচ্ছে। উচ্চতা বাড়তে বাড়তে একসময় ড্রটা সমতল জমির বুকে মিশে গেল। ড্র ধরে এগোনোর সময় কয়েকবার থেমে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও, কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পেল না। প্রেয়ারির বুকে গোধূলির আবছা আলো, খুব বেশিদূর দৃষ্টি যায় না। শিগ্‌গিরই অন্ধকার নামবে।

বিধবার বাড়ির জানালায় যেমন মাত্র একটা বাতি টিমটিম করে জ্বলে, তেমনি বিস্তীর্ণ আকাশের বুকে ম্লানভাবে জ্বলছে একটা তারা, যেন ঝুলে আছে কোনরকমে। পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণী থেকে ধেয়ে আসা ঝিরঝিরে, সতেজ ও ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ইচ্ছেমতো ছুটতে অধীর হয়ে আছে ঘোড়া দুটো, অস্থির পা ফেলছে। অগত্যা

পুব দিকে ঘোড়া ছোটাল জেমি, সামনে জাঁকিয়ে বসছে গোধূলির অন্ধকার।

পিছনে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আকাশ; শেষ লগ্নের আলো লুকোচুরি খেলছে মেঘের পাহাড়ের সঙ্গে, গোলাপি ও লাল করে তুলেছে পাহাড়গুলোকে; আর সোনালি আলোকচ্ছটা তীরের মতো নিক্ষিপ্ত হয়েছে দিগন্তে লুকিয়ে পড়া অস্তমান সূর্য থেকে।

কী অদ্ভুত সৌন্দর্য! বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে জেমি, জানতে চায় কেউ অনুসরণ করছে কি-না, একইসঙ্গে অতুলনীয় সৌন্দর্যও উপভোগ করছে। তবে কিছুটা শঙ্কিতও বোধ করছে, যেহেতু বৈরী পশ্চিমের সৌন্দর্যে অবগাহনের ফুরসতে বিপদ আসতে দেরি হয় না, বরং চমক ভাঙবার আগেই এসে পড়ে; অপ্রস্তুত লোকটা তখন চরম বিপদে পড়ে যায়। ইণ্ডিয়ান এলাকা ছাড়িয়ে আসেনি জেমি, গোধূলি লগ্ন বা ভোর আক্রান্ত হওয়ার মোক্ষম সময়–ইণ্ডিয়ানরা এ দুটো সময়ে হামলা করতে পছন্দ করে। ভোজবাজির মতো উদয় হয় ওরা, সাদা মানুষকে চমকে দেয় এবং প্রেয়ারির আলো-আঁধারির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে স্বার্থ হাসিল করে।

তাই সময়ের কাজটা সময়ে সারতে হয়, প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে হয়। টানা ছোটাছুটি বা দীর্ঘ ভ্রমণ আসলে অর্থহীন, যদি না কেউ থিতু হয়। জীবনের অর্থই কোন কিছু গড়বার মধ্যে, কিছু হওয়ার মধ্যে। এসবের কিছুটা জেমি শিখেছে ওর বাবার কাছে, আর বাকিটা লুই পিরেজের কাছে। বাইরে থেকে যতই কাটখোট্টা দেখাক, আসলে হোটেল মালিক পুরোদস্তুর আবেগপ্রবণ মানুষ।

রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলল জেমি ট্রেভালিয়ন। একা। পুব দিকে চলেছে।

ভাবছে ডজ সিটিতে চলে যাবে। রেলরোড আছে ওখানে,

ট্রেনে চড়লে অনেক দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। রাইডিঙের ঝক্কি সামলাতে হবে না, আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বোধহয় কম। তবে ডজ সিটির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয় জেমি, অনুমান বশে এগোতে থাকলেও জানে সামান্য দেরি হলেও ঠিক পৌঁছে যাবে।

অন্ধকার পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসবার পরও টানা এক ঘণ্টা এগিয়ে চলল জেমি, তারপর ক্যাম্প করবার মতো জুতসই জায়গা খুঁজতে লাগল। যেখানে-সেখানে তো রাত কাটানো যাবে না, দুই ঘোড়ার জন্যে কিছু ঘাস আর পানি থাকতে হবে, এবং নিরাপত্তার দিকটাও অগ্রাহ্য করা যাবে না। ক্যাম্পের জায়গাটা ট্রেইল থেকে একটু দূরে হলে সোনায় সোহাগা হয়।

আরও আধ-ঘণ্টা পর চলনসই একটা জায়গা দেখতে পেল। প্রেয়ারির মাঝে নিচু জায়গা, কিনারায় বেশ কিছু গাছ জন্মেছে। এক পাশে ঝর্নাও রয়েছে। ঝর্না থেকে দূরে নিচু গর্তে পানি জমছে।

ঘোড়া দুটোর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে জেমি, কিন্তু ওদের আচরণে মনে হলো না ধারে-কাছে কারও উপস্থিতি টের পেয়েছে বা কোন অস্বাভাবিকতা আঁচ করতে পেরেছে; কিন্তু ঝুঁকি নিতে রাজি নয় জেমি, পিস্তল হাতে এগিয়ে চলল, গতি কমিয়ে এনেছে। যে-কোন বিপদ বা ঝামেলার জন্যে তৈরি। যদিও আশা করছে তেমন কিছু হবে না।

প্রথমে একটা পোল-করাল চোখে পড়ল, তারপর লীন-টু বার্ন, এবং সেটা ছাড়িয়ে একটা ডাগ-আউট, যার সামনে পাথুরে স্ল্যাব বসিয়ে মজবুত দেয়াল তৈরি করা হয়েছে।

ঘোড়া দুটো পানির উপস্থিতি টের পেয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে, তেষ্টা পেয়েছে ওদের। ঝর্নার কিনারে চলে গেল প্রাণী দুটো, পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল। এদিকে চোখ-কান-নাক সজাগ জেমির,

সামান্য শব্দও শুনতে বা ঘ্রাণ পেতে উদ্গ্রীব।

আবছা অন্ধকারে যতটা দেখতে পাচ্ছে, পরিত্যক্ত মনে হলো জায়গাটা। ধোঁয়ার গন্ধ নেই বাতাসে, আশপাশে কোথাও কোন জন্তুর তাজা মল নেই, ইদানীং গাছ বা কাঠ কাটা হয়েছে এমন চিহ্নও নেই। ধীর পায়ে ডাগ-আউটের সামনে চলে গেল ও, হাল্কা করাঘাত করল দরজায়। জবাব এল না।

এবার ডাকল জেমি। উত্তর না-পেয়ে ধরে নিল ভিতরে কেউ নেই, তাই দরজার পাল্লা ধরে ধাক্কা দিল। খুলে গেল ওটা। চট করে একপাশে সরে গেল ও, মিনিট খানেক অপেক্ষার পর ভিতরে পা রাখল।

সব শান্ত, নীরব ও স্থবির। ঘরের ভিতরকার গুমট বাতাসের উপস্থিতি প্রমাণ করে বহুদিন ধরে এখানে থাকছে না কেউ, দরজা খোলা হয়নি। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল ও, তার আলোয় দেখা গেল চওড়া বাঙ্ক, ফায়ারপ্লেস, টেবিল, রান্নার তৈজসপত্র রয়েছে ঘরে। সব ছড়ানো-ছিটানো। যেই এর মালিক ছিল, কেবিন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় গুছিয়ে রাখবার তাগিদ অনুভব করেনি। এক কোণের দেয়ালের আঙটার সঙ্গে এক তা কাগজ আটকে রাখা।

টেবিলের ড্রয়ারে মোমবাতি পেয়ে একটা জ্বালাল জেমি, আটকে রাখা কাগজটা ম্লান আলোয় মেলে ধরল:

নোটিশ

এটা আমার জায়গা। আমি না থাকলেও এখনও আমারই আছে। তবে কেউ এসে পড়লে স্বাগতম। ঘরের সবকিছু যেমন পেয়েছ, ঠিক তেমন রেখে গেলে খুশি হব। কাছের এক গাছের তলায় শুয়ে আছে আমার স্ত্রী, আর ওর পাশে আমাদের একমাত্র বাচ্চাটা! ওরা চলে যাওয়ার পর

বহুদিন একাকী কাটালাম, কিন্তু হাঁপ ধরে গেছে। আর পারছি না! কিছুদিনের জন্যে চলে যাচ্ছি আমি, আশা করছি হয়তো ফিরে আসব সঙ্গে কোন মেয়েকে নিয়ে। কে জানে, ভাগ্যে কী আছে আমার!

ডি.এ. হাবার্ড

পুনশ্চ: বাগানে যদি ফুল ফুটে, দয়া করে আমার স্ত্রীর কবরে দিয়ো। খুব ভাল মেয়ে ছিল ও। বেচারী এখানে থাকতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

ছাই দেখে বোঝা গেল উনুনে আগুন ধরানো হয়েছে, মেঝেও ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। তারমানে মি. হাবার্ড চলে যাওয়ার পরও কেউ এসেছিল এখানে, রাত কাটিয়েছে এবং যা যেমন ছিল, সেভাবে রেখে বিদায় হয়েছে।

উনুনে আগুন ধরিয়ে বেরিয়ে এল জেমি, ঘোড়ার পিঠ থেকে গিয়ার নামিয়ে প্রাণী দুটোকে ছেড়ে দিল। পর্যাপ্ত ঘাস আছে ঝর্নার কিনারে, ওদের জন্যে যথেষ্ট হবে। ফিরে এসে বিছানা করল ও, সামান্য জার্কি আর রুটি মুখে দিয়ে ভরপেট পানি খেল, তারপর শুয়ে পড়ল।

রাতে বেশ কয়েকবারই কয়োটির চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির মাঝে এক চিলতে জায়গা, বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে কেউ নেই; কোন মহিলা দূরে থাক, পুরুষের কাছেও নিঃসঙ্গ লাগবে এখানে। ডি.এ. হাবার্ডের স্ত্রীরও নিশ্চয়ই লেগেছে, যেহেতু মাংস সংগ্রহে শিকারে দূরে যেতে হতো হাবার্ডকে, কিংবা কাজেও যেত। হাবার্ড কাছে থাকলেও একাকীত্ব দূর হওয়ার নয়, বিশেষ করে ধারে-কাছে অন্য কোন মহিলার উপস্থিতি না-থাকলে সেটা যে-কোন মেয়ের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

দিনের আলো ফুটল যখন, রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল ও। ঘোড়া দুটোকে এনে করালের বেড়ার সঙ্গে লাগাম বেঁধে রাখল। কেবিনে ঢুকে উনুনের আগুন নিভিয়ে মেঝে ঝাঁট দিল। বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। এবার খুঁজতে বেরোল কবর দুটো।

নিচু এক টিলার উপর, প্রকাণ্ড এক কটনউডের নীচে রয়েছে ডি.এ. হাবার্ডের স্ত্রী ও সন্তানের কবর। পাশাপাশি। শুষ্ক বেশ কিছু ফুল রয়েছে কবরের উপর। স্পষ্টত, একাধিক মানুষ ফুল রেখে গেছে।

কাছেই, পাহাড়ের কোলে বাগান করা হয়েছে এবং সেখানে গাঢ় নীল রঙের ফুল ফুটেছে। নামটা বা কী ফুল, জানে না জেমি তবে কয়েকটা তুলে নিয়ে দুই কবরের উপর রেখে যেতে কসুর করল না। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে মিনিট খানেক নীরবে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল, সম্মান দেখাল না-দেখা দু'জন মানুষকে। তারপর করালের কাছে এসে স্যাডলে চড়ে যাত্রা করল।

নোটিশের তারিখ প্রায় দুই বছর আগের। কে জানে, কোথায় আছে হাবার্ড। পছন্দের কোন মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে সে? জেমির অবচেতন মনের ধারণা একদিন ফিরে আসবে সে, তবে না-এলেও হাবার্ডের মতোই দুঃসাহসী ও দৃঢ়চেতা কেউ নিশ্চয়ই থিতু হবে এখানে। নতুন জীবন শুরু করবে। এটাই বাস্তবতা। জীবন থেমে থাকে না, আর কারও জন্যেও কিছু আটকে থাকে না।

এই জীবনে কম দেখেনি। পশ্চিমের হাজার হাজার মাইলের মধ্যে বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় পুড়ে যাওয়া কত বসতি যে দেখেছে! বাড়ি-ঘর, কেবিন, বার্ন, করাল বা সব কাঠামো পুড়ে গেছে; কত কবর যে দেখেছে ট্রেইলের পাশে, এমনকী মাটির বুক থেকে বের হয়ে আসা হাড়ও দেখতে পেয়েছে। শত শত মানুষের অপমৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঠেকানো যায়নি। একজন গেলে দশজন

তার জায়গা নেয়। হিংস্র রক্তপিপাসু বা ভয়ঙ্কর ইণ্ডিয়ান বা আর্মিও তাদের ঠেকাতে পারে না। মানুষ আসছেই। নতুন ট্রেইলে চলতে, নতুন জমিতে ফসল ফলাতে বা গরু চরাতে, নিজের জমিতে তৈরি কেবিনের পোর্চে বসে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখবার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না…বরং এটা যেন জনে জনে ছড়িয়ে পড়ে…

দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারাও এখানকার আদিবাসী নয়, বরং উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল এখানে, একেবারে প্রাচীন মানুষগুলোকে সরিয়ে দখল করে নেয় সমস্ত জমি। কিছুদিনের জন্যে কর্তৃত্ব করেছে। তীর আর বুলেট দিয়ে হয়তো সুরক্ষিত সেনাবাহিনীকেও আটকে রাখা যায়, কিন্তু বুকে স্বপ্ন লালন করা নারী-পুরুষকে আটকে রাখা যায় না। কোন কিছুতেই নয়।

তিনদিন পর ডজ সিটিতে প্রবেশ করল জেমি ট্রেভালিয়ন। প্রথমে মার্শাল লী ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করল।

'ঘোড়া দুটোকে তৃণভূমিতে ছেড়ে দিয়ে এসো,' জেমির যাত্রার কথা শুনে পরামর্শ দিল সে। 'ওখানে নিরাপদে থাকবে ওরা। ডজ সিটি কাউন্সিলের নিজস্ব তৃণভূমি থেকে আজ পর্যন্ত কোন ঘোড়া চুরি হয়নি বা খোয়া যায়নি। দেখ-ভালও করা হয় ঠিকমতো। এ জন্যে অবশ্য সামান্য খরচা হবে তোমার।'

তাতে মোটেও আপত্তি নেই জেমির। 'মি. ওয়ারেন? পুবের কয়েকজন ওয়ারেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার বাবার। বিপ্লবের সময় ট্রেভর ওয়ারেন নামে একজন ছিলেন ওয়াশিংটনের এইড।'

'আমার আত্মীয়।'

অফিসের পোর্চে একটা চেয়ারে বসে আছে মার্শাল, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে জেমি। 'আমার নাম জেমি ট্রেভালিয়ন,' বলল ও। 'উত্তরাধিকার বুঝে নিতে পুবে যাচ্ছি। দাদার সম্পত্তি। কিছু লোক

আমাকে অনুসরণ করে এখানে আসতে পারে, ওরা চায় না আমি সম্পত্তির ভাগ পাই। এরা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ঝামেলা করতে চাই না, কিন্তু এও ঠিক ওরা আমার উপর চড়াও হতে চাইলে একটুও ছাড় দেব না।'

'এখানে কিছুদিন থাকবার পরিকল্পনা করেছ?'

'ভাবছি ট্রেনে করে যাব। চেষ্টা করব সকালের মধ্যে রওনা দিতে।'

'তোমাকে একটা ট্রেনে যদি তুলে দিই, আজ রাতেই রওনা দেবে?'

'ভালই হয় তা হলে।'

'ডজ সিটি বেশ ব্যস্ত শহর বলে ঝুট-ঝামেলা লেগেই থাকে। বেয়াড়া পাঞ্চার, ভবঘুরে বা মাতাল হুইস্কিখেকোদের সামাল দিতে ব্যস্ত থাকতে হয় প্রতিটা রাত। ঝামেলা এড়াতে পছন্দ করি আমি, মি. ট্রেভালিয়ন, সুযোগ থাকলে এড়িয়ে যেতে গাফিলতি করি না। তোমাকে ট্রেনে তুলে দিতে পারলে বোধহয় আগামী কয়েকদিন ডজ সিটিতে ট্রেভালিয়নদের মধ্যে কোন পারিবারিক সংঘর্ষ হবে না।'

'কিন্তু আমি যে শুনলাম...'

'কী শুনেছ সেটা জানি আমি, ভাল করেই জানি। কিন্তু পুবে গিয়ে উত্তরাধিকার বুঝে নেবে যে লোক, যে কি-না রাত পোহালে চলে যেতে উন্মুখ, তাকে রাতেই একটা ট্রেনে তুলে দিলে সম্ভবত সবারই উপকার করা হয়। তুমি যেমন নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারবে, তেমনি আমিও নির্ভার হয়ে যাব যে বাড়তি কোন ঝামেলা হচ্ছে না। কী জানো, শহরে শান্তি বজায় রাখবার মোক্ষম একটা উপায় হচ্ছে ঝামেলা শুরু হওয়ার আগেই তার সম্ভাব্যতা বা উৎস চিহ্নিত করতে পারা। তাতে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।'

'মি. ওয়ারেন, আমি যে কারণে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি···এটা তোমার শহর এবং এখানে কোনরকম গোলমাল করবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'ধন্যবাদ,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিয়ে এসো। দরকারী মালপত্র সঙ্গে রেখো। ঘোড়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমার, আমি দেখব যাতে ওদের অযত্ন না-হয়।'

স্যাডলব্যাগ আর ব্ল্যাঙ্কেট-রোল সঙ্গে লাগবে। ওগুলো কাঁধের উপর ফেলে রাইফেল হাতে তুলে নিল জেমি, মার্শালের পাশাপাশি এগোল। মিনিট কয়েকের মধ্যে পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল—রাতের ট্রেনে ডজ সিটি ত্যাগ করবে ও।

'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ রয়ে গেলাম,' আন্তরিক স্বরে বলল জেমি। 'কিছু যদি মনে না-করো, আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'উঁহুঁ, সময় হবে না। একেকটা রাত যা যায়! নিজ চোখে না-দেখলে বিশ্বাস হবে না তোমার। যাক্‌গে, ধন্যবাদ।' ঘুরে চলে গেল সে, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাল। 'ট্রেভালিয়ন?'

জেমিও নিজের পথে এগোতে শুরু করেছিল, থেমে ফিরে তাকাল।

'তোমার খোঁজে আসবে যারা···ওদের বর্ণনা দিতে পারবে?'

'যদ্দূর জানি ওরা প্রত্যেকে বেশ লম্বা, সুঠামদেহী। কালো ফ্রক কোট আর কালো হ্যাট পরে। মুখ লম্বাটে। খুব কমই হাসতে দেখা যায় এবং সবসময় সবাই একসঙ্গে থাকে।'

মার্শালের সৌজন্যে আরামদায়ক আসন পেল জেমি। রাতে যখন ট্রেন ছাড়ল, নিজেকে রাজার মতো মনে হলো ওর। আসনের গতি এত নরম যে কোমর পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে।

শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন, জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে

পেল জেমি। তিনজন লোক ঘোড়া দাবড়ে শহরে ঢুকছে। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী এরা, পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক। পাশাপাশি রাইড করছে, ট্রেনের দিকে মনোযোগ নেই। অবশ্য দেওয়ার কথাও নয়।

হয়তো এরাই ওর রহস্যময় আত্মীয়!

পনেরো

বাবার সঙ্গে ভ্রমণের সময় দু'একবার ট্রেনে চড়েছিল জেমি, তবে অভ্যস্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট ছিল না তা। ট্রেনের দুলুনি এখনও ওর জন্যে একটা সমস্যা।

কারে চড়ল যখন সমস্যা হলো না, কিন্তু একটু পর ট্রেন চলা শুরু করতে ওর মনে হলো পায়ের নীচে ভূমিকম্প হচ্ছে। অদৃশ্য কোন দৈত্য যেন দুলিয়ে চলেছে গাড়িটা।

চুপচাপ বসে থাকল জেমি, মনে হচ্ছে মাথার সঙ্গে দুনিয়াও চক্কর খাচ্ছে। পাশে স্লিপিং বগি আছে, কিন্তু ওদিকে এগোতে সাহস পাচ্ছে না, ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওর মাথাও ঘুরছে। আগে আরেকটু মানিয়ে নিক, সিদ্ধান্ত নিল, পরে যাওয়া যাবে।

মিশ্র বগির ট্রেন এটা। সব মিলিয়ে দুটো ফ্রেইট-কার, গরুর জন্যে চারটা বগি, একটা মেইল-কার এবং যাত্রীদের জন্যে দুটো কোচ রয়েছে। একেবারে পিছনে ক্যাবুজ। জেমির সঙ্গে এ বগিতে

আছে মোটাসোটা এক মহিলা এবং তার দুই মেয়ে–আনুমানিক ছয় ও আট এদের বয়স; দেখতে মহিলার হুবহু নকল। মাঝবয়সী এক লোক রয়েছে, একেবারে নিস্পৃহ ও পাথরের মতো কঠিন করে রেখেছে মুখটা, যেন না বুঝে তেতো জিনিস খেয়ে এখন খুব পস্তাচ্ছে। চিবুকে ছোট ছোট দাড়ি লোকটার, নীল চোখে নিরানন্দ চাহনি।

সামনের এক আসনে বসেছে চল্লিশোর্ধ্ব এক লোক। ভারী সোনার চেইনঅলা একটা ঘড়ি রয়েছে তার পকেটে, ভেস্টের সঙ্গে লাগানো। আইভরির তৈরি খিলাল ঝুলছে চেইনের সঙ্গে। একটু ডানে ও সামনে নিরীহ চেহারার এক কাউহ্যাণ্ড দুনিয়া ভুলে গিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। জেমির মতোই রাইফেল পায়ের কাছে রেখেছে, আর হোলস্টার থেকে পিস্তল খুলে ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রেখেছে।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় জানালা দিয়ে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি চোখে পড়ছে, দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে। বসতি বা বাড়ি-ঘর তেমন দেখা যাচ্ছে না।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল জেমি। ইতোমধ্যে ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে অনেকটা। একটু পর ঢুলতে শুরু করল। বেশিরভাগ সময় ধীর গতিতে চলছে ট্রেন, হেলে-দুলে, যেন কোন তাড়া নেই। লাইনটা তড়িঘড়ি করে বসানো হয়েছে বলে একটু সতর্কতার সঙ্গে ট্রেন চালানো হচ্ছে।

একবার শত শত মোষ লাইন পেরিয়ে গেল, বাধ্য হয়ে থামাতে হলো ট্রেন। কৌতূহলী মেয়ে দুটো ছুটে গেছে জানালায়, মোষ দেখছে। এমনকী তেতো চেহারার ভদ্রলোকও আগ্রহী হয়ে উঠেছে এখন, ঝুঁকে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে।

'মা, দেখো, অনেক গরু!' ছোট মেয়েটা চেঁচিয়ে বলল, গলায় উত্তেজনা।

'গরু না, মা, ওগুলো মোষ,' শুধরে দিল মা।

'মোষ কী, মা?'

চেঁচামেচিতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল পাঞ্চারের, চোখ মেলে তাকাল সে, কী ঘটছে একবার দেখে আবার চোখ বুজল। হুইসেল বাজল, কয়েক সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল ট্রেন। ঠিক পাশ দিয়ে একটা স্টেজ কোচ পেরিয়ে গেল ওদের, দেখতে পেল জেমি। এবং একটু পর ট্রেনের গতি বাড়তে স্টেজকে অতিক্রম করে গেল ট্রেন, এঞ্জিনিয়রের ব্যঙ্গাত্মক শিস স্পষ্ট শোনা গেল। পশ্চিমের বেশিরভাগ জায়গায় ট্রেনের কারণে স্টেজের ব্যবসা লাটে উঠেছে, তবে কোথাও কোথাও এখনও কিছু স্টেজ কোম্পানি টিকে আছে, বিচ্ছিন্ন ও দূরের শহরগুলোর মধ্যে যাওয়া-আসা করছে।

পরদিন দুপুরে গতি থামিয়ে থেমে গেল ট্রেন। জেমি তখন আধো-ঘুমে, চোখ মেলে তাকানোর গরজ অনুভব করল না। মিনিট কয়েক পর আবার চলতে শুরু করল ট্রেন, হুইসেল দিতে দিতে হেলে-দুলে এগিয়ে চলল।

এক স্টেশনে থামল ট্রেন। তিন-চারটা বাড়ি, বড়সড় এক তাঁবু যার উপরে "হোটেল" ব্যানার টানানো আর প্রকাণ্ড কয়েকটা করাল-এ নিয়ে স্টেশন। তাড়াহুড়ো করে নেমে এল সব যাত্রী, ছুটছে যে যার আগে পারে। খাবার খেয়ে নেবে এখানে। যে আগে টেবিলে গিয়ে বসবে, তাকেই সবার আগে খাবার পরিবেশন করা হবে।

জেমি দেখল ওর পাশে বসেছে পাঞ্চার।

'দূরে কোথাও যাচ্ছ?' জানতে চাইল সে।

'ক্যারোলিনা···যদি সহি-সালামতে পৌঁছতে পারি।'

সন্দিগ্ধ চোখে ওকে দেখল সে। 'কেন, তোমার কি মনে হচ্ছে ঠিকমতো পৌঁছবে না?'

শ্রাগ করল জেমি। 'ট্রেনের ব্যাপার নয়, আসলে কিছু লোক আছে যারা চায় না আমি ক্যারোলিনায় গিয়ে পৌঁছাই, তাতে ওদের মস্ত উপকার হয়।'

'গরু নিয়ে এসেছি আমি,' জানাল সে। 'ক্যাবূজে থাকবার কথা আমার, কিন্তু এখানে উঠে পড়েছি। দেখতে আসছে কে? এর আগে কখনও কুশনে চড়িনি, তাই লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'কণ্ডাক্টর কিছু বলেনি?'

'আরে না! সাহস আছে নাকি ওর? প্রতি বছর পাঁচ-ছয় হাজার গরু চালান দেয় আমার বস্, সবই ট্রেনে যায়। চিন্তা করো, কত টাকার ব্যবসা পাচ্ছে ট্রেন কোম্পানি? আমাকে কিছু বললে সোজা বস্-কে রিপোর্ট করতে পারি আর এ কারণে বস্ ব্যবসা বাদ দেয় কি-না এ ভয়ে বোধহয় মুখ বুজে আছে ব্যাটা। তা ছাড়া, আসন তো খালিই পড়ে আছে।'

খাবার একেবারে সস্তা মানের। কটু স্বাদের গ্রিজে ভাজা অ্যান্টিলোপের মাংস। রুটি শক্ত হয়ে গেছে, ঠিকমতো ছেঁড়া যায় না। এরচেয়ে খারাপ খাবারও খেয়েছে জেমি, তাই নীরবে খেয়ে গেল। তবে কফিটা চমৎকার।

বাড়তি কয়েক কাপ পেটে চালান করে দিল ও, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে ছুটল ট্রেনের উদ্দেশে। হুইসেল বেজে গেছে। অন্যদের সুযোগ দিয়েছে আগে, তাই ওর খাবার পরে পরিবেশন করা হয়েছিল। পেটপূজা করবার জন্যে স্রেফ মিনিট কয়েক পেয়েছে।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। ছুটে তাল মেলাল জেমি, তারপর দরজার হাতল ধরে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। পিছন ফিরে দেখল পাঞ্চার তখনও ছুটছে। হাত বাড়িয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল ও।

'ধন্যবাদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কাউহ্যাণ্ড। 'তুমি সাহায্য না-করলে বোধহয় ট্রেনে উঠতেই পারতাম না! অথচ বস ক্যান্সাস সিটিতে আমার অপেক্ষায় থাকবে। যদি দেখত পৌঁছাইনি, নরক গুলজার করে ছাড়ত।'

'শক্ত লোক?'

'জুতোর তলার চেয়েও শক্ত! ভাল বেতন দেয়, ভাল খাবারও খাওয়ায়, এবং একদিনের বেতনের বিনিময়ে দু'দিনের শ্রম চায়।'

গল্প করতে করতে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। এক সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তীব্র শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, লোহার তৈরি সেতু পার হচ্ছে ট্রেন–ভয়ানক শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা! চোখ মেলে তাকাল জেমি, খেয়াল করল কোন কারণে গতি কমে যাচ্ছে ট্রেনের। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে দেখল সূর্য অস্ত যাচ্ছে, রক্তিম হয়ে গেছে পশ্চিম আকাশ, তীরের মতো নিক্ষিপ্ত আলোকচ্ছটায় ভরে গেছে দিগন্তের একটা অংশ। লাইনের কাছাকাছি, ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে এক পাল অ্যান্টিলোপ।

'যদি ধরা পড়ে যাও, তোমাকে নিয়ে কী করবে ওরা, অনুমান করতে পারছ?' কাউহ্যাণ্ডের প্রশ্ন শুনতে পেল জেমি, জেগে গেছে সে।

'দেখেই গুলি করবে বোধহয়। খুন করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না, এটুকু বলতে পারি। দেখতেই পাচ্ছ, নগদ না-হলেও অনেক টাকার ব্যাপার হয়ে গেছে এটা।'

রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলল ট্রেন। বেশিরভাগ যাত্রী হয় ঘুমাচ্ছে, নয়তো ঝিমাচ্ছে। বগিতে কয়লার ধোঁয়া আর অঙ্গারের গন্ধ। নড়েচড়ে বসল জেমি, আরামদায়ক অবস্থান আবিষ্কার করতে চাইল, কিন্তু আদপে কোন অবস্থানেই আরাম বোধ করছে

না। শুরুতে গদিআঁটা চেয়ারটাকে অনেক কাঙ্ক্ষিত মনে হলেও পরে আবিষ্কার করেছে ঘুমানোর জন্যে মোটেই জুতসই নয়।

জেমির কোমরে গোঁজা পিস্তলের বাঁট চোখে পড়েছে পাঞ্চারের। 'ওটা ব্যবহার করতে জানো?' জানতে চাইল সে। বয়স বোধহয় সন্দিহান করে তুলেছে তাকে।

'হুঁ,' বলল ও। 'তবে ব্যবহার করতে না-হলেই খুশি হব।'

আবার গতি কমে গেল ট্রেনের, এত কমে গেছে যে পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যাবে।

'আমার নাম এড হ্যারিস,' হঠাৎ পরিচয় দিল পাঞ্চার।

'জেমি ট্রেভালিয়ন।' শেকহ্যাণ্ড করল ওরা।

'গরু পাঞ্চিং করো?'

'করেছি। গত শীতের পুরোটাই পাহাড়ে এক পাল গরুর দেখ-ভাল করেছি। পাহাড় থেকে নেমে এসে দেখি আমার বাবা খুন হয়ে গেছে।'

'ওই একই লোক, যারা তোমাকে খুঁজছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বসের সঙ্গে দেখা কোরো। ওর নাম স্কট নেলসন। কঠিন কিন্তু ভাল মানুষ। শক্ত চীজ হলেও সৎ লোক। ওকে বলতে পারো সব। বসের জানাশোনা বহু হোমরাচোমরা লোক আছে।'

'আমার ব্যাপারে ওর কিছু করবার আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আগে ওকে বলেই দেখো না। তোমার কাছে মনে হচ্ছে কিছু করতে পারবে না সে, কিন্তু পারতেও তো পারে! কী জানো, যে কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারে সে, আমি অন্তত দেখে আসছি। কম তো হলো না, পাক্কা এগারো বছর। এলাকায় বহু লোক সমস্যায় পড়লে স্কটের সঙ্গে দেখা করে। বেশিরভাগ সময়

সঠিক পরামর্শই দেয় সে।'

'ধন্যবাদ।'

ফের এগোতে শুরু করল ট্রেন। ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। যেন কঠোর শৃঙ্খলায় আটকে পড়া মেশিন–গতি কমছে ট্রেনের, থেমে যাচ্ছে, তারপর হুইসেল বাজিয়ে আবার এগিয়ে চলেছে, গতি তুলছে। কোনরকম ব্যতিক্রম নেই।

পানি নিতে এক স্টেশনে থামল ট্রেন। উঠে দাঁড়াল পাঞ্চার, আড়মোড়া ভাঙল। 'গরুগুলোর অবস্থা দেখে আসি,' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'চলো, আমিও যাব।' টানা বসে থাকতে খিল ধরে গেছে। হেঁটে খানিকটা ছাড়িয়ে নেওয়া দরকার, ভাবল জেমি।

বগি ধরে এগিয়ে গেল ওরা। ক্যাটল কারে গিয়ে দেখল সব গরু ভালই আছে, শুধু একটা পড়ে গেছে, আর উঠতে পারছে না। ওটাকে টেনে-টুনে দাঁড় করাল। এভাবে পড়ে থাকলে হয়তো ওটার সঙ্গীদের খুরের নীচে দলিত হবে।

'যা অবস্থা, এ মুহূর্তে কোন লড়াইয়ে অংশ নিতে পারব না,' বিষণ্ন স্বরে বলল নেলসন। 'কাঁধে গরুর দায়িত্ব না-থাকলে অবশ্য একবারও ভাবতাম না।'

'আমি তোমাকে অংশ নিতে বলিওনি,' বলল জেমি। 'এটা আমার নিজস্ব লড়াই। আমি একাই লড়ব। যদ্দূর মনে হচ্ছে এগিয়ে আছি ওদের চেয়ে, যদি না পিছনের ওরা টেলিগ্রাম করে আমার যাওয়ার খবর জানিয়ে দিয়ে থাকে।'

'প্রতিপক্ষে কয়জন, জানো?'

'একেবারে কম বলা যাবে না। ডজনখানেক। যা খবর পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে পশ্চিমে মাত্র দু'তিনজন এসেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এর মধ্যে মেয়েও আছে।'

'কমবয়সী?'

শ্রাগ করল জেমি। 'একেবারে কমও নয়। যথেষ্ট আকর্ষণীয়া বা সুন্দরীও বলতে পারো···অবশ্য মরুভূমির র‍্যাটলারও সুন্দর।' মৃদু হাসল ও। 'ছোবল না-মারলে বোধহয় খারাপ দেখায় না সাপকে। কোন কোন মেয়েমানুষ তেমনই।'

সরু চোখে ওকে দেখল নেলসন, তারপর স্মিত হাসল। 'এমনভাবে বলছ যেন তোমার বয়স পঞ্চাশ আর জীবনে বহু মেয়ে দেখেছ! তবে কথাটা সাচ্চা বলেছ, এক বিন্দু ভুল নেই এতে।'

ঝিমাতে শুরু করল ওরা। একসময় ঘুমিয়েও পড়ল। ফের যখন ঘুম ভাঙল, কপালে পিস্তলের ঠাণ্ডা নলের খোঁচা অনুভব করল জেমি ট্রেভালিয়ন। চোখ মেলে তাকাতে কালো ফ্রক কোট পরা এক লোককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল, ভয়ালদর্শন একটা কোল্ট চেপে ধরেছে সে ওর কপালে। 'চট করে উঠে দাঁড়াও তো, বাছা,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল লোকটা। 'সাবধান! চালাকি করতে যেয়ো না, পস্তাবে তা হলে।'

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা করল জেমি। নির্দেশ তামিল করবে কি-না ভাবছে। নিশ্চয়ই ওকে ধরে নিয়ে যাবে এরা, তারপর নিষ্ঠুর ভাবে জবাই করবে। তারচেয়ে কি লড়াই করে মরাই ভাল নয়? কিন্তু বগির ভিতর লড়তে যাওয়া ঠিক হবে না, মহিলা এবং দুই বাচ্চার কথা মনে পড়তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

'বেশ, উঠছি,' বলল ও। 'বেতাল কিছু করে বোসো না। মহিলা আর বাচ্চা আছে এখানে।' নিজের ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত স্বরে অবাক হয়ে গেল। মৃত্যু থেকে খুব দূরে আছে কি? মনে হয় না। এরা ওর সঙ্গে খোশগল্প করতে আসেনি। বরং ঝটপট কাজ সেরে চলে যাবে নিজেদের পথে।

সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল জেমি, অতি উৎসাহী খুনিদের

সুযোগ দিতে নারাজ। আড়চোখে পাঞ্চারের দিকে তাকাল, ঘুমাচ্ছে সে কিংবা ঘুমের ভান করছে। বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে চেয়ে আছে মহিলা। তেতো মুখের মাঝবয়সী লোকটাও দেখছে ওদের।

খুনি একা আসেনি। আরেকজনকে বগির পিছন দিকে দেখতে পেল। হাতে শটগান। লড়ে মরতে যাওয়া দারুণ বোকামি হতো, উপলব্ধি করল জেমি। পিস্তলঅলাকে কোনভাবে কাবু করতে পারলেও শটগানঅলার গুলি খেত ঠিক, দুই টুকরো হয়ে যেত ও এবং মাঝখানে হয়তো গুলি খেয়ে বসত নিরীহ কেউ।

'বগির পিছন দিকে চলে যাও,' নির্দেশ দিল দীর্ঘদেহী।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জেমি, টের পেল এক ঝটকায় ওর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে লোকটা, ছুঁড়ে ফেলল আসনের উপর।

'এই যে!' উত্তেজিত স্বরে ডাকল দাড়িঅলা। 'ওকে নিয়ে কী করবে তোমরা, শুনি?'

'চোপাটা বন্ধ রাখো, বুড়ো!' খুনে কণ্ঠে বলল লোকটা, গ্রাহ্য করছে না, তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতেও ছাড়েনি। 'আরও কিছু দিন বেঁচে থাকতে চাও না? ওকে নিয়ে হাঁটতে যাচ্ছি আমরা।'

'যে যেখানে আছ, চুপচাপ বসে থাকো,' নির্দেশ দিল অন্যজন। 'নইলে কাল সূর্যোদয় দেখবার সৌভাগ্য হবে না।'

ট্রেনের গতি কমছে। বগির ঝাঁকুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়াচড়া করছে জেমি, শটগানঅলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কর্কশ চেহারা লোকটার, নীল চোখে অন্তর্ভেদী, শীতল চাহনি; হনুর হাড় অস্বাভাবিক উঁচু, ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ। চিবুকে একটা কাটা দাগ রয়েছে। সম্ভবত ছুরির শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত।

বগির দরজার ঠিক ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, জেমিকে জায়গা দিতে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। পাশেই ক্যাবূজ, দুই বগির মাঝখানে ইস্পাতের তৈরি প্ল্যাটফর্ম।

ইস্পাতের প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছে জেমি, ঠিক সে-মুহূর্তে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ট্রেন। সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল ও। পিস্তলঅলা ওকে অনুসরণ করছিল, বাম হাতের রদ্দা তার পিস্তলধরা হাতের উপর নামিয়ে আনল, একইসঙ্গে গায়ের জোরে ডান হাত চালাল, শটগানঅলার চিবুকের হাড়ে চিড় ধরিয়ে দিল। পিছনে হেলে পড়ল লোকটা, অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল।

ফলাফল দেখবার অপেক্ষায় থাকল না জেমি, বরং সঙ্গে সঙ্গে খোলা প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্ধকার রাত্রির উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়েছে। দুই হাঁটু দিয়ে মাটিতে পড়ল ও, পরমুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে সরে এল কয়েক ফুট। হাঁটুতে ব্যথা বোধ হলেও গ্রাহ্য করল না, এখন সময় নেই। মরণপণ অবস্থা! দুটো সেয়ানে লোককে সামাল দিতে হবে!

গড়ান শেষে যখন সিধে হলো ও, হাতে চলে এসেছে কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা। ওটা দেখতে পায়নি শত্রুদের কেউ, তাই নিতেও পারেনি।

'জেমি!' ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল হ্যারিস।

ঝটিতি সেদিকে তাকাল জেমি, দেখল জানালায় চলে এসেছে কাউহ্যাণ্ড। আসনের উপর ওর দ্বিতীয় কোল্টটা ছুঁড়ে ফেলেছিল লম্বা লোকটা, ওটা তুলে নিয়ে এসেছে। পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল সে, আর দক্ষ হাতে শূন্যে ওটা লুফে নিল জেমি। ঠিক সেই মুহূর্তে দুই শত্রুর একজন লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মাটিতে।

মাটিতে পা রেখেই গুলি খেল লোকটা। পিছন থেকে কেউ যেন টেনে ধরেছে, শূন্যে দু'হাত ছড়িয়ে দিল সে, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে; অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল। এবার দ্বিতীয় গুলি

পাঠিয়ে দিল জেমি। বুলেটের ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল শত্রুর দেহ, তারপর কাত হয়ে ঢলে পড়ল। ঢালু জমি ধরে গড়িয়ে চলে এল দেহটা, জেমির কাছ থেকে দুই হাত দূরে এসে থামল। নিথর পড়ে আছে, এতটুকু নড়ছে না।

ট্রেনের সামনের দিকে তীব্র খিস্তি করল কেউ, তারপর ভোঁতা ও ভারী শব্দে কী যেন পড়ল মাটিতে, যেন মোটাসোটা কোন গাছ বা গুঁড়ি লুটিয়ে পড়েছে। দৃশ্যত, ট্রেন থামানোর জন্যে লাইনের উপর ভারী কিছু ফেলা হয়েছিল। এর তাৎপর্য হচ্ছে আরও শত্রু আছে এবং সেই লোকটা ট্রেন আটকে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছিল; এইমাত্র গাছের গুঁড়ি বা অমন ভারী কিছু লাইনের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ট্রেন থেমেছে এবং গোলাগুলিও হয়েছে, ধরে নিয়েছে শিকার কুপোকাত, তাই লাইনের প্রতিবন্ধক সরিয়ে ফেলেছে। দু'জন বেপরোয়া লোকের বিরুদ্ধে কী-ই বা করতে পারবে সতেরো বছরের একটা ছেলে?

সহজ অঙ্ক কষেছে সে, টের পায়নি হিসাবে গরমিল হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোথাও রয়েছে লোকটা। এখন নিশ্চয়ই ট্রেনে উঠবে, কিংবা এগিয়ে আসবে এদিকে।

হুইসেল বেজে উঠল। পরমুহূর্তে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল প্রকাণ্ড কোন সাপ, ধীর গতিতে সামনে এগোল ট্রেন।

বিপজ্জনক অবস্থা। ট্রেনে উঠতে হবে, ভাবছে জেমি, নইলে খোলা জায়গায় মুখোমুখি হতে হবে দু'জন ভয়ঙ্কর লোকের বিরুদ্ধে। পড়ে থাকা লাশটা নিশ্চয়ই শত্রুদের জেদ বা তাগিদ বাড়িয়ে দেবে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জেমি, তারপর ছুট দিল। বিচিত্র শব্দে কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল তপ্ত সীসা, রাইফেলের ভারী গর্জন শোনা গেল। জেমির পাশে ট্রেন তখন ছুটতে শুরু করেছে, তাল

মেলাতে দৌড়াচ্ছে ও। কুলোতে পারবে না। অগত্যা কোমরের বেণ্ডে গুঁজে রাখল এক পিস্তল, একটু পর অন্যটাও। আশা করছে দুই শত্রু যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে, বুদ্ধি করে ট্রেনে উঠবে না।

আরও একটা বুলেট ছুটে এসে জেমির পায়ের কাছে থাকা নুড়িপাথর ছিটাল। রাতের বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠল তীক্ষ্ণ হুইসেল। ক্যাটল-কারের শেষ প্রান্তের সিঁড়ির হাতল ধরে লাফ দিল জেমি, এক ঝটকায় উঠে এল সিঁড়িতে।

আরও একটা বুলেট ছুটে এসে আছড়ে পড়ল বগির গায়ে, ওর মাথার একটু উপরে। রিকোশেটের ধাক্কায় ছিটকে গেল উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু ক্ষতি হলো না জেমির, ততক্ষণে ক্যাটল-কারের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ও।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল জেমি, এক হাতে হাতল চেপে ধরে অন্য হাতে একটা পিস্তল তুলে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল। ট্রেন বেশ দ্রুত এগোচ্ছে এখন। সামনে একজন আছে, তার কথা ভুলে যায়নি জেমি। যে-কোন মুহূর্তে হয়তো দেখা যাবে লোকটাকে।

লাইনের পাশে ঘাপটি মেরে বসে থাকা লোকটার বুকের কাছে শার্টের উপর চাঁদের অস্পষ্ট আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল প্রথমে, পরমুহূর্তে শটগানের লালচে-কমলা আগুন ওগরাতে ঝিলিক দেখতে পেল জেমি। শার্টের সাদা ঝিলিক দেখা মাত্র সরে গেছে ও, নইলে ঠিক দুই টুকরো হয়ে যেত; স্রেফ রিফ্লেক্স ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এ যাত্রা। ক্যাটল-কারের হাঁ-করা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল গোলা, বিচিত্র শব্দ তুলল রাতের বাতাসে। শরীর সিধে করে পাল্টা একটা গুলি পাঠিয়ে দিল জেমি।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ওর গুলি।

এদিকে শটগানের গুলি গিয়ে লেগেছে একটা গরুর গায়ে।

চড়া স্বরে যন্ত্রণাকাতর হাঁক ছাড়ল ওটা, লাফ দিল অন্ধের মতো, তারপর বগির গায়ে আছড়ে পড়ল। হুড়মুড় করে শব্দ হলো, মৃদু নড়াচড়া শুরু হলো বগির ভিতর, সম্ভবত পাশের গরুগুলো নড়েচড়ে দাঁড়িয়েছে।

ঢাল থেকে নামতে শুরু করেছে ট্রেন, গতি বেড়ে গেছে। হাতের পিস্তল হোলস্টারে ফেরত পাঠাল জেমি, অন্যটা পরখ করল কোমরে। হ্যাঁ, আছে। পড়ে যায়নি।

লম্বা দম ছাড়ল ও। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। নেহাত ভাগ্য ওকে সাহায্য করেছে, নইলে···

বুক ধড়ফড় করছে ওর এখনও, পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে হৃৎপিণ্ড। ঘড়ঘড় শব্দে রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলেছে ট্রেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর ট্রেনের ছাদে উঠে এল জেমি, সতর্কতার সঙ্গে এগোল সামনের দিকে। দুটো বগি পেরোনোর পর নিজের বগির কাছে পৌঁছল, মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল প্রথমে, তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল এড হ্যারিস। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল সোনালিচুলো মহিলা, বাচ্চা দুটোর চোখেও পলক পড়ছে না। ধীর পায়ে হেঁটে নিজের আসনের কাছে চলে গেল জেমি, ধপ করে চেয়ারে চাপিয়ে দিল শরীরটা।

'ধন্যবাদ, পার্ড,' হ্যারিসের উদ্দেশে বলল ও।

'ভাবলাম ওটা কাজে লাগবে তোমার,' স্মিত হেসে বলল সে।

'বিলকুল কাজে লেগেছে।' দ্বিতীয় পিস্তলের কথা হ্যারিসকে বলবার তাগিদ অনুভব করল না ও।

'একটাকে ঘায়েল করে ফেলেছ?'

'সম্ভবত।'

'ব্যাটা ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর ওকে দেখোনি?'

'সময় পেলাম কোথায়! তবে দরকারও ছিল না। দেখে-শুনে জায়গামতো গুলি করেছি। দুটোই মোক্ষম জায়গায় লেগেছে···এর একটাই ওর মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট ছিল।'

'যাক, একজন তো কমল।'

'হ্যাঁ···তবে এখনও অনেক রয়ে গেছে।'

'আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ো না কিন্তু। ক্যান্সাস সিটিতে গিয়ে স্কট নেলসনকে সব খুলে বোলো। ওর মাথাটা সবসময়ই ঠাণ্ডা থাকে, এবং এ পর্যন্ত একটা খারাপ বুদ্ধিও মানুষকে দেয়নি।'

তেতোমুখো লোকটাকে এখন আর বিমর্ষ দেখাচ্ছে না। 'যা দেখালে, বাছা!' অকৃত্রিম প্রশংসা ও উত্তেজনা ঝরে পড়ল কণ্ঠে। 'একেবারে মোক্ষম সময়ে আঘাত করেছ ওদের, চোখের পলকে হামলা চালিয়েছ! ওরা কারা?'

'পরিচয়ে অবশ্য কিছু যায়-আসে না,' উত্তরে বলল জেমি। 'কারণ আসল নামে পরিচয় দেয় না ওরা।'

পিস্তলটা বের করে নতুন কার্তুজ ঢোকাল ও। 'এড, পরের স্টেশনে পৌঁছলে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো, কেমন?'

নড করল পাঞ্চার। 'নিশ্চিন্তে ঘুমাও। পরের স্টেশনে পৌঁছলে জাগিয়ে দেব তোমাকে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জেগে আছি।'

'তোমার একটা গরু বোধহয় মরে গেছে,' জানাল জেমি। 'সামনের দিকে আরও একজন ছিল, ট্রেন ছেড়ে আসবার সময় আমার উদ্দেশে শটগান থেকে গুলি করেছিল লোকটা।'

'তুমি এখন ঘুমাও তো, গরু নিয়ে ভাবতে হবে না!' ধমকে উঠল হ্যারিস। 'আর টেলিগ্রাফের কথা কিন্তু ভুলো না। মাত্রই এক স্টেশন পেরিয়ে এসেছিলাম আমরা। লোক দুটো নিশ্চয়ই ওখানে চলে যাবে, সামনে ওদের সঙ্গীদের জানিয়ে দেবে।'

ক্লান্ত লাগছে জেমির, চোখ খুলে রাখতে পারছে না। শারীরিক ধকল নয়, বরং মানসিক ক্লান্তি ওকে অবসন্ন করে তুলেছে। এমন স্নায়ুক্ষয়ী উত্তেজনা এই প্রথম···একজন মানুষও খুন করেছে এবং নিজেও খুন হয়ে যাচ্ছিল প্রায়···এমন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত কারও জন্যে এটা কিছুই নয়, কিন্তু প্রথম বলে একটা কথা আছে এবং সেটা যে-কারও জন্যেই প্রযোজ্য।

গুটিসুটি মেরে সীটে শুয়ে পড়ল জেমি, বুট খুলে পা তুলে নিয়েছে গদির উপর। চোখ বুজল এবার। আরাম হচ্ছে না, কিন্তু এ থেকে যতটা সম্ভব আরাম করে নিতে হবে। পায়ের নীচে চলন্ত ট্রেন ঝাঁকি খাচ্ছে, ঘড়ঘড় শব্দে হেলে-দুলে এগিয়ে চলেছে দূরের গন্তব্যের দিকে। হুইসেল বাজল, অন্ধকার রাতের নৈঃশব্দ্যে করুণ ও নিঃসঙ্গ শোনাল শব্দটা।

পরপরই ঘুমিয়ে পড়ল জেমি ট্রেভালিয়ন।

ষোলো

এড হ্যারিসের সঙ্গী হিসাবে জেমি যখন স্কট নেলসনের সঙ্গে দেখা করতে এল, করালের বেড়ার উপর বসে আছে সে, গরুর দিকে মনোযোগ। গরু ব্যবসায়ীর পরনে কর্ডুরয় প্যান্ট, নীচের প্রান্ত লেসের ঝালর দেওয়া বুটের ভিতর গুটানো। কর্ডুরয় জ্যাকেট গায়ে, বেল্ট মুক্তভাবে ঝুলছে। মাথায় সরু কার্নিসের ফেল্ট হ্যাট। পুরু গোঁফ ও জুলফিতে পাক ধরেছে। রুক্ষ পোড়খাওয়া চেহারা,

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে। মানুষটাকে দেখেই বোঝা যায় শক্ত চীজ, হ্যারিস একটুও বাড়িয়ে বলেনি।

'মি. নেলসন? এ হচ্ছে জেমি ট্রেভালিয়ন,' বলল পাঞ্চার। 'বেচারা বেশ কঠিন সমস্যায় পড়েছে। আমি ওকে বলেছি তুমি হয়তো কোন পরামর্শ দিতে পারবে।'

স্বাস্থ্যবান একটা চুরুট ঝুলছে নেলসনের দাঁতের ফাঁকে। ঠোঁট চালিয়ে ওটা মুখের অন্য প্রান্তে চালান করে দিল সে, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখল জেমিকে। 'কিন্তু আমার কাছে তো ওকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের সমস্যা সামাল দেওয়ার মুরোদ ওর ভালই আছে,' ভরাট কণ্ঠ র‍্যাঞ্চারের, মুখ নিস্পৃহ হলেও চোখে আগ্রহ ফুটে উঠেছে। ইশারায় করালের রেইল দেখিয়ে দিল সে। 'উঠে বসো, বাছা।'

তারপর হ্যারিসের দিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার। 'রিপোর্টে জানিয়েছ একটা গরু কম আছে। ঘটনাটা কী?'

'একটা গরু আমার কারণে খোয়া গেছে, স্যর,' বলল জেমি। 'আমার উদ্দেশে গুলি করা হয়েছিল, কিন্তু আমার গায়ে না-লেগে অসহায় গরুটার গায়ে বিঁধেছিল।'

'পিস্তলের?'

'না, স্যার, শটগানের।'

'তোমার গায়ে লাগেনি তো?'

'দুটো পিলেট বিঁধেছিল, তবে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। জানি না কোত্থেকে শটগানটা পেয়েছিল ওরা, কিন্তু মনে করেছিল গোলা ঢোকানো আছে। আসলে ছিল পাখি মারবার জন্যে ছররা বুলেট।'

'পুরোটা খুলে বলো তো।' হ্যারিসকে নিজের কাজে চলে যেতে ইশারা করল র‍্যাঞ্চার।

লাফ দিয়ে করালের রেইলের উপর উঠে বসল জেমি, পুরো ঘটনা খুলে বলল। সম্পত্তি ক্লেইম করবার ইচ্ছের কথাও জানাল। মনোযোগ দিয়ে, নীরবে শুনে গেল স্কট নেলসন, সিগার ফুঁকছে; মাঝে মধ্যে মুখের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চালান করে দিচ্ছে।

'হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজছে ওরা, মি. নেলসন,' শেষে বলল ও। 'লড়াইয়ের ব্যাপারটা বোধহয় সামাল দিতে পারব, কিংবা কে জানে পুরোটাই হয়তো পারব। সমস্যা হচ্ছে, বাবাই ছিল আমার সব। তার অবর্তমানে কারও সঙ্গে যে আলোচনা করে ইতিকর্তব্য স্থির করব, সেই সুযোগও নেই। এড নিজ থেকে তোমার কথা বলল। তোমার উপর ওর অগাধ আস্থা। ওর ধারণা তোমার পক্ষে যে-কোন কিছু করা সম্ভব।'

'ভুল ধারণা করেছে ও, জেমি। তোমার সমস্যার সমাধান আমি কেন, আসলে কেউই পারবে না। যতটা শুনেছি, মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলায় পড়ে গেছ। তবে একেবারে কিছুই করতে পারব না তাও নয়। যদ্দূর বুঝতে পারছি ভাল একজন আইনজ্ঞ দরকার এখন তোমার।'

'বাবা সবসময়ই আইনজ্ঞদের এড়িয়ে চলত,' মৃদু আপত্তি জানাল জেমি। 'বাবার মতে এরা যতটা না উপকার করতে পারে, তারচেয়ে বরং নতুন সমস্যা তৈরি করে বেশি।'

হেসে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'মন্দ বলেনি তো! তবে সবসময় বা সবার বেলায় কথাটা খাটে না। ভাল একজন আইনজ্ঞ তোমার বহু ভোগান্তি কমিয়ে দিতে পারবে। যেমন ধরো, এই ক্যান্সাসে আছে আমার চেনা একজন, ক্যারোলিনায় জন্ম ওর। ওখানকার বেশিরভাগ লোকজনকে চেনে। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যে ক্যারোলিনায় যাওয়ার কথা আছে ওর।

চলো, আমরা বরং ওর সঙ্গে দেখা করি গিয়ে।'

'না, স্যর।'

'কী বললে?' ঝটিতি জেমির দিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার, চোখে ক্ষীণ বিস্ময়। '*না* বলেছ তুমি?'

'জ্বী, স্যর। আমি চাই না ভদ্রলোক খুন হয়ে যাক, কিংবা ওই ভয়ঙ্কর মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক। তারচেয়ে বরং ভদ্রলোকই আসুক তোমার কাছে···আমি ওর কাছে গেলে সেটা হয়তো প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তৎক্ষণাৎ শত্রুদের টার্গেট হয়ে যাবে সে। ধরো, মি. নেলসন, এমন একটা ব্যবস্থা যদি করা যায় যে ভদ্রলোককে খবর দিয়ে আনালে তুমি আর আমিও হুট করে, কাকতালীয়ভাবে উপস্থিত হলাম···তা হলে হয়তো কেউই সন্দেহ করবে না।'

'তুমি তা হলে মনে করছ তোমার উপর চোখ রাখছে শত্রুরা? এবং আইনজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কারণটা অনুমান করে নেবে ওরা?'

'জ্বী, স্যর। এবং সেক্ষেত্রে, আইনজ্ঞকে খুন করবে ওরা। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, স্যর, একরকম নিশ্চিত যে ঠিক এমনই ঘটবে। এরা আসলে নেকড়ের মতো। আগে খুন করে পরে জানতে চায়। ভুল লোককে খুন করলেও অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাক, ভুলটা উপলব্ধি করাও ওদের ধাতে নেই। এ পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করছি আমি, চোখ-কান খোলা রাখছি। যদ্দূর বুঝতে পারছি ওরা এখনও আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেনি; কিন্তু কাল সকালের আগে বোধহয় ঠিকই জেনে যাবে।'

পকেট থেকে সোনার তৈরি ভারী একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখল স্কট নেলসন। 'বেশ, তোমার কথা মতোই হবে। সবাই

এ জায়গাটা, অর্থাৎ স্টকইয়ার্ডটাকে ওয়েস্ট বটম নামে চেনে। ঠিক ছয়টায় লাইভস্টক এক্সচেঞ্জ এলাকার টুয়েল্‌থ অ্যাণ্ড স্টেট লাইন অফিসে থাকবে তুমি, ওখানেই কথা হবে।'

থেমে সন্দিহান চোখে ওকে মাপল র‍্যাঞ্চার। তারপর জানতে চাইল: 'সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে তো?'

'জ্বী, স্যর। যথেষ্টই আছে।'

'তা হলে দেখা হবে,' রেইল থেকে নেমে গেল র‍্যাঞ্চার। 'আপাতত কোন ঝামেলায় জড়িয়ো না। ক্যান্সাস খুব ব্যস্ত শহর। লোক সমাগমও বেশি।'

রাইফেল, স্যাডলব্যাগ আর ব্ল্যাঙ্কেট রোল নিয়ে মূল শহরের দিকে এগোল জেমি। ব্যস্ত রাস্তাগুলো ইচ্ছে করে এড়িয়ে চলছে। শত্রুপক্ষ বা ঝামেলা নিয়ে নয়, বরং সঙ্গের টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে ও। ভাবছে ওয়েলস ফার্গো অফিসে গিয়ে সব টাকা জমা করে রাখবে।

কয়েক ব্লক পেরোনোর পর খুঁজে পেল অফিসটা। যাত্রার ধকলে ক্লান্ত, চেহারায় রুক্ষতার ছাপ পড়েছে, পোশাকও আহামরি গোছের নয় ওর, কিন্তু এ নিয়ে আমল দিল না জেমি। ওয়েলস ফার্গো অবশ্য পুরোদস্তুর পেশাদার প্রতিষ্ঠান, চেহারার সৌন্দর্য বা রুক্ষতা নিয়ে ভাবে না ওরা, বরং কাজে বিশ্বাসী। রুক্ষ চেহারার মানুষের সঙ্গে হামেশাই ব্যবসা করে, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনা আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে।

'কিছু টাকা আমানত রাখব,' কেরানিকে বলল ও।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখল লোকটা। 'বেশ তো। কত টাকা?'

'ভিতরে কোন কামরা নেই? সবার সামনে, এখানে টাকা বের করতে চাই না।'

আবারও ওকে দেখল লোকটা, তারপর পিছন পিছন আসতে

ইশারা করল।

ভিতরে ছোট একটা কামরা। এক কোণে বড়সড় আয়রন সেফ আছে। রোল-টপ ডেস্কের পিছনে স্যুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসল সে, এপাশে রাখা তিনটা গদিমোড়া চেয়ারের দিকে ইশারা করল জেমিকে।

স্যাডলব্যাগ পাশের চেয়ারে রেখে টাকা বের করতে শুরু করল জেমি। খেয়াল করল চোখের পলক পড়ছে না লোকটার।

ওয়েলস ফার্গো এজেন্টের বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছে ও। এমন দিন পড়েছে এখন, কাউকে দেখে বুঝবার উপায় নেই ফুটো পকেটঅলা না পকেটে কয়েক হাজার বয়ে বেড়াচ্ছে। আবার ওর চেয়ে রুক্ষ চেহারার মানুষও লাইভস্টক বটম বা এক্সচেঞ্জ অফিসে হাজার হাজার টাকার গরু কেনা-বেচা করছে।

সব গুনে দেখা গেল নয় হাজার সাতশত বায়ান্ন ডলার আছে। 'সাতশো বায়ান্ন আমার সঙ্গে থাকুক,' জানাল জেমি। 'খরচাপাতি লাগবে। বাকিটা জমা করে রাখো।'

'তাই করা উচিত,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল সে। 'এবার বলো, তোমার নাম কী?'

'জেমি ট্রেভালিয়ন,' সামান্য ইতস্তত করল ও। 'আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে এ টাকার পুরোটাই পাবে কলোরাডো টেরিটরির সিলভারটন শহরের মিস্ ন্যান্সি স্টেন্টসন।'

'আমার নাম হাইগুস,' জানাল লোকটা, খসখস করে রসিদ লিখছে। 'অনেক টাকা এখানে।'

রসিদটা পকেটে ভরল জেমি। 'সমস্যা না-থাকলে রাইফেল আর গিয়ার তোমার এখানে রেখে যাব। চারপাশে কিছু ঢুঁ মারতে হবে, রাইফেল হাতে সেটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'জুয়া খেলতে যেয়ো না, মি. ট্রেভালিয়ন,' পরামর্শ দিল

হাইগুস।

'ধন্যবাদ। ওই জিনিসটার প্রতি কখনোই আগ্রহ ছিল না, নতুন করে শুরুও করব না। আচ্ছা, স্কট নেলসনকে চেনো তুমি?'

'নিশ্চয়ই!' স্পষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গেল হাইগুসের মুখে। 'কে না চেনে ওকে! আমাদের সঙ্গে সবসময়ই ব্যবসা করে ও। আগে বলবে তো, তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে!'

পরিচয় বলতে সে কী বোঝাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারল না জেমি, তবে তর্কও করতে গেল না। 'শোনো, ট্রেনে আসবার পথে কিছু গোলাগুলি করতে বাধ্য হয়েছি আমি। ফ্রক কোট পরা দু'জন লোক যদি আমার খোঁজে আসে, বোলো তুমি কিছু জানো না। এটা যে ডাহা মিথ্যে হবে তা তো নয়, কারণ আদপে আমার সম্পর্কে এমন কিছু জানো না। আর যাই বলো এটা জানিয়ো না আমি কোন্ দিকে গেছি। ক্যান্সাস সিটিতে কোন ঝামেলায় পড়তে চাই না বলে ওদের এড়াতে চাইছি।'

'আইনের লোক নয় তো?' সন্দিহান স্বরে জানতে চাইল হাইগুস। 'আমরা কিন্তু সবসময়ই আইনের পক্ষে এবং যে-কোন অফিসারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করি।'

'আমিও তাই করি, যদি ওদের প্রয়োজন হয়। যাক্‌গে, শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারো যে এসবের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আইনের কোন সম্পর্ক নেই। আমার ধারণা ভবিষ্যতেও জড়াবে না। সারা পশ্চিমে যা দেখেছি, বেশিরভাগ অফিসার নিজের এলাকার শান্তি বজায় রাখতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, বাইরের উটকো ঝামেলা সামাল দেওয়ার সময় নেই কারও।'

জেমির হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা চোখে পড়েছে এজেন্টের, কোটের লম্বা ঝুল উপরদিকটা ঢেকে রাখলেও হোলস্টারের

নীচের দিক ঠিকই দেখা যাচ্ছে। 'পিস্তল বয়ে বেড়াচ্ছ?' বিরস মুখে বলল সে। 'এজন্যে হয়তো গ্রেফতার হয়ে যেতে পারো। এটা ডজ সিটি নয়। ক্যান্সাস সিটির ভিতরে অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জেমি। 'নিয়মটা জানি আমি, মি. হাইণ্ডস। কিন্তু হয়েছে কী, জানে মরবার চেয়ে বরং গ্রেফতার হওয়া ঢের ভাল। এ মুহূর্তে শুধু ওটা নিয়েই ভাবছি আমি।'

ঠিক ছয়টায় লাইভস্টক এক্সচেঞ্জের নির্দিষ্ট অফিসে পৌঁছল জেমি, এবং ভিতরে ঢুকে প্রথমেই স্কট নেলসনকে দেখতে পেল।

'এসে গেছ তা হলে!' ওকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রুক্ষ চেহারার র‍্যাঞ্চার, এগিয়ে এসে জেমির কাঁধে হাত রাখল। 'দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। হাউস অভ লর্ডসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমাদের। জুয়ার আড্ডা ওটা, কিন্তু শহরের সবচেয়ে ভাল খাবার ওখানেই পাওয়া যায়। সেজন্যে অবশ্য মালিকের সঙ্গে জানাশোনা থাকতে হবে।'

'বেশ,' সায় জানাল জেমি। 'তবে জুয়া খেলব না। এমনিতে অভ্যাস নেই, তায় একটু আগে ওয়েলস ফার্গো অফিসের মি. হাইণ্ডস আমাকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিল।'

'লোক ভাল ও।'

হাঁটতে হাঁটতে নিজের ব্যবসা সম্পর্কে জেমিকে জানাল স্কট নেলসন। টেক্সাস থেকে গরু কেনে সে, তারপর সেগুলোকে নিয়ে যায় পুবের বাজারে—যেখানে গরুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কখনও কখনও পর্যাপ্ত ঘাস-পানি আছে এমন স্থানে কয়েক মাস রেখে দেয়, গরুগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলে বা চড়া দাম পেলে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে।

গরু সম্পর্কে জেমির জ্ঞানও কম নয়। র‍্যাঞ্চারের কথায় বুঝে গেল ব্যবসাটা বেশ বোঝে সে, ভালও করছে। এখানে বেশ নাম-ডাক রয়েছে নেলসনের, যেখানে যাচ্ছে পরিচিত লোকজন সম্ভ্রম ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলছে তার সঙ্গে, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কুশল বিনিময় করছে আন্তরিকতার সঙ্গে।

'মি. নেলসন,' সামান্য ইতস্তত করে শেষে জিজ্ঞেস করল ও। 'তুমি কি সবসময় একাই গরু কেনো, না কখনও কখনও পার্টনার নাও?'

'প্রায় সবসময়ই পার্টনার থাকে। গরু ব্যবসায় আগের মতো লাভ নেই এখন, সহজও নয়। টেক্সাসের রেঞ্জে গরুর দাম বেশ চড়া হয়ে গেছে ইদানীং, ড্রাইভ করে গরু বাজারে নিয়ে যাওয়ার খরচও বেড়ে গেছে। কিন্তু সবকিছুর পরও, যদি ঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করা যায়, লাভের অঙ্কটা একেবারে মন্দও নয়।'

'ভাবছি সুযোগ পেলে গরু ব্যবসায় বিনিয়োগ করব,' জানাল জেমি। 'তবে র‍্যাঞ্চিংয়ের চিন্তাও আছে মাথায়। কলোরাডো ও ওয়াইওমিংয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে ভাল জমি দেখেছি। সারা বছর পানির অভাব হয় না। আর শীতেও পর্যাপ্ত ঘাস থাকে। কিছু উপত্যকা আছে যেখানে হাজার হাজার গরু রাখা যাবে।'

'এ ব্যাপারটা আমারও কানে এসেছে। শীতে পাহাড়ে গরু রাখবার অভিজ্ঞতা তো তোমার আছে?'

'জ্বী, স্যার। গত শীতে সাতশো গরুর একটা পাল পাহাড়ে রেখেছি আমি। পানির অভাব ছিল না, প্রচুর ঘাসও ছিল। সম্ভবত পাহাড়ী ঘাসের চেয়ে সেরা জিনিস কোন রেঞ্জেই পাওয়া যায় না। তিন মাস পর সব গরু নিয়ে যখন নেমে এসেছি পাহাড় থেকে, প্রতিটি গরুই হৃষ্টপুষ্ট ছিল।

'এক্ষেত্রে লংহর্ন ও ডারহ্যাম কিংবা লংহর্ন ও হেয়ারফোর্ডের

শঙ্কর জাতের গরু আদর্শ। সবাই যেখানে ভুল করে, অল্প সময়ে বাড়তি লাভ করতে চায় বলে অতিরিক্ত গরু চরিয়ে বসে, ফলে গরুর গড়পড়তা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না।'

হাউস অভ লর্ডসের ফটকে থামল দু'জন। অস্বস্তি বোধ করছে জেমি, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি চালাল চারপাশে। একটু আগে খেয়াল করেছে দুটো লোক অনুসরণ করছে ওদের। 'চলো, ভিতরে ঢুকে পড়ি,' বলল ও। 'দু'জন লোক সারা পথ আমাদের অনুসরণ করে এসেছে।'

স্মিত হেসে জেমির কাঁধে একটা হাত রাখল স্কট নেলসন। 'সান, এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। ওরা আমার লোক...কখন কোন্ দরকারে লেগে যায়! একজন হচ্ছে এড হ্যারিস, তোমার উপর যারা হামলা করেছিল ওদের দেখলে হয়তো চিনতে পারবে এড। অন্যজন রায়ান টাইলার।'

'ওর নাম শুনেছি।'

আবারও হাসল গরু ব্যবসায়ী। 'পিস্তলের জন্যে বিখ্যাত হয়ে গেছে ও। বাচ্চা ছেলেরাও ওর নাম জানে।'

ভিতরে ঢুকল ওরা। এখনও ভিড় তেমন হয়নি, তবে লোক সমাগম একেবারে কমও নয়। সব মিলিয়ে হয়তো পঞ্চাশ-ষাটজন হবে। বিশাল বারের কাছে ভিড় করেছে বেশিরভাগ মানুষ। কেউ কেউ পোকার খেলতে বসে গেছে। অর্ধেকটা জুড়ে বিভিন্ন জুয়ার আসর বসেছে। দোতলায় রেস্তোরাঁ।

উপরে এসে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এক জায়গায় বসল ওরা। ডিনারের ফরমাশ দিল স্কট নেলসন। 'মার্ক পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ওর নাম হাউয়ি। ভাল লোক। দক্ষিণের নানা শহরে জানাশোনা আছে ওর। সম্ভবত ক্যারোলিনা বা জর্জিয়া থেকে এসেছে ও, ঠিক জানি না, তবে এটা জানি যে তোমার

জন্যে মার্কই সঠিক লোক।'

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে নীচের ভিড় দেখল গরু ব্যবসায়ী, বিশেষ করে জুয়ার হলের প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে দেখল। 'গরু ব্যবসায় টাকা খাটাবে বলেছ। কত খাটাতে চাও?'

'দু'তিন হাজার।'

'এই তোমার সম্বল?'

'না, স্যর।'

'দারুণ! একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে: সব কলা এক ঝুড়িতে রাখতে নেই। এ মুহূর্তে যা বাজার দর, দুই হাজার ডলারে একশো গরু কিনে রেলরোড পর্যন্ত ডেলিভারি দেওয়া যাবে। অন্তত পনেরো দিন পর যেহেতু বিক্রি হবে, আগাম বলবার উপায় নেই পুবের বাজারে কী দর পাওয়া যাবে, তবে এ বছর গরু কিনে ক্যান্সাস সিটি পর্যন্ত আনতে মাথা পিছু আঠারো ডলার খরচ হয়েছে আমার, আর আটাশ ডলারে বেচে দিয়েছি।

'গত বছর তিনটা পাল নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। পথে ইণ্ডিয়ান হামলা হলো এক পালে, স্ট্যাম্পিড ঘটিয়ে প্রায় দু'শো গরু নিয়ে গেল ওরা। ভরা নদী পেরোতে গিয়ে মারা পড়ল ছয়টা, দুটো গেল স্ট্যাম্পিডে। বুঝতেই পারছ, এর সবই লাভের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।'

খাটো, মোটাসোটা এক লোক এসে উপস্থিত হলো। ধূসর সুট তার পরনে। দর্জি দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি। মুখটা লালচে হয়ে গেছে, সারাক্ষণ ঘামছে দরদর করে। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো ঘন চুল। সাদা ব্রিমের হ্যাট ডান হাতে।

'স্কট! তোমাকে দেখে সত্যি ভাল লাগছে!' উজ্জ্বল হয়ে গেল লোকটার মুখ, এবার জেমির দিকে ফিরল সে। 'এ নিশ্চয়ই মি. ট্রেভালিয়ন? কেমন আছ? তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি

হলাম!'

'বসো, মার্ক। যা যা খাবে, ফরমাশ দাও। আগে পেটের জ্বালা মিটিয়ে নিই, তারপর আলাপ করা যাবে।'

ওয়েলস ফার্গো অফিসে গিয়ার জমা করে আসবার সময় ওর বাবার বাকস্কিন থলেটা জমা দেয়নি জেমি, ব্ল্যাঙ্কেট-রোলের ভিতর থেকে বের করে নিয়েছিল। পকেট থেকে ওটা বের করে সব কাগজ টেবিলের উপর মেলে ধরল।

প্রথমে মানচিত্রটা দেখল আইনজ্ঞ। খুঁটিয়ে দেখল ঝাড়া তিন মিনিট, তারপর মুখ তুলে তাকাল জেমির দিকে; পরপরই আবার মানচিত্রে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। নিচু স্বরে বলল: 'খাইছে! এ কীভাবে বিশ্বাস করি!' মুখ তুলে আবার তাকাল সে, মানচিত্রে সবচেয়ে বড় খামারের উপর টোকা দিল। 'এ জায়গাটার গল্প জানো তুমি? লোকে বলে এটা নাকি ভূতুড়ে?'

'আমার কিছু আত্মীয়ের কথা ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয় না।'

এবার শব্দ করে হাসল সে। 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? হেলগার সঙ্গে? ওহ্, যা সুন্দর ও! দু'চারটা টেরিটরি ঘুরলেও ওর মতো সুন্দরী মেয়ে আরেকটা খুঁজে পাবে না।'

এবার স্কট নেলসনের দিকে ফিরল আইনজ্ঞ। 'হ্যাঁ, গল্পটা জানি আমি। জায়গাটাও চিনি। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ বহু লোকই এসব জানে। ওই খামারের রক্তাক্ত ও করুণ একটা ইতিহাস আছে, একেবারে শুরু থেকে, কিন্তু এর অপরিসীম মূল্যও রয়েছে।'

সংক্ষেপে বাবার মৃত্যু থেকে পরবর্তী ঘটনা খুলে বলল জেমি।

'ওদের একজন খুন হয়েছে তোমার হাতে? তুমি নিশ্চিত?'

'জ্বী। কোথায় বুলেট গেঁথেছে জানি আমি, কারণ ওভাবেই গুলি করেছি। দুটোর যে-কোন একটাই লোকটার মৃত্যুর জন্যে যথেষ্ট ছিল।'

'এরা খুবই খারাপ মানুষ, ভয়ঙ্কর খারাপ। একজন দু'জন নয়, পুরো পরিবারই খারাপ। অভিশপ্ত। বাচ্চা বয়স থেকে ওদের চিনি আমি, জানি। শেকেড নামটা আসলে ভুয়া। ওদের পারিবারিক পদবী হচ্ছে সেরেসিন। সেরেসিন নামে কুখ্যাত এক জলদস্যু ছিল। এরা তারই বংশধর কি-না সঠিক জানি না। আর শেকেড নামকরণের কারণ হচ্ছে ওদের একজন বড় হয়েছিল শেকেড পরিবারের সঙ্গে, খুবই অভিজাত মানুষ এরা। দয়ালুও। কিন্তু শেকেডদের কাছ থেকে পালিয়ে চলে আসে ছেলেটা। এরপর থেকে শুধু ওই ছেলেই নয়, বরং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অন্যরাও শেকেড নামটা ব্যবহার করেছে।'

'ওর চিবুকে কি কাটা একটা দাগ আছে?'

'হ্যাঁ। ও হচ্ছে নিভেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্করদের একজন। অস্ত্রে নিপুণ হাত, কখনও মিস্ করে না। যে-কোন অস্ত্রে পাকা। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে চার্লসটনে এক লোককে খুন করে। যাকে খুন করেছে সে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে ওস্তাদ ছিল বলে আর কচি বয়সের কারণে পার পেয়ে যায় নিভেন। পরে মোবিলে ডুয়েলে আরও একজনকে খুন করে সে। দুই বছর পর নিউ অর্লিয়েন্সে ওর হাতে খুন হয় আরেকজন। গ্লিন আর নিভেনের মধ্যে কে বেশি বিপজ্জনক, এ নিয়ে তর্ক হতে পারে।'

'ভয়ঙ্কর পরিবার দেখছি!' শুকনো স্বরে বলল নেলসন।

'ঠিকই ধরেছ। ক্যারোলিনার চৌহদ্দিতে কুখ্যাত পরিবার বলে ছড়িয়ে পড়েছে ওদের বদনাম। কেউ লাগতে যায় না ওদের সঙ্গে, ঘাঁটাতে যায় না। পরিণামটা হয় খুবই ভয়ঙ্কর। যে-কোন

উসিলায় আগে-পরে যখনই হোক, এর শোধ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয় ওরা। ঠিক এ কারণেই ইদানীং ওদের কুখ্যাতির গল্প তেমন শোনা যায় না। শেকেডদের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকে লোকজন।'

জেমির দিকে ফিরল হাউয়ি। 'আমাকে কী করতে বলো তুমি?'

'আমি যাতে উত্তরাধিকার পাই, সেজন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।'

এতক্ষণ কথা বললেও কাগজপত্র থেকে চোখ সরায়নি সে, বরং সারাক্ষণই দেখছিল। জেমির প্রস্তাব শুনে শ্রাগ করল। 'কাগজ যা দেখলাম, কাজটা কঠিন হবে না। দখল নিতে তোমার হয়তো সশরীরে উপস্থিত হওয়া লাগতে পারে।'

'তাই করব তা হলে।'

'সেক্ষেত্রে এটা সবসময় মাথায় রেখো যে একবার তোমার বাবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেছিল ওরা, তোমার ক্ষেত্রেও অন্তত একবার চেষ্টা চালিয়েছে। চেষ্টা চালিয়ে যাবে ওরা, এমনকী তুমি উত্তরাধিকার পেয়ে গেলেও ক্ষান্ত হবে না, কারণ তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই পরবর্তীতে ওরা সবকিছুর মালিক বনে যাবে।'

হঠাৎ পোকার খেলুড়ে আর দর্শকদের ভিড়ে এড হ্যারিসকে দেখতে পেল জেমি, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে আসতে হাত নাড়ছে সে। প্রায় ছুটে এল টেবিলের কাছে, হাঁপাতে হাঁপাতে স্কট নেলসনকে বলল, 'বস্, ওরা এসে পড়েছে! রাস্তা ধরে এদিকেই আসছে! চারজন। দেখে মনে হচ্ছে এক বাটিতে রাখা চারটা মটরশুঁটি! মুহূর্তের জন্যেও কাছ-ছাড়া হচ্ছে না কেউ, দেখতেও প্রায় একইরকম।'

সতেরো

মাত্রই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছে চার শেকেড, সেদিকে একবার দৃষ্টি চালাল মার্ক হাউয়ি, একেবারে নিস্পৃহ দেখাচ্ছে মুখ। কাছাকাছি এক টেবিলের দিকে ফিরল সে, হাত তুলে হ্যাটের কিনারা ছুঁলো। 'অস্থির হয়ো না,' বিড়বিড় করে জেমিকে আশ্বস্ত করল সে। 'কিছু ঘটবে না এখানে। ওরা তোমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না।'

ওদের টেবিল থেকে কয়েক কদম সরে গেছে হ্যারিস, খবর দিয়েই দেরি করেনি। একটু দূরে, আড়াআড়ি এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া চার শেকেড আর বস্‌দের সঙ্গে একটা কাল্পনিক ত্রিভুজ তৈরি করেছে। শেকেডরা বেতাল কিছু করতে গেলে বা গোলাগুলি হলে তাদেরকে এক পাশ থেকে পেয়ে যাবে সে।

শেকেডদের ঠিক পিছনে রয়েছে রায়ান টাইলার, দেখতে পেল জেমি, ভিতরে ঢুকে খানিকটা বাম দিকে সরে গেল সে; এড হ্যারিসের উল্টোদিকে। গোলাগুলি হলে ক্রসফায়ারে যাতে না-পড়ে, এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন।

দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল চারজন, কাছাকাছি এসে ছড়িয়ে পড়ল, ঘিরে ফেলল টেবিলটা। প্রায় প্রত্যেকের দৃষ্টি জেমির উপর, কঠিন ও ক্রুদ্ধ চাহনিতে দেখছে। একটু পর অন্য

দু'জনকেও দেখল।

'গাঁট হয়ে বসো, জেন্টলমেন,' প্রায় নির্দেশের সুরে বলল চিবুকে ক্ষতঅলা, অর্থাৎ নিভেন শেকেড। 'আমরা শুধু মি. জেমি ট্রেভালিয়নের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'আমার মনে হয় না তোমার সঙ্গে বলবার মতো কিছু আছে,' জবাব দিল জেমি, অনুত্তেজিত কণ্ঠ। 'যাই বলতে এসে থাকো, অযথা সময় নষ্ট করা হবে শুধু।'

'আমার তা মনে হয় না,' রুক্ষ স্বরে বলল নিভেন, কোটের ল্যাপেল সরিয়ে দিল সে বাম হাতে, কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা চেহারা দেখাল, ডান হাত আলতোভাবে পড়ে আছে পিস্তলের বাঁটের উপর। 'তুমি যদি আপসে আমাদের সঙ্গে চলে আসো, তা হলে আর কোন ঝামেলাই হয় না।'

শান্ত একটা কণ্ঠ শোনা গেল শেকেডদের পিছনে। 'ভাই সব! আমি সিটি মার্শাল জনি গ্যারেট। তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি?'

একটু আগে এর উদ্দেশে হ্যাট ছুঁয়ে ইশারা করেছিল আইনজ্ঞ মার্ক হাউয়ি। মার্শালের পাশে রয়েছে দু'জন লোক, পোড়খাওয়া ও কঠিন চেহারা সবার। পলকের দেখায় এদের সামর্থ্য অনুমান করা যায়।

ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল নেভিন, এড হ্যারিস আর রায়ান টাইলারকে দেখতে পেল। টেক্সান দুই কাউহ্যাণ্ডকে আমল না-দিয়ে উপায় নেই। অস্থির ও উল্লাসভরা চাহনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে শোডাউনের জন্যে উসখুস করছে এরা! মার্শাল সহ দু'জন তো আছেই। সব মিলিয়ে, যদি জেমি বা ওর দুই সঙ্গীকে হিসাবে নাও ধরা হয়, পাঁচজনের বিরুদ্ধে চারজন···কঠিন পরিস্থিতি!

পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল নেভিন। 'মনে হয় না তোমার সাহায্য লাগবে, মার্শাল,' চাপা ও হতাশ কণ্ঠে বলল সে। 'মি. ট্রেভালিয়নের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম আমরা। যাক্‌গে, ওকে যখন একা পাওয়া যাচ্ছে না, কী আর করা! অপেক্ষা করব না হয়।'

'নিশ্চয়ই,' মার্শালের নিস্পৃহ কণ্ঠ। 'কিন্তু ক্যান্সাস সিটিতে ওর সঙ্গে মোলাকাত করা যাবে না। বুঝেছ?' রেস্তোরাঁ ও গেম-হলের ভিড়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'চৌহদ্দির যত নামকরা বন্দুকবাজ আছে, প্রায় সবাই এখানে আড্ডা দেয়। রাত যতই হোক, অন্তত একবার এখানে আসে ওরা। সব মিলিয়ে পঁচিশজন তো হবেই! প্রত্যেকে আমার বন্ধু। ক্যান্সাস সিটির শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি যদি নষ্ট হয়ে যায়, এরা প্রত্যেকে খুব হতাশ হবে। গরু পাঞ্চিং বা মোষ শিকার বাদ দিয়ে স্রেফ অবসর কাটাতে এখানে আসে ওরা, আমোদ-ফুর্তিতে সময়টা কাটিয়ে দেয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যেমন ওদের খুবই পছন্দ বা উপভোগ করে, তেমনি সেটা বজায় রাখতে যে-কোন ধরনের কাজ করতেও পিছ-পা হয় না।'

পকেট থেকে সোনার একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখল সে। 'রাত প্রায় আটটা বাজে, ভাই সব। তোমাদের ঘোড়াগুলো মাত্রই বাইরে এনে রেখেছি আমি। ঠিক আমি কাজটা করিনি, আসলে ব্যবস্থা করেছি। ত্রিশ মিনিট পাবে! এ সময়ের মধ্যেই শহর থেকে বেরিয়ে যাবে তোমরা, নিজেদের পথে চলে যাবে। যদি আমার কথা না-শোনো, তা হলে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, আমার বন্দুকবাজ বন্ধুদের একটা পাসি বেরিয়ে পড়বে এরপর, যেখান থেকে পারে ধরে আনবে তোমাদের। ধরে জেলে ঢোকানো হবে আসামীদের। শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বিচার

হবে তোমাদের। কী জানো, এ ধরনের অভিযোগের ট্রায়াল হতে হতে অন্তত আট-দশ মাস লেগে যায়। এতে অবশ্য প্রমাণ হয় যে আমরা খুব করিৎকর্মা নই,' প্রায় বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল মার্শাল। 'কিন্তু কী করা! এরচেয়ে আগে কারও ট্রায়াল শেষ করবার সুযোগ হয় না।'

শ্রাগ করল নেভিন সেরেসিন। 'বিলকুল বুঝতে পেরেছি। এ শহরের শান্তি নষ্ট হয় এমন কিছু আমরা করব না, মার্শাল।' স্মিত হাসল সে। 'আর কষ্ট করে আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে আসবার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। হয়েছে কী, আমরা এখানে এসেছি ট্রেনে করে, জানতাম না রেল কর্তৃপক্ষ এমন মহা পরোপকার করে বেড়ায়–একেবারে বিনা ভাড়ায় ঘোড়াগুলোকে ক্যান্সাস সিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছে!'

নেভিনের কটাক্ষ গ্রাহ্য করল না মার্শাল, বরং হাসি চওড়া হয়ে গেছে তার। আমুদে স্বরে বলল, 'মুফতে পেয়ে গেছ তা হলে চারটা ঘোড়া! আমি অবশ্য ওগুলোর স্বাস্থ্য বা মেজাজ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারব না। তবে ঘোড়া তো, পিঠে চড়তে পারবে ঠিকই।'

মার্শাল জনি গ্যারেটকে বাতিল করে দিয়ে জেমির দিকে দৃষ্টি দিল নেভিন। 'আবার দেখা হবে আমাদের,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে।

'নিশ্চয়ই,' সহাস্যে বলল জেমি, চোখে কৌতুক। 'একবার দেখা হয়ে গেছে না? ক্যান্সাস সিটিতে আসবার পথে, ট্রেনে?'

ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর রেগে গেছে নেভিন, যদিও তা প্রকাশ পাচ্ছে না। শুধু পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসা ঠোঁট তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। 'হ্যাঁ, মনে আছে,' শীতল সুরে বলল সে। 'এবং ঘটনাটা আমরা ভুলবও না। এমন কিছু যখন হয়, মাথায় বাজ

পড়লেও তা ভুলি না আমরা!'

মার্শাল গ্যারেট আর তার দুই সঙ্গীর তত্ত্বাবধানে বিদায় নিল চার শেকেড। পিছু পিছু দুই টেক্সান কাউহ্যাণ্ডও গেছে।

মাথা নাড়ল মার্ক হাউয়ি। 'বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ওরা যে কত ভয়ঙ্কর লোক, তা আমার চেয়ে বেশি বোধহয় কেউ জানে না! ভাগ্যিস, জনিকে আগে থেকে বলে রেখেছিলাম, নইলে হয়তো শোডাউন ঠেকানো যেত না।'

'সত্যি কি বাইরে ঘোড়া এনে রাখা হয়েছে?' জানতে চাইল জেমি, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না ঘটনাটা। এত আয়োজন কখন করা হলো?

'বাইরে নয়, মার্শালের অফিসে আছে ঘোড়াগুলো,' মৃদু হেসে জানাল স্কট নেলসন। 'দুই কাউহ্যাণ্ডকে আগেই বলে রেখেছিলাম যাতে কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে রাখে, তারও আগে অবশ্য মার্শাল ও মার্কের সঙ্গে আলোচনা করে এ প্ল্যান করেছি। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আয়োজনটা করা হয়েছে–যদি ওরা বাগড়া দিতে আসে, তা হলে কোন এক উসিলায় ওদেরকে শহর থেকে বের করে দেবে।'

'আমার জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছ তুমি, মি. নেলসন,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল জেমি, কিছুটা বিব্রতও বোধ করছে মানুষটার মহত্ত্ব দেখে। 'মি. গ্যারেট আর মি. হাউয়ির প্রতিও কৃতজ্ঞ বোধ করছি। তোমরা সবকিছু এভাবে সামাল না-দিলে হয়তো খুন হয়ে যেতাম। আর এড বা তোমার ওই কাউহ্যাণ্ডের কীর্তিও খাটো করে দেখা যাবে না।'

'বাদ দাও তো!' বাতাসে হাত নেড়ে বাতিল করে দিল স্কট নেলসন। 'এমন কিছু করিনি আমরা। বজ্জাত লোক দেখলে সবার গায়েই জ্বালা ধরে, আর সব জানবার পর চোখের সামনে

এত বড় অন্যায় ঘটবে মেনে নেওয়া যায় না, যেখানে *কিছু একটা* করবার আছে আমার।'

'তুমি কি সত্যি ওদের ঘোড়া দিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ। শেষ ড্রাইভে ছিল ঘোড়াগুলো। খুবই ক্লান্ত ওরা, ট্রেইল ড্রাইভের ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেনি। রাইড করতে গিয়ে দেখা গেছে বিগড়ে যাচ্ছে নয়তো কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এমনিতে ওদের বাদ দিতে হতো।'

'স্যাডলও দিয়েছ?' প্রশ্নটা যৌক্তিক, কারণ ঘোড়ার তুলনায় স্যাডলের দাম কোন অংশেই কম নয়।

মাথা নাড়ল নেলসন। 'অত উদার আমি নই, সান। ব্রিডলও দেইনি। স্যাডল ছাড়াই চড়বে ওরা, হ্যাকামোর লতা সংগ্রহ করে না-হয় লাগাম বানিয়ে নেবে।' স্মিত হাসল গরু ব্যবসায়ী। 'একটা ঘোড়া খুবই বজ্জাত স্বভাবের। এমনিতে শান্ত থাকে, কিন্তু কখনও যদি উত্ত্যক্ত করা হয় বা আচমকা ভড়কে গেলে সবচেয়ে ত্যাঁদোড় ঘোড়ায় পরিণত হবে। অমন অবাধ্য ষাঁড় বুল-ফাইটেও দেখা যায় না।'

সামনে রাখা কাগজে টোকা দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল মার্ক হাউয়ি। 'ভাগ্য ভাল যে ঠিক সময়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে স্কট। কালই চার্লসটন যাচ্ছি। গিয়ে দেখব এ বিষয়ে কী করা যায়। যদি দরকার হয় তোমাকে, এখানেই পাব তো?'

'মি. নেলসন আর মার্শালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব আমি। যেখানেই যাই, আগে থেকে জানাব। কোন চিঠি বা কাগজ যদি পাঠাও, লাইভস্টক এক্সচেঞ্জের ঠিকানায় পাঠিয়ো।'

'চলবে,' জেমির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল আইনজ্ঞ। 'শেষ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা—ভুলেও ভেবো না শেকেডদের হারিয়ে দিয়েছ তুমি।'

ভাগ্য যে আজ কত ভাল গেছে তা জেমিকে বলে দিতে হবে না কারও, নিজেই উপলব্ধি করছে। স্কট নেলসন, মার্শাল গ্যারেট, এড বা সেই কাউহ্যাণ্ডের মতো পরোপকারী মানুষগুলো ওর পাশে এসে না-দাঁড়ালে সত্যি বিপদে পড়ত। তবে সৌভাগ্যের দেবী ওর পাশে আরও কত সময়ের জন্যে থাকবে, এটা একটা চিন্তার বিষয় হতে পারে।

খাওয়া শেষ করে নিল ওরা। জেমি কথাবার্তা তেমন বলল না প্রায়, নেলসন ও হাউয়ি নানা বিষয়ে আলাপ করছে আর সেসব শুনছে ও। তবে মনের এক অংশে নিজস্ব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে; পাহাড় থেকে নেমে এসে যখন বাবার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারল, তারপর কত কিছুই না ঘটে গেছে! ওর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে ভিন্ন দিকে যা কল্পনাই করেনি কখনও।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি এখনও ওর কাছে একটা অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো, বাস্তব মনে হচ্ছে না। একসঙ্গে দশ হাজার ডলার কখনও দেখেনি জেমি, বাবার মৃত্যুর পর পোকারে জিতে নেওয়া টাকা পাওয়ার আগে যৎসামান্য রোজগার করত, এবং এ জন্যে বেগার খাটতে হয়েছে ওকে। প্রতিটি পেনির জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে।

এ ক'দিনে কয়েকটা ব্যাপার উপলব্ধি করেছে ও। অচেনা লোকের কাছে গরীবের দাম নেই। মর্যাদা বা সম্মান পাওয়া যায় না। বরং কেউ যদি সৎ ও কর্মঠ হয়, নিজের কাজটা আন্তরিকতার সঙ্গে সেরে ফেলে, তা হলে সে গরীব হলেও অন্তত পরিচিতদের কাছ থেকে সম্মান পায়।

আজ পর্যন্ত গরীব কোন জোচ্চোর বা অসৎ লোক দেখেনি জেমি। দুর্বৃত্তের লক্ষ্যই হচ্ছে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা, নিজের যা নেই সেটা কেড়ে নেওয়া–ছলে-বলে-কৌশলে, যেভাবে

হোক। এরা ঘাম ঝরাতে নারাজ, শরীর খাটিয়ে অর্জন করতে চায় না, বরং চট করে ধনী বনে যেতে ইচ্ছুক। মুফতে পাওয়া টাকা বিশৃঙ্খল জীবনে খরচ করে ফেলে।

শেকেডদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। জেমির বাবা কিংবা ওকে খুঁজে বের করতে যে শ্রম, টাকা বা সময় নষ্ট করেছে, সৎ পথে পরিশ্রম করলে এ সময়ে অনায়াসে বিপুল উন্নতি করতে পারত। পারিবারিক বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার একটা ব্যাপার ছিল এর মূলে, তবে তা কোনক্রমেই নগদ স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

'মি. নেলসন, পরে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে একশো গরু কিনতে চাই আমি,' জানাল জেমি। 'তুমি কি ব্যবস্থা করতে পারবে? আর কলোরাডোয় নিয়ে যাওয়ার জন্যে কমবয়সী ব্রিডিং স্টকের আরও একশো গরু কিনতে চাই।'

'বীভিলে এক লোক আছে আমার, ওকে খবর পাঠিয়ে দেব। তোমার জন্যে আলাদাভাবে গরু কিনে ফেলবে। ওয়েলস ফার্গোর অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটা ড্রাফট লিখে দাও শুধু, আর কিছু করতে হবে না তোমার।'

এবার আইনজ্ঞের দিকে ফিরল গরু ব্যবসায়ী। 'হাউয়ি, কলোরাডো ও ওয়াইওমিংয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে পাঞ্চিং করেছে জেমি। এলাকাটা ওর চেনা। জেমি বলছে সেখানে নাকি ভাল ও পর্যাপ্ত ঘাস আছে, এমনকী পাহাড়েও শীতের সময় ঘাসের অভাব হয় না। উঁচু উপত্যকায় অনায়াসে কয়েকশো গরু রাখা সম্ভব। আমার তো মনে হয় কিছু টাকা ব্যবসা থেকে তুলে পাহাড়ে একটা র‍্যাঞ্চ করা যেতে পারে...'

'দুটো র‍্যাঞ্চ,' মাঝখানে যোগ করল জেমি। 'একটা থাকবে পাহাড়ের বেশ উঁচুতে, কিন্তু অন্যটা একটু নিচুতে, যাতে খারাপ

আবহাওয়ায় সেখানে গরু স্থানান্তর করা যায়। বেশ কয়েকটা জায়গা চিনি। আমি চলে আসবার পর কেউ যদি দখল না-করে থাকে, তা হলে এখনও আছে।'

'আমরা কিন্তু র‍্যাঞ্চিংয়ের ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি,' বলল স্কট নেলসন। 'র‍্যাঞ্চ চালাতে একজন লোক লাগবে।'

'আমিই সেটা পারব,' জানাল জেমি। 'এমনিতে ভাবছিলাম একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলব। রকি পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে কয়েকটা জুতসই জায়গা আছে।'

পরবর্তী প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেমির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাব্য সমস্যা কী হতে পারে, কী করণীয় বা কর্মপন্থা ঠিক করে নিল। নিজেকে নিয়ে বিস্মিত হলো জেমি। জীবনে কখনও এত সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয়নি ওকে, অভ্যস্ততা না-থাকলেও আবিষ্কার করল সম্ভাব্য উত্তর ঠিকই খেলছে মাথায়; গরু, ঘোড়া বা ভেড়া নিয়ে ওর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও যে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে তা কখনও বুঝতে পারেনি। আজকের আগে গরুর ব্যবসা করবে বলে ভাবেনি, বরং হাতের কাজটা শেষ করতেই সবসময় মনোযোগী ছিল; অথচ বাড়তি কিছু টাকা হাতে থাকায় স্কট নেলসনের কাছে তার ব্যবসার খবর পেয়ে ধারণাটা ওর মাথায় উঁকি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রথম থিতু হওয়ার চিন্তা করছে, ভাবছে র‍্যাঞ্চিং করবে, এবং র‍্যাঞ্চিং করতে গেলে সম্ভাব্য যেসব সমস্যা বা চাহিদা দেখা দেবে, সেগুলোও চট করে দু'জনের কাছে তুলে ধরছে।

'শুধু একশো ব্রিডিং স্টক হলে হবে না,' বলল ও। 'শুরু থেকে অন্তত পাঁচ-ছয়শো লাগবে। নইলে র‍্যাঞ্চ দাঁড় করানো যাবে না।'

'দু'শো নিয়ে শুরু করব,' বলল নেলসন। 'তোমার কেনা একশোর সঙ্গে বাড়তি একশো মার্কও আমি জোগান দেব। র‍্যাঞ্চ চালানোর মূলধনও আমরা দেব। আর তুমি র‍্যাঞ্চের সবকিছু দেখাশোনা করবে। যা লাভ আসবে, তার এক তৃতীয়াংশ...'

'অর্ধেক,' জানিয়ে দিল জেমি।

'কেন?' চোখ বড়বড় হয়ে গেছে গরু ব্যবসায়ীর। 'টাকা দেব আমরা, স্টকের অর্ধেকও দেব, অথচ তুমি মুনাফার অর্ধেক নেবে?'

'সঙ্গত কারণে,' শান্ত স্বরে বলল জেমি। 'মুনাফার অর্ধেক পাব আমি, আর তোমরা পাবে এক চতুর্থাংশ করে। মূলধন দেবে তোমরা, কিন্তু বছরের প্রতিটি দিন র‍্যাঞ্চে গতর খাটাব আমি যাতে আমাদের বিনিয়োগ থেকে নিশ্চিত মুনাফা আসে। রেঞ্জের অবস্থা, পানি, ঘাস...সবকিছুর দেখ-ভাল করব। গরুচোর, ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেডদের সামাল দেওয়ার পরও র‍্যাঞ্চের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব নেব। উপরন্তু, বিস্তর জায়গা ঘুরে জুতসই স্থান নির্বাচন করব এবং এটা মোটেও সহজ কাজ নয়। ক্লেইম করবার পর অন্য কেউ যাতে ওটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি না-দেয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।'

আইনজ্ঞের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানল নেলসন। 'ওর কথায় যুক্তি আছে, মার্ক।'

'হ্যাঁ,' অনীহার সঙ্গে সায় জানাল হাউয়ি। 'মাইলকে মাইল ঘুরে সঠিক স্থান নির্বাচন করবার দুর্ভোগ আমাদের সইবে না, অত সময়ও নেই, অথচ ও হয়তো জুতসই জায়গাটা আগে থেকে চেনে।'

'আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু যা আছে বেচে দিতে হবে,'

কিছুটা বিব্রত স্বরে বলল জেমি। জীবনে এই প্রথম সত্যিকার ব্যবসায়িক আলাপ করছে, অনুভূতিটা ওর জন্যে অস্বস্তিকর, বিশেষ করে শুরুতে যেহেতু পার্টনারদের সঙ্গে খানিকটা মত-বিরোধ দেখা দিচ্ছে।

'তা হলে কথা পাকা হয়ে গেল?' জানতে চাইল নেলসন। 'ক্যারোলিনায় তোমার কাজ সেরেই পশ্চিমে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

আরও ঘণ্টাখানেক আলাপ করল ওরা। ততক্ষণে ক্লান্ত বোধ করছে জেমি, তাই উঠে দাঁড়াল। সহসা আবিষ্কার করল ঘুমানোর কোন জায়গা নেই ওর, অথচ বেডরোলটা কি-না ওয়েলস ফার্গো অফিসের লকারে আটকা পড়ে আছে এখন।

'সমস্যা নেই,' সব শুনে ওকে আশ্বস্ত করল নেলসন। 'এ রাস্তার শেষ মাথায় একটা হোটেল আছে···ভাল হোটেল। এ মুহূর্তে ডেস্কে গাস ইসনার নামে একজনকে পাবে। ওকে স্রেফ বোলো স্কট নেলসন পাঠিয়েছে। আর গিয়ারের ব্যাপারেও চিন্তা কোরো না, এড বা রায়ানকে ওয়েলস ফার্গো অফিসে পাঠিয়ে আনিয়ে নেব। হোটেলে তোমার গিয়ার পৌঁছে দেবে ওরা।'

যা ক্লান্তি শরীরে, জায়গাটা কাছে বলে সত্যি স্বস্তি বোধ করছে জেমি। রাস্তায় বেরিয়ে এসে ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। রাত হলেও রাস্তায় লোকজন যথেষ্ট আছে এখনও, বেশিরভাগ বাড়ির পোর্চে দাঁড়িয়ে ধূমপান বা পেটে হুইস্কি চালান করবার ফাঁকে অলস আড্ডা মারছে। দূরের এক সেলুনের সামনে ভিড় লেগে আছে। ওটা ছাড়িয়ে দৃষ্টি যেতে হোটেল সাইন লেখা চোখে পড়ল। নেলসন নিশ্চয়ই এটার কথাই বলেছে।

ঘুরে রাস্তা ধরে এগোল ও। হঠাৎ একেবারে পাশ থেকে বলে

উঠল একটা কণ্ঠ: 'স্যর?'

চমকে উঠল জেমি। একে খুব কাছে, তায় নারীকণ্ঠ। পাশ ফিরতে কমবয়সী একটা মেয়েকে দেখতে পেল। মাত্রই বিশ পেরিয়েছে বোধহয়। শোওয়ার পোশাক পরনে, তবে আব্রু রক্ষা করেছে খুব ভালভাবে। কালো বড়বড় চোখ মেয়েটার, চাহনিতে মায়া। ঘন চুল মাথায়।

'স্যর? তুমি কি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে? বেশি দূর যেতে হবে না, সেলুনের সামনের ওই লোকগুলোকে ছাড়িয়ে গেলেই হবে। অনেক রাত হয়ে গেছে তো, আমি...'

জেমির বাহু খামচে ধরল মেয়েটা, কণ্ঠে আতঙ্ক। 'প্লীজ! বাবা যদি জানতে পারেন যে আমি এ সময়ে রাস্তায়, বেচারা খুন হয়ে যাবেন! কিন্তু আমার বান্ধবী অ্যামির সঙ্গে দেখা না-করে থাকতে পারিনি, তিন মাস পুবে থেকে এসেছে ও। কত গল্পই না করল! ওসব শুনবার লোভ সামলাতে পারিনি বলে সন্ধ্যায় অ্যামির বাসায় গিয়েছিলাম। কীভাবে যে এত সময় চলে গেল, টেরই পাইনি!'

হাঁটতে শুরু করেছে ওরা। মেয়েটির কথায় সামান্য অসঙ্গতি থাকলেও সন্দেহ করেনি জেমি, বরং অনুরোধটা রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়তো বয়স কম বলে ভুল করে ফেলেছে...

'আর বেশি দূরে নয়। ওই যে, মোড়টা পেরিয়ে গেলেই হবে। ওহ্, তুমি সঙ্গে থাকায় কী যে স্বস্তি লাগছে! দুশ্চিন্তায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল আম্মার। বুঝতে পারছিলাম না কী করব, আবার লোকগুলোর সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোনোর সাহসও হচ্ছিল না। একেকজনের যা চেহারা, দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়!'

'এখানেই তোমাদের বাড়ি?'

'না। আমাদের বাড়ি ভার্জিনিয়ায়, কিন্তু বাবা এখানে এসেছেন গরু কিনতে। বাবা অবশ্য কিছু ঘোড়াও বিক্রি করছেন। আমরা বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানাই, সঙ্কর ঘোড়ার জন্ম দিই এবং পরে ভাল দামে বেচে দিই। বাবার মুখে শুনেছি এখানকার র‍্যাঞ্চার বা গরু ব্যবসায়ীদের কাছে ভাল ঘোড়ার খুব কদর, মেক্সিকান ঘোড়া পছন্দ করে না কেউ। ওগুলোকে বোধহয় মাসট্যাঙ বলে, তাই না?'

হঠাৎ জেমির মনে পড়ল গত তিনদিন ধরে একই শার্ট পরনে ওর। গায়ের সুটটাও ব্রাশ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। মুক্ত হাতে টাইটা ঠিকঠাক করল ও।

হোটেল পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা এখন। সেদিকে তাকাতে ডেস্কের পিছনে দাঁড়ানো মাঝবয়সী এক লোককে দেখতে পেল, চোখে পুরু চশমা তার, আস্তিনে গার্টার রয়েছে।

'আমার হোটেলে চলে এসেছি,' অবসন্ন স্বরে বলল জেমি। দারুণ ক্লান্ত ও, মনের জোর খাটিয়ে পা ফেলছে। সুন্দরী আর অসহায় যাই হোক, এ মুহূর্তে ঘুমের চেয়ে কাঙ্ক্ষিত কিছু নেই ওর কাছে। শরীর আর চলছে না! ইচ্ছে করছে হোটেলের পোর্চে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

'প্লীজ! এই তো, মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই চলবে!' মিনতি করল মেয়েটা।

'ঠিক আছে, চলো,' বিরক্তি চেপে রেখে বলল জেমি। ভাবছে কী কুক্ষণে যে এত রাত পর্যন্ত গল্প করেছে রেস্তোরাঁয় বসে, কিংবা একা না-বেরিয়ে আরও পরে নেলসন বা হাউয়ির সঙ্গে বেরোলেই হতো। 'কিন্তু মোড় পর্যন্তই যাব, এরচেয়ে বেশি যাওয়া সম্ভব হবে না, ম্যা'ম। আমি যে কতটা ক্লান্ত, তুমি ভাবতেই পারবে না...'

মোড়ে পৌঁছে গেল ওরা।

হঠাৎ দু'হাতে জেমির ডান হাত সর্বশক্তিতে চেপে ধরল মেয়েটা। 'এই যে, নিয়ে এসেছি ওকে!' চড়া স্বরে বলল মেয়েটা। 'এবার খুন করো ওকে!'

আঠারো

চিন্তা করবার যদি সময় থাকত, তা হলে ওর বাবার প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত জেমি। খুব ছোট থাকতে একদিন ওকে একটা কথা বলেছিল জন ট্রেভালিয়ন, কথাটা শুধু মনেই রাখেনি ও, বরং অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছে: 'এমনও দিন আসতে পারে, হয়তো দেখা যাবে ডান হাতটা ব্যবহার করতে পারছ না, স্রেফ কয়েকদিনের জন্যে হলেও, সেক্ষেত্রে বাম হাত যদি ব্যবহার করতে শেখো, দারুণ কাজে লাগবে!'

মুষ্টিযুদ্ধে বাম হাতের আবশ্যকীয় ভূমিকা রয়েছে, এমনকী যে কোন ধরনের মারপিটে বাম হাত অবিচ্ছেদ্য ও খুব কার্যকরী অঙ্গ হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে জেমি সবসময়ই সমান তালে দু'হাত ব্যবহার করতে শিখেছে। করাত, হাতুড়ি, ছুরি···যে-কোন হাতিয়ার যেমন বাম হাতে খুব ভাল চালাতে পারে, তেমনি পিস্তল বা রাইফেলও চালাতে পারে প্রায় সমান দক্ষতায়। এর মূলে আছে দীর্ঘদিনের অনুশীলন।

ডান হাত জাপ্টে ধরে রেখেছে মেয়েটা। স্রেফ সহজাত

প্রবৃত্তি বশে, কোন কিছু না-ভেবেই, বাম হাতে ছোবল মারল হোলস্টারে; ড্র করল। সামনের বাড়ির আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে শত্রুরা, ছুটে আসছে প্রাণপণে। দু'জনের হাতে এরইমধ্যে পিস্তল চলে এসেছে।

অবস্থা সঙ্গীন। আর অপেক্ষা করবার মানে হয় না। নির্ঘাত মরতে হবে তা হলে। শত্রুরা ভেবেছে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ওদের নিয়ন্ত্রণে, জেমির ডান হাত মেয়েটির কব্জায়; বাম হাতে চোখ ধাঁধানো ড্র করবে, এটা আশাতীত ব্যাপার।

চমকটা দীর্ঘায়িত করল না জেমি, বরং ড্র করবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টেনে দিয়েছে। মাঝখানের একজন বেশ লম্বা, অন্যদের ছাড়িয়ে গেছে কয়েক ইঞ্চি, সেই বুকে নিল প্রথম বুলেট। বাতাসে খাবি খেল যেন লোকটা, আচমকা গতি শ্লথ হয়ে গেল, তারপর দুই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল রাস্তার উপর।

বাকি তিন শত্রু তখন দশ হাত দূরে চলে এসেছে!

ঝাঁকি দিয়ে ডান হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেল জেমি, কিন্তু সফল হলো না। অগত্যা দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেনে গায়ের জোরে ধাক্কা দিল মেয়েটিকে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মেয়েটা, স্খলিত পায়ে সরে গেল দুই কদম, তারপর ছুটে আসা দুই শত্রুর উপর গিয়ে পড়ল।

এরই মাঝে অস্ফুট স্বরের গোঙানি কানে এল জেমির, অনুমান করল দ্বিতীয় শত্রুর গায়ে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। ফলাফল দেখবার ফুরসত নেই ওর, মেয়েটিকে ঝটিকা ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েই প্রায় ছুটে সরে এল বাড়ির কোণের দিকে। অনুমানের উপর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল, যদিও আশা করছে না আগের দুটোর মতো এগুলো লক্ষ্যে পৌঁছাবে। কোনরকম নিশানা করেনি, উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ শত্রুদের ব্যস্ত রাখা।

ছুটতে ছুটতে হোটেলে ঢুকে পড়ল জেমি, মাত্রই ওয়েস্টবেণ্ডে গুঁজে রেখেছে পিস্তলটা, তারউপর কোটের ঝুল টেনে দিয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রাতের শিফটের কেরানি, হাতে চশমা। 'বাইরে কী ঘটল?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল সে।

'জানি না!' উত্তেজিত স্বরে জবাব দিল জেমি। 'একটা রুমের জন্যে তোমার কাছে আমাকে আসতে বলল স্কট নেলসন। হোটেলের সামনে পৌঁছেছি, আর তখনই গোলাগুলি শুরু হলো! দেখবার জন্যে থামে কে, সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিয়েছি!'

'বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ,' রাস্তার দিকে একবার চকিত দৃষ্টি চালিয়ে চোখে চশমা লাগাল সে, ডেস্কের উপর রাখা পুরু রেজিস্ট্রারটা খুলে এগিয়ে দিল। 'এই যে, ঠিক এইখানটায় সই করো। বারো নম্বর কামরা। দোতলায় উঠে ডান দিকে।'

বাইরে ছোটাছুটি আর শোরগোল চলছে, গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে নানা দিক থেকে ছুটে আসছে লোকজন। 'মাথার ঠিক নেই কারও!' মন্তব্য করল জেমি। 'গোলাগুলি দেখতে যাওয়ার মানে আছে কোন? অবশ্য কেউ যদি বেঘোরে মরতে চায়, তা হলে ভিন্ন কথা।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কেরানি। 'কিন্তু দুনিয়ায় অতি উৎসাহী লোকের অভাব হয় না, এবং সম্ভবত এদের ঘাড় রাবার দিয়ে তৈরি। তেমনি নাকটাও খুব বড়, তাই যেখানে যাই ঘটুক, দেখা চাই-ই চাই।'

নিজের কামরায় ঢুকে দরজা আটকে দিল জেমি, পিস্তল বের করে শূন্য চেম্বারে তাজা কার্তুজ ভরে ড্রেসারে রেখে দিল। এবার কোট ও শার্ট খুলে ওঅশ বেসিনে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল, শেষে বুট খুলে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

রাস্তায় আদপে কী ঘটল বা কতটা ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে শত্রুপক্ষ, জানা হলো না। ক্ষিপ্র বেগে ও পরস্পরের গা ঘেঁষে ছুটে আসছিল চার ষণ্ডামার্কা লোক, একজনকে পড়ে যেতে দেখেছে জেমি, এবং এর সেকেণ্ড খানেক পর একটা অস্ফুট গোঙানি শুনতে পেয়েছিল। হয়তো একজনই আহত হয়েছে, পড়ে গিয়ে গুঙিয়ে উঠেছিল লোকটা। এত তাড়াহুড়োর মধ্যে গুলি ফস্কে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। শত্রুরা পাল্টা গুলি করেছে, কিন্তু দৃশ্যত ওকে লাগাতে পারেনি, যদিও কাছ দিয়ে গেছে অন্তত চারটা বুলেট।

মেয়েটাকে লুটিয়ে পড়ে যেতে দেখেছে জেমি, সেটা অবশ্য ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবার কারণেও হতে পারে। তবে ফলাফল যাই হোক, এ ঘটনায় খুবই অসন্তুষ্ট হবে মার্শাল জনি গ্যারেট।

নীচের রাস্তায় শোরগোল চলছে এখনও, কৌতূহলী লোকজন ভিড় করছে রাস্তার বাঁক ও হোটেলের ধারে-কাছে। অযথা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি বলে কামরায় ঢুকে বাতি জ্বালায়নি জেমি। অন্ধকার সিলিঙের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ, ক্লান্ত হলেও ঘুম পাচ্ছে না, বরং নানা চিন্তায় ভারী হয়ে আছে মাথা।

জেমির উত্তরাধিকার দাবি বা আদায়ের কার্যকরী কোন উপায় নিশ্চয়ই বের করে ফেলবে মার্ক হাউয়ি, কিন্তু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এটা। দুই-চার দিন বা কয়েক সপ্তাহ...যাই লাগুক, হাতে কাজ নেই ওর। বেকার কাটাতে হবে সময়। চাইলে নিজে ক্যারোলিনায় চলে যেতে পারে, কিংবা পশ্চিমে ফিরে যেতে পারে, অপেক্ষায় থাকতে হবে শেষপর্যন্ত কী ঘটে বা হাউয়ি কতটা কী করতে পারে।

পশ্চিমে গেলে অবশ্য সময়টা একেবারে বেকার কাটবে না,

র‍্যাঞ্চের জন্যে জুতসই জমির খোঁজ চালাতে পারে। ওর পরিচিত কয়েকটা জায়গায় র‍্যাঞ্চ করা যেতে পারে, তবে কোনটাই নিশ্চিত নয়, যেহেতু ভ্রমণের সময় দেখা আর র‍্যাঞ্চ করবার পরিকল্পনা নিয়ে জমি খুঁজতে বেরোনো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। দুটোয় আকাশ-পাতাল ফারাক। নতুন চোখে সবকিছু বিচার করতে হবে ওর। র‍্যাঞ্চিংয়ের নানা সুবিধা-অসুবিধা মাথায় রেখে জমি পছন্দ করতে হবে। স্থান নির্বাচনের উপর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে।

গরু নিয়ে আলাপ করেছে ওরা, কিন্তু ভেড়ার ব্যাপারে আগ্রহ আছে জেমির। পশ্চিমে ভেড়া র‍্যাঞ্চিং এখনও জনপ্রিয় হওয়া দূরে থাক, রীতিমতো ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়; কিন্তু এও ঠিক গরুর চেয়ে ভেড়া পালন বেশি লাভজনক এবং পাহাড়ী অঞ্চলে বেশ কার্যকরী।

গরুর র‍্যাঞ্চে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে জেমি, স্বাধীনভাবে গরুর দেখ-ভালও করেছে, তবে রেঞ্জে এত দীর্ঘ সময় কাটায়নি যে মনে-প্রাণে ক্যাটলম্যান হয়ে যাবে এবং ভেড়ার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। যে-কোন র‍্যাঞ্চার ভেড়া যতটা অপছন্দ করে, তার অর্ধেক বিতৃষ্ণাও ওর ভিতরে জন্ম নেয়নি। বরং জেমির কাছে মনে হয়েছে সঠিক জায়গা ও পরিচর্যা পেলে গরুর চেয়ে ভেড়ার র‍্যাঞ্চিং অনেক বেশি লাভজনক হতে পারে। তাই বলে এ মুহূর্তে ভেড়ার র‍্যাঞ্চ গড়বার ইচ্ছে নেই ওর, বরং ভবিষ্যতের জন্যে সেটা তোলা থাকল। পরিস্থিতি যদি এমন হয় গরু পুষে কাঙ্ক্ষিত লাভ আসছে না, তখন হয়তো ভেড়ার ব্যাপারে চিন্তা করবে।

শুয়ে থেকে নিজের সমস্যা নিয়ে বিশদ ভাবল ও, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করল। শেষে চোখে ঘুম ধরতে উঠে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল, হাতের মুঠিতে থাকল একটা কোল্ট।

এ মুহূর্তে প্রায় অচেনা ও অস্থির এক শহরে রয়েছে, অলি-গলিতে ঢুঁ মারছে শত্রুরা; তাদের পক্ষে ওর অবস্থান জানা কঠিন হবে না। কেউ যদি জানালা দিয়ে গুলি করে বসে, হয়তো কঠিনই হবে কাজটা, কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়। উল্টোদিকের বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করা সম্ভব, যদি লোকটার কাছে লক্ষ্যভেদের নিশ্চয়তা না-চাওয়া হয়। বেঘোরে গুলি খাওয়ার মানে হয় না, এবং সতর্ক থাকতেও দোষ নেই। যদিও শত্রুপক্ষ ওর তালাশ করছে, জেমি নিজে ওদের খুঁজছে না। শুরু থেকে শিকার বনে গেছে ও, এখনও তাই রয়ে গেছে।

এ শহর থেকে বেরিয়ে, শূন্য প্রেয়ারি ধরে পশ্চিমের দিকে ঘোড়া ছোটাতে পারলে স্বস্তি পেত···নিরাপদ ভাবত নিজেকে, কিন্তু উপায় নেই···হাতের কাজ শেষ না-করা পর্যন্ত চার দেয়ালের মাঝে বন্দি থাকতে হবে।

হঠাৎ মেয়েটার কথা মনে পড়ল। টালবাহানা করে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, শত্রুদের তোপের মুখে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, ওর হাত চেপে ধরে নিষ্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল, যাতে চার শত্রুকে আসতে দেখে গুলি করতে না-পারে। মেয়েটা কি ওদেরই কেউ, না ভাড়া করা?

পরদিন সকালে কাপড় পরতে গিয়ে কোটে তৈরি হওয়া ফুটোটা দেখতে পেল জেমি। আস্তিনের সামান্য নীচ দিয়ে চলে গেছে বুলেট, দুটো ফুটো তৈরি করেছে। আর সামান্য উপর কিংবা ভিতর দিয়ে গেলেই কম্ম সাবাড় হয়ে যেত!

অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে।

নীচে নামবার বা কামরা থেকে বেরোনোর আগে মিনিট কয়েক জানালা দিয়ে রাস্তা জরিপ করল ও। রাস্তার এপাশের খুব কম অংশ দেখতে পাচ্ছে, তবে ওপাশের অনেকটা জায়গা চোখে

পড়ে। কাউকে দেখতে পেল না।

লবিতে নেমে এল ও। পুরু গদি-আঁটা চেয়ার আছে এখানে। দেয়ালে সাঁটা মোষ ও এল্কের চামড়া কামরার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। বেশ কিছু মানুষ রয়েছে, গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। সিগার ও পাইপের তামাকের গন্ধে ভারী হয়ে গেছে ঘরের বাতাস।

'একটা মেয়ে গুলি খেয়েছে,' একজনের কথা কানে এল। 'গোলাগুলির পর রাস্তায় পড়ে ছিল মেয়েটা। লোকজন ধরাধরি করে ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছে। মারা যায়নি বটে, কিন্তু দুটো গুলি খেয়েছে।'

'অপকর্মটা কার?'

'কে জানে! মাঝে মধ্যে যে গভীর রাতে এখানে গোলাগুলি বা গোলমাল হয় না, তা তো নয়। জনি গ্যারেট তো নস্যি, স্বয়ং বিল হিকক এলেও বোধহয় পশ্চিমের কোন শহরে শান্তি আসবে না। ঝামেলা হবেই।'

'মেয়েটার পরিচয় জানো?'

'প্রিসিলা'স প্যালেসের নতুন মেয়ে।'

'কিন্তু এমন একটা মেয়েকে খুন করতে চাইবে কেন কেউ?'

'মার্শালের সন্দেহ ঘটনাচক্রে এতে জড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা। গুলির লক্ষ্য হয়তো ও ছিল না। তবে গ্যারেট বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আহত এক লোকের ব্যাপারে। ঘটনাস্থল দেখে ওর সন্দেহ হয়েছে অন্তত একজন লোক আহত হয়েছে, বেশিও হতে পারে। মেয়েটা যেখানে পড়ে ছিল, সেখান থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে কয়েক স্থানে রক্ত পেয়েছে।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যেন রাস্তা পর্যবেক্ষণ করছে, কিংবা দ্বিধা করছে এখনই বেরোবে কি-না—এমন ভাব করে কথাগুলো

শুনছিল জেমি, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যাপারটা বেখাপ্পা দেখায় বলে নেমে গেল রাস্তায়।

কিছুক্ষণ পর লাইভস্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকল ও। ওকে দেখে দূর থেকে হাত নাড়ল স্কট নেলসন, দীর্ঘ কামরা পেরিয়ে চলে গেল। একটা রোলটপ ডেস্কের পিছনে বসে আছে গরু ব্যবসায়ী। অন্তত বিশজন লোক রয়েছে পুরো কামরায়, তবে কাউকেই পরিচিত মনে হলো না।

টেবিলের এপাশে একটা চেয়ার দখল করল জেমি।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছে নেলসন। 'শুনলাম গতরাতে নাকি গোলাগুলি হয়েছে,' বলল সে।

'আমিও তাই শুনেছি।'

বেকন আর ডিম আনা হলো। খেতে খেতে নিজের সমস্যার কথা জানাল জেমি। 'ঠিক করেছি ক্যান্সাস সিটি ছেড়ে চলে যাব,' বলল ও। 'কিন্তু কীভাবে বেরোব বুঝতে পারছি না। আমার উপর যে শকুনে দৃষ্টি রেখেছে ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক ধরা পড়ে যাব।'

তাজা একটা সিগার বের করে উপরের লেবেল খসিয়ে নিল স্কট নেলসন, সরু চোখে তাকাল ওটার দিকে, তারপর দাঁত দিয়ে কামড়ে গোড়া আলাদা করে ফেলল, থোক্ করে ছুঁড়ে ফেলল গোড়াটা। ভেস্টের পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করে জ্বালাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকিয়ে থাকল নীল ধোঁয়ার দিকে। 'উপায় একটাই,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'স্টীমবোটে করে লীভেনওঅর্থে যাবে। ওখানে গিয়ে যাতে ঘোড়া জোগাড় করতে পারো, সেই ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তবে চাইলে আরও পশ্চিমের বোট ধরতে পারবে।'

'দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে কী বা কীসের খোঁজ করব তাই

জানি না,' চিন্তিত স্বরে বলল জেমি। 'শত্রুদের দু'একজনকে চিনি, কিন্তু বেশিরভাগই আমার অপরিচিত, তাই জানতেও পারছি না আসলে কে শত্রু বা কে নিরীহ। সবচেয়ে বড় কথা, চাইলে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক ভাড়া করতে পারবে ওরা।'

শ্রাগ করল নেলসন। 'ঠিকই বলেছ। দু'চার ব্লকের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন লোক পাবে যারা পঞ্চাশ ডলারের জন্যে কাউকে খুন করতে দ্বিধা করবে না।'

ফের সরু চোখে ওকে দেখল গরু ব্যবসায়ী। 'গতরাতে যে গোলাগুলি হলো, ওতে তুমি ছিলে নাকি?'

সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল জেমি। 'রাস্তার ওই মোড়ে বেশ অন্ধকার ছিল। স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া, অত রাতে অমন কিছু আশাও করিনি। বোধহয় চারজন ছিল ওরা, কিংবা পাঁচজনও হতে পারে। হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরেছিল মেয়েটা। পরপরই ওর চিৎকারে ছুটে এল লোকগুলো। ওদের হাতে পিস্তল দেখেই ড্র করেছি আমি, আর মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়েছি। ধাক্কা খেয়ে ছুটন্ত লোকগুলোর উপর গিয়ে পড়েছিল মেয়েটা।' কোটে তৈরি হওয়া ফুটোটা দেখাল জেমি। 'খুব কাছ দিয়ে গেছে বেশিরভাগ গুলি। আমি দু'তিনটা গুলি করেছিলাম, যদ্দূর বুঝেছি একজন পড়ে গিয়েছিল। অন্য একজন হয়তো সামান্য চোট পেয়েছে। আর মেয়েটা সম্ভবত ওদের গুলিতেই আহত হয়েছে। আমার বেশ ডান দিকে ছিল ও, আমার টার্গেট থেকে কিছু দূরে। ভুল করে ওকে গুলি করেছে লোকগুলো, বোধহয় লাইন-অভ-ফায়ারে পড়ে গিয়েছিল।'

কফি শেষ করল ওরা।

'স্টীমবোট ছাড়বে কখন?' জানতে চাইল জেমি।

ঘড়ি দেখল নেলসন। 'এক ঘণ্টা আছে তোমার হাতে।'

উঠে দাঁড়াল ও। 'ওই মেয়েটা···কোথায় আছে, জানো?'

'রাস্তার শেষ মাথায়, প্রিসিলা'স প্যালেসে।'

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওর কাছ থেকে দূরে থাকো। সেক্ষেত্রে কোনভাবেই তোমাকে সন্দেহ করবে না কেউ। গতরাতের ঘটনার সঙ্গে তোমাকে জড়াতে পারবে না মার্শাল, কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ঠিক সন্দেহ করে বসবে। এখনও তেমন কিছু ঘটেনি, তবে আমার ধারণা শিগ্‌গিরই একটা তদন্ত হবে।'

'দু'চার মিনিটের বেশি সময় নেব না।'

আবার শ্রাগ করল গরু ব্যবসায়ী। 'সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে যাব আমি।' কামরার ওপাশে চাইল সে, এড হ্যারিস ও রায়ান টাইলারের উদ্দেশে ইশারা করল।

কামরায় ঢুকে মেয়েটিকে পুরোপুরি সচেতন দেখতে পেল জেমি। বিছানায় শুয়ে আছে মেয়েটি, মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। বড় বড় বাদামী চোখ, মায়াভরা এবং সুন্দর। এখন আগের চেয়েও বড় বড় দেখাচ্ছে।

জেমিকে দেখতে পেয়ে ভয়ের ছায়া দেখা গেল চাহনিতে। স্কট নেলসনের আচরণ ও চলাফেরায় এমন কর্তৃত্ব রয়েছে, নির্ঘাত তাকে অফিসার ভেবে বসে আছে মেয়েটা।

'তোমার দুর্ভোগের জন্যে দুঃখিত,' আন্তরিক স্বরে বলল জেমি। 'আমি সত্যি চাইনি অমন কিছু ঘটুক।'

শীতল নির্লিপ্ততা মেয়েটির কণ্ঠে। 'আমি তোমাকে খুন হওয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে ওরা আমাকে টাকা দিয়েছে।'

'কত টাকা?'

অপ্রতিভ হয়ে গেল মুখ। 'শুধু নিয়ে যাওয়ার জন্যে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছে। কথা ছিল সব ঠিকঠাক মতো ঘটলে, অর্থাৎ তুমি খুন হয়ে গেলে আরও পঞ্চাশ ডলার পেতাম।'

'একজন লোককে খুন করা কি এতই সহজ?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'এরচেয়ে কম টাকার জন্যেও মানুষ খুন হতে দেখেছি আমি। যাক্‌গে, তুমি কেন এসেছ এখানে? আমার কাছে কী চাও?'

'কিছুই না···স্রেফ বলতে চাই যে আমি দুঃখিত। একেবারে ব্যর্থ হওনি তুমি, অন্তত অর্ধেক টাকা তো পেয়েছ।'

'তোমার নিজের দক্ষতায় ওদের ব্যর্থ করে দিয়েছ,' গম্ভীর স্বরে বলল মেয়েটা। 'বাম হাতে এমন চমৎকার ড্র বা গুলি করতে পারে খুব কম মানুষ। পরিস্থিতি পুরোপুরি তোমার বিপক্ষে ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল যত জোরে সম্ভব ডান হাত চেপে ধরা, যাতে কোনভাবে ড্র করতে না-পারো, অর্থাৎ ডান হাত অকেজো করে দেওয়া।'

'তোমার গায়ে গুলি লাগতে পারে, এ ব্যাপারে সামান্য চিন্তাও ছিল না ওদের। এটা কি ঠিক হয়েছে? আমার এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে যে তোমার গুলি খাওয়ার আশঙ্কা সবসময়ই ছিল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই গুলি শুরু করেছে ওরা, কার গায়ে লাগল তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। অথচ তুমি ওদের সামনে নিয়ে গেছ আমাকে, এবং এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে যে গুলি লাগবার সম্ভাবনা সর্বক্ষণই ছিল। তুমি সরে যাওয়ার পর···অন্য কোন সময়ে কি আমাকে খুন করবার চেষ্টা চালানো যেত না?'

'কথাটা আমিও বলেছিলাম ওদের, কিন্তু রাজি হয়নি। উল্টো আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না ওদের

গুলি, সবাই পিস্তলে খুব দক্ষ। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ধরে নিয়েছিল আমি তোমার ডান হাত অকেজো করে দিলে কাজ অর্ধেক সারা হয়ে যাবে, সহজে খুন করে ফেলবে তোমাকে।' এবার সরাসরি জেমির চোখে চোখ রাখল মেয়েটি। 'তুমি যদি পরে দাবি করো যে আমি এসব বলেছি, স্রেফ মিথ্যুক বলব তোমাকে।'

'তুমি দেখছি খুবই ঠাণ্ডা মাথার দুষ্টু একটা মেয়ে,' স্মিত হেসে বলল জেমি। 'সাহসীও বলতে হবে, কিংবা লোভে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যাক্‌গে, নিশ্চিন্ত থাকো, কাউকে কিছু বলব না। আবারও বলছি, স্রেফ দুঃখপ্রকাশ করতে এসেছি আমি, গুলি খেয়েছ শুনে মনে হলো সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত।'

পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার বের করে মেয়েটিকে দিল জেমি। 'সুস্থ হয়ে ওঠো,' শেষে বলল ও। 'আর যদি নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চাও, তা হলে এ ধরনের ঝামেলা থেকে দূরে থেকো।'

সামান্য বিস্ময় ফুটেছে মেয়েটির চোখে। 'তুমি আসলে মহা বোকা এক লোক! যাক্‌গে, একটা পরামর্শ তোমাকেও দিচ্ছি: যদি নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চাও, তা হলে সোনালি-চুলোর কাছ থেকে একশো হাত দূরে থেকো।'

ভুরু কোঁচকাল জেমি, কিন্তু আর কিছু বলল না বা ব্যাখ্যা করল না মেয়েটা। অগত্যা নেসলন সহ বেরিয়ে এল। যেন কোন কাজ নেই, অলস সময় কাটাচ্ছে, এমনভাবে ঘুরে বেড়াল দুটো সেলুনে। দুই রাউণ্ড বীয়ার গিলল। নেলসনের পরামর্শে হোটেলে যায়নি, বরং শহরে রয়ে গেছে, সন্ধ্যার পরপরই নদীর ঘাটে চলে যাবে।

এড হ্যারিসকে হোটেল থেকে জেমির মালপত্র নিয়ে আসবার দায়িত্ব দিয়েছে স্কট নেলসন। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর সেও দেরি করেনি, জেমিকে ছেড়ে নিজের কাজে চলে গেছে; ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়নি।

সন্ধ্যার পরপরই, অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে ফেরি ঘাটে চলে গেল জেমি। দেখল আগেই পৌঁছে গেছে হ্যারিস। বিদায় নিয়ে বোটে চড়ল ও। আশা করছে ফাঁকি দিতে পেরেছে শত্রুদের, সবার অগোচরে ক্যান্সাস সিটি ছাড়তে সক্ষম হবে।

বোটের ডেকে, রেইলের কিনারে এসে দাঁড়াল ও। অন্ধকারে একা। ঠাণ্ডা হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, মনে মনে ভাবছেঃ কেন পুবে গেল না? ভয় পেয়েছে? হয়তো, স্বীকার করল নিজের কাছে, কিন্তু শুধু ভয় নয়, বরং পুবে গিয়ে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে তার প্রতি বিতৃষ্ণা অনেকাংশে কাজ করেছে। নির্ঘাত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত সেরেসিনদের সঙ্গে।

ক্যারোলিনায় গেলে হয়তো ভালই লাগত, কিন্তু অজানা-অচেনা দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে টানাপড়েন বা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক ও। তা ছাড়া, পশ্চিমেই রয়ে গেছে ওর ভবিষ্যৎ। হৃদয় বা শিকড়ের টান উপেক্ষা করে কীভাবে?

স্কট নেলসনকে খুব পছন্দ হয়েছে ওর। সাচ্চা মানুষ সে, সৎ ও নিরীহ, কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে দারুণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। অংশীদার হিসাবে এমন একজনকেই দরকার ছিল। রেঞ্জে গরুর দেখ-ভাল করবে ও, কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারবে নেলসনের উপর।

সিলভারটনে ফিরে গেল ওর চিন্তা, ন্যান্সির কথা মনে পড়ল।

হুট করে আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ল জেমি, নীচে মেইন কেবিনের এক টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখে ফেলল ন্যান্সিকে।

স্টীমারে আরও যাত্রী আছে, তবে বেশিরভাগ সময় নিজের কেবিনে থাকল ও। কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল না, যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছে। এ ফুরসতে নিজের ভাবনা, ভবিষ্যৎ বা কর্তব্য সম্পর্কে পরিকল্পনা করে নিচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর একের পর এক ঘটনা ঘটে গেছে, সুস্থিরভাবে কোন কিছুই ভাবতে পারেনি, তবে এখন সুযোগ এসেছে। অযথা দৌড়-ঝাঁপ না-দিয়ে বরং জুতসই পরিকল্পনার মাধ্যমে গুছিয়ে নিতে হবে ভবিষ্যৎটা। থিতু হতে হবে।

নিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিদিনই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী, কারও নিজস্ব ভুবন বলে কিছু নেই; পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষ, চারপাশে উন্নয়নের ধারা–নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে, পারিপার্শ্বিকের সীমানা বড় হচ্ছে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও উন্নতির সোপানে পা রাখছে সবাই। পিছিয়ে পড়তে চায় না জেমি, বরং সামগ্রিক এ পরিবর্তনের ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চায়। তা ছাড়া, গ্লিন শেকেডের তাচ্ছিল্যভরা প্রশ্নটা ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলেছে ওকে–জীবনে কী হতে চায়? প্রশ্নটা ব্যক্তি হিসাবে ওর সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাসের প্রতি হুমকি ছিল, প্রকারান্তরে ওকে খাটো করে দেখেছে শেকেড।

স্বভাবতই, জেমির ভিতরে জেদ তৈরি হয়েছে। নিজের চেষ্টায় একটা কিছু হতেই হবে! বলবার মতো একটা কিছু করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি নয়, বরং বাবার রেখে যাওয়া টাকা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে হবে।

শেকেড এখন কোথায়? কোন্ পরিকল্পনা করছে কে জানে!

লোকটার ব্যাপারে খানিকটা হলেও মিশ্র অনুভূতি রয়েছে জেমির মনে–ওকে খুন করতে বদ্ধপরিকর শেকেড, অথচ এমন কিছু ব্যাপার তার মধ্যে দেখেছে যাতে রীতিমতো সমীহ বোধ করেছে; তার আসল উদ্দেশ্য জেনেও অপছন্দ করতে পারেনি। এর কারণ কি লোকটার সঙ্গে ওর বাবার চেহারা বা আচরণগত মিল? নাকি ওর নিজেরই সঙ্গে মিল রয়েছে গ্লিন শেকেডের?

হঠাৎ বর্তমান সম্পর্কে সচেতন হলো জেমি। ধারে-কাছে নেই তো গ্লিন শেকেড? খুব কাছেই থাকতে পারে! কীভাবে নিশ্চিত হবে যে এ বোটে নেই সে? কিংবা শেকেডদের অন্য কেউ থাকতে পারে। সোনালিচুলোর কাছ থেকে ওকে একশো হাত দূরে থাকতে বলে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে প্রিসিলা'স প্যালেসের মেয়েটা? আর কিছু বলেনি কিংবা ব্যাখ্যাও করেনি, আসলে কাকে বুঝিয়েছে পরিষ্কার হয়নি জেমির কাছে; কিংবা সোনালি-চুলো বলতে পুরুষ না কোন মহিলাকে বুঝিয়েছে সেটাও একটা রহস্য রয়ে গেছে।

লিভেনওঅর্থের ন্যাশনাল হোটেলে উঠল জেমি ট্রেভালিয়ন। তবে কামরায় ঢুকবার আগে একটা পত্রিকা কিনল। কাপড়-চোপড় ছেড়ে পত্রিকায় চোখ বুলাল। শিগ্‌গিরই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে, অথচ দুই প্রার্থীর কারও নাম জানত না–ব্যাপারটায় লজ্জিত বোধ করল ও। বিস্ময়ের ব্যাপার, রাজনীতি বা সরকার সম্পর্কে বরাবর উদাসীন থেকেছে, কখনও আগ্রহ বোধ করেনি বলে খবর রাখেনি, অথচ এ সময়ে রাজনীতিই যে-কোন আড্ডায় সবচেয়ে আলোচিত বিষয়।

নিজের ছোট্ট ভুবনে কেটে গেছে ওর, নিজেকে ছাড়া অন্যদের স্থান বা ভাবনা সেখানে ছিল না। নিজের ভাবনা বা

সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। অথচ এখন যে সময় আর এমন এক দেশে বাস করছে যেখানে সরকার গঠনে দেশের প্রতিটি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ সম্পৃক্ততা রয়েছে, এবং সরকারের সাফল্যের নেপথ্যে নাগরিকের সুচিন্তিত ভোটাধিকারের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। সৎ, আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ নেতা নির্বাচন করা গেলে দেশের উন্নয়ন হবে, জনগণের ভাগ্য ফিরবে, নাগরিক সুবিধা ভোগ করা যাবে…আরও কত যে সুবিধা!

ত্যক্ত মনে পত্রিকাটা সরিয়ে রাখল জেমি। বাবার মুখে এসব কথা বহুবার শুনেছে, কিন্তু আমলে নেয়নি, এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ক্যান্সাসের লাইভস্টক এক্সচেঞ্জেও সর্বক্ষণ নির্বাচন ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে বেশিরভাগ মানুষ।

আগে কখনও নিজেকে নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না ওর, কিন্তু এখন আছে। বিশেষ করে গ্লিন শেকেডের সেই প্রশ্ন আর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ উস্কে দিয়েছে ওকে, এখন *একটা কিছু* বা বড় হতে বদ্ধপরিকর জেমি। সরিয়ে রাখা পত্রিকা আবার চোখের সামনে তুলে ধরল, পুরোটাই পড়ল। প্রতিটি খবর পড়ে নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করল–কত কম জানে ও! বাবা ওকে জ্ঞান দিতে চেয়েছিল, শিক্ষিত করতে চেয়েছিল; স্কুলে যাওয়া যেহেতু সম্ভব হয়নি, বাড়িতে সেই বিদ্যা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পাত্তা দেয়নি জেমি। ঘরে বসে বাবার কাছে যা শিখেছিল, তাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, পরবর্তীতে বাড়তি কিছু শিখতে আগ্রহ বোধ করেনি। এখন অনুতাপ হচ্ছে ওর।

ভোরে ঘুম ভাঙতে তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল ও, হোটেলের ডাইনিংরুমে ঝটপট নাস্তা সেরে ডেলায়ার স্ট্রিটে চলে এল। রডনি ক্যাসল'স বুক অ্যাণ্ড স্টেশনারি স্টোর-এ ঢুকে পড়ল

এরপর।

কাউপাঞ্চিং, রেলের লগ কাটা বা বসানো, কিংবা অন্য কাজে কৈশোর ও তারুণ্যের অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছে জেমি, কোন কোর্টরূমে সময় কাটানো হয়ে উঠেনি কখনও, যদিও জানে পশ্চিমে মানুষ মওকা পেলে এ সুযোগ কখনও ছাড়ে না। পশ্চিমের স্বীকৃত বীর বা নায়ক হচ্ছে আইনজ্ঞরা, কোনক্রমেই কোন স্টেজ ড্রাইভার বা বন্দুকবাজ নয়। দক্ষ একজন আইনজ্ঞের কোর্টরূমের যুক্তিতর্ক বা বক্তৃতা শুনতে এমনকী বিশ-পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দেয় লোকেরা; আর একটা শহরে যখন কোর্টরূমের কার্যক্রম চলে, সারা শহর ভরে যায় চৌহদ্দির লোকজনে। বৈরী পশ্চিমের এসব আইনজ্ঞরা কথায় যেমন বাকপটু, তেমনি আলেকজাণ্ডার পোপ, শেক্সপীয়র, মিল্টন, গ্রে বা ফ্রান্সিস বেকনের রচনা থেকে উদ্বৃতি দিতেও সিদ্ধহস্ত। কখনও কখনও পবিত্র বাইবেল থেকেও সম্পৃক্ত অংশ বয়ান করে।

আইনজ্ঞরা জানে যে জনসাধারণ উৎসবের মতোই গ্রহণ করে কোর্টের জেরা বা যুক্তি-তর্ককে, প্রদর্শনীর আদলে যা উপস্থাপন করা হলে সামাজিক যে-কোন অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশি আবেদন তৈরি হয়; কোর্টের আনুষ্ঠানিকতা তাই হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক, চমকপ্রদ ও উপভোগ্য। দুই পক্ষের যুক্তি-তর্ক শুনে নির্মল আনন্দ পায় মানুষ। এবং পরে এ নিয়ে আলোচনাও করে।

বহু শহরে দেখা যায় স্টোরের বাতিল ব্যারেলকে ঘিরে বসে, সেলুন বা পোস্ট অফিসের সামনের বেঞ্চে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করছে লোকজন–কোন্ শহরে কোন্ আইনজ্ঞ কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করল বা নিশ্চিত ভরাডুবি ঠেকাল মক্কেলের।

কোর্টরুমের আনুষ্ঠানিকতাই পশ্চিমের থিয়েটার হিসাবে পরিচিতি পেয়ে গেছে, সত্যিকারের থিয়েটারের যেহেতু আগমন ঘটেনি। আইনজ্ঞদের এখানে অসীম সম্মানের চোখে দেখা হয়, তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বক্তৃতা বা উদ্বৃতিকে লোকে মনে করে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার মতো, এবং মাসের পর মাস পরেও তাদের যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে থাকে। কোন শহরে ঢুকে জিজ্ঞেস করা লাগে না কোর্টের সেশন হচ্ছে কি-না, বরং টাই-রেইলে বাঁধা অসংখ্য রিগ, লোকের পরনে কালো ব্রডক্লথের সুট বা রোববারের পোশাক পরিহিত মহিলাদের সংখ্যা দেখলেই নিশ্চিত অনুমান করা যায়। পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূর থেকে আসে লোক, সঙ্গে পিকনিক লাঞ্চ নিয়ে আসে।

আইনজ্ঞ হিসাবে চোস্ত বক্তৃতা ঝাড়লেও বেশিরভাগ আইনজ্ঞ আদপে আইনই বোঝে কম, কিন্তু এদের সাধারণ বিবেচনাবোধ খুব তীক্ষ্ণ; পশ্চিমে দীর্ঘদিন ধরে থাকবার ফলে যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষমতা অর্জন করেছে, এবং এর সমন্বয় ঘটেছে মানুষের ভিতরটা পড়ে নেওয়ার বা বুঝবার ক্ষমতার সঙ্গে, এমনকী প্রভাবশালী জুরিদের মানসিকতাও অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারে এরা। আইনে সামাজিক আবেগের স্থান নেই বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেও কসুর করে না কোন আইনজ্ঞ।

আইনজ্ঞদের কিছু কিছু উদ্বৃতি জেমি নিজেও শুনেছে, কিন্তু সেসব যে বই থেকে নেওয়া–তা পড়বার সৌভাগ্য হয়নি ওর। তবে পশ্চিমের অতি সাধারণ বহু মানুষ রয়েছে যারা সৌভাগ্যবান, এবং এদের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত। ঠিক কোন্‌টা দিয়ে শুরু করবে বুঝতে পারল না জেমি। শেষে অ্যাপলটন অ্যাণ্ড

ব্ল্যাকউড-এর ম্যাগাজিন, অ্যাডাম স্মিথের *দ্য ওয়েল্থ অভ নেশন্স*, স্যর ওয়াল্টার স্কটের *দ্য লেডি অভ দ্য লেক* কিনে ফেলল। দুটো বইয়ের কোনটা সম্পর্কেই জানা নেই, তবে ওর বাবা স্কট সম্পর্কে অনেকবার বলেছে এবং ছোটবেলায় *আইভানহো* পড়ে শুনিয়েছে। কখনও কখনও দীর্ঘ ভ্রমণের সময় কবিতা আবৃত্তি করত জন। অন্তত কয়েকশো কবিতা তার মুখস্থ ছিল। একটা কবিতার কথা মনে আছে এখনও, স্যর ওয়াল্টার স্কটের *লচিনভার*। পশ্চিমের সর্বত্র খুবই জনপ্রিয় কবিতা এটা, লোকমুখে প্রায়ই শোনা যায়। একবার এক সেলুনে মাতাল পাঞ্চার প্রায় পুরো কবিতাটা আবৃত্তি করছিল।

শহরে আরও অন্তত একটা বইয়ের স্টোর আছে, মি. মর্গান চালায় ওটা, কিন্তু অত সময় নেই ওর। আজ বা কালও সুযোগ হবে না। চার দেয়ালের বাইরে যত বেশি থাকবে, ততই শত্রুদের চোখে ওর ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে, ইতোমধ্যে যদি ধরা পড়ে গিয়ে না-থাকে।

স্টার অভ দ্য ওয়েস্ট সেলুনের বারে কাঙ্ক্ষিত লোকটিকে খুঁজে পেল জেমি। চেহারার বর্ণনা ওকে দিয়েছিল স্কট নেলসন, তাই এক নজরে তাকে চিনতে পারল। ছিপছিপে দেহের, লম্বা লোকটা; চামড়া পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। পাখির মতো বাঁকানো নাক তার চেহারায় বিশেষত্ব এনে দিয়েছে। ডার্বি হ্যাট মাথায়, পরনে কালো ব্রডক্লথ সুট।

'তুমি কেইন ব্ল্যাকওয়েল?' জানতে চাইল জেমি।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে মাপল লোকটা। 'হ্যাঁ।'

'স্কট নেলসন পাঠিয়েছে আমাকে। বলেছে আমাকে একটা ঘোড়া দেবে তুমি···মানে, ব্যবস্থা করে দেবে।'

'শুধুই একটা ঘোড়া? দ্রুতগতির ঘোড়া নয়?'

'দ্রুতগতির হলে মন্দ হয় না,' স্মিত হেসে করমর্দন করল জেমি, নিজের পরিচয় দিল। 'তবে সহিষ্ণু হতে হবে, দীর্ঘ যাত্রায় যাতে টিকে থাকে। পশ্চিমে যাচ্ছি আমি, অ্যাবিলিন পর্যন্তও যেতে পারি।'

হুইস্কির শেষটুকু গলায় ঢেলে গ্লাসটা বারের উপর নামিয়ে রাখল সে, তারপর বিল মিটিয়ে দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল।

অনুসরণ করল জেমি।

'খেয়েছ?' জানতে চাইল সে। 'ডেলমনিকোতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম কিছু পেটে দেওয়ার আগে গলাটা ভিজিয়ে নিই।'

বইয়ের স্টোরে যতটা সময় কাটাবে ভেবেছিল, তারচেয়ে বেশি কাটিয়েছে জেমি। কখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে টের পায়নি। 'বেশ, চলো,' বলল ও, জানে না ডেলমনিকোয় যাওয়ার প্রস্তাবের নেপথ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি-না কেইন ব্ল্যাকওয়েলের। কঠিন চেহারার মানুষ সে, চেহারা দেখে মোটেও মনে হয় না ঘোড়া আদান-প্রদানের ব্যবসা করে।

'এই তো, দুই কদম হাঁটতে হবে,' জানাল সে।

তবে দুই কদম নয়, পঞ্চাশ কদম এগোতে হলো। ইটের তৈরি দোতলা দালানের নীচতলা জুড়ে বিশাল রেস্তোরাঁ, আর উপরে হোটেল। দেয়ালের লাগোয়া এক টেবিল দখল করল ওরা, যেখান থেকে দরজার উপর নজর রাখা যাবে। জেমিকে পছন্দমত জায়গায় বসবার সুযোগ দিল ব্ল্যাকওয়েল; দেয়াল-ঠেকানো একটা চেয়ারে বসল জেমি যাতে দরজা তো বটেই, দুটো জানালা দিয়েও বাইরে চোখ রাখতে পারে। ব্যাপারটা দেখে এই প্রথম ক্ষীণ হাসি ফুটল তার মুখে। সে যখন বসল, কোটের কিনারা সরে যেতে বগলের হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা চোখে পড়ল জেমির। পশ্চিমে এভাবে পিস্তল বহন করতে খুব

কমই দেখা যায়। আজকের আগে কাউকে বগলে হোলস্টার রাখতে দেখেনি জেমি, তবে শুনেছে বহু মানুষ এতে অভ্যস্ত।

'তাস বা পোকারের অভ্যাস আছে?' হঠাৎ জানতে চাইল সে।

'তাসের কোন খেলাই ভাল জানি না আমি,' জানাল জেমি।

ফের হাসল ব্ল্যাকওয়েল। দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা ও সমান, একেবারে পরিপাটি। দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন হতে পারে। চোখে পড়বার মতো ব্যাপার হচ্ছে, এমনিতে চেহারায় কাঠিন্য থাকলেও ব্ল্যাকওয়েল যখন হাসে, বেশ সুদর্শন দেখায় তাকে।

'আসলে কেই বা ভাল জানে?' দার্শনিক সুরে বলল সে। 'তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে যে তাসের খেলা ভাল বোঝে।'

গরুর মাংসের স্টু, চটকানো আলু, রুটি আর কফির ফরমাশ দিল ওরা।

'রিগিং আছে তো সঙ্গে?' আবার আচমকা জানতে চাইল সে। 'মানে···স্যাডলের কথা বলছি।'

'সঙ্গে নেই এখন। ট্রেনে করে পুবে এসেছি আমি।'

'বেশ, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল সে। খাবার পরিবেশন করা হতে খাওয়া শুরু করল ওরা। 'উঠেছ কোথায়? ন্যাশনাল বা প্ল্যান্টার্সে?'

জেমির জবাব শুনে মাথা ঝাঁকাল ব্ল্যাকওয়েল। 'মালপত্র সঙ্গে থাকলে নিয়ে এসো। হোটেলের রুম ছেড়ে দেবে। অযথা সময় নষ্ট করবার দরকার কী! জানি না কী সমস্যায় পড়েছ, জানতে চাইও না। তবে মন বলছে হোটেলে আর না-থাকাই ভাল হবে তোমার জন্যে।'

'আইন আমাকে খুঁজছে না,' শুধু এটুকুই জানাল জেমি।

শ্রাগ করল সে। 'সেটা আমিও অনুমান করেছি। নেলসনকে তো চিনি, সাচ্চা লোক। অন্যায় কোন আব্দার করে না। বহুদিন আগে একবার আমার গায়ের চামড়া বাঁচিয়েছিল।' দৃষ্টি স্থির হলো জেমির মুখে। 'যেহেতু সাহায্য করছি, চোখ-কান আমারও খোলা রাখা উচিত, নইলে হয়তো অজান্তে শত্রুদের পথ দেখিয়ে তোমার কাছেই নিয়ে যাব। কী ধরনের লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, জানা থাকলে কাজে সুবিধা হবে।'

যুক্তিটা অগ্রাহ্য করা যাবে না। ঠিকই বলেছে ব্ল্যাকওয়েল। অগত্যা সেরেসিনদের সম্পর্কে খুলে বলল জেমি, মেয়েদের কথাও বাদ দিল না। শুনে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে। 'সত্যি অত সুন্দরী? তা হলে তো ইচ্ছে করেই ধরা দেব! অমন নারীর সান্নিধ্য পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার!'

'সান্নিধ্য চাও ভাল কথা, কিন্তু সেটা তোমাকে কবরের সান্নিধ্য পাইয়ে না-দিলেই হয়! সেরেসিন মেয়েরা বিষের ব্যাপারে বেশ জ্ঞান রাখে এবং সেটা যত্রতত্র ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না।'

'ফোর্থ স্ট্রীটে চলে এসো তা হলে,' সিরিয়াস হয়ে গেল কেইন ব্ল্যাকওয়েল। 'রাস্তার পিছন দিকে লাল রঙের পুরানো বার্ন হবে তোমার গন্তব্য। যত দ্রুত হোটেল ছেড়ে আসবে, ততই মঙ্গল।'

হোটেলে ফিরে ব্ল্যাঙ্কেট-রোল আর রাইফেল তুলে নিল জেমি, লবিতে নেমে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। পরিচিত মুখ নেই, কেউ ওকে খেয়ালও করছে না। রেজিস্ট্রারে সই করবার সময় আগাম একদিনের ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিল, এখন হোটেল ত্যাগ করবার সময় কাউকে কিছু বলবারও নেই, তাই দ্রুত পায়ে

হেঁটে রাস্তায় নেমে এল। ফোর্থ স্ট্রীটের উদ্দেশে পা বাড়াল।

মনে অবশ্য দুশ্চিন্তা ঠিকই আছে। ক্যান্সাস সিটি থেকে বোটে করে এসেছে ও, যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করেছে বলে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত ওকে ট্রেস করতে পারেনি শত্রুপক্ষ, পর্যাপ্ত সময় পায়নি; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। এমনও হতে পারে, ধূর্ত শত্রুরা ওর সম্ভাব্য পদক্ষেপ আগাম অনুমান করেছে, বুঝে নিয়েছে কোন্ দিকে বা কোথায় যাবে জেমি। সেক্ষেত্রে, এখানেও তাদের পরিচিত লোক থাকা অস্বাভাবিক নয়। টেলিগ্রামের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে দিলে ঠিকই নজরদারি করা যাবে বা জেমিকে ট্রেস করাও সম্ভব।

বার্নের বাইরে কেইন ব্ল্যাকওয়েলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ও। পাশে স্যাডল সাজানো একটা ঘোড়া। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। চমৎকার স্বাস্থ্য ঘোড়াটার, সারা দেহে কিলবিল করছে সবল পেশি; চেহারা দেখে মর্গান ধাঁচের মনে হচ্ছে।

'তোমার পাওনা কত হয়েছে?' জানতে চাইল জেমি।

বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল ব্ল্যাকওয়েল। 'স্কটের বন্ধু মানেই আমার বন্ধু। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নেওয়া যায়? যাক্‌গে, ড্রোভার'স কটেজের হসল্যার ঘোড়াটা বুঝে নেবে। আরও সামনে যদি যেতে চাও, ঘোড়াটা নিয়ে যেতে পারো।'

স্যাডলে চাপল জেমি, স্যাডল-বূটে ঢুকিয়ে রাখল রাইফেল। 'ধন্যবাদ, বন্ধু।'

'আরেকটা কথা। পথে রেলরোড পড়লে ট্রেইল ছেড়ে সরে যেয়ো, নইলে হয়তো ট্রেন থেকে তোমাকে দেখে ফেলবে শত্রুরা। সেক্ষেত্রে, আগে গিয়ে তোমার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকবে ওরা।'

আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল জেমি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল এখনও বার্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেইন ব্ল্যাকওয়েল, ওর দিকে চেয়ে আছে।

মানুষটাকে নিয়ে ভাবল জেমি। একটু অদ্ভুত, চট করে মনটা ঠিক পড়া যায় না। চেহারায় কাঠিন্য, কিন্তু আচরণে খুবই সংযত, শান্ত ও সমর্থ। আত্মবিশ্বাসীও বটে। আসল পরিচয় যাই হোক, নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক লোক ব্ল্যাকওয়েল এবং যাই সে করুক, তাতে প্রশ্নাতীত দক্ষতা অর্জন করেছে। কথায়-কাজে ভীষণ পটু। প্রয়োজন ছাড়া কথা খরচ করবে না কিংবা একটা আঙুলও নাড়বে না; কিন্তু যখন সক্রিয় হবে, পুরোদস্তুর আত্মবিশ্বাস ও নিদারুণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে।

স্যাডলব্যাগগুলো বেশ ঠাসা দেখাচ্ছে। ফ্ল্যাপ খুলে ভিতরে উঁকি দিল জেমি। কয়েক ধরনের খাবার। বাদামি কাগজে মোড়া এক চাক বেকন, কফির গুঁড়ো, কিছু বিস্কুট ছাড়াও শুকনো জার্কি রয়েছে। অন্যটায় প্রায় চার মুঠি পরিমাণ পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজ। দৃশ্যত, কেইন ব্ল্যাকওয়েল খুবই বিবেচক ও সমঝদার লোক।

বিশ মাইল পশ্চিমে এসে ট্রেইলের লাগোয়া কটনউড সারিতে ঘেরা নিচু এক জমিতে ক্যাম্প করল ও।

পরদিন দুপুর নাগাদ অ্যাবিলিনে পৌঁছল।

অ্যাবিলিন বেশ বদলে গেছে। আগের মতো সরগরম কাউ-টাউন নেই আর। ট্রেইল ড্রাইভারদের কদর করে না কেউ, শহরে প্রবেশ করবার সময় স্বাগত জানায় না। রেলরোড শহর ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে চলে গেছে।

রাস্তার বাঁক ঘুরতে ছিপছিপে, সোনালি-চুলো এক লোককে দেখতে পেল জেমি। চ্যাপ্টা ব্রিমের কালো হ্যাট মাথায়। রাস্তার

কোণে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। উরুতে নিচু করে ঝুলছে একটা হোলস্টার, তবে শূন্য। অ্যাবিলিনে এখন আর প্রকাশ্যে অস্ত্র বহন করে না কেউ।

সোরেলের মুখ ঘুরিয়ে এক গলিতে ঢুকে পড়ল জেমি, পরের গলি ধরে শহর থেকে বেরিয়ে এল। সে-রাতে ট্রেইল থেকে বেশ দূরে, পরিত্যক্ত এক খামারে ক্যাম্প করল।

অ্যাবিলিনে দেখা সেই লোকটা হয়তো নিরীহ কোন আগন্তুক, কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি জেমি। শূন্য হোলস্টার সাক্ষ্য দেয় সে আর যাই হোক, অ্যাবিলিনের বাসিন্দা নয়।

এ লোকই হয়তো সেই সোনালি-চুলো, যার ব্যাপারে ওকে সতর্ক করে দিয়েছিল প্রিসিলা'স প্যালেসের মেয়েটা–আদৌ যদি সত্যি কথা বলে থাকে এবং কোন পুরুষকে বুঝিয়ে থাকে।

উনিশ

হেয সিটিতে পৌঁছে প্রথমেই লিভারি স্টেবলে চলে গেল জেমি। স্যাডল ছেড়ে নামল। স্টেবলের বাইরে একটা টুলে বসে আছে হসল্যার।

'কেইন ব্ল্যাকওয়েলকে চেনো নাকি?' জানতে চাইল জেমি।

নিস্পৃহ চোখে ওকে দেখল লোকটা, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে অখণ্ড মনোযোগে পাইপে তামাক ভরল। পাইপ জ্বালিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জেমির দিকে না-তাকিয়েই বলল: 'চিনি।'

'আমার ঘোড়াটা কেইনের কাছ থেকে ধার করা। তুমি এটা রাখতে পারবে না?'

'নিশ্চয়ই পারব। ব্ল্যাকওয়েলের কোন ঘোড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমার, বিশেষ করে এ চৌহদ্দিতে।' থোক্ করে থুথু ফেলল সে। 'কী জানো, চারপাশে শত মাইল জুড়ে কারবার করে ব্ল্যাকওয়েল, ওকে চেনে না বা নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছে। কাজের ফাঁকে পুরো এলাকা চষে বেড়ায় সে। যে মুহূর্তে এখানে ঢুকেছ, এক নজরেই বুঝে গেছি ওটা ব্ল্যাকওয়েলের ঘোড়া, মার্কাও দেখা লাগেনি। চৌহদ্দিতে এত ভাল ঘোড়া আর কারও নেই।'

'আরেকটা ঘোড়া লাগবে আমার।'

'ব্ল্যাকওয়েলেরই একটা ঘোড়া আছে আমার কাছে। কালো রঙের···দারুণ ঘোড়া! চলবে তো?' ইশারায় স্টলে রাখা ঘোড়াটা দেখিয়ে দিল সে।

এক নজর বুলিয়ে পছন্দ হয়ে গেল জেমির। অবশ্য দেখবার দরকারও ছিল না, কারণ ইতোমধ্যে ওর জানা হয়ে গেছে কেইন ব্ল্যাকওয়েলের কোন ঘোড়াই খারাপ নয়।

'লী ওয়ারেনকে চেনো নাকি?'

'কে না চেনে ওকে!'

'কেউ যদি প্রশ্ন তোলে বোলো ওয়ারেনের জিম্মায় রেখে যাব ঘোড়াটা।'

'এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেই না আমি, প্রশ্নটা যে-ই করুক। এখান দিয়ে যারা যায়, বেশিরভাগ লোক রাত-বিরাতে পার হয়, তাই প্রশ্নোত্তরের কোন বালাই নেই। যাক্‌গে, লী-র যে কোন বন্ধু আমারও বন্ধু।'

'আর কেইনের ক্ষেত্রে?' হুট করে প্রশ্নটা করে বসল জেমি।

'মুফতে কিছু করে না ও, বরং নগদ টাকায় যে-কোন সেবার মূল্য মেটায়। তবে একটা কথা ওর শত্রুও স্বীকার করবে, কেইন ওর ঘোড়ার যত্ন নেয়।'

স্যাডল স্থানান্তর করে কালো রোয়ানের পিঠে চাপাল জেমি। টুকিটাকি জিনিস কিনতে এক স্টোরের সামনে থামল, তারপর বিগ ক্রীকের ট্রেইল ধরে দক্ষিণ-পুব দিকে কয়েক মাইল এগোল। ট্রেইলের ধারে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় ও কয়েকটা লম্বা গাছ দেখে আচমকা দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটাল ঘোড়া। সে-রাতে লংআউট হলৌয় ক্যাম্প করল ও। ভোর নাগাদ আবার ছুটল, তখনও আকাশ থেকে বিদায় নেয়নি সব তারা, এবং স্মোকি হিল পাড়ি দিচ্ছে যখন, ততক্ষণে সূর্য উঁকি মেরেছে পুব আকাশে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর পাড়ি দিচ্ছে ও। চারপাশে কিছুই চোখে পড়ছে না—কোন বসতি, কাঠামো বা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। দিগন্তের পরিধি কেবলই বাড়ছে, যত এগোয় ততই দূরে সরে যায় নীল আকাশের সীমানা। মাইলকে মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো তৃণভূমিতে চরছে অ্যান্টিলোপের দল। একবার অবশ্য একটা প্রেয়ারির ঈগল চোখে পড়েছে। প্রায় ঘাসের আড়াল থেকে ছুট দিচ্ছে খরগোসের বাচ্চারা।

হালকা বৃষ্টি হচ্ছে একটু পর পর, তাই ধুলো উড়ছে না বললে চলে। এতে অবশ্য প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে জেমি। চিহ্ন পড়ছে না ট্রেইলে। টানা পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে ও, উইল্ডন ড্র হয়ে রাউণ্ড-হাউজ হিলসের কিনারা পেরিয়ে সে-রাতে বিগ টিম্বারে ক্যাম্প করল।

মোষের সংখ্যা কমে গেছে বলে বড় বড় হয়ে উঠছে ঘাস। মিশ্র ঘাসের এলাকা এটা। পশ্চিমা হুইট ঘাসের সঙ্গে বেড়ে

উঠছে ব্লুস্টেম আর বুনো লতাজাতীয় এক ধরনের বীরুৎ। আগাছা হলেও গোলাপি রঙের ফুল ফুটেছে ওগুলোয়, সবুজ ঘাসের পটভূমিতে ছোপ ছোপ আকারে বিস্তৃত ফুলগুলোকে অপূর্ব লাগছে দেখতে; যেন বিস্তীর্ণ সবুজ ক্যানভাসে আঁকা প্রকাণ্ড সব গোলাপ!

প্রকৃতির এমন অনাবিল সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকায় রাইড করতে অপার আনন্দ অনুভব করা উচিত, কিন্তু ততটা উপভোগ করতে পারছে না জেমি, মনে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। জেমির সন্দেহ গ্লিন শেকেড বেশি দূরে নেই, বরং অকস্মাৎই দেখা দেয় সে–অতীতে দেখেছে, যখন তাকে কোন জায়গায় মোটেও আশা করেনি, ঠিক তখনই আচমকা উপস্থিত হয়েছে লোকটা। অন্য সেরেসিনরা তো আছেই। যদিও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মোটেও পুবে আসেনি শেকেড, বরং কলোরাডোয় জেমির অপেক্ষায় রয়ে গেছে, যেন সে নিশ্চিত জানে জেমি ওখানে ফিরে যাবেই। আর মোক্ষম কোন উপায়ে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, জেমির পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে পুরো পরিবারকে।

তবে শেকেড যদি ধরে নিয়ে থাকে ক্রিস্টিনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে জেমি, তা হলে ভুল করেছে। মেয়েটার চিন্তা অনেক আগেই মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে ও, বাপের বয়সী গ্লিন শেকেডের প্রতি যেভাবে আগ্রহ দেখিয়েছে ক্রিস্টিনা, তারপর আর মেয়েটার প্রতি আগ্রহ বোধ করবার কথা নয়।

জেমি খুব ভাল করে জানে যে ভাগ্য ভাল যাচ্ছে। পিস্তলে ওর দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ নেই, গড়পড়তার চেয়েও যথেষ্ট ক্ষিপ্র ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদী; কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এখন পর্যন্ত ভাগ্যদেবী ওর পক্ষেই থেকেছে। যখন যা প্রয়োজন, সাহায্য পেয়েছে, এমনকী কখনও কখনও তা অপ্রত্যাশিতও

ছিল। সবসময় এমন যাবে না। কারও ক্ষেত্রেই একচেটিয়া ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া যায় না।

ডজ সিটিতে ঢুকে রাস্তায় লী ওয়ারেনের দেখা পেয়ে গেল জেমি। ওকে দেখেই চিনতে পারল মার্শাল, চওড়া হাসি ফুটল মুখে।

'কেইনের সঙ্গে তা হলে দেখা হয়ে গেছে তোমার!' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে, চোখে খানিকটা বিস্ময়। 'যাক, বুড়ো বয়সে নাতি-নাতনিদের ওর গল্প বলতে পারবে! আচ্ছা, ওর সঙ্গে কীভাবে দেখা হলো, বলতে অসুবিধা আছে?'

স্কট নেলসন আর মার্ক হাউয়ির ব্যাপারে খুলে বলল জেমি। ট্রেনে করে যাওয়ার সময় সেরেসিনদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পরে ক্যান্সাস সিটির গানফাইট সম্পর্কেও জানাল।

মনোযোগ দিয়ে সব শুনল মার্শাল, তারপর বলল: 'রাতের মধ্যে তোমার ঘোড়া দুটো আনানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

'ধন্যবাদ। ভাবছি ভোর নাগাদ যাত্রা করব।'

'তুমি যাদের কথা বলেছ,' জানাল লী ওয়ারেন। 'তোমার চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হয়ে গিয়েছিল। এদের একজন পশ্চিমে ফিরে গেছে। তবে ওই একবারই, এরপর থেকে কাউকে আর শহরে দেখিনি।'

'আমিও যদি ওদের আর দেখতে না পেতাম, ভালই হতো তা হলে!' চিন্তিত স্বরে বলল জেমি। 'ভয় পাই না কাউকে, কিন্তু এড়ানো সম্ভব হলে কারও সঙ্গেই সংঘাতে যেতে চাই না। একটু ভোর হলেই ঘোড়া দুটো সংগ্রহ করে চলে যাব। রকি পর্বতমালার পশ্চিম ঢালে ঢুঁ মারব।'

'জায়গাটার কথা শুনেছি,' খানিকটা আবেগপ্রবণ শোনাল লী

ওয়ারেনের কণ্ঠ। 'তবে শখ থাকলেও যাওয়া হয়নি। যত ঝুঁকিই থাক, ইচ্ছে হয় হাজার ফুট উচ্চতায় উঠি, কিন্তু সুযোগ কই? যা বিচ্ছিরি এক চাকুরি করি, ফুরসত মেলেই না! এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে, বুড়ো বয়সে কি পাহাড়ে চড়া যায়?'

সকালে তৈরি হয়ে করালে চলে গেল জেমি, দেখল ওর ঘোড়া দুটোকে তৈরি রাখা হয়েছে। রোয়ানের পিঠে চড়ল ও। ঘোড়াটার ঘন ঘন ঘাড় নাড়া আর খুনসুটি ওকে জানিয়ে দিল আগের মতোই উচ্ছল ও স্বতঃস্ফূর্ত আছে ওটা। প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নিয়ে পশ্চিমে যাত্রা করল জেমি।

দুপুর নাগাদ প্রায় দশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এল, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে বিশ্রাম নিতে থামল। আবার যাত্রা করবার সময় ঘোড়া বদল করল। সে-রাতে আরক্যান্সাস নদীর লাগোয়া এক দ্রুতে ক্যাম্প করল।

মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল জেমির। নীরব, নিস্তব্ধ রাত্রি। কোথাও কারও সাড়া নেই। কিন্তু ঘোড়া দুটো মাথা উঁচিয়ে রেখেছে, চেয়ে আছে নদীর তলার দিকে।

পায়ে বুট গলাতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগল না। চট করে গানবেল্ট কোমরে জড়িয়ে নিল জেমি, হ্যামার নামিয়ে দিল ডান হাতের কোল্টের। ছোট্ট করে জ্বালানো আগুনের কুণ্ডের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল, উপরে ছাই জমলেও ভিতরে ক্ষীণ আভা রয়ে গেছে। পুরোপুরি নিভে যায়নি। মনে মনে নিজের শাপশাপান্ত করল জেমি। রাতের পরিষ্কার আবহাওয়ায় আগুনের ক্ষীণ আভাও অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে, ধোঁয়ার গন্ধ তাড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস···শত্রুর কাছে ওর ক্যাম্পের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়।

আকাশে চাঁদ নেই, তবে দু'একটা তারা ম্লান আলো বিতরণ

করছে। আবছা অন্ধকারে দ্রুত প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিল জেমি–বেডরোল গুটিয়ে ঘোড়া দুটোকে কাছাকাছি নিয়ে এল, একটার পিঠে স্যাডল চাপাল। কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে কান খাড়া করে শব্দ শুনল।

আকাশের তারার অবস্থান আর ঔজ্জ্বল্য দেখে অনুমান করল আনুমানিক দুই ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। নদীর কিনারায় কে বা কারা অবস্থান নিয়েছে? যদি গ্লিন শেকেড হয়, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ডজ সিটির উপর চোখ রেখেছিল সে, এবং করালে ওর ঘোড়া দুটো দেখে অনুমান করে নিয়েছে আগে-পরে যখনই হোক ওগুলো নিতে আসবে জেমি।

সন্তর্পণে, যাতে সামান্য শব্দও না হয়, আগুনের কুণ্ডের উপর বালি ছড়িয়ে দিল জেমি, তারপর স্যাডলে চেপে ক্যাম্প ত্যাগ করল। নরম বালি আছে এমন জায়গা ধরে ঘোড়াকে হাঁটাল প্রথমে, প্রায় সিকি মাইল এসে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল। কিছু বালির পাহাড় রয়েছে এদিকে, ট্রেইলের বালাই নেই কোথাও।

বালিয়াড়ির সারি পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে ঘোড়া ছোটাল জেমি। সিমারনের দিকে। নরম বালিময় জমি পেয়ে টানা এগোল আধ-ঘণ্টা, জানে বালিতে যাও-বা ঘোড়ার ট্র্যাক পড়ছে প্রেয়ারির ক্ষীণ বাতাস অচিরেই তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। চট করে ওকে অনুসরণ করতে পারবে না শেকেড।

এবার নাক বরাবর পশ্চিমে ছুটল।

কিছুক্ষণ পর, ক্ষীণ এক নদী পেরিয়ে আচমকা দক্ষিণে মোড় নিল। সে-রাতে ছোট্ট এক বনভূমির কিনারে ক্যাম্প করল ও। আগুন জ্বালাল না।

পরদিন রেলরোডের কাছে পৌঁছে গেল।

এখানেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো ওর।

প্রায় বারোটা শূন্য ও বিচ্ছিন্ন বগি পড়ে আছে এক দিকে, অন্য দিকে এঞ্জিনের সঙ্গে একটা ফ্রেইট-কার জুড়ে দিতে ব্যস্ত কর্মচারীরা। বগিতে মালামাল বা পশু লোড করবার জন্যে মাদ্বির তৈরি একটা র‍্যাম্প রয়েছে।

একেবারে সঠিক সময়ে পৌঁছেছে, ট্রেনম্যানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভাবল জেমি।

'যাত্রী নেওয়া যাবে?' শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানতে চাইল ও। 'আমার ঘোড়া দুটোকে হিসাবে ধরলে যাত্রী অবশ্য তিনজন।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল লোকটা, স্মিত হাসল, আমোদ পেয়েছে জেমির কথায়। 'দুই ডলার লাগবে ভাড়া।'

'তিন ডলারই পাবে, যদি লা জুন্টার ওপাশে নামিয়ে দাও।'

ঘোড়া দুটোকে শূন্য বক্স-কারে তুলল জেমি, ট্রেনম্যান সাহায্য করেছে ওকে। এক প্রান্তের রেইলের সঙ্গে বেঁধে দিল লাগাম। বেরিয়ে এসে র‍্যাম্প ও আশপাশে পড়ে থাকা ঘোড়ার সমস্ত ছাপ মুছে দিল।

কৌতূহলী চোখে ওর কাজ দেখছিল ট্রেনম্যান। 'আইনের কাছ থেকে পালাচ্ছ নাকি?'

'পালাচ্ছি, তবে আইনের কাছ থেকে নয়।'

সবক'টা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল লোকটা। 'তা হলে ওই বুটের ছাপগুলোও মুছে ফেলো। রেলরোডের লোকজন অত উঁচু হিলের বুট পরে না।'

ইতোমধ্যে সব বগি আর কার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে উঠে পড়ল জেমি। পতাকা তুলে সঙ্কেত দিল ট্রেনম্যান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল ট্রেন। বক্স-কারের দরজা টেনে দিল জেমি, যাতে অল্প কয়েক ইঞ্চি ফাঁক থাকে। ঘোড়া দুটোর উল্টো দিকে,

অন্য এক কোণে গিয়ে শোওয়ার বন্দোবস্ত করল ও, কোট খুলে সেটাকে ভাঁজ করে বালিশ হিসাবে দিব্যি চালিয়ে নিল।

ট্র্যাকের উপর ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রেন, দুলছে, কিন্তু এগিয়ে চলেছে শ্লথ গতিতে। কখনও কখনও গতি বাড়ছে। অনির্দিষ্ট সময় পরপর হুইসেল বাজছে, যেন সর্পিল এক দৈত্য হুঙ্কার ছাড়ছে।

শুয়ে থাকলেও একেবারে অলস সময় কাটাচ্ছে না জেমি, বরং মাঝে মধ্যে দরজার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিচ্ছে।

রাত নামল একসময়। ট্রেনের গতি বেড়ে গেছে। ঠাণ্ডা টের পাচ্ছে এখন। গুটিসুটি মেরে শুলো জেমি। ঘোড়া দুটোর সঙ্গে অর্থহীন আলাপ করল কিছুক্ষণ, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরের কনকনে ঠাণ্ডায় ঘুম ভাঙল ওর। ট্রেন থেমে গেছে।

চট করে দরজার কাছে চলে এল জেমি। বাইরে বুটের খসখসে শব্দ শুনতে পেল এসময়। ট্রেনম্যান উদয় হলো দরজায়।

'কফি চলবে নাকি?' জানতে চাইল সে।

'দারুণ হয় তা হলে।'

বগি ছেড়ে নীচে নামল জেমি, তারপর ব্রেকম্যানের সঙ্গে হেঁটে ক্যাবুজের দিকে চলে এল।

'মনে পড়েছে,' বলল লোকটা। 'নেলসনের গরু যে ট্রেনে করে গেল, সেই ট্রেনে তুমিও পুবে গিয়েছিলে না? এ লাইন ধরে বহু গরু শিপমেণ্ট করে নেলসন।'

খাবার-গাড়িতে ঢুকল ওরা। সাধারণ এক বগিতে রান্না ও পরিবেশনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। লম্বা টেবিলের দু'পাশে চার সারি আসন বসানো হয়েছে খদ্দেরদের বসানোর জন্যে। এছাড়াও মহিলাদের জন্যে বসবার আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

স্টোভে প্রকাণ্ড এক পাত্রে স্টু চড়ানো হয়েছে। 'কয়েকদিন আগে মোষের একটা বাছুর শিকার করেছিলাম আমরা,' জানাল ব্রেকম্যান। 'কিছু মাংস রয়ে গিয়েছিল, ওটা দিয়ে স্টু তৈরি হচ্ছে।'

'সব্জিও দেওয়া হয়েছে বোধহয়?'

'আরে নাহ্! সব্জি পাব কোথায়? তবে সব্জি না-থাকলেও স্টু-টা খারাপ হবে না। খেয়েই দেখো! লাইনের আশপাশে অবশ্য খেত দেখতে পেলে জোগাড় করে নিই আমরা, আর ট্রেনে যদি সব্জির চালান যায়, তা হলে তো কথাই নেই। পেঁয়াজ ও রসুন সবসময়ই পাওয়া যায়।'

একটু পর ব্রেকম্যানের কথার সত্যতা জানা গেল। চমৎকার হয়েছে স্টু। কফিও বেশ কড়া ও কালো। আগুন গরম। প্রথমে এক কাপ খেলেও পরে ব্রেকম্যানের অনুরাধে আরও এক কাপ খেল জেমি।

'পিস্তলে বেশ চালু তোমার হাত,' মন্তব্য করল ব্রেকম্যান। 'যা দ্রুত গুলি করেছ!'

'উপায় ছিল না। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

'কারা ওরা?'

'আত্মীয়,' জানাল জেমি। 'তবে দূর সম্পর্কের। একটু বেশি দূরেরই বোধহয়, পিস্তলের সমাদর যেহেতু জুটছে আমার ভাগ্যে!'

'লু জুন্টার এপাশে জায়গাটা নেমে যাওয়ার জন্যে জুতসই হবে,' জানাল ব্রেকম্যান। 'লোডিং প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও একটা ঢালু র‍্যাম্প আছে। মালামাল নামানোর জন্যে এরচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা খুব কমই আছে।'

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট, তারপর ট্রেনম্যান লোকটা

ওকে জিজ্ঞেস করল: 'নেলসনকে কি অনেকদিন থেকে চেনো?'

'না। তবে গরুর ব্যবসায় পার্টনার হয়েছি আমরা। একসঙ্গে র‍্যাঞ্চিংও করব বলে ঠিক করেছি।'

'শুনেছি দুটোই খুব লাভজনক। এ ব্যাপারে প্রথম জেনেছিলাম জার্মান এক ব্যারনের কাছে, কলোরাডোয় রেসিং-এর উপযুক্ত কিছু স্টক ছিল ওর। রেলরোডের চাকুরিতে ঢুকবার আগে কয়েক মাস ওর খামারে কাজও করেছিলাম। লোকটার নাম ব্যারন ভন রিকটোফেন। শত মাইলের মধ্যে সবচেয়ে সুদৃশ্য ও শক্তিশালী ঘোড়া ছিল ওর র‍্যাঞ্চে, কিন্তু সবসময়ই সে বলত কেউ যদি টাকা বানাতে চায় তা হলে গরুর র‍্যাঞ্চ করা উচিত।'

হুইসেল বেজে উঠল। আড়মোড়া দিয়ে নড়ে উঠল ট্রেন, যাত্রা শুরু করল। শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে গন্তব্যের দিকে। ডাইনিংকারে বসে, আড্ডা দিয়ে সময়টা পার করে দিল ওরা। লা জুন্টার দেখা পেতে বেশি দেরি নেই, পাহাড়শ্রেণীর শুরুতেই নেমে যাবে জেমি, তাই ঠিক করেছে ওরা। ট্রেন থামলে ঘোড়া দুটো নিয়ে নেমে যাবে ও।

ট্রেন থামবার আগেই বক্স-কারে চলে গেল জেমি, মালপত্র গুছিয়ে রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল। ব্রেকম্যান বলেছে মিনিট দশ লাগবে আর। অন্য ঘোড়ার লাগাম হাতে তৈরি থাকল ও।

গতি কমিয়ে থেমে গেল ট্রেন, বাতাস কাঁপিয়ে হুইসেল বাজাল কয়েকবার। ব্রেকম্যান নিজে লোহার পাল্লা সরিয়ে দরজা মেলে ধরল। জেমি দেখল মাটির তৈরি প্ল্যাটফর্ম একেবারে বগির দরজা ঘেঁষে, বড়জোর ছয় ইঞ্চি ব্যবধান। লাফ দিয়ে পেরোতে পারবে ঘোড়া দুটো।

তাই করল ওরা। রোয়ান পেরোল আগে, তারপর গেল্ডিংটা।

ঘোড়া ঘুরিয়ে কয়েক হাত দূরে সরে এল জেমি, ট্রেনের দিকে ফিরল যখন, ততক্ষণে হুইসেল বাজিয়ে গড়াতে শুরু করেছে ট্রেন। জানালায় ব্রেকম্যান আর কণ্ডাক্টরকে দেখতে পেল, সহাস্যে হাত নাড়ছে দু'জন।

মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল জেমি। ট্রেন পেরিয়ে গেল ওকে, একসময় পর্বতশ্রেণীর ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোল ও। দূরে স্পেনিশ মাউন্টেনের ঝাপসা কাঠামো ছাড়িয়েও ওয়েট মাউন্টেনের সুউচ্চ উপত্যকার অবয়ব চোখে পড়ছে। সবুজ ঘাস ও ঘন বনের উপস্থিতির কারণে দূর থেকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে।

জেমির ইচ্ছে আরও পশ্চিমে চলে যাওয়ার আগে উপত্যকায় ঢুঁ মারবে, দেখবে র‍্যাঞ্চিং করবার মতো উপযুক্ত জমি পছন্দ হয় কি-না।

ও একরকম নিশ্চিত শত্রুরা এবার অনেক পিছনে পড়ে গেছে এবং ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে। এখন যদি তালাশ করে তারা, ডেনভার বা জর্জটাউনে খোঁজ করবে...কিংবা রিকো শহরে, যেখানে ক্রিস্টিনা রয়েছে।

তবে সাবধানের মার নেই, তাই পিস্তল ও রাইফেলে কার্তুজ পরখ করল জেমি, নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়া দাবড়াল স্পেনিশ মাউন্টেন বরাবর। আয়েশ করবার বা ঢিলেমি দেওয়ার উপায় নেই, চিবুকে দাগঅলা নীল চোখের সেই লোকটার কথা ভুলে যায়নি, ঠিক মনে আছে তার চাহনিও–সাপের মতো নিষ্প্রাণ ও শীতল!

আর গ্লিন শেকেড নিজেই মূর্তিমান বিভীষিকা। ঠাণ্ডা মাথার, শঠ, ধুরন্ধর, নিষ্ঠুর কিন্তু অসম্ভব বিপজ্জনক এক শত্রু; ভুল করা যার ধাতে নেই।

হয়তো বহু দূরেই আছে শত্রুরা এবং একা পথ চলছে জেমি, কিন্তু কোনরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ, তাই ঘোড়া থামিয়ে চারপাশ নিরীখ করল, সন্তুষ্ট হয়ে তবে আবার ঘোড়া ছোটাল। সবে সকাল গড়াচ্ছে, কিন্তু এরইমধ্যে রোদে পিঠ তাতাতে শুরু করেছে, দূরে তাপতরঙ্গ উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছে।

আরও একটা দীর্ঘ, তপ্ত দিন যাবে আজ।

বিশ

নিচু এক রীজের চূড়ায় উঠে এসে ঘোড়া থামাল জেমি, স্টির‍্যাপের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি চালাল। বন্ধুর ও বৈরী পাহাড়ী এলাকা যেমন হয়—ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ জমির বুকে অসংখ্য বোল্ডার, পাথর বা গ্র্যানিট পড়ে আছে, কোথাও দু'একটা স্ট্যাগহর্ন বা শোলা ক্যাকটাস, মূল গুঁড়ি থেকে বের হওয়া সব শাখা আঁকাবাঁকা হয়ে বেরিয়ে এলেও শাখার একেবারে শেষ প্রান্ত প্রতিটিই ঊর্ধ্বমুখী। অসমান শাখাগুলো দেখে মনে হবে হাতের পাঞ্জা যেন মাটিতে গেঁথে দেওয়া, আঙুলগুলো আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

দুর্গম নয় মোটেই, তবে সমতলও নয়। কোথাও কোথাও ঘাস জন্মেছে, কিন্তু বেশিরভাগ জমি ঊষর। দূরে দিগন্ত ছুঁয়েছে সুউচ্চ মেসার সারি, মেসার অবয়বে গাঢ় ছোপগুলো নির্ঘাত জুনিপারের গুচ্ছ, তবে এতদূর থেকে স্পষ্ট ঠাহর করবার উপায়

নেই। অভিজ্ঞ মানুষ এ থেকে ঠিকই জুনিপারের অস্তিত্ব বুঝে নেয়।

ঢাল ধরে নেমে গেল জেমি। সামনে একের পর এক ড্র শুরু হয়েছে। কোনটাই খুব নিচু নয়। দুই ড্রর মাঝখানের নিচু যোজক ধরে এগিয়ে গেল, শেষে ড্র ধরে এগোতে শুরু করল। কোথাও কাউকে চোখে পড়েনি, কিন্তু তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ও, মন খুঁতখুঁত করছে···কেউ বোধহয় নজর রাখছে!

আবারও নরম বালি ভরা এক ড্রতে নেমে পড়ল জেমি, শেষে বন্ধুর প্রান্তরে উঠে এল। রোয়ানকে দুলকি চালে ছোটাল কিছুক্ষণ, তারপর গতি কমিয়ে ফেলল। সামনে রিমরক এলাকা, নিচু পাহাড় আর টিলায় ভরা। অসংখ্য নানা আকৃতি ও আকারের পাথর পড়ে আছে, কোন কোনটার উচ্চতা ছয়-সাত ফুট; আর পাহাড়গুলো পঞ্চাশ ফুটের বেশি নয়। ফাঁকা জায়গা শোলা ক্যাকটাস ও জুনিপার ঝোপে ভরা। পশ্চিমে কিছুদূর গেলেই পার্গাটিয়ের নদী পড়বে।

ট্রেইল ধরে আরেক মেসায় উঠে এল একটু পর। তীব্র রোদে পুড়ে যাচ্ছে সব, পাথরে ঠিকরে যাচ্ছে রোদ। কপাল থেকে নেমে আসা ঘাম চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, হ্যাটের সুয়েট-ব্যাণ্ড ঘামের নিম্নমুখী প্রবাহ আটকাতে পারছে না। হ্যাট সরিয়ে আঙুল চালিয়ে মাথার চুল বিন্যস্ত করল জেমি, কপাল থেকে ঘাম মুছল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর তীক্ষ্ণ নজর চালাল। কেউ নেই···এমনকী একটা অ্যান্টিলোপও চোখে পড়ছে না। দূরে তাপতরঙ্গ নাচছে ক্রমাগত।

ঘামে ভেজা দুই হাত উরুর উপর প্যান্টে মুছল জেমি। এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি ট্রেইলে, যা আছে তা বুনো প্রাণীর।

ছোট্ট একটা ওঅটরহোল দেখে থামল ও, ঘোড়া দুটোকে পানি খাওয়াল। মিনিট কয়েক বিশ্রাম দিল ঘোড়াকে, তারপর প্রায় হাঁটিয়ে এগোল। নিচু এক ড্র ধরে হালকা চালে ছোটাল কিছুক্ষণ, এরপর জুনিপার ঝোপে ঘেরা আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোল। ধীরে ধীরে ঢালু জমির শুরু হয়েছে, ক্রমে উচ্চতা বেড়ে একসময় উঁচু ক্যাপ-রকে উঠে এল।

চারপাশ নিরীখ করল আবার।

দক্ষিণ-পশ্চিমে, বহু দূরে ধুলোর ছোট্ট একটা দলা চোখে পড়ল, দেখে মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে। দূরত্বের কারণে খুবই ছোট আর অস্পষ্ট দেখাচ্ছে বটে, তবে এ ধরনের উড়ন্ত ধুলো এই প্রথম দেখছে না জেমি, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে অনুমানে ভুল হয়নি ওর।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে আগে বাড়াল জেমি, তাড়া বোধ করছে না। কিছুক্ষণ পর নিচু এক পাহাড়কে পাশ কাটাতে এর লাগোয়া বহুল ব্যবহৃত জীর্ণ ট্রেইল দেখতে পেল আচমকা, ট্রেইলের ধারে পাথুরে একটা করাল এবং দালান রয়েছে। দালানের মাথার উপর, চিমনি দিয়ে সরু ধোঁয়ার রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে।

পাঁচ-ছয়টা জুনিপারের এক গুচ্ছের আড়ালে ঘোড়া থামাল ও, স্যাডল ছেড়ে দ্রুত রাইফেল তুলে নিল, তারপর এগিয়ে গেল। বেশ কয়েকটা ঘোড়া রয়েছে করালে। চারটা ঘোড়া হার্নেসে জুড়ে রাখা।

স্টেজ স্টেশন!

জুনিপারের ছায়ায় অপেক্ষায় থাকল জেমি, দূরাগত ঘড়ঘড় শব্দ শুনে আর ধুলোর চলমান ছোট্ট পাহাড় দেখে বুঝল স্টেজ আসছে। মিনিট খানেক পরই ওর সামনে দিয়ে চলে গেল লক্কড়ঝক্কড় মার্কা স্টেজ। ধুলো উড়িয়ে স্টেশনের আঙিনায়

থামল। হাত-পায়ের খিল ছাড়াতে নেমে এল যাত্রীরা, আশপাশে তাকাল কৌতূহলী দৃষ্টিতে। বিরান প্রান্তরের মাঝে প্রায় নিঃসঙ্গ একটা স্টেশন, দৃষ্টিনন্দন কোন কাঠামো বা সৌন্দর্যও নেই।

যাত্রীদের খুঁটিয়ে দেখল জেমি, পরিচিত মনে হচ্ছে না কাউকে। স্টেশনের হিচিং রেইলে বাঁধা দুটো ঘোড়া মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ওর। দু'জন রাইডার ভিতরে আছে, এখন পর্যন্ত একবারের জন্যেও পোর্চে বেরিয়ে আসেনি।

এদিকে স্টেজের ঘোড়া বদল করা হয়েছে, অপেক্ষমাণ চারটা ঘোড়াকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হার্নেসের সঙ্গে।

মিনিট দশ পর আবার যাত্রা করল স্টেজ, একসময় দিগন্তের ওপাশে হারিয়ে গেল। রেইলে বাঁধা দুই ঘোড়া আগের মতোই আছে, কেউ ওগুলোর কাছে যায়নি। এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে জেমি, পেটে ছুঁচোর কেত্তন চলছে। সদ্য রান্না করা খাবার আর তাজা কফি মিলবে, জানে বলেই যেন খিদেটা আরও চাগিয়ে উঠছে।

পিছিয়ে এসে স্যাডলে চাপল ও, তারপর করালের লাগোয়া রাস্তা ধরে স্টেশনে পৌঁছল। তবে ইচ্ছে করে সামনে উপস্থিত হয়নি, বরং পিছন দিকে এসেছে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল হাতে, স্যাডল ছেড়ে ঘোড়া দুটোকে ছোট্ট এক শেডে রেখে দিল। এবার বাড়ির কোণ ঘুরে সামনের দিকে এগোল।

নিচু ছাদের বাড়ি। দুটো জানালা আর একটা দরজা। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে পা রাখল জেমি।

লম্বা বারের পিছনে মাথায় হ্যাট ছাড়া এক লোক দাঁড়িয়ে, আর বারের এপাশে টুলে বসে আছে দু'জন খদ্দের। মাথায় হ্যাট রয়েছে তাদের। হুইস্কি গিলছে দু'জনেই। একজন গাট্টাগোট্টা, পিপের মতো চওড়া বুকের ছাতি, থামের মতো প্রশস্ত উরু।

পায়ে গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ বুট। অন্যজন ছিপছিপে, দীর্ঘদেহী, সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে সরু চোখে জেমির দিকে তাকাল দ্বিতীয় লোকটা।

এক টেবিলের কাছে চলে গেল জেমি, বেঞ্চ টেনে নিয়ে বসল। উইনচেস্টারটা বেঞ্চিতে পাশে রাখল।

হ্যাটহীন লোকটা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী দেব তোমাকে?'

'কফি আর যা যা রান্না করেছ।'

'এক খণ্ড পট রোস্ট দিচ্ছি,' জানাল সে। 'যদি মোষের মাংস খেতে আপত্তি না-থাকে।'

'নিয়ে এসো! যা খিদে পেয়েছে, নেকড়ের মাংস দিলেও খেয়ে ফেলব।'

দীর্ঘদেহী লোকটা ফিরল জেমির দিকে। ঝামেলার গন্ধ পেল ও, তাই অগ্রাহ্য করল লম্বুকে।

'আমি একটা নেকড়ে,' উস্কানির সুরে বলল লোকটা। 'দেখি তো, আমার মাংস খেতে পারো কি-না।'

মনে মনে খিস্তি করল জেমি। আর যাই হোক, এখন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চায় না, বিশেষ করে অর্ধ-মাতাল কারও সঙ্গে। শরীরে ক্লান্তি আর পেটে রাজ্যের খিদে; স্বভাবতই অধৈর্য বোধ করছে, এ সময় কোন ঝামেলাবাজের সঙ্গে বাতচিৎ করবার আগ্রহ নেই। গাট্টাগোট্টা লোকটা এ পর্যন্ত ফিরেও তাকায়নি ওর দিকে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল জেমি, এ মুহূর্তে গ্লাসে নতুন করে হুইস্কি ঢালছে।

'আমি একটা নেকড়ে,' আবারও উস্কানির সুরে বলল লম্বু। 'গায়ে-গতরে মাংসও আছে বেশ।'

পাত্তা দিল না জেমি, বরং বারকীপকে রান্নাঘর থেকে ট্রেতে

খাবার নিয়ে আসতে দেখল। সামনে এসে ট্রে-টা নামিয়ে রাখল সে, বিড়বিড় করে বলল: 'সাবধান!'

ঘুরে বসেছে গাট্টাগোট্টার সঙ্গী, বারের দিকে পিঠ, এদিকে সমস্ত মনোযোগ দিয়েছে। কঠিন, কুৎসিত চাহনি চোখে।

এ ধরনের লোক সম্পর্কে জানে জেমি, ধাতটা চিনে নিয়েছে। পেটে খানিকটা পাগলা পানি পড়লেই মাথা খারাপ হয়ে যায় এদের, ভিতরে যত শয়তানি আছে সব বেরিয়ে পড়ে। বেহুঁশ হয়ে যায় একেবারে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আগ বাড়িয়ে তখন ঝামেলা পাকায় যে-কারও সঙ্গে···ইণ্ডিয়ান বা মেক্সিকান হলেও নিরস্ত হয় না।

'কী বলেছি, কানে যায়নি? আমি একটা নেকড়ে!' তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠ লোকটার। 'দেখি তো, আমাকে খেতে পারো কি-না।'

মাংস রান্না বোধহয় চমৎকার হয়েছে, ঘ্রাণ লাগছে নাকে। কে যেন বলেছিল, ক্ষুধার্ত অবস্থায় সুস্বাদু খাবার সামনে রেখে খোশগল্প করবার মতো বোকামি হয় না। খেতে শুরু করল জেমি, অগ্রাহ্য করল লোকটাকে। মাংসে মাত্র দুটো কামড় বসিয়েছে, তখনই লোকটাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখতে পেল।

'আমি যখন কথা বলি, ব্যাটা নচ্ছার, মনোযোগ দিয়ে শুনবি তুই!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

জেমিকে ধরতে হাত বাড়াল সে, কিন্তু কনুই চালিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল ও, তারপর আস্ত টেবিলটা ধাক্কা দিল গায়ের জোরে। ভারী টেবিল গিয়ে ধাক্কা দিল তার উরুতে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা। নিচু স্বরে বাপ-মা তুলে গাল বকল সে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল যখন, ততক্ষণে টেবিলের কিনারা ঘুরে সামনে চলে গেছে জেমি, বিরাশি শিক্কার ঘুসি

হাঁকাল শখের বুলিবয়ের মুখে।

ঘুসিটা দিয়েই সরে গেল ও, বারে বসে থাকা গাট্টাগোট্টা আর নিজের মাঝে ফেলে দিল লম্বুকে। লম্বুর সঙ্গী অবশ্য আগের মতোই এদিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে।

একই অবস্থান থেকে দু'জনের উপরই দৃষ্টি রাখতে পারছে জেমি।

লম্বু ওর চেয়ে চার ইঞ্চি লম্বা, হাতের দৈর্ঘ্যও বেশি। কিন্তু মুখ চালাতে যত ওস্তাদই হোক, মারপিটে একেবারে কাঁচা। গায়ের জোরে ঘুসি মারতে চাইল জেমিকে, কিন্তু চট করে তার আস্তিন খামচে ধরে ঝটিকা টান দিল ও। অঁক করে গুঙিয়ে উঠল লোকটা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে টানের চোটে। এই সুযোগে লাথি হাঁকিয়ে আছাড় খাওয়াল তাকে। দড়াম করে শক্ত মেঝের উপর আছড়ে পড়ল সে। সেকেণ্ড কয়েক ঠায় পড়ে থাকল, বিস্ময়ে একেবারে বেকুব বনে গেছে···নেশার ঘোরও অনেকটাই কেটে গেছে।

'আমি তোমাকে খুন করব,' নিস্পৃহ কণ্ঠে ঘোষণা করল লম্বু।

'তোমার কোন কথায়ই বোধহয় গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হবে না,' স্মিত হেসে বলল জেমি। 'সবই বাগাড়ম্বর। কাউকে খুন করবার মতো হিম্মত তো এ পর্যন্ত দেখলাম না! পনেরো বছর বয়সী ছেলেরাও তোমার চেয়ে ঢের ভাল লড়তে পারে।'

লোকটার উপর থেকে দৃষ্টি না-সরিয়েই স্টেশন এজেন্টকে জেমি জিজ্ঞেস করল: 'এখানে কবরস্থান আছে না?'

'আছে। তবে এ পর্যন্ত ইনজুন ছাড়া কাউকে কবর দেওয়া হয়নি।'

লম্বু তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। নেশার ঘোর নেই এখন, মার

খেয়ে হুইস্কির প্রভাব চলে গেছে, তবে নাস্তানাবুদ হওয়ার অপমান গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার। অপেক্ষাকৃত দশাসই দেহ নিয়েও সুবিধা করতে পারেনি, বন্ধুর সামনে বেইজ্জত হয়ে গেছে। বুঝে গেছে হাতাহাতিতে পারবে না, সেক্ষেত্রে উপায় এখন একটাই: অস্ত্র।

'যদি মনে করো স্মরণীয় হয়ে থাকবে,' লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল জেমি। 'তা হলে পিস্তলে হাত দেওয়ার আগেই তোমার বন্ধু বা বারকীপকে নামটা জানিয়ে রাখো, নইলে কিন্তু ফলকহীন কবরেই চিরনিদ্রা নেবে।'

'মনে করেছ ভয় পেয়েছি?' তপ্ত স্বরে জানতে চাইল লোকটা। তবে জেমি জানে নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা না-থাকলে লড়বে না এ লোক।

'না, ভয় পাওনি,' বলল জেমি। 'তবে আশায় আছি শুভবুদ্ধির উদয় হবে তোমার মাথায়।'

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে।

পিছিয়ে টেবিলের এপাশে চলে এল জেমি, ছেড়ে যাওয়া আসনে বসল। কাঁটাচামচ তুলে নিল বাম হাতে, ডান হাত মুক্ত রেখেছে। চরম অসন্তোষ আর আক্রোশ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে, খুন করে ফেলতে চায় কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না।

'গোল্লায় যাও তুমি!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লোকটা।

পিস্তলের বাঁট থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, উরুর উপর পড়ে আছে জেমির ডান হাত, চাইলে সেকেণ্ডের মধ্যে ড্র করতে পারে। বেঞ্চিতে রাখা রাইফেলটা লোকটার দিকে তাক করা, ওর হাত থেকে মাত্র দুই ইঞ্চি দূরে, আর ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখা কোল্টের দূরত্ব তিন ইঞ্চি হবে। যদিও জেমির ধারণা কোমরের কোল্টটা দেখতেই পায়নি লম্বু।

'গোল্লায় যাও তুমি!' আবার গাল বকল সে। তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বারের দিকে। 'চলো, শর্টি। আমি চলে যাচ্ছি।'

বারে বসা লোকটা ফিরেও তাকাল না। 'তোমার ইচ্ছে হলে চলে যাও, স্লিম, আমি আরও কিছুক্ষণ থাকব এখানে।'

'তুমি কী করবে?'

এবার ধীরে ধীরে ঘুরে বসল শর্টি। 'এখনও আমরা একে অন্যকে ভাল করে চিনি না, স্লিম, কিন্তু আমার মনে হয় ইতোমধ্যে যথেষ্ট হয়েছে। এখন যার যার পথে চলে যাওয়াই মঙ্গল।'

নিষ্পলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্লিম, বিশ্বাস করতে পারছে না সঙ্গীর কথা। শেষে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। সেকেণ্ড খানেক পিছন থেকে তাকে দেখল শর্টি, তারপর ঘুরে বসে বারের মুখোমুখি হলো।

'শর্টি?' মিনিট খানেক পর ডাকল জেমি।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সে। 'তোমার খাওয়া কি শেষ হয়েছে? এই পট রোস্ট জিনিসটা কিন্তু খেতে দারুণ, যদিও এখানকারটা খাইনি, তবে এর আগে দু'একবার চেখে দেখেছি।'

'তা হলে বসে পড়ো,' আহ্বান জানাল জেমি। 'বিল আমার।'

ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে এগিয়ে এল শর্টি, উল্টো দিকে বসল। বড়সড় মুখ তার, চওড়া গর্দান। চোখজোড়া অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট, সেখানে পরিষ্কার চাহনি। মানুষটার ধাত অনুমান করা কঠিন হলো না–লড়াকু, মারপিটে দক্ষ এবং মোটেই স্লিমের মতো উড়নচণ্ডী বা হুজুগে নয়।

'স্লিমের সঙ্গে একই আউটফিটে কাজ করেছি,' জানাল শর্টি। 'মজার ব্যাপার হচ্ছে, একইসঙ্গে কাজ ছেড়ে দিয়েছি আমরা এবং সেই থেকে একসঙ্গে চলছিলাম। আজ এখানে তো কাল ওখানে। পেটে খানিকটা হুইস্কি পড়লে যে ওর মাথা বিগড়ে যায়, আজকের আগে এটা জানতামই না।'

'সময়মতো সাবধান না-হলে বা স্বভাব না-বদলালে শিগ্‌গিরই কোন একদিন খুন হয়ে যাবে ও,' মন্তব্য করল জেমি।

'আর পার্টনার হিসাবে ওর পাশে দাঁড়াতাম আমি, এবং খুনও হয়ে যেতাম! কিন্তু মরতেই যদি হয়, এত তুচ্ছ কারণে কেন মরব, বিশেষ করে দু'পয়সার দাম নেই আর অযথা ঝামেলা খুঁজে বেড়ায় এমন একজনের জন্যে?'

প্রায় নীরবে খাওয়া সেরে নিল ওরা। মাঝে মধ্যে এটা-সেটা বলছে শর্টি। পরপর তিন কাপ কফি পেটে চালান করে দিল জেমি।

'দূরে কোথাও যাচ্ছ?' জানতে চাইল শর্টি।

'র‍্যাঞ্চ করা যাবে এমন জায়গা খুঁজব রকি মাউন্টেনের পশ্চিম ঢালে। তবে আগে ওয়েট মাউন্টেন এলাকায় তালাশ করব।'

'আমি সঙ্গে গেলে কিছু মনে করবে?'

'মনে করব না, শর্টি, তবে তোমার না-আসাই ভাল হবে,' বলল জেমি। 'একটা ঝামেলার মধ্যে আছি, কিছু লোক আমার পিছু নিয়েছে। এটা আমার ঝামেলা, তাই আমিই সামাল দেব। একা। চাই না আমার সঙ্গে থেকে উটকো বিপদে পড়ে যাও তুমি।'

'যাহ্, মনটাই খারাপ হয়ে গেল!' আন্তরিক হতাশা প্রকাশ পেল শর্টির কণ্ঠে। 'তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল সাচ্চা লোক,

এর সঙ্গে চললেই মঙ্গল হবে।'

'শর্টি, আমার নাম জেমি ট্রেভালিয়ন। পশ্চিম ঢালে কলোরাডো নদী এলাকার দিকে যাচ্ছি, র‍্যাঞ্চ করবার মতো জমির খোঁজ করব। দুই পার্টনার আছে আমার। একজন হচ্ছে স্কট নেলসন, অন্যজন ক্যান্সাসের আইনজ্ঞ মার্ক হাউয়ি। র‍্যাঞ্চে তো লোক লাগবেই, ভাল কাউকে পেলে ছাড়তে চাই না।'

'স্কট নেলসনের কথা শুনেছি,' বলল শর্টি। 'আচ্ছা, স্কট কি ট্রেইল ড্রাইভার এব নেলসনের আত্মীয়?'

'সঠিক জানি না। তবে দু'জন বোধহয় একই ধাঁচের লোক।'

'যে লোকগুলোর সঙ্গে তোমার ঝামেলা হচ্ছে, ওরা ধারে-কাছে আছে?'

'অনুমান করছি কাছেই আছে ওরা, যদিও নিশ্চিত জানি না। জঘন্য একটা ব্যাপার, শর্টি, কিন্তু এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত লড়াই। একা আমাকেই এর সমাধা করতে হবে। চাই না আমার কারণে ভাল একজন লোক মারা পড়ুক। কখনও যদি একসঙ্গে দুই বা তিনজন কালো পোশাক পরা দীর্ঘ ও সুঠামদেহী লোক চোখে পড়ে, ভুলেও ওদের কাছে ভিড়তে যেয়ো না। এরা আদপে খুব বিপজ্জনক, নীচ এবং বেপরোয়া। দুঃসাহসীও বটে। দুনিয়ার যে-কোন লোকের মুখোমুখি দাঁড়াবে পিস্তল হাতে, কিন্তু মওকা পেলে পিঠে গুলি বা অ্যাম্বুশ করতেও দ্বিধা করবে না। এরা এতই বেপরোয়া যে তোমার সুপের মধ্যেও বিষ মিশিয়ে দেবে। সুতরাং ওদের ধারে-কাছে না-যাওয়াই যে-কারও জন্যে স্বাস্থ্যকর। তবে তুমি যেহেতু কাজের লোক, র‍্যাঞ্চে তোমাকে চাই আমি।'

'অস্ত্র চালাতে জানি আমি, জেমি।'

'বেশ, প্রয়োজন হলে লড়বে, কিন্তু এ ব্যাপারে নয়। পশ্চিমে

চলে এসো তুমি, পার্টনার পেয়ে যাবে একজন, কিন্তু এটা সম্পূর্ণই আমার একার লড়াই। তা ছাড়া, লড়াইটা শেষ করতে মুখিয়ে আছি আমি। অনেকদিন ধরে ওরা পিছু ধাওয়া করছে, খুন কররার চেষ্টা চালিয়েছে কয়েক দফা। এসব আর ভাল লাগছে না, এবার একটা এসপার-ওসপার করে নেব! সবকিছু মিটে গেলে নিশ্চিন্তে র‍্যাঞ্চের কাজ ধরব।

'একা ওদের সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি। সাহায্য করবার মতো কেউ যদি থাকে, আমি তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ব এবং আমার সতর্কতায় ঢিল পড়বে। কখনও কখনও অন্যের উপর নির্ভর না-করে বরং একা কাজ করাই বেশি কার্যকরী হয়।'

'ফিউনারেল তোমার হবে, আমার নয়,' অনিচ্ছুক স্বরে বলল শর্টি, হাল ছেড়ে দিয়েছে।

'আপাতত বিদায় তা হলে,' শর্টির সঙ্গে হাত মেলাল জেমি, তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল। চারপাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে নিল, আশপাশে কেউ নেই, অন্তত ওর চোখে ধরা পড়েনি কারও উপস্থিতি। রোয়ানের পিঠ থেকে স্যাডল অন্য ঘোড়ার পিঠে স্থানান্তর করল ও, তারপর স্টেশন ছেড়ে ট্রেইলে যাত্রা করল। প্রায় একশো গজ দূরে নিচু টিলার উপর উঠে পিছন ফিরে তাকাল, দেখল স্টেশন-হাউসের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে শর্টি, ওকেই দেখছে।

পশ্চিমে নানা র‍্যাঞ্চে জোড়ায় জোড়ায় রাইড করে বেশিরভাগ পাঞ্চার। বন্ধুই বলা চলে তাদের। একসঙ্গে কাজ করে, খায় বা ঘুমায়। দিনের বেশিরভাগ সময় একইসঙ্গে কাটে তাদের। বছরের পর বছর এভাবে চলে যায় কারও কারও, বন্ধুত্ব বা অংশীদারিত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। তারপর কোন একদিন হয়তো

যে যার পথে, নতুন কোথাও চলে যায়।

পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ঢুঁ মেরেছে জেমি, বাবাই ছিল ওর একমাত্র পার্টনার। আর কৈশোরে ছিল বোল্ট।

স্টেশন ত্যাগ করবার সময় দূরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না জেমির, কিন্তু একটু এগিয়ে মসৃণ ও সহজ ট্রেইল পেয়ে এগোতে থাকল। দক্ষিণে চলে গেছে। এলাকাটা একেবারে নতুন নয় ওর কাছে, আগেও দু'একবার এসেছিল। দুলকি চালে ছুটছে ওর ঘোড়া। কোথায় যাচ্ছে জানে, যেহেতু বহুদিন আগে বাবার সঙ্গে একবার লুকিয়ে ছিল প্রায় সপ্তাহ দুয়েক এবং সবকিছু প্রায় স্পষ্ট মনে আছে।

গোধূলি ঘনিয়ে গেছে, সন্ধ্যার আঁধার নামবে একটু পর। থেমে যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল নামাল জেমি, ততক্ষণে দু'একটা তারা আকাশে চেহারা দেখিয়ে ফেলেছে। ঘোড়া দুটোকে পিকেট করল কাছাকাছি ঘাস আছে এমন এক জায়গায়। পানিও আছে এখানে।

প্রশস্ত মেসার ন্যায় জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা ঘন জুনিপার ঝোপ। যথেষ্ট আড়াল আছে বলে আগুন জ্বালানো যাবে, দূর থেকে রাতেও কারও চোখে পড়বে না। তা ছাড়া, দিনের আলোয় কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত পরিষ্কার চোখে পড়বে, যেহেতু জায়গাটা আশপাশের এলাকা বা প্রেয়ারি থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচু; বিশেষ করে উত্তর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়বে।

শুকনো জুনিপারের ডাল সংগ্রহ করল জেমি। নিশ্চিন্ত হলো, আগুনের ধোঁয়া তেমন তৈরি হবে না। রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। গরম খাবার খেল, কফি গিলল। ঘোড়া দুটোকে ঝর্নার কাছে নিয়ে গেল। প্রথমবার ইচ্ছেমতো খেতে দেয়নি, যেহেতু দীর্ঘ

সময়ের পানিশূন্যতা চট করে পূরণ করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। এবার সময় নিয়ে খেতে দিল, তারপর প্রাণী দুটোর তেষ্টা মিটতে আবার ঘাসে পিকেট করল।

কফির পাত্র জ্বলন্ত কয়লার উপর রেখে রাইফেল হাতে মেসার কিনারায় চলে এল জেমি, জুনিপার ও পাথরের ফাঁকফোকরে সরু পথ রয়েছে। যতটা সম্ভব কিনারায় যাওয়া দরকার…

মাথার উপর, অন্ধকার আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে। আর নীচে বিস্তীর্ণ অন্ধকার প্রেয়ারি…মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধুই অন্ধকার…

উঁহুঁ, এক জায়গায় আলো দেখতে পাচ্ছে। আগুন জ্বালিয়েছে কেউ। বহুদূরে বলে একেবারে বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু জেমি যে ঠিক দেখেছে তাতে কোন ভুল নেই। বাতাসের দাপটে কখনও কখনও হয়তো উধাও হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাতাস থেমে গেলে ঠিকই চোখে পড়ছে।

কত মানুষই হতে পারে, শেকেড বা সেরেসিন ছাড়াও লোক আছে এখানে, নিজের ধান্ধায় চলমান কোন রাইডার হয়তো রাত কাটাতে থেমেছে, কিন্তু অন্তর থেকে জেমি আঁচ করতে পারছে তা আসলে নয়, বরং শত্রুদের কেউ হবে। অবচেতন মনের ডাক। শুধু তাই নয়, জেমি এও টের পাচ্ছে যে চূড়ান্ত শোডাউন হতে বেশি দেরি নেই আর ।

শিগ্‌গিরই ঘটবে…

দু'একদিন পর নয়, বরং এখনই…খুব শীঘ্রি…কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

আগুনের কাছে ফিরে এল ও। সব অস্ত্র বের করে পরিষ্কার করল একে একে, মেকানিজম পরখ করে রিলোড করল।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে ওর, বীতশ্রদ্ধ মনে জেদ চেপেছে···বেশ, আসুক ওরা, একটা হিল্লে হয়ে যাক! এই ছোটাছুটি আর লুকোচুরি ভাল লাগছে না। অধৈর্য ও অধীর বোধ করছে জেমি–দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে সেরেসিনদের!

বেডরোল বিছিয়ে বিছানা তৈরি করল ও। আগুন নিস্প্রভ হয়ে এসেছে, তবে নিভে যাবে না শিগ্‌গিরই, নীচে যথেষ্ট জ্বলন্ত কয়লা রয়েছে। হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে কয়েকটা শুষ্ক ডাল এনে রাখল জেমি। দিনের বেলায় যাই থাকুক, রাত হলে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা বাড়তে থাকে। কম্বল ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া, প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চতায় আছে ও, এমন উচ্চতায় রাতে ঠাণ্ডা বেশি পড়ে।

ঘুম ভাঙলে, শুয়ে থেকেও আগুনে কাঠ যোগ করতে পারবে। অন্য রাতের মতো আজ আর ঠাণ্ডা নিয়ে ভাবতে হবে না বলে স্বস্তি বোধ করছে, আগুনের কুণ্ডের নৈকট্য যথেষ্ট তাপ জোগাবে সারারাত।

রাতে দু'বার ঘুম ভেঙে গেল ওর। শুয়ে থেকে কান পাতল, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পেল না। ঘোড়া দুটো দেখল, ঘাস টানায় ব্যস্ত ওরা। একেবারে নিশ্চিন্ত মনে পেট ভরে চলেছে।

শেষবার যখন জেগেছে, নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবল জেমি। একটা পরিকল্পনা দাঁড় করানোর প্রয়াস পেল, যাতে শত্রুদের মোকাবিলা করতে গেলে কিছু সুবিধা পায়; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেরেসিনদের পিছু লাগবে না ও, কিংবা তাদের খুঁজতেও যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, সময় ও স্থান বাছাই করবে শত্রুরা–মোক্ষম সুবিধা পেয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কিছু কি করবার আছে ওর? অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারল না, কার্যকরী বা ফলপ্রসূ

কোন ধারণা এল না মাথায়।

অন্তত তিন-চারজন বেপরোয়া, নিষ্ঠুর ও বিপজ্জনক লোকের মুখোমুখি হতে হবে ওকে। একা।

কাজটা সহজ হবে না।

যেখানে এখন আছে ও, জায়গাটার নাম মেসা ডি মায়ো; লুকআউট পয়েন্ট হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা ব্যবহার করত। মেসার চূড়া থেকে চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল জেমি, সামান্য কফি গিলে মালপত্র গুছিয়ে নিল। নতুন করে কফি তৈরির ঝামেলায় যায়নি। গতরাতে পান করবার পর পাত্রে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, গরম করে পেটে চালান করে দিয়েছে।

বারবার ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেললেও, যেভাবে হোক ঠিক ওর পিছু লেগে আছে সেরেসিনরা; জেমির গন্তব্য সম্পর্কে মোটামুটি আঁচ করতে পেরেছে সবসময়। বাজি রেখে বলা যায় সিলভারটন আর রিকোয় লোক রেখেছে ওরা। রেলরোড তো বটেই, পশ্চিমে আসা সব প্রধান রুটেও নজর রাখছে নিশ্চয়ই।

মেসা ডি মায়োর পুব প্রান্ত ধরে নেমে এল জেমি, সিমারন নদী পেরোল। নদী পেরোনোর সময় ঘোড়া দুটোকে পর্যাপ্ত পানি পান করতে দিল। তারপর আচমকা উল্টো ঘুরে দ্বিগুণ বেগে ছুটল পশ্চিমে, হাতের ডানে রেখেছে মেসাকে।

দুপুর হওয়ার আগেই সকালের ঠাণ্ডা ভাব হারিয়ে গেল, ফের খরতাপ ঢালতে লাগল সূর্য। চারপাশে তাপতরঙ্গের উদ্বাহু নৃত্য চলছে, দিগন্ত আর বন্ধুর প্রান্তরকে ওর চোখে করে তুলেছে সদা কম্পমান। যেন প্রকৃতির সবকিছু আর বাতাস পানির তৈরি এবং

প্রকাণ্ড এক পাত্রে ধারণ করা হয়েছে, এবং সেই পাত্র অহরহ দুলে চলেছে!

জেমি জানত স্পেনিশ পীক্‌স এখনও বেশ দূরে রয়েছে, কিন্তু আচমকাই সামনে এর দিগন্তজোড়া, জমকাল কাঠামো দেখতে পেল।

চৌহদ্দিতে পানির কোন উৎস নেই, যদ্দূর জানে ও, যদিও উত্তর ক্যানাডিয়ান নদীতে এসে পড়েছে বেশ কয়েকটা ক্রীক। কিন্তু উদ্দিষ্ট ট্রেইল ছেড়ে কোন দিকে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা বা ইচ্ছে নেই ওর, তাই একই পথে এগিয়ে চলল। হুট করে কোথাও গেলে হয়তো পরিণামে চরম মাশুল গুনতে হবে।

সামনে সিয়েরা গ্র্যাণ্ড ও ক্যাপুলিন মাউন্টেন। ক্যাপুলিনের আকৃতি যেন ঠিক একটা টাওয়ার। আর সিয়েরা গ্র্যাণ্ড তার নামের মতোই উঁচু এক পর্বতশৃঙ্গ, হাজার ফুট উঁচু শৈলশিরা দূর-দূরান্তের যাত্রীদের জন্যে দিক নির্দেশক। সিয়েরা আর ক্যাপুলিনের মাঝে চলে গেছে ক্ষীণ একটা ট্রেইল। এক পাল অ্যান্টিলোপকে চমকে দিল জেমি, কে কোন্ দিকে পালাবে তাই নিয়ে হুটোপুটি পড়ে গেছে ওদের মধ্যে। স্বভাবতই, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাণীগুলোর দিকে চলে গেল মনোযোগ। ফের যখন ট্রেইলে মনোযোগ দিল, আচমকা রাশ টেনে ধরল।

তাপতরঙ্গের মাঝে তিনটা অস্বাভাবিক কালো কাঠামো চোখে পড়েছে! আবহাওয়ার সঙ্গে তাপশক্তির এ বৈচিত্র্যের বদৌলতে তিন রাইডারকে দেখাচ্ছে দৈত্যের মতো, অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ যেন! পরস্পরের কাছ থেকে সামান্য ছড়িয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘোড়াগুলো হাঁটছে।

পালানোর পথ নেই। সম্ভব নয়। এখন একটাই উপায়: লড়াই করতে হবে। তবে তারপরও একটা সম্ভাবনা আছে···খুবই

ক্ষীণ সম্ভাবনা…

এ মুহূর্তে উইনচেস্টারের দিকে হাত বাড়ালে গুলি খেতে হবে। জেমি যেহেতু তাদের অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, নিশ্চয়ই ওকেও একইরকম দেখতে পাচ্ছে শত্রুরা, সেক্ষেত্রে উইনচেস্টার তুলে নেওয়ার চেয়ে বরং পিস্তল বের করা কম বিপজ্জনক হবে।

তাই করল ও। আলগোছে, কিন্তু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে একটা কোল্ট তুলে নিল হাতে, স্যাডলের পমেলের পাশাপাশি ধরে রাখল আলতোভাবে; ঘোড়ার গতি কমায়নি, যেমন চলছিল একই গতিতে এগিয়ে চলল শত্রুদের দিকে।

অন্য কেউ হওয়ার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল, তাও একটু পর দূর হয়ে গেল। ঠিকই অনুমান করেছে। কালো ফ্রককোট পরা দীর্ঘদেহী মানুষগুলো ওর জাতশত্রু। অবচেতন মন থেকে টের পেয়েছিল এবং বাস্তবে তাই ঘটল এখন। আর ছোটাছুটি করতে হবে না, লুকোচুরি খেলার দিনও ফুরিয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে গেছে জেমির, কিন্তু শরীর টানটান, স্নায়ু ইস্পাতদৃঢ়; এখন যে-কোন অ্যাকশনের জন্যে তৈরি। এমনকী রোয়ানটাও ওর উদ্বেগ টের পেয়ে গেছে, খাটো ও দ্রুত পা ফেলছে, যে-কোন জরুরি মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত।

আরও কাছে চলে এসেছে শত্রুরা। দূরত্ব আরও কমছে। সরে পড়বার বা পালানোর কোন চেষ্টাই করল না জেমি, বরং একই গতিতে এগিয়ে চলল। নিচু স্বরে একজন অন্যদের কী বলল যেন, ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝল জেমি, রাশ টানল সবাই।

ঠিক এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। প্রতিপক্ষ থামতে চাইছে, সামান্য হলেও ভড়কে গেছে আচমকা ওকে সামনে উপস্থিত হতে দেখে।

শত্রুরা যখন ঘোড়া থামাতে তৎপর হয়েছে, তখনই রোয়ানের স্পার দাবাল ও। এমনিতে স্পার ব্যবহার করে না বললেই চলে, এবং ঘোড়াটা আগে থেকে যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি ছিল বলে ফলাফলটা হলো তাৎক্ষণিক ও কার্যকরী। শরীরে ঝাঁকি তুলে লাফ দিল রোয়ান, একইসঙ্গে পিস্তল তুলল জেমি। দেখল মরিয়া চেষ্টায় শত্রুদের একজন পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে, বুঝে গেছে বেকায়দায় পড়ে গেছে, জেমিই বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে।

পরমুহূর্তে শত্রুদের উপর চড়াও হলো ও, বলা চলে একেবারে গায়ের উপর হামলে পড়ল। তার আগে একবার ট্রিগার টানবার সুযোগ পেল এবং পরমুহূর্তে তিন শত্রুর তৈরি সীমারেখা পেরিয়ে গেল জেমি।

পিস্তলে হাত বাড়িয়েছিল যে-লোকটা, গুলির ধাক্কায় ঝাঁকি খেল স্যাডলে, শূন্যে দু'হাত ছড়িয়ে দিল। ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে লাফ দিল সামনে, আরোহী ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে স্যাডল থেকে খসে পড়ল সে, গড়িয়ে দু'হাত সরে যাওয়ার পর থামল।

জেমি তখন ছাড়িয়ে এসেছে তাদের, প্রায় দশ গজ দূরে চলে এসেছে। তীব্র খিস্তি কানে এল ওর, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল খুরের জোরাল শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে আরোহীহীন ঘোড়াটা এবং এক শত্রু ওটার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়েছে। অন্যজন ঘোড়া ঘুরিয়ে নিচ্ছে জেমিকে একহাত দেখে নেবে বলে, পিস্তল হোলস্টারমুক্ত করেছে প্রায়। লোকটা গুলি করতে সক্ষম হওয়ার আগেই অন্তত বিশ গজ সরে এল জেমি, রোয়ানটা প্রায় উড়ে চলছে বলা চলে, সামনে ট্রেইলের এ অংশ নিচু হয়ে গেছে।

কানের পাশ দিয়ে বিচিত্র শব্দ তুলে চলে গেল তপ্ত সীসা, এবং পরপরই গুলির শব্দ শুনতে পেল। আর দেরি করা সমীচীন

হবে না, ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিচু গর্ত-মতো জায়গাটায় নেমে এল জেমি। রোয়ানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশাপাশি ছুটছে গেল্ডিংটা।

পিছনে এবং পাশে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল, মাটি কাঁপিয়ে ছুটছে ঘোড়াটা। জেমি আঁচ করল ওকে আটকাতে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এক শত্রু, সামনে কোথাও গিয়ে ওর অপেক্ষায় থাকবে বা নাগালে পাওয়া মাত্র হামলা চালাবে।

আবার স্পার দাবাল ও। এবার উল্কা বেগে ছুটল রোয়ান, সর্বোচ্চ গতিতে।

হঠাৎ অ্যারোয়োর গভীরতা কমতে শুরু করল। সেকেণ্ড বিশ বাদে অ্যারোয়োর ঢাল ধরে প্রায় সমান জমিতে উঠে এল জেমি, ঠিক পাশে ওর সমান্তরালে ছুটে আসছে শত্রু—খুরের শব্দে বুঝতে পারছে।

হঠাৎ সামনে, হাতের বামে লাভাভূমি চোখে পড়ল। ভড়কে গেল জেমি। লাভামিশ্রিত জমি পাড়ি দিতে যাওয়া খতরনাক হয়ে যেতে পারে, যেহেতু চোখা ও ধারাল অসংখ্য চাঙড় পড়ে আছে জায়গাটায়, কয়েকশো ফুট যাওয়ার আগেই নির্ঘাত পা কেটে যাবে ঘোড়া দুটোর। স্রেফ আত্মহত্যার শামিল হবে ব্যাপারটা। অথচ ডানে, ছুটে আসা শত্রু ওর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। মনে আশা নিয়ে ভাবল জেমি, যদি না, লাভার জমির মাঝ দিয়ে কোন পথ থেকে থাকে…

লম্বা লম্বা লাফে ছুটে চলেছে ঘোড়া দুটো। রোয়ান ও গেল্ডিং যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে, কে কার আগে যেতে পারে! আচমকা লাভার জমির ফাঁকে একটা পরিষ্কার পথ দেখতে পেল জেমি, দেখা মাত্র সেদিকে ঘোড়া ছোটাল, আশা করছে হয়তো কানা হবে না সেটা।

মাত্রই মোড় ঘুরেছে, তখনই কাঁধে তীব্র ধাক্কা অনুভব করল, পরপরই ব্যথার স্রোত বয়ে গেল পুরো হাতে। পিস্তল ধরা হাত ওটা, ধাক্কার চোটে হাত থেকে খসে পড়ছিল কোল্ট, কীভাবে যেন, শেষমুহূর্তে সামলে নিল–কোনমতে ধরে রাখতে পারল প্রিয় কোল্টটা, ঝটিতি ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল। পাল্টা গুলি করবার সময় নেই এখন, আগে পিঠ বাঁচাতে হবে। ওকে আটকাতে আসা সেরেসিন পিছন থেকে গুলি করে বসেছে। হারামী কাপুরুষ!

লাভার ফাঁক চিরে চলে যাওয়া পথে তীক্ষ্ণ বাঁক দেখতে পেল জেমি। মনে দুশ্চিন্তা থাকলেও গ্রাহ্য করল না, বরং নির্দ্বিধায় ঘোড়া সেদিকে ধাবিত করল, যা হওয়ার হবে! যদি সত্যি পথটা বন্ধ হয়, প্রাণপণ লড়াই করবে। আসুক ওরা!

হঠাৎ টের পেল কোন এক ফাঁকে গেল্ডিংয়ের লাগাম হাত থেকে ছুটে গেছে এবং এ মুহূর্তে নিজের মর্জিমতো এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা। ওটাকে খুঁজবার বা নিজের কর্তৃত্বে ফিরিয়ে আনবার সময় বা ফুরসত, কোনটাই নেই। বরং নিজেকে নিয়ে ভাবা উচিত ওর।

সামনে উঁচু লাভার চাঙড় বা আরও পিছনে পাহাড়ের কাঠামো কাঁপছে! অদ্ভুত এক অবসাদ বোধ করছে শরীরে, হালকা মনে হচ্ছে দেহ। টের পেল হাত থেকে রোয়ানের লাগাম ছুটে গেছে। অগত্যা মরিয়া চেষ্টায় দু'হাতে স্যাডল হর্ন খামচে ধরল ও, গায়ের জোরে ধরে রাখল। সামান্য এ কাজটাও ঠিকমতো করতে পারছে না! শরীরের সব শক্তি যে কোথায় চলে গেল! আচমকা কী যেন হলো, দুই পায়ের নীচে ঝাঁকি খেল রোয়ানের দেহ এবং নিজেকে শূন্যে আবিষ্কার করল জেমি।

পরমুহূর্তে শক্ত মাটির উপর পড়ল। গড়িয়ে কয়েক হাত দূরে

চলে গেল দেহটা, তারপর থামল। দেহে তীব্র ব্যথা বোধ করছে ও, বিশেষ করে কাঁধে এবং বগলে। পিছনে ধেয়ে আসা শত্রুর কথা মনে পড়তে সব ব্যথা বিস্মৃত হলো, উঠেই পড়িমরি করে ছুটল। লাভার কিনারে আসতে আবার পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

এক মুহূর্ত ঠায় পড়ে থাকল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে লাভার আরও গভীরে টেনে নিয়ে চলল দেহটা। মাথা যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

দু'বার উঠে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে ছুটল, কোনবারই ত্রিশ গজের বেশি নয়, চোখা ও ধারাল লাভার আরও গভীরে প্রবেশ করছে। চোখা কিনারা রয়েছে সর্বত্র, কোন কোনটা এত ধারাল যে গাছ কাটা যাবে; কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে জেমি, কোন বাধাই গ্রাহ্য করছে না, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। দূরত্বের চেয়ে কার্যকরী ও নিরাপদ কিছু এখন আর হতে পারে না।

এগোতে এগোতে লাভা নেই এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল ও। প্রকাণ্ড এক বোল্ডারের দু'পাশে সরে গেছে লাভা। সেখানে থামল, কান পেতে শব্দ শুনল···হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে বুক।

ঘোড়া দুটো ছুটে গেছে কোন্ দিকে, কে জানে! তবে আশার কথা, ওগুলোকে তাড়া করেছে শত্রুরা। মিনিট কয়েকের মধ্যে ভুল ধরতে সক্ষম হবে ওরা এবং ফিরে আসবে। আশপাশের প্রতিটি ইঞ্চি তালাশ করবে জেমির খোঁজে।

লাভার মাঝে সরু এক চিলতে পথ পেয়ে সন্তর্পণে এগোল ও, সতর্ক যাতে সামান্য শব্দও না-হয়। পেট আর হাঁটুর উপর ভর করে এগোচ্ছে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করেছে লাভা। যেখানে

বাধা পেয়েছে সরে গেছে অপেক্ষাকৃত নিচু দিকে, কিন্তু খোলা জায়গায় স্তূপীকৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও লাভার স্তরের মাঝে খোলা জায়গার গভীরতা আট থেকে দশ ফুট। এক জায়গা পেল যেখানে মুক্ত জমিনে ঘাসও রয়েছে। খানিক জিরিয়ে নিতে থামল ও, লম্বা লম্বা দম ফেলছে।

কতটা দূরে আসতে পেরেছে? সম্ভবত একশো গজ হবে। দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনতে পেল ও, কেউ বোধহয় ধমকে উঠেছে, পরপরই খিস্তি শোনা গেল। খুরের শব্দ উঠল, একেবারে কাছে না-হলেও খুব দূরেও নয়। কয়েক মুহূর্ত পর থেমে গেল ঘোড়াটা, জেমির আরও কাছে চলে এসেছে। ঠায় পড়ে থাকল ও, এক চুল নড়ছে না, সতর্ক যাতে কোন শব্দ না-হয়।

মাথার উপর সুনীল আকাশ। একেবারে ঝকঝকে। পেঁজা তুলোর মতো শুভ্র কিছু মেঘ অবশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে। দক্ষিণে, ওর বামে, প্রায় মাথার উপর হামলে পড়ছে যেন, ক্যাপুলিন মাউন্টেন। আর ক্যাপুলিনের কাঠামো ছাড়িয়ে, পিছনে দেখা যাচ্ছে সুউচ্চ সিয়েরা গ্র্যাণ্ডের অবয়ব, চৌহদ্দির সমতল থেকে অন্তত দুই হাজার ফুট উঁচু।

পরিষ্কার বাতাসের কারণে শত্রুদের কথা শুনতে পেল জেমি।

'ধারে-কাছে আছে ও,' বলছে একজন।

'আমার গুলি লেগেছে ওর গায়ে,' আরেকজনের স্বস্তি ভরা কণ্ঠ। 'মোক্ষম জায়গায় লেগেছে গুলি। ওই জখম নিয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি।'

যেন লোকটার কথায়, কাঁধে ব্যথা টের পেল জেমি। স্যাডলে থাকা অবস্থায় একটু আগে কাঁধে তীব্র ধাক্কার কথা মনে পড়ল।

গুলি লেগেছিল তখন। সামান্য কাত হয়ে কাঁধের দিকে দৃষ্টি দিল, হাত বুলাতে কাঁধের নীচে খানিকটা ভেজা ভেজা ঠেকল।

রক্ত···লোকটা ঠিকই দাবি করেছে।

এখান থেকে সরে পড়তে হবে। লাভা অঞ্চলে যদি চলে আসে ওরা, ওকে খুঁজে পাবেই। না-পাওয়ার কোন কারণ নেই। একটু আগে দেখা ছবিটা কল্পনা করল জেমি, মনে করতে চাইল লাভার ব্যাপ্তি আসলে কতটা···মাইল খানেকের সামান্য বেশি হতে পারে।

ওকে খুন করতে বদ্ধপরিকর এরা, কিন্তু কতটা মরিয়া বোঝা যাবে একটু পর। লাভা অঞ্চল ধরে আসতে গেলে বুট ফালাফালা হয়ে যাবে। দেখা যাক সেই ক্ষতি স্বীকার করে কি-না। আসবে ওরা, লাভার কিছু অঞ্চল তালাশও করবে, তবে ততটা গভীরে ঢুকবে না। বিশেষ করে, যেহেতু জানে আহত হলেও জেমি নিরস্ত্র নয়। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ওর সামনে পড়ে যেতে পারে তারা এবং সংঘর্ষ বাধলে পাল্টা গুলিও খাবে।

চিৎ হওয়া থেকে উপুড় হলো জেমি, হাঁটুতে ভর দিল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল আবার। একটা কণ্ঠ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'ডেরিকের কী অবস্থা?'

'খারাপ। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তো গুলি খায়নি, বজ্জাত ঘোড়াটা ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে! তা হলে বোঝ অবস্থা! নিভেন আছে ওর সঙ্গে।'

'আগে ট্রেভালিয়নকে ধরে নিই! ব্যাটাকে আজ জনমের শিক্ষা দিয়ে দেব!'

'ততক্ষণে হয়তো মারা পড়বে ডেরিক! অত চিন্তা কোরো না। আমার উপর আস্থা রাখো। বলেছি না মোক্ষম জায়গায়

লাগিয়েছি গুলি? এবার আর পার পাবে না বাছাধন!'

'অত নিশ্চিন্ত হচ্ছ কী করে? এর আগেও কি এমন ঘটেনি, অন্তত দু'তিনবার মনে হয়েছিল ওকে সাবাড় করে ফেলেছি? কৈ মাছের প্রাণ ব্যাটার! যখনই তোমার মনে হয় ওকে পেড়ে ফেলেছ, একটু পর দেখা যায় ঠিকই হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়েছে ব্যাটা। শোনো, আমি একটা ঘোষণা দিচ্ছি। ফের যখন ওকে পাকড়াও করব, তখন মৃত বা জীবিত যাই থাকুক, ওকে কবরে না-শুইয়ে ছাড়ব না! শুধু গভীর করে কবরই দেব না, উপরে মণকে মণ পাথরও চাপা দিয়ে দেব!'

'ঘোড়া নেই, পায়ে হাঁটছে হারামীটা, আর আহতও হয়েছে। জখমটা মারাত্মক। ডেরিকের ভার নিভেনের উপর ছেড়ে দাও, যতটা সম্ভব শুশ্রূষা করুক। তুমি আর আমি বরং লাভার অঞ্চলটা তালাশ করি, দু'পাশেই খোঁজ চালাতে হবে। বেঁচে থাকলে যখনই হোক, ওকে বেরিয়ে আসতে হবে। তখন, দু'জন যদি দু'পাশে থাকি, পিস্তলের নলের মুখে ওকে পেয়ে যাবই!'

উঠে বসল জেমি। শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল, খুঁজে পেল জখমটা। ঘাড় ফিরালে দেখতেও পাচ্ছে। কাঁধ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ঢুকেছে যেখানে, নীলরঙা কুৎসিত একটা গর্ত তৈরি করেছে; আর পিছন দিকে অপেক্ষাকৃত বড়সড় গর্ত রেখে বেরিয়ে গেছে।

গলা থেকে ব্যাণ্ডানা খুলে দুই টুকরো করে ফেলল জেমি, তারপর দুই গর্তে পুলটিশের মতো ভরে দিল ব্যাণ্ডানার টুকরো। বন্ধ না-হোক, রক্তক্ষরণ কমবে এতে। পিঠের ক্ষতটা কোনরকমে ধরতে পেরেছে, ভিতরে ব্যাণ্ডানা ঢোকাতে বেশ কষ্টই হলো।

কাঁধ যেহেতু নাড়াচাড়া করতে পারছে, নিশ্চয়ই হাড় ভাঙেনি,

তবে রক্ত হারিয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে আরও কয়েক গজ এগোল ও, সহজ পথ অনুসরণ করছে; তারপর থামল। কাঁধের ব্যথা তীব্র হয়ে গেছে এখন, অসহ্য লাগছে। মুখ ও গলা শুকিয়ে কাঠ। ভারী বোধ হচ্ছে মাথা, দৃষ্টিশক্তি ঘোলাটে হয়ে গেছে, চাইলেও নির্দিষ্ট কোন জায়গায় বা দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারছে না। হয়তো রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতা, কিংবা বুলেটের কারণেও হতে পারে।

এখন একটা গর্ত দরকার ওর। লুকিয়ে থাকবার মতো একটা আশ্রয়। এমন জায়গা যেখানে ওকে খুঁজে পাবে না শত্রুরা।

একটা ছায়া পড়ল মুখে। পার হয়ে গেল চট করে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জেমি। তারপর উপর দিকে চাইল।

শকুন!

যাহ্, মামলা খতম! কষ্ট করে আর ওকে খুঁজতে হবে না শত্রুদের, শকুনের দলই ওর অবস্থান ফাঁস করে দেবে।

একুশ

মাথার উপর নিদাঘ সূর্য খরতাপ বিলিয়ে চলেছে, অসীম ধৈর্য নিয়ে অলস চক্কর কাটছে কয়েকটা শকুন আর চারপাশে উত্তপ্ত পাথর ও লাভা। চিৎ হয়ে ঠায় পড়ে আছে জেমি ট্রেভালিয়ন, চোখ বন্ধ। স্রেফ অপেক্ষায় আছে। অনড়, নিশ্চল।

কীসের অপেক্ষায় আছে? মৃত্যুর? বোকা আর কাকে বলে! এরচেয়ে ঢের মারাত্মক জখম থেকে কতজনই তো সেরে উঠল। এ আর এমন কী! কাঁধ ফুঁড়ে চলে গেছে বুলেট, এ কারণে কারও মৃত্যু হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু তারপরও নড়ল না জেমি। যেমন শুয়ে ছিল তেমনই থাকল।

জখমটা বোধহয় আসলেই তত মারাত্মক নয়। বরং রক্তক্ষরণ আর পানিশূন্যতা ওর জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ঘোড়া দুটো পালিয়েছে। ভাগ্যিস, একেবারে নিরস্ত্র নয়। পিস্তল দুটো আছে। সেই সঙ্গে কার্তুজ বেল্টে থাকা অ্যামুনিশনও আছে।

চারপাশে অমসৃণ লাভাভূমি। এর মাঝ দিয়ে হাঁটতে গেলে যে দশ মিনিটের মধ্যে বুট ফালাফালা হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোথাও চাঙড়ের মতো ধারাল পৃষ্ঠ, কোথাও কাস্তের ন্যায়, কোথাও স্রেফ খানাখন্দ ও ছোট ছোট গর্ত, কোথাও লম্বা ফাটল। আকৃতিতে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, একটা ব্যাপারে সবগুলোতে মিল আছে–এদের ধারে–কুচকুচে কালো পৃষ্ঠে অসম্ভব ধার। কেউ কেউ বলে লাভার চাঙড় দিয়ে লোহাও কাটা যায়। এটা বোধহয় বাড়তি বলা হয়ে যায়, তবে কাঠিন্য ও কার্যকারিতা–কোনটাতেই পিছিয়ে নেই লাভার চাঙড়।

গলিত লাভা ছড়িয়ে পড়বার সময় যেখানে বাধা পেয়েছে, শুধু তার পরপরই কিছু জায়গা বাদ পড়েছে, নইলে বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় পুরোটাই লাভার চাঙড়ে চাপা পড়েছে। যতটা সম্ভব এরকম ব্যতিক্রমী স্থান ধরে এগিয়ে এসেছে জেমি, নেহাত ভাগ্যের জোরে এতটা পথ আসতে পেরেছে। দু'এক জায়গায় জমির আইলের মতো লম্বাকারে বিস্তৃত হয়েছে লাভা, মাঝে

স্বাভাবিক জমি, যেখানে ঘাসও জন্মেছে কিংবা কোথাও কোথাও নিরেট বালি মাটি দেখা গেল। পানি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, যদি পাওয়াও যায় তো সেটা মিলবে প্রাকৃতিক উৎসে–অর্থাৎ পাথুরে গর্ত বা ব্যাসল্টে তৈরি ছোটখাট খানাখন্দে। সাধারণত বৃষ্টির পানি জমে এগুলোয়। বুনো প্রাণীরা খেয়ে না-ফেললে বৃষ্টির পরও কয়েক সপ্তাহ ধরে থাকে এসব পানি।

পাথরে ঘসা খেল কারও বুট, শব্দ কানে আসতে সংবিৎ ফিরে পেল জেমি। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ও, তারপর দু'পাশে লাভার উঁচু স্তরের ফাঁক দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তা ধরে পড়িমরি করে ছুটল।

অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে বিক্ষত কাঁধে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে চাইল। জখমের জায়গাটা ভেজা ভেজা ঠেকছে, তারমানে ছোটাছুটির কারণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে আবার। কিন্তু থামল না ও, বরং স্খলিত পায়ে, এলোমেলো পদক্ষেপে, হোঁচট খেয়ে, টলমল পায়ে, পাথরে ঠোকর বা হুমড়ি খেয়েও এগিয়ে চলল। জেমির মনে হচ্ছে পায়ের সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের সমন্বয় নেই। তিক্ত মনে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে আর ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত শরীরে খিস্তি করল ও, হুমড়ি খেয়ে ভূপতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ছুটতেই থাকল।

অনেকক্ষণ পড়ে থাকল জেমি। নিথর। শুধু হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক বাদ দিলে সাড়া নেই দেহে। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে ফের ছুট দিল। কিছুদূর এগিয়ে আবিষ্কার করল ব্যাসল্টের তৈরি অমসৃণ দেয়াল পথ রুদ্ধ করে ফেলেছে।

হতাশ বোধ করল জেমি। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল দেয়ালের দিকে। নানা সাইজের খাঁজ রয়েছে দেয়ালে, হাত-পা ব্যবহার করে উঠে যাওয়া সম্ভব।

তাই করল ও। দেয়ালের চূড়ার কাছাকাছি উঠে এসেছে, তখনই মাথার পাশে পাথরে ছিটকাল একটা বুলেট। পরপরই রাইফেলের ভারী গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো।

মরিয়া হয়ে উঠল জেমি, দৌড়ে লাভার চাঙড় পেরিয়ে যেতে চাইল, প্রতি পদক্ষেপে পা ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে। সন্ত্রস্ত একটা খরগোশ ছিটকে বেরিয়ে এল পাথুরে ফাটল থেকে, ছিটকে এসে পড়ল ওর পায়ের কাছে, তারপর লাফিয়ে পাথুরে চাঙড় পেরিয়ে অন্য এক ফাটলে হারিয়ে গেল।

আচমকা দিক বদলে খরগোশকে অনুসরণ করল জেমি, ঠিক তখনই ওর দু'হাত দূরের ব্যাসল্টে এসে লাগল একটা বুলেট।

যে ফাটল ধরে পালিয়েছে খরগোশটা, ওটা ধরে এগোতে লাভাহীন জমি আবিষ্কার করল। নিশ্চিন্তে এবার নেমে গেল ও, কিন্তু বেরসিকের মতো ছুটে এল তপ্ত সীসা। লাভার চাঙড় থেকে পাথরকুচি ছিটাল গুলিটা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুচি ওর গালে লাগল। বেশ বড়সড় একটা চাঁদিতে এসে পড়েছে।

একবার আশঙ্কা হলো বোধহয় গুলি লেগেছে, তবে একটু পর সন্দেহটা কেটে গেল, চাঁদিতে আঁচড় কেটে চলে গেছে বড়সড় পাথরকুচি। ইতোমধ্যে চাঙড়ের দেয়াল টপকে এসেছে ও, নীচে নেমে আচমকা মোড় নিল লাভাহীন জমির দিকে, আবিষ্কার করল সামনে প্রায় ছয় ফুট নিচু একটা গর্ত রয়েছে। ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কয়েক গড়ান খেয়ে গর্তের তলায় নেমে এল শরীর। ভাগ্যিস, তলায় বালিময় মাটি, নইলে হয়তো হাত-পা একটা কিছু ভাঙতই!

কিছুক্ষণ ঠায় পড়ে থাকল ও। দুর্বল বোধ হচ্ছে, পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে–ব্যাকুল হয়ে বাতাস চাইছে ফুসফুস; মাথা ঝাঁঝাঁ করছে।

আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, নিজেকে শুধাল জেমি। এখানেই প্রতিরোধ করবে। ভাগ্যে যাই থাকুক, এখানেই সেটা ঘটবে। মরবার আগে মরণ কামড় দেবে শত্রুদের।

আর এক ফুটও এগোনোর শক্তি নেই শরীরে। সমস্ত পেশি বিদ্রোহ করছে।

কিন্তু তবুও এগিয়ে চলল জেমি। তবে এখন হাঁটছে। তীক্ষ্ণ নজর রাখছে আশপাশে, লুকিয়ে থাকা যাবে কিংবা শক্ত প্রতিরোধ করতে পারবে এমন জায়গার খোঁজ করছে।

কার ঠেকা পড়েছে? শত্রুরা নিজ গরজে ওকে খুঁজে নিক! আর পালাবে কেন? এবার পাল্টা লড়াই করবে, সমুচিত জবাব দেবে। মনের একটা অংশ এমন ভাবলেও অন্য অংশ ওর ইতিকর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বোঝাতে চাইছে শুধু সামনাসামনি লড়াই-ই সবকিছু নয়। বলছে বেঁচে থাকতে চায় ও। শুধু বেঁচে থাকতেই নয়, একইসঙ্গে শত্রুদের পরাজিতও করতে চায়। অযথা খুন হয়ে আখেরে কারোই লাভ হবে না। ওর বাবা নেই এখন, যা করবার ওকেই করতে হবে…

পড়ে গেল জেমি।

টের পেল পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করতে পারল না। অসহায় লাগছে ওর, নিয়তির উপর নির্ভর করবার অনুভূতি তেতো করে দিয়েছে মন। মাটিতে আছড়ে পড়লেও টের পেল না, সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরে যখন চোখ মেলে তাকাল, দৃষ্টিশক্তি যখন পরিষ্কার হলো, দেখল মাটির উপর পড়ে আছে।

বুকের নীচে দু'হাত নিয়ে এল ও, হাতে ভর দিয়ে উঠল। দেখল মাথা যেখানে ছিল, আশপাশে বেশ রক্ত পড়ে আছে। শার্ট যেখানে বালির সঙ্গে লেপ্টে ছিল, সেখানেও রক্ত লেগে আছে। দুই হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসেছে ও, রক্তাক্ত বালির

দিকে তাকিয়ে আছে। ঘোলাটে মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে ঘটনা পরিষ্কার হলো। উঠে দাঁড়াতে হবে, এখান থেকে সরে পড়তে হবে। শুধু পিস্তল আছে ওর কাছে, কিন্তু শত্রুপক্ষের আছে রাইফেল। নিশ্চয়ই বারবার গুলি মিস্ করবে না।

একটা আশ্রয়···হাইডআউট যদি খুঁজে পেত! লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা হলেই হয়। লাভাভূমি বিভিন্ন ধরনের হয়, তবে সব ক্ষেত্রেই একটা নিয়ম দেখা যায়: লাভা যতটা সম্ভব বিস্তার করে, ছড়িয়ে পড়ে। কখনও কখনও বাইরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে ঘনীভূত হয়, অথচ একই সময়ে তখন ভিতরের স্তর বিস্তৃত হতে থাকে, নলের ভিতর দিয়ে পানির যেমন প্রবাহ হয়। এ ধরনের কোন ফাঁপা জায়গা চোখে পড়ছে না।

তারপর, যখন হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, তখনই জায়গাটা দেখতে পেল। লাভার স্তরের মাঝে সরু আইল ধরে হাঁটছিল, হঠাৎ দেখল সামনে ছোট্ট একটা ঝর্না। দ্রুত হয়ে গেল ওর গতি, ঝর্নার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল, আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে মুখ ধু'লো। তারপর সামান্য পানি খেল। বিরতি দিয়ে আবার।

এবার ঝর্না পেরিয়ে গেল। মাত্র তিন ফুট প্রশস্ত ওটা। ওপাড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ফিরল ফেলে আসা পথের দিকে। নিচু হয়ে আবার পানি পান করল। হ্যাট ঝর্নায় চুবিয়ে পানি তুলে মাথায় ঢালল। শীতল স্বস্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ল। মাথায় যেখানে কাটা পড়েছে, সেখানে সামান্য জ্বলুনি হলেও গ্রাহ্য করল না।

উঠে দাঁড়িয়ে এগোল ও, আবিষ্কার করল লাভা অঞ্চল শেষ হয়ে নিচু পাহাড়ের পাদদেশ থেকে গাছগাছালির শুরু হয়েছে।

দুপুর পেরিয়ে গেছে। বিকাল এখন। সূর্য পাটে নেমে

যাচ্ছে। জুনিপার ঝোপের আড়ালে এক জায়গায় থেমে অপেক্ষায় থাকল জেমি। দেখা যাক কেউ ওকে অনুসরণ করে আসে কি-না।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে একটু আগের চেয়ে অনেক ভাল বোধ করছে এখন। হয়তো পানির কারণে, কিংবা ক্ষণিকের বিশ্রাম খুব কাজে দিয়েছে। যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে লাভা অঞ্চল ও যেদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই মুখটা দেখতে পাচ্ছে। পিস্তল হাতে অপেক্ষায় থাকল জেমি।

ঝর্নার দিকে চোখ পড়তে দেখল কোত্থেকে একটা র‍্যাটলার বেরিয়ে এসেছে। ঘাসের উপর দিয়ে ঝর্নার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেখান দিয়ে জেমি ঝর্না পার হয়েছে। 'আসুক হারামীগুলো,' বিড়বিড় করে নিজেকে বলল ও। 'এখন একজন সঙ্গী আছে আমার।'

কিন্তু এল না শত্রুপক্ষ।

হঠাৎ জেগে উঠল জেমি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না, ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেছে। আকাশে তারা ফুটছে, গোধূলি লগ্নের শেষ সূর্যরশ্মিতে উজ্জ্বল ও জমকাল দেখাচ্ছে লাভা অঞ্চল। হাতের পিস্তল হোলস্টারে ফেরত পাঠাল, ঘুমিয়ে পড়লেও এতক্ষণ হাতে ছিল ওটা; এবং শুধু ঝিমিয়েছে বললে ভুল হবে, টানা অন্তত এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে।

চারপাশ নিরীখ করল ও। সরাসরি দক্ষিণে সিয়েরা গ্র্যাণ্ডের প্রকাণ্ড কাঠামো, ডানে ক্যাপুলিনের অপেক্ষাকৃত নিচু টাওয়ার, আর বাম দিকে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। ওটার নাম জানা নেই।

কাঁধ আড়ষ্ট ও ব্যথাতুর হয়ে আছে। নড়াচড়া করবার সাহস পাচ্ছে না জেমি, পাছে যদি রক্তক্ষরণ শুরু হয়। কিন্তু এখানে বসে থাকলেও লাভ হবে না। রক্ষা পাওয়ার উপায় একটাই:

সরে পড়তে হবে এবং এটাই আদর্শ সময়। অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে দূরে চলে যেতে হবে।

আহা, অন্তত একটা ঘোড়াকে যদি খুঁজে পেত! জেমি জানে রোয়ানটা দূরে কোথাও যাবে না, বরং ওকে খুঁজে বেড়াবে। কারণ আগেও তাই করেছে ওটা। বিশ্বস্ত কুকুরের মতো কতবার যে ওকে অনুসরণ করেছে। কখনও কখনও ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিল জেমি, কিন্তু রোয়ানটা ঠিকই ওকে খুঁজে বের করেছে। একটা বিষয়ে বুনো ঘোড়ার সঙ্গে কুকুরের মিল আছে, হাউণ্ডের মতোই তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী হয় যে-কোন বুনো ঘোড়া।

অন্য ঘোড়াটা ওর কাছে নতুন, প্রশিক্ষণও পায়নি, কিন্তু আশা করা যায় রোয়ানের সঙ্গে থাকবে। যেখানেই থাকুক, ঘাস-পানির চাহিদা আছে ওদের এবং প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করবে। যে ক্রীক থেকে পানি খেয়েছে ও, ঢালের নীচ থেকে বনের মাঝ দিয়ে চলে গেছে, সম্ভবত সিমারন নদীতে গিয়ে পড়েছে।

ডান হাতে একটা গাছের ডাল ধরে নিজেকে টেনে তুলল ও। কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, সুস্থির করে নিচ্ছে নিজেকে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, শরীরও অবসন্ন, তবে সবকিছুর পরও খুব বিপর্যস্ত বলা যাবে না, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাহাড়ে কেবিনে বেদম মার খেয়ে বরং এরচেয়ে খারাপ অবস্থায় পড়েছিল; ঘটনাটাকে অবশ্য বহুদিন আগের মনে হচ্ছে এখন।

ক্রীক ধরে এগোতে মনস্থ করেছে জেমি। দেখাই যাক, ওকে কোথায় নিয়ে যায় ক্রীকটা। ঢাল বরাবর এগোতে শুরু করল, ভাটির দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে আলো চোখে পড়ল। ছোট্ট এক বিন্দুর মতো। বেশ দূরে। মাইল খানেক হবে। অবস্থানও শনাক্ত করতে সক্ষম হলো–পাশের প্রকাণ্ড শৈলশিরার ঢালে;

সঠিক করে বললেঃ পাদদেশে। আলোর আকৃতি দেখে অনুমান করল কারও ক্যাম্পের নয়।

ধীরে ধীরে পায়ের আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছে, হাঁটা ক্রমে সহজ হয়ে যাচ্ছে, টের পেল জেমি। একটু পর ওর মনে হলো আরও একটা আলো দেখতে পেয়েছে, আগেরটার কাছাকাছি।

কোন র‍্যাঞ্চের আলো?

দৃষ্টিসীমায় বাধা হয়ে থাকা গাছের ডাল সরিয়ে দিল জেমি। এবার কিছুটা স্পষ্ট হলো। একটা শহর!

কোন্ শহর? এখানে শহর আসবে কোত্থেকে?

যদ্দূর জানে আরও পুবে, আনুমানিক ত্রিশ বা চল্লিশ মাইল দূরে–সঠিক বলতে পারবে না, যেহেতু কখনও যায়নি–কুখ্যাত রবার'স রুস্ট। দলবল নিয়ে ওখানে রাজত্ব করছে কেসি ফস্টার। নানা কিসিমের আউটলর আড্ডাখানা। কিন্তু ওটা অনেক পশ্চিমে। পাহাড়ে, এমন লুকানো স্থানে সাধারণ র‍্যাঞ্চ থাকা অস্বাভাবিক। শহর তো নয়ই। সেক্ষেত্রে, রবাস'স রুস্টের মতো আউটলদের কোন গোপন শহর বা হাইডআউটও হতে পারে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা পর শহরের কিনারে পৌঁছে গেল ও। আড়াল থেকে নজর রাখল। অন্ধকারে রয়েছে বলে নিশ্চিন্ত, কেউ দেখতে পাবে না ওকে। ক্লান্ত বোধ করছে ও, অবসন্ন লাগছে। টানা ব্যথা অনুভব করছে মাথায়। হাঁটু গেড়ে বসে শহরের গুটিকয়েক দালান পর্যবেক্ষণ করল। কামারের দোকান–এখন বন্ধ আছে বেটা, সেলুন, জেনারেল স্টোর এবং আরও দুটো দালান। লগ বা পাথরে তৈরি কয়েকটা কাঠামো আছে। একটা অ্যাডোবি দালানও চোখে পড়ল।

সেলুনের হিচিং রেইলে তিনটা ঘোড়া বাঁধা। মার্কা দেখে

জেমি অনুমান করল সেরেসিন ভাইদের ঘোড়া।

ওরা তা হলে আগেই এখানে এসে পড়েছে!

বিক্ষত কাঁধ নেড়ে আরামদায়ক একটা অবস্থানে আনবার প্রয়াস পেল জেমি। সম্ভবত আহত ভাইকে চিকিৎসা করাতে এখানে এসেছে সেরেসিনরা, এবং রাতটা এখানেই কাটাবে। খাবে।

খাবারের কথা মনে পড়তে খিদেয় পেট গুলিয়ে উঠল।

প্রথমে শত্রুপক্ষের অবস্থান জানতে হবে। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।

উঠতে যাচ্ছিল জেমি, তখনই একটা কণ্ঠ শুনতে পেল।

'কোন সমস্যা? তুমি কি জখম হয়েছ?'

ঝটিতি পিস্তলে চলে গেছে জেমির হাত, স্রেফ রিফ্লেক্সবশত, কিন্তু মেয়েলি কণ্ঠ বুঝতে পেরে নিরস্ত হলো। কাছাকাছি অন্ধকারে ঢাকা পড়া এক জানালা থেকে কথা বলছে মহিলা। পাশ ফিরতে মহিলার অস্পষ্ট কাঠামো ঠাহর করতে পারল জেমি, সাদা কী যেন রয়েছে পাশে। নিশ্চয়ই পর্দা। জানালার পর্দা।

'গুলি খেয়েছি, ম্যা'ম,' সিধে হওয়ার সময় বলল ও। 'কিছু খাবার আর শুশ্রূষা দরকার আমার। বিনিময়ে পরিশোধ করবার মতো টাকা আছে সঙ্গে।'

'পিছনের দরজায় চলে এসো। তুমি এখানে ঢুকছ সেটা কেউ না-দেখলেই ভাল।'

খুঁজে বাড়ির পিছন দরজায় চলে এল ও। দরজা খুলে দিল মহিলা।

মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করল জেমি। ওর সম্পর্কে কিছুই জানে না মহিলা, কিন্তু তারপরও ঢুকতে দিচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মহিলাকে বিরক্ত করবে না, মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা এল।

'প্লীজ! ভিতরে এসো!'

জেমি ভিতরে ঢুকতে দ্রুত দরজা আটকে দিল মহিলা, পর্দা ভালমতো টেনে দিয়ে লণ্ঠন জ্বালাল। মহিলা মনে করেছিল, কিন্তু আসলে যুবতী। বিশ-বাইশ বয়স। সুন্দরী বলা যায়। সাধারণ কাপড় পরনে।

'ওখানে বসো,' একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল মেয়েটি। 'গরম পানির ব্যবস্থা করছি। কফি বানাতে যাচ্ছিলাম, পানি প্রায় ফুটে গেছে। চট করে নিয়ে আসছি।'

ওঅশবেসিনে গরম পানি ঢালল মেয়েটি, তারপর আবার পানি বসাল স্টোভে। এবার বড়সড় বৌল ও পরিষ্কার একটা তোয়ালে এনে জেমির পাশে এসে দাঁড়াল।

'শার্ট খুলে ফেলো।'

ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে পিস্তলটা বের করতে হাত বাড়িয়ে দিল যুবতী। 'দেখি, এদিকে দাও। আমি তুলে রাখছি ওটা।'

'না, এটা আমার কাছে থাকুক। পিস্তল ছাড়া নিজেকে ন্যাংটো মনে হয়।'

শার্টের অর্ধেকটা সরিয়ে কাঁধ উন্মুক্ত করল মেয়েটি, অনেক *অহ্, চুকচুক* আর *ইশ্‌শ্* বলতে বলতে জখম পরিষ্কার করতে লাগল। ক্ষতের চারপাশে শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে রক্ত, বাম কাঁধ থেকে বগল পর্যন্ত লালচে বর্ণ ধারণ করেছে ত্বক। সযত্নে সব রক্ত পরিষ্কার করল যুবতী, তারপর কার্বলিক এসিড ও পানির মিশ্রণ দিয়ে জখম ধুয়ে ফেলল।

'ভাগ্যটা তোমার নেহাত ভাল,' মন্তব্য করল মেয়েটি। 'হাড়ে লাগেনি। নইলে অনেক ভুগতে। চলতেই পারতে না।'

যুবতী ক্ষতের শুশ্রূষা করছে, এ ফাঁকে পুরো কামরায় চোখ বুলাল জেমি। দেয়ালে টানানো বেশ কয়েকটা ছবি, মেঝেয় পুরু

কার্পেট, একটা বিছানা আর ড্রেসার। স্টোভটা আরেক কামরায়, সংলগ্ন দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। পানি ফুটতে শুরু করেছে।

কাঁধের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হতে চা তৈরি করতে গেল যুবতী, একটু পর বড়সড় একটা স্যাণ্ডউইচ সহ কফি পরিবেশন করল। 'আগে বরং এটা খেয়ে নাও,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটি। 'আসলে দেওয়ার মতো তেমন কিছু নেইও ঘরে। কেউ আসবে জানলে তো জোগান থাকবে!'

'তুমি একাই থাকো?'

'হ্যাঁ···ক'দিন আগেই মারা গেল মা। তারপর থেকে একাই থাকি। মাঝে মধ্যে অবশ্য স্টোরে কাজ করি।'

'এ জায়গার নাম কী? জানতামই না এদিকে কোন শহর আছে।'

'এটা মেডিসন। মেডিসন এমেরির নামে নামকরণ। কাছের পর্বতশৃঙ্গ হচ্ছে এমেরি পীক্স। ওটাও একই লোকের নামে। এমনিতে শান্ত ও নির্বিঘ্ন থাকে আমাদের শহর, তবে কেণ্টন থেকে মাঝে মধ্যে একটা দল আসে, তখন গরম হয়ে যায়। কেণ্টন হচ্ছে রবার'স রুস্টের আরেক নাম। আসা-যাওয়ার পথে এখানে থামে ওরা। বেশিরভাগ সময় দশ-বারোজন থাকে। ওরা এত এসেছে যে সবাই চেনা হয়ে গেছে আমাদের।'

স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে জেমি, মেয়েটি তাকিয়ে আছে। 'আহা রে, তুমি দেখছি অনেক ক্ষুধার্ত! আরও কিছু খাবার থাকলে হতো! খাবার আনতে স্টোরে যাচ্ছিলাম, তখনই তোমাকে দেখতে পেলাম। দেখেই মনে হলো আহত হয়েছ, ওই অবস্থায় তোমাকে ফেলে যেতে মন চাইল না। সাহায্য দরকার ছিল তোমার।' উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, পাশের কামরায় গিয়ে বেরিয়ে এল একটু পর। একটা শাল নিয়ে এসেছে, ওটা কাঁধের উপর জড়িয়ে নিল। 'ওটা

শেষ করে শুয়ে পড়ো। ফিরে আসতে দেরি হবে না আমার।'

'আমার খোঁজে কিছু লোক এসেছে শহরে,' বলল জেমি। 'আমার কথা বোলো না ওদের।'

'বলব না,' প্রতিশ্রুতি দিল যুবতী।

দরজার উদ্দেশে এগিয়ে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি, ফিরে তাকাল জেমির দিকে। 'শুয়ে পড়ো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। পাশের কামরায় আরও একটা বিছানা আছে, আমি ওতে শোব। তুমি যেখানে আছ, চাইলে রাতটা এখানেই কাটাতে পারো।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল যুবতী। মিনিট কয়েক ঠায় পড়ে থাকল জেমি, নীরব ও উষ্ণ কামরা তন্দ্রালু করে তুলেছে ওকে। মেয়েটির কথা ভাবল, খুবই আন্তরিক ও দয়ালু মনে হয়েছে, অথচ···

উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছে ও। সবাইকে সন্দেহ করছে। অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায়ও নেই। কয়েক গজ দূরে রয়েছে শত্রুরা, যুবতী মুখ খুললে চলে আসবে এখানে···এটা জানবার পরও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

পিস্তল দুটো পরখ করল ও। শূন্য সিলিণ্ডারে নতুন কার্তুজ ভরল। শেষে আরও কফি ঢালল কাপে।

শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, বিছানাটাকে খুব কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে, কিন্তু নিজেকে আটকে রেখেছে জেমি। এমনকী বিছানায় বসবার সাহসও করতে পারছে না, জানে তা হলে ঘুমিয়ে পড়বে নির্ঘাত। বসা মানে শুয়ে পড়া, আর শুয়ে পড়া মানে ঘুমিয়ে পড়া। সেই ঘুম আদৌ ভাঙবে কি-না···

কষ্টেসৃষ্টে, প্রবল মনের জোরে উঠে দাঁড়াল। তারপর শার্টটা পরল। এটা আরও পীড়াদায়ক হলো, যেহেতু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

রয়েছে। চেয়ারের ব্যাকরেস্টের উপর রয়েছে কোট, এখনও রক্ত লেগে আছে ওটায়। কোট তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। দ্রুত পা চালিয়ে জেনারেল স্টোরের কাছাকাছি চলে এল। সন্তর্পণে জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

চশমা পরিহিত টেকো এক লোক রয়েছে বারের পিছনে। খদ্দের বা আর কোন লোক নেই।

রাস্তা ধরে দৃষ্টি চালাল ও। ওপাশে, সেলুনের সামনে হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়া তিনটি আগের মতোই আছে। অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে থাকল ও, মিনিট দুয়েক পর গলির মুখে চলে এল।

স্টোরের দরজার কাছে উপস্থিত হলো দু'জন লোক। এদের একজন সেরেসিন। অন্য লোকটা তখন বলছে: '...তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মাত্রই আমাকে বলল।'

বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জন। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোটখাট কাঠামো। স্টোর থেকে ছিটকে আসা ম্লান আলো পড়ল, তাতে অস্পষ্টভাবে হলেও যুবতীকে দেখা গেল। শালটা এখন মাথার উপর তুলে দেওয়া। '...বলতে পারব কোথায় আছে ও...'

নিচু স্বরের আলাপ চলল মিনিট খানেক, তারপর সেরেসিন লোকটার কণ্ঠ ভেসে এল: 'পঞ্চাশ ডলার? মাথা কি তোমার, না আমার খারাপ? আমি নিজেই খুঁজে বের করতে পারব ওকে!' পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে ফিরল সে। 'ওই মহিলা থাকে কোথায়?'

ঝট করে সেরেসিনের আস্তিন খামচে ধরল যুবতী, কিন্তু ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিল লোকটা। দ্রুত দুই কদম ফেলে সেলুনের দরজায় চলে গেল সে, ভিতরে বসা কারও উদ্দেশে

বলল কী যেন। সেকেণ্ড দুই পর আরেক সেরেসিন বেরিয়ে এল, তিনজনে মিলে ছুটল। রাস্তা পেরোচ্ছে। চিৎকার করে ওদের উদ্দেশে কী যেন বলল যুবতী, তারপর ছুটল···সরাসরি জেমির দিকে আসছে।

দুই দালানের ফাঁকে সরু গলিতে ঢুকে পড়ল যুবতী। জায়গা এত কম যে কোনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, মুখোমুখি হতেই হবে। অগত্যা তাই করল জেমি, দেয়ালের কিনারা থেকে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল যুবতী, বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ। 'তুমি! আমি তো ভেবেছি···'

'আমার কাঁধের শুশ্রূষার জন্যে ধন্যবাদ! অনেক সুস্থ বোধ করছি এখন। কিন্তু বুঝতে পারলাম না এ খেলাটা কেন···'

'আমি দুঃখিত! সত্যি দুঃখিত! হতচ্ছাড়া এ শহরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার, এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না! ভেবেছি টাকাটা পেলে চলে যাব, আর কখনও এ শহরে থাকতে হবে না। এখানে থাকা কী যে কষ্টকর, কল্পনাও করতে পারবে না! আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে এখানে থেকে! এখানকার সবকিছুতে ঘেন্না ধরে গেছে!'

'এরপর যেখানে যাবে, সেখানেও অরুচি হবে তোমার,' স্মিত হেসে বলল জেমি। 'আগে নিজেকে বদলাতে না-পারলে আসলে কোন লাভ হবে না।'

দ্রুত মেয়েটিকে পাশ কাটাল জেমি, তারপর হন হন করে রাস্তা পেরোল। সেলুনের হিচিং রেইলে এসে সেরেসিনদের ঘোড়া তিনটার বাঁধন খুলে দিল, নিজে চড়ল একটায়। ঘোড়াটা খানিক আপত্তি করল, পিঠ বাঁকা করে ফেলে দিতে চাইল ওকে, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। লাগাম টেনে ঝটিতি ওটাকে

ঘুরিয়ে দিল, অন্য দুটোকেও তাই করতে বাধ্য করল, তারপর শহর থেকে বেরিয়ে এল।

অমসৃণ রাস্তার ঝাঁকি কাঁধের ব্যথার অস্তিত্ব মনে করিয়ে দিল ওকে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না জেমি, দাঁতে দাঁত চেপে হজম করল। ক্রীকমুখী একটা ট্রেইল ধরে এগোল প্রথমে, তারপর অনুমানের উপর নির্ভর করে আড়াআড়ি এগোল যেদিকে ওর নিজের ঘোড়া দুটোকে শেষ দেখেছিল।

আকাশে দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। ছুটন্ত মেঘের পাহাড়ের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। যে ক্রীক থেকে পানি খেয়েছিল সেখানে পৌঁছল জেমি, ক্রীক পেরিয়ে লাভা অঞ্চলের কিনারা বরাবর ঘোড়া ছোটাল।

ঘোড়াটা বেয়াড়া। পিঠে অচেনা রাইডারের উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছে না। তবে ওটার মেজাজ-মর্জিতে আমল দেওয়ার ফুরসত নেই জেমির।

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এগোল ও, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে। কান সজাগ। সেরেসিনরা যতই করিৎকর্মা হোক, চট করে ঘোড়া জোগাড় করতে পারবে না; তাই আশা করা যায় ওর পিছু নিতে মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট করতে বাধ্য হবে।

গাছের সারি পেরিয়ে খোলা জায়গায় উপস্থিত হলো জেমি। সহসা সামনে দেখতে পেল ওর ঘোড়া দুটোকে। বুনো লতাগাছের সদ্ব্যবহার করছে। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ও, শিস বাজিয়ে ডাক দিল রোয়ানকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওটা, জেমিকে দেখে ছুটে এল। পিছু নিল গেল্ডিংটা।

স্যাডল ছেড়ে রোয়ানের পিঠে চাপল জেমি। তারপর অন্ধকার রাত্রির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল।

পশ্চিমে যাচ্ছে ও। কাঁধের ব্যথাটা আবার ভোগাচ্ছে, অসহ্য লাগছে যন্ত্রণা। তবে তারচেয়েও বেশি লাগছে ক্লান্তি, এতটাই যে স্যাডলে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

সারারাত ধরে রাইড করল ও, স্যাডলে বসেই ঝিমাল। ভোর যখন হলো, তখন ত্রিনিদাদে পৌঁছে গেছে।

সবকিছুর আগে ঘোড়া দুটোর যত্ন নেওয়া জরুরি মনে করছে ও, তাই একটা করাল খুঁজে ভিতরে ঢোকাল ঘোড়া দুটোকে। খড় ও পানির ব্যবস্থা করে দুটোকেই দলাই-মলাই করে দিল।

শহরের মূল রাস্তা ধরে এগোল ও। হ্যাসেলফ অ্যাণ্ড লুক'স স্টোরের পাশে একটা হোটেল আছে, আরেকটা আছে দুই ব্লক দূরে রাস্তার ওপাশে। কলোরাডো হোটেলে একটা কামরা নিল ও, ভিতরে ঢুকে গায়ের ঊর্ধ্বাংশ থেকে সব কাপড় খুলে ফেলল। গরম পানিতে কাঁধ ও জখম ধু'লো। ক্ষতের মুখ শক্ত ও দগদগে হয়ে গেছে; সম্ভবত শুকনো ও জমাট বাঁধা রক্ত এবং কাপড়ের সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে। সময় নিয়ে সব পরিষ্কার করল ও।

কোট ও শার্টে লেপ্টে থাকা শুকনো রক্ত ধুয়ে শুকানোর জন্যে ঝুলিয়ে দিল। ব্লাঙ্কেট-রোল থেকে শার্ট বের করে গায়ে চাপাল। ভাঁজ পড়লেও পরিষ্কার এটা।

নীচে ওষুধের দোকান পেয়েছিল একটা। হ্যাগার্ড নামে এক লোক দোকান চালায়, ডাক্তারিও করে। ড্রাগস্টোরে তাকে পায়নি জেমি, ব্যবসার কাজে পুয়েবলো গেছে। অগত্যা কার্বলিক এসিড কিনে কামরায় ফিরে এল, ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল।

মেডিসনের ঘটনা নিয়ে ভাবছে জেমি। তিনজন ছুটে এসেছিল ওর দিকে, কিন্তু চারজন ছিল এরা–লাভা অঞ্চলে কথাবার্তা শুনে তাই মনে হয়েছে। তা হলে চতুর্থ লোকটা কোথায় গেল? একে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা! দৃশ্যত, মেডিসনে

যায়নি সে···তা হলে কোথায় আছে লোকটা? তবে একজন আহত হয়েছিল এবং ঘোড়া ছেঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল লোকটাকে। সম্ভবত হিসাবের বাইরে রাখা যায় তাকে।

ঘুমিয়ে পড়ল জেমি। ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। জানালার কাছে এসে রাস্তার দিকে তাকাল। প্রায় শূন্য রাস্তা, লোক সমাগম নেই বললে চলে। হ্যাসেলফ অ্যাণ্ড লুক'স জেনারেল স্টোরের সামনে দাঁড়ানো একটা রিগ ছাড়াও হিচিং রেইলে দুটো ঘোড়া বাঁধা। ঘোড়া বা মার্কা, কোনটাই চেনা ঠেকল না।

নীচতলার কামরা ওর, তাই রাস্তার অনেকটাই চোখে পড়ছে না, যা দোতলা বা তিনতলা থেকে সম্ভব হতো না। পর্দা ভাল মতো টেনে দিয়ে পায়ে বুট গলাল জেমি। দেখল কোট প্রায় শুকিয়ে গেছে। পিস্তল পরখ করে গানবেল্ট জড়াল কোমরে, তারপর গায়ে কোট চাপাল।

ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে দুর্বল বোধ করছে ও। মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে। মাথায় লাগাতার দপদপে ব্যথা বোধ হচ্ছে। এ মুহূর্তে কারও সঙ্গে গোলমালে জড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর, বরং শুধু পেটের জ্বালা মেটাতে ইচ্ছুক। তারপর আবার ঘুম দেবে। বিশ্রামই ওর জন্যে সবচেয়ে বড় ওষুধের কাজ করবে।

রাইফেল ও গিয়ার রুমে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও।

বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। সঙ্গে সেয ও সিডারের ক্ষীণ ঘ্রাণ থাকায় চমৎকার লাগছে সন্ধ্যাটা। আশপাশের বাড়ি বা রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে আসা রান্নার সুবাস পেটের চাহিদা জানান দিল আবারও। ঠায় কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল জেমি, কোলাহলহীন সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্য ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া উপভোগ করছে। ত্রিনিদাদ এমনিতে শান্ত শহর, কালেভদ্রে উত্তপ্ত হয়ে

ওঠে। তবে এ মুহূর্তে এখানে শান্তিই প্রত্যাশা করছে জেমি।

শহরের ওপাশে ফিশার'স পীকের জমকাল ও আকাশছোঁয়া কাঠামো। তিন ব্লক দূরে রেস্তোরাঁ লেখা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, চারপাশে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সেদিকে পা বাড়াল। ভিতরে ঢুকল।

দুটো লম্বা টেবিলে বসে খাচ্ছে ছয়জন লোক। পারিবারিক আবহের মতো সাজানো হয়েছে টেবিল দুটো, একসঙ্গে কয়েকজন খেতে পারে। তবে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট টেবিলও রয়েছে অন্য পাশে। এ মুহূর্তে কারও সঙ্গে খোশগল্প করবার মূডে নেই জেমি, কিন্তু এও চায় না কেউ ওকে অসামাজিক ভাবুক, তাই বেঞ্চের একেবারে শেষের দিকে বসে পড়ল।

মোটাসোটা, ঘেমে অস্থির, টেকো এক লোক কফিপট হাতে এগিয়ে এল। 'দুই ডলারে যা খুশি খেতে পারবে,' হেসে বলল সে। 'পেট চুক্তি। তবে চোখের সামনে যা দেখবে না, ওসব চেয়ে বোসো না। যা কিছু আছে, সামনেই রাখি।'

টেবিলে টাকা রাখল জেমি। গরুর মাংসে ভরা থালা টেবিলে সাজিয়ে রাখা, হাত বাড়িয়ে একটা নিজের দিকে টেনে নিল। বড় এক বৌলে চটকানো আলু রয়েছে, আরেক বৌলে বীন। চামচ দিয়ে দুটোই চাহিদামতো নিজের প্লেটে নিল ও।

'একটা জিনিস,' টেবিলের উল্টোদিকে থামল মোটকু, হাসি এখনও লেগে আছে মুখে। 'তাজা আপেল পাই আছে। চাইলে পাবে, কিন্তু একজনের জন্যে এক টুকরো বরাদ্দ। বেশি চেয়ে লাভ হবে না। ওই জিনিস টেবিলে দিইনি, গরুর নার্সগুলো তা হলে পুরোটাই শেষ করে ফেলবে, কারও জন্যে একটুও রাখবে না।'

'এই, ডেভ,' লম্বা, লালচুলো এক কাউপাঞ্চার প্রতিবাদ

করল সহাস্যে। 'তুমি যেভাবে বলছ তাতে এই ভদ্রলোক আমাদের ব্যাপারে কী মনে করবে, বলো তো? ভাববে আমরা ভদ্রতা-টদ্রতা একেবারেই জানি না! কিন্তু আমরা তা জানি এবং নির্দ্বিধায় বলি চৌহদ্দিতে তোমার চেয়ে সুস্বাদু আপেল পাই কেউ বানাতে পারে না।'

'পটানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না,' সাফ জানিয়ে দিল মোটকু ডেভ। 'বাড়তি এক টুকরোও পাবে না।'

জেমির দিকে ফিরল পাঞ্চার। 'কী জানো, বিবি-ফোর র‍্যাঞ্চে কাজ করত ডেভ। ও যখন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এল, তাবৎ কাউহ্যাণ্ডও ওর পিছু নিয়ে শহরে হাজির হয়ে গেল।'

জেমির কোটে তৈরি বুলেটের ফুটোয় আটকে গেল লালচুলো কাউহ্যাণ্ডের দৃষ্টি, সেকেণ্ড কয়েক পর দৃষ্টি সরিয়ে নিল। জেমির বাম হাত ও কাঁধের আড়ষ্ট নড়াচড়াও খেয়াল করেছে সে।

'ভাল রাঁধুনি পাওয়া বেশ কঠিন,' মন্তব্য করল ও।

মাংসের বড় বৌল ওর দিকে ঠেলে দিল পাঞ্চার। 'নাও, পেট ভরে খাও।' একটু পর সে যোগ করল: 'এলাকাটা যে একেবারে শান্ত তা বলব না, মাঝে মধ্যে গোলমাল হয়। তবে আমাদের ভাগ্য নেহাত মন্দ নয়, মার্শাল লোকটা ভাল। সাচ্চা মানুষ। মুখও বন্ধ রাখতে জানে।'

'ধন্যবাদ। ওকে বোধহয় দরকার হবে না আমার।'

দীর্ঘক্ষণ ধরে ওকে দেখল পাঞ্চার, তবে আর কিছু বলল না। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে অন্যরা, জেমির ব্যাপারে কাউকে আগ্রহী মনে হলো না, আদপে ভাল করে দেখেইনি।

এমন জায়গায় বসেছে জেমি, সারাক্ষণই দরজার উপর চোখ রাখতে পারছে। রেড নামের কাউহ্যাণ্ড এটাও খেয়াল করেছে, একরকম নিশ্চিত ও।

দরজা তো আছেই, বড় বড় কয়েকটা জানালাও আছে, তাই রাস্তার অনেকটা অংশ চোখে পড়ছে। সময় নিয়ে কফি খাচ্ছে ও, এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে। রেডও আছে, যদিও ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না; বরং মনে হচ্ছে ওর উপস্থিতি ভুলে বসে আছে।

একে একে উঠে গেল অন্যরা। বিদায় নিল। শেষে জেমির দিকে ফিরল সে, আঙুলের টোকায় হ্যাট পিছনে ঠেলে দিল।

'আমি আসলে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ,' সহজ, ক্যাজুয়াল স্বরে বলল রেড। 'বন্ধু পেলে আর কিছু লাগে না। কাজ থাকলে গরুর দেখ-ভাল করি। টেক্সাস থেকে এক পাল গরু নিয়ে ড্রাইভে এসেছি ক'দিন আগে।'

'হ্যাঁ, টেক্সাসে ছিলাম একসময়।'

'তুমি যখন শহরে ঢুকেছ, ঘোড়া দুটো দেখেছি। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ।'

'দুটোই খুব ভাল ঘোড়া।'

'এটা আমার ব্যাপার নয়, কিন্তু না-বলেও পারছি না। কেউ যদি শত্রুর পাতা ফাঁদে পা দেয়, দেখেও চুপ করে থাকা মুশকিল বৈকি।'

সতর্কঘণ্টী বাজল অন্তস্তলে, মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ অনুভব করল জেমি; মনে হলো মুহূর্তের জন্যে হলেও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে ওর। 'ফাঁদ?'

'হ্যাঁ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা থেকে পালাচ্ছ, কিংবা হয়তো সেদিকেই যাচ্ছ। ওই যে বললাম, এতে বোধহয় আমার নাক গলানো ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু তোমাকে ভাল লেগে গেছে তো, তাই না-বলেও পারছি না। আরও একটা কারণ হচ্ছে: ওদেরকে দু'চোখে দেখতে পারি না, মেয়েগুলোকেও

নয়।'

'ক'জন ওরা?'

'দু'জন। আর মেয়েটাকে ধরলে তিনজন। অবস্থা যা বুঝেছি, মেয়েটাকে হিসাবের মধ্যে ধরলেই ভাল করবে।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ, অ্যামিগো,' শান্ত স্বরে বলল জেমি। 'ওই মেয়েটা হয়তো পুরুষদের চেয়েও খারাপ। ওরা এখানে আছে?'

মনটা তেতো হয়ে গেছে ওর। শরীরে জখম ও ক্লান্তি নিয়েও সারা রাত ছুটেছে ঘোড়ার পিঠে, মাইলকে মাইল পাড়ি দিয়েছে; সব কি-না পণ্ডশ্রম হলো! পড়বি তো পড় একেবারে শত্রুর ঘাড়ে! মেডিসন থেকে এখানে এসে ভেবেছিল ওদের এড়াতে পেরেছে, কিছুটা সময় পাবে এবং এ ফাঁকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু ভাগ্য এবার বিরূপ হলো ওর প্রতি...

'কী যে বলো না! শুধু কি আছে, বরং ওরা তোমাকে শহরে ঢুকতেও দেখেছে। এখন কোথায় আছ, তাও জানে। ইতোমধ্যে তোমার হোটেলেও খোঁজ নিয়েছে। অবশ্য শেরম্যান'স হোটেলেও গিয়েছিল, যেহেতু জানত না কোন্‌টায় উঠেছ।'

রেস্তোরাঁয় দুটো দরজা। একটা রাস্তার দিকে, যেটা দিয়ে এখানে ঢুকেছে জেমি, অন্যটা পিছন দিকে। সম্ভত দুটোর উপরই চোখ রাখছে শত্রুরা। এ শহরে যতক্ষণ অবস্থান করছে, নিশ্চয়ই প্রতিটি মুহূর্ত ওকে চোখে চোখে রাখা হবে।

ত্রিনিদাদে ভোরে ঢুকেছে ও, সারাদিন বিনা উপদ্রবে কেটেছে শুধু বোধহয় এ কারণে যে শত্রুপক্ষ তাড়া বোধ করেনি। জেমি যেহেতু ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত নয়, ধীরে-সুস্থে কাজ সারবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'কেন তোমার মনে হলো আমার উপর নজর রাখছে ওরা?' রেডের উদ্দেশে জানতে চাইল জেমি। লালচুলো কাউহ্যাণ্ডের

প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছে। মস্ত উপকার করেছে সে, কত বড় উপকার নিজেও জানে না। নিজের অজান্তে শত্রুদের পাতা ফাঁদে পা দিত জেমি, জানতেই পারত না কী থেকে কী হলো। এখন যেহেতু জেনে গেছে, কিছুটা হলেও সতর্ক থাকতে পারবে এবং সম্ভব হলে পাল্টা ব্যবস্থাও নিতে পারবে।

সবক'টা দাঁত বের করে, কিন্তু নিঃশব্দে হাসল রেড। 'দুটো ক্লান্ত, পর্যুদস্ত ঘোড়া নিয়ে শহরে এসেছ তুমি, করালে রেখে দ্রুত এক হোটেলে উঠেছ। শহরে ঢুকবার সময় কোটে রক্ত লেগে ছিল, আর নেহাত ঠেকায় না-পড়লে বাম হাতটা ব্যবহার করছিলে না। বিড়াল যেমন ইঁদুর শিকার করতে তটস্থ ও সতর্ক থাকে, তেমনই ছিলে তুমি। তা ছাড়া…'

'তা ছাড়া?'

আরও চওড়া হলো হাসি। দুই হাতের টেবিলের উপর উপুড় করে রেখেছে রেড। 'আমি নিজেই তো তোমার জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম।'

বাইশ

ডান হাতে কফির কাপ জেমির, কিন্তু বাম হাতটা কোলের উপর। গানবেল্ট থেকে মোটেই দূরে নয়। বড়জোর কয়েক ইঞ্চি হবে।

'তুমি আমার জন্যে অপেক্ষায় ছিলে?' আশ্চর্য রকম শান্ত

হয়ে গেছে ওর কণ্ঠ। চমকের ধাক্কা সামলে নিয়েছে, এখন বরং সম্ভাব্য বিপদের জন্যে মানসিকভাবে তৈরি। 'তো, আমাকে পেয়ে গেছ! যদি জানতাম যে অপেক্ষায় আছ, আরও আগেই চলে আসতাম।'

আবারও হাসল রেড। 'যা শুনেছি, মাস খানেক ধরে ঝামেলার মধ্যে আছ তুমি, ছোটাছুটি করে হয়রান হয়েছ। তোমাকে দেখে বুঝতেই পারছি না এমন শান্ত-শিষ্ট, নিরীহ চেহারার এক তরুণকে পাকড়াও করতে কেন হন্যে হয়ে উঠবে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক?'

'আমার জন্মের আগেই পক্ষ নিয়ে নিয়েছিল ওরা,' বলল ও। সন্তর্পণে কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল।

রেডের চাহনি বদলে গেছে—এখন আর নিরীহ বা গোবেচারা ভাব নেই—আমুদে দৃষ্টি, তবে মোটেই অবন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না। 'পারিবারিক কলহ?' আগ্রহভরে জানতে চাইল সে।

'বলা যায়। বাবা ওদের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার পর কার্যত আমি একাই রয়েছি। সম্পত্তি আর ওদের মাঝে এখন শুধু আমি। আমাকে সরিয়ে দিতে পারলেই সবকিছুর মালিক বনে যাবে ওরা ওদের কাজকারবার দেখে মনে হয়েছে বিপুল সম্পত্তি, যদিও এই কিছুদিন আগেও জানতাম না। এমনকী ওদের সম্পর্কেও জানতাম না।'

'এর সবই জানে এমন এক বন্ধু আছে তোমার।'

'তাই? অমন কারও কথা তো জানি না,' জেমির নির্ভেজাল বিস্মিত হওয়ার পালা। 'বিশেষ করে এ এলাকায়।'

'তোমার ওই বন্ধু কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে তোমাকে স্পট করে এক জায়গায় আটকে রাখা, যাতে চূড়ান্ত শোডাউনের আগেই বন্ধুটি তোমার পাশে পৌঁছে

যেতে পারে। শিগ্‌গিরই দেখা হবে ওর সঙ্গে, যদি আরও কিছুটা সময় তুমি টিকে থাকতে পারো। সবুর করতে হবে।'

বাইরে সাইডওঅকে বুটের শব্দ হলো, কেউ এগিয়ে আসছে। একটু পর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল লোকটা। গ্লিন শেকেড।

ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে, চোখ মেলে সরাসরি জেমির দিকে তাকাল। হোলস্টার রয়েছে তার উরুতে, সবসময় যেমন থাকে। আর বগলের হোলস্টারেও একটা পিস্তল রয়েছে, যেটার কথা ঠিক এ মুহূর্তে ভাবছে জেমি।

'অনেক পথ পাড়ি দিয়েছ,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'একটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে বসো।'

এগিয়ে এসে জেমির উল্টোদিকে বসল শেকেড। রেডকে হিসাবে ধরলে নিজেদের মিলে একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে প্রায় সমান দূরত্বে। আচরণে বোঝা কঠিন রেডকে দেখেছে কি-না, যদি তাকিয়েও থাকে, জেমির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সেটা। শুধু ওর দিকে মনোযোগ শেকেডের, অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই। যেন ধাড়ি একটা সাপ, নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে ইঁদুরকে...কিন্তু সমস্যার কথা হচ্ছে নিজেকে মোটেও ইঁদুর মনে হচ্ছে না জেমির।

এবার যেন রেডের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলো শেকেড, পাশ ফিরল। 'এটা একটা ব্যক্তিগত আলোচনা। তুমি কিছু মনে করবে?'

করলেও কি সেটা মুখের উপর বলবে কেউ?

উঠে দাঁড়াল লালচুলো কাউবয়। 'নাহ্, কিছুই মনে করব না।' জেমির দিকে ফিরল সে। 'সবুর করতে হবে। বুঝেছ তো?'

'ধন্যবাদ,' বলল জেমি, চোখের কোণ দিয়ে দেখল হেঁটে

বারের কাছে চলে গেছে রেড।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে নিরীখ করছে শেকেড। 'তুমি দেখছি অনেক পরিণত হয়ে গেছ। গত কয়েকদিনে অনেক পথও পাড়ি দিয়েছ।'

'অন্যের চাপাচাপিতে ছুটতেই হলো।'

'ক্যারোলিনায় যেতে পারলে না,' হাসল শেকেড, কিন্তু হাসিটা জেমির শরীরে বরফের শীতলতা ছড়িয়ে দিল।

'গিয়ে কাজ কী? আমার উপস্থিতি ছাড়াই সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

ধাক্কা খেল যেন গ্লিন শেকেড, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে; জেমির মুখে কী যেন খুঁজছে। বুঝতে চাইছে কথার তাৎপর্য। 'কী বললে? এর মানে কী?'

'স্কট নেলসনের অংশীদার হয়েছি আমি। চেনো তো ওকে? খুব নামকরা গরু ব্যবসায়ী। পার্টনার অবশ্য আরও একজন আছে, নেলসনের লইয়ার। তিনজনে মিলে একটা র‍্যাঞ্চ করব আমরা। গরু ব্যবসায়ও কিছু টাকা খাটিয়েছি। যাক্‌গে, যা বলছিলাম। ক্যারোলিনায় তাবৎ কাজকর্ম গুছিয়ে ফেলতে আমার লইয়ারকে পাঠিয়ে দিয়েছি, সেই সব নিশ্চিত করবে।'

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে শেকেড। দৃশ্যত, মার্ক হাউয়ি সম্পর্কে অবগত নয়, কিংবা জেমির একজন আইনজ্ঞ নিয়োগের ঘটনাও জানে না।

পৃথিবীর বহু মানুষ আছে যারা নিজেদের সমস্যা একটা একটা করে মেটাতে অভ্যস্ত। শেকেড বা জেমি নিজেও তেমন লোক। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত, তেমনি একইসঙ্গে অনভিপ্রেতও। কেউ কেউ আছে সারা জীবন এভাবেই কাটিয়ে দেয়, নিজের কর্মপদ্ধতির ধরন কখনোই বদলায় না;

শেকেড ঠিক তেমন মানুষ। একাকী কাজ করতে অভ্যস্ত, যদিও ঠাণ্ডা মাথার চতুর এক লোক। বিচক্ষণ, কিন্তু নিজস্ব ভুবনে থাকতে অভ্যস্ত। নিকটাত্মীয়ের বাইরে বোধহয় উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ নেই তার, এবং নেহাত প্রয়োজন ছাড়া সবসময় হয়তো দেখাও হয় না তাদের মধ্যে।

'যা বলেছি, র‍্যাঞ্চ গড়তে যাচ্ছি একটা,' আবার বলল জেমি। 'হাতে অত সময় নেই, তাই ভাবলাম ক্যারোলিনায় নিজে না-গিয়ে উপযুক্ত একজন লইয়ারকে পাঠিয়ে দিই, সে-ই আমার হয়ে সব কাজ সেরে ফেলবে, বিশেষ করে আইনী দিকগুলো সামাল দেবে। ভাগ্য ভাল যে যাকে নিয়োগ দিয়েছি, সে ক্যারোলিনারই লোক। বুঝতেই পারছ, সবকিছু চেনা-জানা আছে ওর। কাজ করতে তাই বেশ সুবিধা হবে।'

কার্যত এমন একটা পদক্ষেপের কথা চিন্তাও করেনি শেকেড বা অন্য কেউ। একেবারে বাজিমাত হওয়ার মতো ব্যাপার। ওর বাবাকে খুন করবার পর, সমস্ত মনোযোগ ও প্রচেষ্টা জেমির দিকে দিয়েছে, অন্য সব ব্যাপার গুরুত্বহীন ভেবেছে–জেমিকে শেষ করে দিতে পারলে কেল্লা ফতে। খেল খতম, অর্থাৎ মাঠ ফাঁকা হয়ে যেত।

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবকিছু মীমাংসা হয়ে গেছে,' বলল জেমি, যদিও নিজেও জানে না ব্যাপারটা আদৌ ঘটে গেছে কি-না। 'সব চূড়ান্ত। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, এস্টেট এবং সমস্ত সম্পত্তি পেয়ে যাবে আমার উত্তরাধিকার। তুমি বা তোমার লোকজন কিন্তু তালিকার মধ্যে নেই।'

'মিছে কথা বলছ,' শুকনো, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল শেকেড। জেমি নিশ্চিত এভাবে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারে সে। 'এত দ্রুত সবকিছুর নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। কোনভাবেই

হতে পারে না।'

'সম্ভব, যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটার নানা জায়গায় কানেকশন থাকে। সঠিক জায়গায় টোকা দিলেই অনেক আয়াস বাঁচানো যায়, তাই না? আমার নিয়োগ দেওয়া আইনজ্ঞের হাত বেশ লম্বা। ওর এক আত্মীয় জজ। ওর জানাশোনা আরও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মানুষ আছে। কাগজপত্র দেখে তো বলল দু'চারদিনের বেশি লাগবে না।'

ঠায় বসে আছে শেকেড, এমনকী আঙুলও নাড়ছে না। কফি নিয়ে এল মোটকু ডেভ। 'আমার বন্ধুর জন্যে পাই আনো,' ফরমাশ দিল জেমি। 'আমার জন্যেও একটা।'

'তোমার প্রশংসা করতেই হবে,' শেষে বলল গ্লিন শেকেড। 'নাহ্, মাথাটা বেশ ঠাণ্ডাই। অনুমান করেছ তোমাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছি আমরা, কাল্পনিক একটা কাহিনি বলে জাল কেটে বেরিয়ে যেতে চাইছ।'

'মোটেই না,' অস্বীকার করল ও, স্মিত হেসে খেই ধরল। 'মিছে বলব কেন? জাল কেটেই বা বেরোতে হবে কেন? দরকার নেই।' বিস্ময়কর হলেও জেমি অনুভব করল মোটেই মিথ্যে বলছে না, বরং এটাই সত্যি। শত্রুদের তাড়া খেয়ে ছুটেছে ও দিনের পর দিন, ধাওয়া খেয়ে তিতিবিরক্ত হয়েছে, খেপে গেছে; আর এখন জুত হয়ে বসেছে, পালের গোদাটাকে দেখে আরও খেপেছে তলে তলে, একটা এসপার-ওসপার করে নেওয়ার জন্যে শরীর তৈরি। টানটান হয়ে আছে স্নায়ু, শোডাউন হলে শত্রুর চরম সর্বনাশ ঘটাবে। 'তোমরা বোধহয় গোলমাল ছাড়া কিছুই বোঝো না? তুমি আর তোমার স্বজনরা, আমাকে শিকার করতে বেরিয়েছ, ধাওয়া করে বেড়িয়েছ পশ্চিমের অর্ধেকটা। কিন্তু আর নয়। এখানেই শেষ হবে, চুকে-বুকে যাবে সব।

এতদিনে নিশ্চয়ই কিছু আক্কেল হয়েছে? দু'জন খুন হয়েছে...'

'তিনজন,' শুধরে দিল শেকেড। 'শুধু এ কারণেই তোমাকে খুন করব আমরা।'

'হয়তো পারবে, কিন্তু তার আগে কবর পাহারা দেওয়ার জন্যে দু'একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

স্থির চোখে ওকে দেখল শেকেড। মুহূর্তের জন্যে তার চোখে কী যেন দেখা গেল, একটা ছায়া–হয়তো আশাবাদ, কিংবা দুঃখ বোধ। 'আমি সত্যি দুঃখিত যে ব্যাপারটা এভাবে শেষ হবে, কিন্তু অন্যভাবেও শেষ হতে পারত। যদি...'

'তুমি আমার বাবাকে খুন করেছ।'

শ্রাগ করল সে। 'আমাদের পথে বাধা ছিল সে। এখন যেমন তুমি আছ। তা ছাড়া, এসবে আমি একা নই, আরও লোক আছে। আমরা সবাই জড়িত, সবার স্বার্থ আছে এতে। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এতে। তোমার বাবার মৃত্যুর পর একেবারে নির্ভার হয়ে গিয়েছিলাম, পথে আর কোন কাঁটা নেই। তারপর...হঠাৎ জানতে পারলাম তার একটা ছেলে আছে...' কথাটা শেষ করল না সে, শেষদিকে ক্ষীণ হয়ে এল কণ্ঠ এবং শেষ না-করে থেমে গেল।

মুহূর্তের জন্যেও ঢিলেমি দেয়নি জেমি, বরং সর্বক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক ও। যে-কোন বিপদ বা পরিস্থিতির জন্যে তৈরি। গ্লিন শেডেক মহা বিপজ্জনক লোক, হাড়ে হাড়ে হারামী। ধুরন্ধরও বটে। হয়তো ধাপ্পা দিচ্ছে। হতভম্ব বা হতাশ হওয়ার ভান করে ওকে অসতর্ক করতে চাইছে। শত্রুর মুখোমুখি হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভান করা অনেক পুরানো কিন্তু খুবই কার্যকরী কৌশল।

শুধু যে সামনে বসা শেকেডের উপর শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে তাই

নয়, বরং বাইরে থেকে তার ভাই-বেরাদারদের কাছ থেকে বিপদ আশা করছে বলেও সতর্ক জেমি। ক্ষীণতম শব্দও শুনতে উদ্গ্রীব। এও খেয়াল করেছে রেড এমনভাবে বারে দাঁড়িয়ে আছে যাতে দুই দরজার উপর চোখ রাখতে পারে এবং ওদের দু'জনের দিকেও পূর্ণ মনোযোগ রেখেছে।

পরিস্থিতি এমন, যে-কোন মুহূর্তে কিছু ঘটে যেতে পারে। ধৈর্য হারাতে পারে শেকেড এবং সেই মুহূর্তে শোডাউন ঘটে যাবে। জেমি নিজেই তাকে উস্কে দিতে চাইছে।

কিন্তু যা আশা করছিল, তেমন কিছু ঘটল না। হঠাৎ ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল দু'জন লোক। দু'জনেরই বুকে ব্যাজ সাঁটা। প্রথমজন ছোটখাট মানুষ, ধূসর হয়ে এসেছে চুল, কিন্তু একনজর দেখেই বোঝা যায় পোড়খাওয়া।

সরাসরি ওদের টেবিলে চলে এল তারা। প্রথমে জেমির দিকে তাকাল ছোটখাট লোকটা, তারপর শেকেডকে দেখল। 'যদ্দূর বুঝেছি তোমাদের দু'জন আর তোমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ইদানীং সমস্যা হচ্ছে?' কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর লোকটার।

'ঠিক তা নয়,' বলতে গেল শেকেড। 'আমি...'

'তুমি,' কঠোর হয়ে গেছে অফিসারের কণ্ঠ। 'এ শহর ছেড়ে চলে যাবে। একা নয়, তোমার সঙ্গীদেরও নিয়ে যাবে। এবং এখনই! শহরের রাস্তায় কোন গোলমাল সহ্য করব না আমরা। তোমাদের মধ্যে যে ফ্যাসাদই থাকুক, সেটা অন্য কোথাও গিয়ে মিটিয়ে ফেলো। এখানে নয়।'

'অফিসার,' তপ্ত স্বরে বলল শেকেড, ভিতরে ভিতরে খেপে গেছে। 'আমার মনে হয় অযথাই অভিযোগ করছ তুমি! বাইরে আমার বন্ধুরা...'

'জানি,' বাধা দিল ধূসর চুল। 'বাইরে তোমার মতো একই

জাতের খুনিরা অপেক্ষা করছে। কী জানো, এ মুহূর্তে শটগান আর বাফেলো বন্দুক নিয়ে ওদের পাহারা দিচ্ছে এ শহরের ছয়জন লোক। যাও, জলদি করো–রওনা হয়ে যাও!'

কী যেন বলতে চাইল শেকেড, কিন্তু নিরস্ত হলো অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে। ধূসর চুলঅলার অভিব্যক্তিতে ধৈর্যচ্যুতির আভাস। অগত্যা, একবার জেমির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে উঠে পড়ল সে, বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে।

অপেক্ষায় আছে জেমি, শেকেড চলে যাওয়ার পরও নড়ল না। দরজা পর্যন্ত শেকেডকে এগিয়ে দিয়েছে অফিসার, ফিরে এসে জেমির সামনে দাঁড়াল। 'তোমার ক্ষেত্রেও একই কথা। এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে কেটে পড়বে। আগে ওদের বিদায় করি, তারপর তোমাকে বের করে দেব।'

'এখানে এক লোকের সঙ্গে ওর দেখা করবার কথা, মার্শাল,' বলে উঠল রেড। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'সেক্ষেত্রে ওর ভাগ্য খারাপ বলতে হবে,' আবারও কঠিন হয়ে গেছে মার্শালের কণ্ঠ। 'ঘোড়া আর মালপত্র নিয়ে চলে যাবে তুমি, পরিষ্কার? তোমার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই আমার, এমনকী তোমার পরিচয়ও জানি না। জানতেও চাই না। আমার মাথাব্যথা হচ্ছে শহর নিয়ে, এখানে কোন গোলমাল চাই না। বুঝতে পেরেছ?'

'বিলকুল,' বলল জেমি। 'তোমার জায়গায় থাকলে আমিও একই পদক্ষেপ নিতাম। ধন্যবাদ, মার্শাল। এক ঘণ্টার মধ্যে বিদায় হব আমি।'

জেমি উঠে দাঁড়ানোর সময় ওর ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখা পিস্তলটা অফিসারের চোখে পড়ল, স্মিত হাসল সে। 'একেবারে তৈরি ছিলে, না? নাহ্, তোমাকে দোষ দেওয়া যাবে না। ওদের

দেখলাম তো, হাড়ে হাড়ে শয়তান একেকটা! এদের সঙ্গে লাগতে গেলে সবসময়ই তৈরি না-থাকলে সময়ের আগেই কবরে যেতে হবে।

'পিকেটঅয়্যারের দিকে একটা পথ আছে, রেড তোমাকে দেখিয়ে দেবে। তোমার জায়গায় থাকলে আমি ট্রেইল এড়িয়ে নদী বরাবর এগিয়ে যেতাম, স্পেনিশ পীক্‌সের দিকে এগিয়ে বারৌ ক্যানিয়ন পাড়ি দিতাম।'

মার্শালের ঠাণ্ডা চোখে এবার কোমল আভা দেখা গেল। 'তরুণ বয়সে আমিও এমন দাবড়ানি খেয়েছি দু'একবার, জানি কেমন লাগে তখন।'

বার্ন ও করালের পিছন দিক দিয়ে জেমিকে নিয়ে এগোল রেড। বিশ গজ দূরে বইছে নদী, ঘর-বাড়ির পিছন দিক আর নদীর মাঝে কাদামাটি দিয়ে তৈরি রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে দীর্ঘ পাইন সারির কারণে অপূর্ব লাগে পরিবেশ। স্যাডলে চেপে কিছুক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করল।

'এখান থেকে একাই যাবে তুমি,' বলল রেড। 'তোমার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমার।'

'ও যদি সত্যি আমার সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়,' আগ্রহী স্বরে বলল জেমি। 'তা হলে মাথাটা কলারের ভিতর গুঁজে রাখতে বোলো সবসময়, যেহেতু ধারে-কাছে আমার কোন বন্ধু নেই, আর শত্রুরাও খুব বেরসিক লোক! এখন থেকে আর পালাচ্ছি না, বরং সুযোগ পেলে শেকেড বা সেরেসিনদের পিছনে ধাওয়া করব! তাই আমার সঙ্গে যখন সেই বন্ধুর দেখা হবে, হয়তো দেখবে ঝামেলায় আছি···যদি সত্যি আসে সে।'

'আসবে।'

'এপিশাপা পাসের দিকে যাব ভাবছি, স্পেনিশ পীক্‌সের সামান্য পশ্চিমে ওটা। সেই বন্ধু যদি গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়তে এতই ইচ্ছুক হয়ে থাকে, ওকে সেদিকে চলে যেতে বোলো। ওর পরিচয় নিয়ে সামান্য কৌতূহল রয়ে গেছে, তবে বলতে হবে না। দেখা হলে আমি নিজেই জেনে নেব। এ মুহূর্তে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দরকার আমার, যেহেতু এবার রুখে দাঁড়াব শত্রুদের বিরুদ্ধে। দেখা যাবে কে কয়টা লাশ ফেলতে পারে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রেড, একটা হাত তুলে শুভেচ্ছা জানাল, তারপর শহরের দিকে যাত্রা করল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জেমি, কিছুক্ষণ চারপাশ নিরীখ করল। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শেষে পশ্চিমে এগোল, যতটা সম্ভব আড়াল ব্যবহার করছে।

স্পষ্ট টের পাচ্ছে জেমি, শোডাউনের আর বেশি দেরি নেই। মুহূর্তটা এল বলে! ত্রিনিদাদের রেস্তোরাঁয় আরেকটু হলে ঘটে গিয়েছিল চূড়ান্ত সংঘর্ষ, বিশেষ করে দুই অফিসার বাধ না-সাধলে কিংবা রেস্তোরাঁ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই হয়তো শেকেডদের তোপের মুখে পড়ে যেত জেমি।

শত্রুপক্ষ আগে থেকে তক্কে তক্কে ছিল, আর এখন ও নিজেই মরিয়া হয়ে উঠেছে। এসপার-ওসপার হয়ে যাক! কাঁহাতক আর ছোটাছুটি করা সম্ভব? হঠাৎ উপলব্ধি করল মোটেই ভয় পাচ্ছে না, একটুও নয়। বরং পুরোপুরি তৈরি ও। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত।

ঠিক পথটাই ওকে বাতলে দিয়েছে মার্শাল। পার্গাটয়ের নদীর তলা ধরে টানা পশ্চিমে এগিয়ে চলল জেমি, একসময়

রাইলি ক্যানিয়নের বিপরীতে পৌঁছল। নদীর পাড় থেকে উঠে এল এবার, পাতলা বনের মাঝে নিচু টিলার সারি পাড়ি দিয়ে বারৌ ক্যানিয়নের দিকে ছোটাল ঘোড়া।

বারৌ ক্যানিয়নের ট্রেইলে পৌঁছে বেশ পুরানো ট্র্যাক দেখতে পেল, তাজা কোন ছাপ নেই। এবার ক্যানিয়ন ধরে এগোল, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

পাইন সুবাসিত পাহাড়ী বাতাস ঠাণ্ডা ও স্বস্তিকর। ধারে-কাছে আশ্রয় নেওয়া প্রসপেক্টরদের রান্নার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে চৌহদ্দির আনাচে-কানাচে। গিরিখাত বা ছোটখাট ড্রতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে এসব ভাগ্যান্বেষী মানুষ। জেমির নিজের ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, একেবারে নিশ্চুপ প্রকৃতি। ঢাল বরাবর সামনে ও চারদিকে তাকাল জেমি, পাহাড়ী ঢালে ঘন হয়ে জন্মানো অ্যাসপেন সারির কাঠামো অপেক্ষাকৃত গাঢ় দেখাচ্ছে।

ক্যানিয়নের দিকে আসা প্রতিটি ট্রেইল খুঁটিয়ে জরিপ করল ও, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না। তবে মোটেও নিশ্চিন্ত হয়নি, যেহেতু জানে শত্রুরা বেশি দূরে নেই, বরং এ মুহূর্তে প্রাণান্ত চেষ্টায় রয়েছে সংক্ষিপ্ত সময়ে যাতে ওর অবস্থান জানা যায়।

সামনে স্পেনিশ পীক্‌স, বলা চলে হামলে পড়েছে মাথার উপর। সুউচ্চ শৃঙ্গের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেঘের দল। 'বৃষ্টি হবে, বয়,' রোয়ানের উদ্দেশে বলল জেমি। 'ওগুলো হচ্ছে মেঘ। ভড়কে যাওয়ার কিছু নেই। মনে হচ্ছে একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া উচিত হবে আমাদের।'

ঢালের উপর ছোট্ট একটা চাতালের মতো দেখতে পেল ও, অ্যাসপেন গুচ্ছের ঠিক পাশে। রোয়ানকে সেদিকে চালনা করল

জেমি, ঢাল ধরে উঠে যাচ্ছে, পাশে অ্যাসপেন সারি। যা খুঁজছিল, তাই দেখতে পেল একটু পর। সামান্য ঘুরে চাতালের উপর উঠে এল।

জুতসই আশ্রয় নয়, তবে কাজ চলে যাবে। চওড়া চাতালের এক পাশে ঝোপঝাড়ে ঘেরা একটা জায়গা আছে, যেখানে ঘোড়া দুটো রাখলে নীচ থেকে দেখা যাবে না। শুধু তাই নয়, এক চিলতে তৃণভূমিও আছে; ঘোড়া দুটোর জন্যে যথেষ্ট হবে।

রোয়ানের পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খুলে দলাই-মলাই করে দিল ও, গেল্ডিংকেও বাদ দিল না। তারপর তৃণভূমিতে ওদের ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পর্বতশৃঙ্গের আশপাশে ঘনীভূত মেঘের সারি দেখে ওর মনে হলো খুব বেশি সময় পাবে না। শিগ্‌গিরই বৃষ্টি নামবে।

অ্যাসপেন সারির কাছাকাছি নিচু কিছু গাছ রয়েছে, কোনটার উচ্চতাই সাত-আট ফুটের বেশি নয়। ওগুলোর নীচে এসে অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েকটা গোড়া থেকে কেটে ফেলল, তারপর লম্বা চারটার মাথা বাঁকিয়ে একসঙ্গে বেঁধে ফেলল। কিছু আলাদা ডাল ও পাতা যোগ করে প্রায় নিশ্ছিদ্র আচ্ছাদন বা ছাদ তৈরি করে ফেলল। কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে মেঘের পাহাড়ের দিকে নজর রেখেছে, আশঙ্কা করছে হয়তো আশ্রয় তৈরি হওয়ার আগেই বৃষ্টি নেমে আসবে।

সবশেষে চার কোণায় থাকা চার গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কয়েকটা লম্বা গাছের ডাল আড়াআড়ি বেঁধে ফেলল। ডালের সঙ্গে খাড়া করে পাতা সহ কিছু ডাল বেঁধে দিল। মোটামুটি বেড়া তৈরি হয়ে গেছে, বৃষ্টির ছাঁট বা বাতাস পুরোপুরি আটকাতে না-পারলেও অন্তত কিছুটা হলেও ঠেকিয়ে দেবে।

সবশেষে আরও কিছু লতা-পাতা এনে ছাদের আগের স্তরের

উপর চাপিয়ে দিল। এবার জুত হয়েছে বেশ, পানি চুইয়ে পড়বে না ভিতরে।

স্প্রুসের ডালপালা দিয়ে ভিতরে বিছানা তৈরি করল ও। বাতাস লাগবে কম এমন এক জায়গায় আগুন জ্বালাল, পড়ে থাকা শুকনো এক গুঁড়ি থেকে বাকল সংগ্রহ করে পুরু বাকল বসিয়ে দিল আগুনের তিনদিকে, প্রতিফলক হিসাবে কাজ করবে বাকল, ফলে তাপ বা আলো কোনটারই অপচয় হবে না।

কফিপট নিয়ে বিশ গজ দূরে ঝর্নার কাছে চলে এল জেমি, পট্ ভরাট করে আগুনের উপর চড়িয়ে দিল। সদ্য তৈরি আশ্রয়ে একবার ঢুঁ মারল। গিয়ার ও ব্ল্যাঙ্কেট-রোল রেখে দিল এক পাশে। স্যাডলটাকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এতে অবশ্য অভ্যস্ত জেমি।

কফির গুঁড়ো নিয়ে আগুনের পাশে এসে দেখল পানি ফুটতে শুরু করেছে। তখনই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। বিশ পেনির মুদ্রার চেয়েও বড় বড় সাইজের ফোঁটা, গায়ে পড়লে টের পাওয়া যায় যে কিছু পড়ল!

দৌড়ে তৃণভূমিতে চলে এল জেমি, ঘোড়া দুটোকে নিজের আশ্রয়ের কাছাকাছি নিয়ে এল। অ্যাসপেন সারির নীচে অনায়াসে থাকতে পারবে ঘোড়াগুলো, এখানে ঘাস যেমন আছে, তেমনি বৃষ্টিতেও খুব বেশি ভিজতে হবে না। এবার তড়িঘড়ি করে আগুনে কাঠ যোগ করল। রাতের জন্যে নিশ্চিন্ত ও, সবকিছু আশ্রয়ে আনা হয়েছে। এদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে এখন, ডালপালার তৈরি ছাদে পটাপট শব্দ হচ্ছে।

আগুনে বেকন ভাজতে বসল জেমি। ছাদ থেকে চুইয়ে দু'এক ফোঁটা পড়ছে বটে, তবে বৃষ্টির তোপ কমে গেলে তাও পড়বে না, তাই এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। শেষ বেকনটা ভেজে

কয়েকটা বিস্কুট চিবাল জেমি, তারপর গরম গরম বেকন পেটে চালান করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কড়া তিন কাপ কালো কফি গিলল। যা খিদে পেয়েছিল, নিজের তৈরি খাবার অমৃতের মতো লাগছে।

ছাদ চুইয়ে নীচের দিকে পানি জমা হচ্ছে, তারপর বড়সড় ফোঁটার আকারে মাটিতে পড়ছে। তবে কোনটাই দুশ্চিন্তা করবার মতো নয়। মিনিট চার-পাঁচ পর হয়তো এক ফোঁটা পড়ছে।

আশ্রয় নির্মাণে যেমন মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে জেমি, স্থান নির্বাচনেও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে। বৃষ্টির সময় বা পরপরই এ ধরনের জায়গায় পাহাড়ী ঢল নেমে আসে, উপত্যকা দিয়ে বয়ে যায় পাহাড়ে জমা হওয়া বৃষ্টির পানি। জেমি যেখানে আশ্রয় তৈরি করেছে, পাহাড়ী ঢল প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে, কিংবা জায়গাটা যেহেতু নিচু নয়, পানিও জমা হবে না।

বাইরে ভিজছে ওর ঘোড়া দুটো, মাঝে মধ্যে অস্থির পা ফেলছে।

শুয়ে পড়ল জেমি। মাথা এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করল কত অল্পতে সন্তুষ্ট হতে পারে মানুষ।

নিরাপদ আশ্রয়, ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের উষ্ণতা, সামান্য খাবার এবং ক্ষণিকের বিশ্রাম। এসব বেশি কিছু নয়, কিন্তু জীবনের বহু সময় ওর কেটে গেছে ওসব ছাড়াই–একসঙ্গে সব পায়নি। হয়তো এটা ওর জীবনের শেষ রাত্রি। যা পরিস্থিতি, মরণপণ লড়াই হবে এবং যে লড়াইয়ে পিছিয়ে আসবার বা আগাম সমাপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

লালচুলো কাউহ্যাণ্ডের বলা "বন্ধু"টি কে বুঝতে পারছে না

জেমি। আসলে কে এই লোক? অন্ধকারে মাথা নাড়ল ও, বাস্তবে এমন কারও থাকবার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। রেড বোধহয় ভুল করেছে। বাবা মারা গেছে এবং ওকে সাহায্য করবে এমন নিকটাত্মীয় নেই কেউ। অথচ সাধারণ কেউ নয় মানুষটা, রেডের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, নানা পথে লোক নিয়োগ করেছে সে, জেমির আশু পদক্ষেপ জানতে চেয়েছে। এ ব্যাপারটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দীর্ঘক্ষণ জেগে থাকল জেমি, আকাশ-পাতাল ভাবছে। ন্যান্সি স্টেন্টসনের কথা ভাবল, কেমন আছে কে জানে। রোয়ানের ক্ষীণ নড়াচড়া স্বস্তি জোগাচ্ছে ওর মনে, যেহেতু জানে ঘোড়াটাকে ফাঁকি দিয়ে কারও পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হবে না। হাঁচি, জোর নিঃশ্বাস, হ্রেষাধ্বনি...কিছু একটা করে অবাঞ্ছিত লোকের উপস্থিতি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব প্রকাশ করবেই।

উঠে বসে আগুনে কাঠ যোগ করল ও। তারপর কম্বল গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে শুয়ে চোখ বুজল। ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে।

যতক্ষণ আগুনের উষ্ণতা ছিল, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারল জেমি। কিন্তু একসময় ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে অনুভূতি নিয়ে জেগে গেল। চিৎ হয়ে আশ্রয়ের ছাদের দিকে তাকাল, স্প্রুসের বাঁকানো কাঠি বা ডালপালা আগের মতোই আছে, সামান্য নুয়ে পড়েছে যদিও। সম্ভবত ভিজে যাওয়ার কারণে। ধনুকের ছিলার মতো দু'পাশে বাঁকানো ছাদের কারণে বৃষ্টির বেশিরভাগ পানি নেমে গেছে ঢালু ছাদ ধরে, তবে কিছু ঠিকই ডালপালার বাধা ভেদ করে চলে এসেছে ভিতরের দিকে। আশ্রয়ের ভিতরে কিছু কিছু জায়গা ভিজে গেছে।

উঠে বসল জেমি। মাথায় হ্যাট চাপাল, বুট নেড়ে ভিতরে জমা হয়ে যাওয়া পানি নিংড়াল, তারপর পায়ে গলাল। হাঁটু গেড়ে বসে গানবেল্ট জড়াল কোমরে, ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল বাড়তি কোল্টটা।

আগুন নিভে গেছে। বাইরে ঝড়ো বাতাস বইছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়নি, তাই ঠাণ্ডাও কমেনি। এখন এক কাপ কফি না-হলেই নয়। অগত্যা আগুন ধরাল ও, কফির পট চাপিয়ে দিল। নতুন করে পানি বা কফির গুঁড়ো যোগ করতে হলো না, গতরাতে কিছু রয়ে গিয়েছিল, সেটাই আবার আগুনে চড়িয়ে দিয়েছে। বেশ কড়া হবে, তবে এখন তেমন কফিই দরকার।

বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সব ছাপ সয়লাব হয়ে গেছে। এখন সহজে ওকে খুঁজে পাবে না শত্রুপক্ষ, নেহাত সৌভাগ্যক্রমে ওকে স্পট করতে পারবে কিংবা যদি কাছাকাছি থাকা অবস্থায় আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ পায়। কফি এতটাই দরকার ওর, সেজন্যে নিজের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতেও রাজি জেমি।

সতর্কতার সঙ্গে কম্বল আর গ্রাউণ্ডশিট গুটিয়ে ভাঁজ করে রাখল ও, শোওয়া অবস্থায় যেসব ঘাস চাপা পড়েছে সেগুলো উল্টোদিক থেকে সিধে করে দেওয়ার প্রয়াস চালাল। জানে এতে লাভ হবে না তেমন, কিন্তু চেষ্টা চালাতেও অসুবিধা দেখতে পাচ্ছে না।

বৃষ্টি হচ্ছে এখনও, তবে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আগুন আরও একটু উস্কে দিয়ে স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেট আগুনের আঁচে সেঁকে নিল, তারপর স্যাডল চাপাল। রোয়ানের পিঠে কম্বল রাখবার আগে যতটা সম্ভব পানি নিংড়ে নিল দু'হাত দিয়ে।

রেডের বলা সেই "বন্ধু" যদি সত্যি ওকে খুঁজে পায়, তা হলে তাকে যোগ্য ও সমর্থ বলতেই হবে। সে অবশ্য জেনে যাবে

যে বারৌ ক্যানিয়নের দিকে এগিয়েছে জেমি, এবং সেখান থেকে বাকি পথও বোধহয় নির্বিঘ্নে পাড়ি দিতে পারবে। তবে এই ট্রেইল খুব একটা ব্যবহৃত হয় না, এবং জেমির ধারণা সামনে কোথাও পশ্চিমে বাঁক নিয়ে শেষপর্যন্ত হোয়াইট ক্রীক বা ইকো ক্রীকের ধারে নিয়ে যাবে ওকে। টুইন পীক্‌সের পশ্চিমের শৃঙ্গ থেকে সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে ইকো ক্রীক।

যমজ দুই শৃঙ্গ এ মুহূর্তে জেমির ঠিক পিছনে আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে কাছেরটা অন্তত তেরো হাজার ফুট উঁচু, অন্যটা সামান্য কম। কাছাকাছি আরও কয়েকটা শৃঙ্গ রয়েছে, তবে কোনটার উচ্চতাই উল্লেখযোগ্য নয়, যেমন স-টূথ। টুইনের ঠিক পশ্চিমে ওটার অবস্থান।

স্যাডলে চেপে চাতাল ধরে এগোল জেমি, ট্রেইলে উঠেনি এখনও, বরং ট্রেইল আর নিজের মাঝখানে রেখেছে অ্যাসপেন সারিকে। ধাওয়া খেয়ে অনেক ছুটেছে। ওই পর্ব খতম। আর ছুটবে না, বরং এখন থেকে নিজেই শত্রুদের খুঁজে বের করবে। জানে শেকেডরা বেশি দূরে নয়, এবং আশা করছে শিগ্‌গিরই আবার মোলাকাত হবে তাদের সঙ্গে।

মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতল ও। উন্মুক্ত প্রেয়ারিতে যেমন অনেক দূর থেকেও শব্দ শোনা যায়, পাহাড়েও তেমন, যদিও কোন পর্বতশৃঙ্গ বা পাহাড়ের কোণা দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পেল না জেমি।

গাছপালার ঘনত্ব বাড়তে শুরু করেছে। পাহাড়ী চাতালটা কিছুক্ষণের মধ্যে এক উপত্যকায় মিলিত হলো। ডানে ওয়েস্ট স্পেনিশ পীক্‌স আর বামে হোয়াইট পীক্‌স। উত্তরে চলে গেছে রুক্ষ ট্রেইল। খানাখন্দ আর নুড়িপাথর ও বোল্ডারে ভরা। জেমি

যা শুনেছে, এখানে প্রায়ই পাথরধস হয়।

নিচু এক রীজের চূড়ায় এসে ঘোড়া থামাল, স্প্রুসের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। আসছে ওরা!

ভাগ্যিস তাকিয়েছিল, নইলে হয়তো শত্রুদের আগমনের খবর জানা হতো না ওর। প্রায় চার-পাঁচ মাইল পিছনে আছে, অনুমান করল জেমি। চারজন, গুনল ও। অন্ধের মতো অনুসরণ করছে ওকে, অর্থাৎ জেমি যে-পথে এসেছে সে-পথেই আসছে। শুধু চারজন নয়, বাজি রেখে বলতে পারবে ও, বরং আরও লোক আছে। এরা বোধহয় অন্য কোন পথ ধরে এগিয়ে আসছে।

মাথার উপর ওয়েস্ট স্পেনিশ পীকের আকাশছোঁয়া কাঠামো, নগ্ন পাথুরে শরীর দেখে গা ছমছম করে। হাজার ফুট উঁচু পর্বতের পাদদেশে কেউ যখন দাঁড়ায়, তখন যদি মনে হয় ওটা হামলে পড়ছে–কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। এমন প্রকাণ্ড কাঠামোর পাশে এসে না-দাঁড়ালে অনুভূতিটা কল্পনা করা কঠিন।

চারটা কাঠামোকে শনাক্ত করবার প্রয়াস পেল জেমি, কিন্তু দূরত্বের কারণে পারল না। শুধু বোঝা যাচ্ছে চারজন অশ্বারূঢ়। ব্যস, কারও চেহারা বা অবয়ব ঠাহর করা সম্ভব হচ্ছে না। আদপে এত দূর থেকে চলমান বড়সড় একটা বিন্দুর মতোই লাগছে।

ঘুরে আকাশছোঁয়া শৈলশিরার দিকে আরেকবার তাকাল ও।

এর নাম হুয়াজাটোলা। জোড়া এ পাহাড়কে কখনও কখনও বলা হয় "পৃথিবীর স্তনযুগল"। একসময় দেবতাদের আখড়া ছিল এটা এবং এ কারণে বহু কিংবদন্তীর গল্প চালু আছে জোড়া পাহাড় সম্পর্কে। ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে জেমি শুনেছিল এখান থেকে সোনা উত্তোলন করে অ্যাযটেকরা এবং মেক্সিকোয়

নিয়ে যায়। বলা হয় এখনও অনেক খনি আছে ওখানে, কিন্তু সব খনির মুখ পাথরধসে বন্ধ হয়ে গেছে। আর ইণ্ডিয়ানদের দাবি পুব দিকের শৃঙ্গে বহু প্রাচীন এক উপসনালয় আছে।

ঝড়ো বাতাসে মাতালের মতো দুলছে ঢালের নীচে থাকা অ্যাসপেনের শাখা। উঁচু থেকে দেখছে বলে অ্যাসপেনের বনকে দেখাচ্ছে বহতা সাগরের মতো, দুলুনিকে মনে হচ্ছে ঢেউ। বয়ে যাচ্ছে একের পর এক। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য, এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি নিদারুণ বিস্ময় নিয়ে বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখছে।

ওর বামে, ওয়েস্ট পীকের ঢালে নুয়ে পড়েছে স্প্রুসের সারি। কোন কোনটা গুঁড়ির মাঝামাঝি ভেঙে পড়েছে। সম্ভবত শৃঙ্গ থেকে পাথরধসের কারণে। কোথাও কোথাও গর্তে এখনও জমা রয়ে গেছে শুভ্র তুষার, বিশেষ করে ছায়া আছে যেসব জায়গায়।

পাসটা এঁকেবেঁকে পশ্চিমে চলে গেছে, একেবারে হোয়াইট ক্রীক পর্যন্ত নেমে গেছে। কিন্তু সেদিকে গেল না জেমি, বরং ঘুরে উত্তরে এগোল, ইকো ক্রীকের মাথা অর্থাৎ উৎপত্তিস্থলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

কয়েক গজ এগোতে নিচু টিলাটা দেখতে পেল।

নিচু পাহাড় ওটা, ঘন স্প্রুসে ছাওয়া। কিছু গাছ নুয়ে পড়েছে বটে, তবে বেশিরভাগই খাড়া আছে এখনও। অসংখ্য বোল্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, প্রতিটিতে একাধিক মস্ উদ্ভিদ জন্মেছে। বহু আগে এক লোক এখানে ক্যাম্প করেছিল। লোকটা ইণ্ডিয়ান না সাদা তা বলতে পারে না কেউ। তবে ফ্যাকাসে পাথরের উপর ক্যাম্পের চিহ্ন রয়ে গেছে, পাথুরে পৃষ্ঠে কালচে গোলাকার একটা দাগ—আগুন জ্বালানো হয়েছিল।

পিছনে এক চিলতে খোলা জায়গায় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে, এরপর ইতস্তত বেড়ে ওঠা কয়েক ডজন স্প্রুস। স্প্রুসের সারির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া ক্ষীণ ট্রেইল সম্ভবত ইকো ক্রীকের দিকে গেছে।

টিলার উপর উঠে পিছনে, নীচের ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। মোক্ষম জায়গা। এখান থেকে ট্রেইলের পুরোটাই দৃশ্যমান। ওকে ফাঁকি দিয়ে, যদি এখানে রাইফেল হাতে বসে থাকে, কারও পক্ষে কয়েকশো গজের মধ্যে অক্ষত আসা সম্ভব হবে না।

মাটিতে নেমে ঘোড়া দুটো ঢালে নিয়ে এল জেমি, স্যাডল খুলল না। তাজা, লকলকিয়ে ওঠা লম্বা ঘাস দেখে সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রোয়ান আর গেল্ডিং। ওগুলোকে পিকেট করে পাথুরে জায়গায় ফিরে এল জেমি। উইনচেস্টার হাতে সুবিধাজনক একটা জায়গা পছন্দ করে বসে পড়ল।

কতদিন হলো ছোটাছুটি করছে? ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। সারা দেহে রাজ্যের অবসাদ। মনটা তেতো হয়ে গেছে–*এরপর কী ঘটে* এ আশঙ্কা নিয়ে কতদিন থাকা যায়? জেদ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা সবই বোধ করছে। এখন যে-কোন শোডাউনের জন্যে প্রস্তুত ও। প্রতিপক্ষে বহু লোক আর ও একা, কিন্তু মোটেই তোয়াক্কা করে না জেমি। বরং আজকের সূর্য ডুবে গিয়ে কাল যখন আরও একটা দিন আসবে, শত্রুর সংখ্যা নিশ্চিতভাবে কমে যাবে ভেবে প্রসন্ন বোধ করছে।

বিচ্ছিন্ন মেঘের পাহাড়ের ফাঁকফোকর গলে নেমে আসছে সূর্যের কোমল আলো। এখানে না-হলেও দূরে বৃষ্টি হচ্ছে, ধোঁয়াটে একটা পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে দৃষ্টিপথে। স্যাডলব্যাগ থেকে ক্র্যাকার বিস্কুট বের করল জেমি। খেয়াল করল আশপাশে ঘুরঘুর করছে কৌতূহলী একটা হুইস্কি-জ্যাক, সম্ভবত খাবার

পাওয়ার আশায় আছে।

বিস্কুট থেকে কোণা ভেঙে ছুঁড়ে মারল জেমি। চট করে ওটা মুখে পুরে নিল প্রাণীটা, আরও পাওয়ার আশায় কাছে চলে এল। ওকে মোটেই বিপদ মনে করছে না, কিংবা নিজের উড্ডয়ন ক্ষমতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেছে–প্রয়োজন পড়া মাত্র খিঁচে উড়াল দেবে।

শত্রুরা আরও কাছে চলে এসেছে। দৃশ্যত, ওরা ধরে নিয়েছে এখনও দৌড়ের মধ্যে আছে জেমি। মনে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ নেই। লোকবল বেশি হলে থাকবার কথাও নয়। তা ছাড়া, একেকজন হাড়ে হাড়ে শয়তান। এত বেপরোয়া যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে হীন যে-কোন উপায় অবলম্বন করতেও পিছ-পা হবে না।

হাতে রাইফেলের অস্তিত্ব স্বস্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর সারা দেহে। নিজের অবস্থান বিচার করল। দারুণ। প্রস্তুতিও সন্তোষজনক। পিছনে পালানোর পথ ঠিক করা আছে। টিলাটা বিচ্ছিন্নও নয় যে চট করে চোখে পড়বে। তা ছাড়া, চাইলে যে-কোন দিকে সটকে পড়তে পারবে জেমি, এবং প্রায় পুরো পথে কোন না কোন কাভার পাবে।

কাঁধটা এখনও আড়ষ্ট লাগছে, তাই সাবধানে নড়াচড়া করছে ও। নেহাত ঠেকায় না-পড়লে বাম কাঁধ বা হাত ব্যবহার করছে না। সুস্বাস্থ্য, মানসিক দৃঢ়তা আর পরিষ্কার ও সতেজ পাহাড়ী বাতাস ক্ষত শুকানোর জন্যে খুবই উপকারী।

ট্রেইলের একটা বাঁক পছন্দ করল ও, রাইফেল তুলে নিশানা করল। প্রায় চারশো গজ দূরত্ব। জায়গাটার ডান দিকে পাহাড়ী ঢালে গুচ্ছাকারে বেড়ে উঠেছে কিছু স্কারলেট জিলিয়া, পূর্ণ যৌবনা ফুলগুলো ঢালের ওই অংশকে রক্তলাল করে তুলেছে।

আঙুল দিয়ে হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিল জেমি, রাইফেলটা

এক গাছের গুঁড়ির উপর রাখল। বিশ্রামের ফাঁকে অযথা রাইফেলের ভার বহন না-করে এভাবেই রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু এক হাতে ব্যবহার করবে। প্রয়োজন না-পড়লে বাম হাতকে কাজে লাগাতে চায় না।

আরেকটা ক্র্যাকার বের করে হুইস্কি-জ্যাকের সঙ্গে ভাগাভাগি করল ও।

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোয় কেমন বোধ করে মানুষ? এখন যেমন হচ্ছে ওর, তেমন? সতেজ, নির্মল বাতাস বইছে, তুষারশুভ্র শৃঙ্গের সংস্পর্শে তা একটু বেশিই শীতল—তুষারের স্পর্শ যেন! জেমি যেখানে আছে, মাত্র কয়েক হাজার ফুট উপরে পর্বতশৃঙ্গের আনাচে-কানাচে জমাট বেঁধে আছে টনকে টন তুষার।

ট্রেইলের ধারে হঠাৎ উড়াল দিল একটা পাখি, পরপরই প্রথম রাইডার দৃশ্যমান হলো। রাইফেল হাতে তুলে নিল জেমি, নিশানা স্থির করল। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ওর প্রতি চরম মনোভাব প্রদর্শন করেছে শত্রুরা, মাত্র একটা লক্ষ্য ছিল ওদের মিশনে—জেমিকে খুন করা; যখনই সুযোগ পেয়েছে, ওকে নিকেশ করবার চেষ্টায় কখনও গাফিলতি দেখায়নি। সেক্ষেত্রে, শত্রু যখন পাল্টা ওকে কোন সুযোগ দেয়নি বা দেবে না, ও কেন সুযোগ দেবে? সবচেয়ে বড় কথা, শত্রু একাধিক। এক গণ্ডা বেপরোয়া ও নিষ্ঠুর মানুষের বিরুদ্ধে যখন কেউ লড়ে, সমান সমান বা ন্যায্য সুযোগের ভাবনা তখন নিদারুণ বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

এই একই অবস্থায়, অর্থাৎ ট্রিগারের মুখে যদি ওকে পেত শত্রুরা, উল্লসিত হতো। ক্ষীণতম দ্বিধাও করত না।

মনটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে ওর। পরিস্থিতিই বাধ্য

করেছে ওকে। বাঁচা-মরার খেলা এটা। কোন দুর্বলতার স্থান নেই এখানে। দুর্বলতা প্রকাশ মানে কবরের দিকে একটা পা বাড়িয়ে দেওয়া।

তাই, চরম বিতৃষ্ণা আর জেদ নিয়ে প্রথম রাইডারকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিল জেমি।

একটু নীচে নিশানা করেছে ও, যেহেতু ঢাল ধরে উঠে আসছে শত্রুরা, কিন্তু বুলেটটা ঠিক জায়গাতেই লাগল। আলোর একটা ঝলক দেখতে পেল লোকটার ভেস্টে, সম্ভবত কোন মেডালিয়ন কিংবা হতে পারে চেইনের ঘড়িতে সোনার নাগেট, আলো পড়ে ঝিলিক মেরেছে।

বুলেটের ধাক্কায় ঝাঁকি খেল দেহটা। স্রেফ ঘটনাচক্রে, কিংবা দেহে ঝাঁকির কারণে স্পার দাবিয়ে ফেলল। ছিটকে আগে বাড়ল ধূসর ঘোড়াটা, পিছনে হেলে পড়ল রাইডারের দেহ, তারপর ধপ করে গড়িয়ে পড়ল ট্রেইলে।

দুটো গড়ান খেল দেহটা, ট্রেইলের পাশে জিলিয়া গুচ্ছের কাছে গিয়ে স্থির হলো। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটল ঘোড়াটা, সঙ্গী বা অন্য রাইডারদের প্রতি গ্রাহ্য করল না। একটু পর ছুটে জেমির সামনে দিয়ে চলে গেল, মুক্ত স্টির‍্যাপ দুটো ঝুলছে।

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল রাইফেলের ভারী গর্জন। শব্দটা মিলিয়ে যেতে সময় লাগল। তারপর একেবারে নিঃসীম নীরবতা নেমে এল। পাতার ফাঁকফোকর ধরে ছুট দিয়েছে সন্ত্রস্ত ও অস্থির হুইস্কি-জ্যাকটা। দূরে কোথাও চেঁচিয়ে উঠল একটা ঈগল।

ট্রেইলে স্থির হয়ে আছে জেমির দৃষ্টি, অন্যদের দেখতে পাবে বলে আশা করছে। পড়ে থাকা লোকটাকে দেখল এক নজর। উঁহুঁ, কোন নড়াচড়া নেই। কেউ গুলি খেলেই মারা পড়ে না, বরং

কখনও কখনও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। মাথায় গুলি করলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত করা যায়, কিন্তু এত দূর থেকে তাগড়া একটা শরীর যখন অপেক্ষাকৃত বড়, সহজ ও নিরাপদ টার্গেট, তখন মাথায় নিশানা করা বোকামিও বটে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে তখন। গুলি এক চুল এদিক হলেও টার্গেটকে পাশ কাটিয়ে যাবে। কিংবা এমনও দেখা গেছে ঠিক ওই মুহূর্তে পাশে থাকা সঙ্গীর দিকে ফিরল লোকটা, আচমকা এ নড়াচড়াই হয়তো তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে।

নড়ছে না লোকটা। হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, সম্ভবত মেরুদণ্ডে লেগেছে গুলি, কিংবা ওকে ধাপ্পা দিতে ঠায় একইভাবে পড়ে আছে। আসল ঘটনা যাই হোক, যেখানে ছিল সেখানেই থাকল জেমি।

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চলে গেল। কিছুই ঘটছে না। উদ্বেগ বোধ করছে ও। বাকি লোকগুলো দেখা দিচ্ছে না কেন? দৃশ্যত, ট্রেইলের পাশে কোন আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে। এখন বোধহয় পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। এদের একজন যদি সামান্য ঘুরপথে ওর কাছে চলে আসবার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা করে থাকে, মোটেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বরং এটাই স্বাভাবিক। তবে যে-পথেই আসুক, অন্তত কয়েকটা ছোট্ট কিন্তু খোলা জায়গা পেরিয়ে আসতে হবে তাকে, এবং এর প্রতিটা জেমির মাথায় আছে।

সূর্য উঠে গেছে। রোদের আঁচ উষ্ণ ও স্বস্তিকর লাগছে এখন। নীচের ট্রেইলে সবকিছু একেবারে স্থবির, কোন নড়াচড়া নেই। কিন্তু ধাপ্পা খেতে রাজি নয় জেমি। জানে ট্রেইলের ধারে-কাছে কোথাও আছে শত্রুরা, একটু একটু করে এগিয়ে আসবে,

তবে গুলি খাওয়ার আশঙ্কায় তটস্থ থাকবে।

সন্তর্পণে ঢালের আরও একটু নীচে, গাছের পিছনে চলে এল জেমি। অপেক্ষাকৃত বেশি আড়াল পাবে এখানে।

আরও একজন মানুষ মারা গেল। কীসের আশায় ওরা এভাবে মারা পড়ছে? যা পাবে, সেটা কি এতগুলো সমর্থ লোকের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান? চাইলেই ক্ষান্ত হতে পারত ওরা, পিছিয়ে যেতে পারত···কিন্তু জেমির সেই সুযোগ ছিল না। নির্ভর করবার মতো কেউ ছিল না ওর, অথচ শত্রুর ধাওয়া খেয়ে ছুটতে হয়েছে দিনের পর দিন। নিষ্ঠুরভাবে ওকে খুন করতে চেয়েছে শেকেডরা, তাই পাল্টা লড়তে হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতেও ফারাক নেই তেমন। এখনই যদি ক্ষান্ত হয় ওরা, সবকিছুর অবসান হবে–অন্তত জেমির তাই ধারণা, কিন্তু এখান থেকে আর পালাবে না জেমি। ঘাড়ে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই। হয় মুক্ত মানুষ হিসাবে, বুক ফুলিয়ে যাবে, নয়তো মরবে এবং মরবার আগে শত্রুর সংখ্যা কমিয়ে যাবে।

আচমকা ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে। পাথরের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল এক লোক, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল কাছের আড়ালের উদ্দেশে। খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা গেছে তাকে। চাইলে গুলি করতে পারত জেমি, কিন্তু মিস্ হতে পারে বলে করল না। গুলি লাগলেও হয়তো আঁচড় কাটত লোকটার শরীরে, কাজের কাজ কিছু হতো না। নিশ্চিত টার্গেট না-দেখে গুলি করতে নারাজ ও।

অপেক্ষার পালা।

লোকটা নিশ্চয়ই নড়বে, আড়াল থেকে বেরোবে। তার সামনে থাকা ট্রেইলের অংশটুকু দেখল জেমি, পরবর্তী কাভার

পেতে হলে মাঝখানে অন্তত ত্রিশ কদম খোলা জায়গা পেরোতে হবে। যথেষ্ট সময় লাগবে।

জেমিরও তখন সুযোগ আসবে।

অস্বস্তিভরে চারদিকে চকিত দৃষ্টি চালাল জেমি। খুব বেশি নীরব। ঘোড়া দুটোর দিকে তাকাল, ঘাস নিয়ে ব্যস্ত ওরা। হঠাৎ ওর মনে হলো এখান থেকে কেটে পড়াই শ্রেয়। অনুভূতিটা ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, কিন্তু মনে হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়ার পিঠে চড়া উচিত, তারপর তুমুল বেগে ছুট লাগাবে।

গাছপালার আরও আড়ালে সরে গেল জেমি, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও: শত্রুরা মোটেই রণেভঙ্গ দেবে না, কিংবা এখানে চুপটি মেরেও বসে থাকবে না। যেহেতু লোকবল বেশি, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে, একাধিক দিক থেকে জেমিকে ঘেরাও করে ফেলতে চাইবে। এ ধরনের অবস্থায় এটাই কৌশল।

সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যদিও দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আড়ালে-আবডালে ক্রমে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তিন শত্রু।

চিন্তিত মনে ওয়েস্ট স্পেনিশ পীকের ঢাল জরিপ করল জেমি, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত গাছপালার কাছে চলে এল ও, তৃণভূমিতে চরতে থাকা ঘোড়া দুটোর দিকে তাকাল। গাছের আড়াল থেকে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েও ইতস্তত করল জেমি। নিচু স্বরে ডাকল রোয়ানটাকে।

মুখ তুলে তাকাল রোয়ান, কয়েক কদম এগিয়ে এল। আবার ডাকল জেমি। এবার এক মুখ ঘাস ছিঁড়ে নিল ওটা, তারপর আরও একটু এগিয়ে এল। গেল্ডিংটা অনুসরণ করছে।

ঘোড়া দুটো যখন কাছাকাছি চলে এল, আবার ডাকল জেমি। 'এদিকে আয়, বাছা। এই যে, এদিকে।'

কান খাড়া ওটার, নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে পা বাড়াচ্ছে; যেন খুনসুটি করছে জেমির সঙ্গে। চট করে ওর কাছে আসবে না। কিছু সময় নষ্ট করবে। আবার ডাকল জেমি, এবার আরও কোমল স্বরে। এক কদম ওর দিকে সরে এল রোয়ানটা, তারপর আরও এক কদম।

ট্রেইল বরাবর পিছন ফিরে তাকাল জেমি, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। সতর্ক দৃষ্টিতে পুব দিকের পাহাড়ী ঢালটা জরিপ করল। এখানেও কিছু নেই। পশ্চিমে ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে পাহাড়ী ঢাল, স-টূথ ও চ্যাপারাল ক্যানিয়নে গিয়ে পড়েছে। মাইল কয়েক দূরে চুকারাস নদীর দিকে চলে যাওয়া একটা ট্রেইল আছে, কিন্তু অন্য ট্রেইলটা, যেটা ধরে এসেছে জেমি এবং ওর অস্থায়ী আশ্রয়ের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে, উত্তরদিকে গিয়ে শেষপর্যন্ত ইকো ক্যানিয়নের তলায় গিয়ে মিশেছে। পুবদিকে, ওর হাতের বামে, গাছপালার ফাঁকে নানা সাইজের বোল্ডার ও পাথর চোখে পড়ে। টিম্বারলাইন, অর্থাৎ পাহাড়ের সর্বোচ্চ যে উচ্চতায় গাছপালা দেখা যায়, সেটা প্রায় এগারো হাজার ফুট। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও আকৃতি দেখে জেমি অনুমান করেছে এ মুহূর্তে আনুমানিক দশ হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে ও।

কোথাও কেউ নেই। কোন নড়াচড়া চোখে পড়ছে না।

উদ্বিগ্ন মনে আরও স্লামনে এগিয়ে গেল জেমি, যতটা সম্ভব নিচু জমি ব্যবহার করছে। শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই বসে নেই, বরং নানা দিক থেকে এগিয়ে আসবে। ওকে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা চালাবে। প্রথম থেকেই এরা ছিল শিকারী, আর ও ছিল শিকার। বাস্তবতা হচ্ছে, এখনও অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি।

বামে, খানিকটা উঁচুতে যে পাথুরে এলাকা, আশপাশে কিছুটা খোলা জায়গাও রয়েছে। ওদিক দিয়ে আসতে গেলে ঝুঁকি নিতে হবে শত্রুদের। তা ছাড়া, পাথরগুলো এমনভাবে পড়ে আছে যে পেরোতে গেলে শব্দ হবে; শত শত বোতল মাড়িয়ে আসতে গেলে যেমন আওয়াজ হবে। আর ডান দিক ধরে আসতে গেলে, পাহাড়ী ঢালে গাছপালার আড়াল পাবে।

নিজের অবস্থান যাচাই করল জেমি। সন্তোষজনক হলেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। নিজেকে কোণঠাসা মনে হচ্ছে ওর। অনুভূতিটা অস্বস্তিকর।

ওয়েস্ট স্পেনিশ পীক্‌স থেকে ধেয়ে এল ঠাণ্ডা বাতাস। মাথার উপর অলস চক্কর কাটল একটা নিঃসঙ্গ বাজার্ড, তারপর গোত্তা খেয়ে নেমে এল দক্ষিণের ট্রেইলের দিকে। ওখানেই গুলি খেয়ে পড়েছিল লোকটা। তারমানে আরও একজন খতম···সব মিলিয়ে চারজন হলো।

গ্লিন এখানে আছে কি-না কে জানে। তবে নিভেন আছে নিশ্চয়ই।

সহসা জেমি আবিষ্কার করল শত্রুপক্ষের মোটেও তাড়া নেই। ওকে কোণঠাসা অবস্থায়, নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে তারা। নিঃসন্দেহে একাধিক দিক থেকে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, পিছনে গিয়ে অবস্থান নেবে, এবং তারপর একসঙ্গে হামলা চালাবে। যদি না তার আগেই বিক্ষিপ্তভাবে কারও গুলিতে প্রাণ হারায়।

তবে এখন ওরা জেনে গেছে সহজে ছাড়বার পাত্র নয় জেমি পাল্টা নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে সক্ষম। নতুনভাবে হিসাব কষবে, সতর্ক থাকবে যাতে আর কেউ হতাহত না-হয়।

আবারও চারপাশে শ্যেনদৃষ্টি চালাল জেমি। শত্রুপক্ষের ওকে

ঘিরে ফেলবার পরিকল্পনা অনুমান করতে চাইল, কিন্তু কোন পথই সহজ মনে হলো না। ওর অজান্তে কাছাকাছি আসা, সেটা যেদিক দিয়েই হোক, খুব কঠিন হবে। সন্দেহাতীতভাবে ওর অবস্থান বেশ নিরাপদ।

নিকুচি করি ওদের! ত্যক্ত মনে গাল বকল জেমি। কফির তেষ্টা পেয়েছে ওর, অথচ খেতে পারছে না। ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করবারও উপায় নেই। এক অর্থে আটকা পড়েছে বিপজ্জনক এই উপত্যকায়। কফিই খাবে এখন!

নিচু শাখাবিশিষ্ট এক স্প্রুসের তলায় চলে এল জেমি, ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল। পাশে রেখেছে রাইফেল। কাজের ফাঁকে চারপাশ থেকে এক মুহূর্তের চেয়ে বেশি কখনোই দৃষ্টি সরাল না, এবং সতর্ক থাকল যাতে চোখের কোণ দিয়েও আশপাশে কারও নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আগুন থেকে ক্ষীণ যে ধোঁয়া উঠবে, সেটা স্প্রুসের শাখা-প্রশাখায় মিলিয়ে যাবে; দূর থেকে কারও চোখে পড়বার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। তবে ধোঁয়ার গন্ধ পাবে শত্রুরা, এবং এর উৎস নিয়ে ধন্দে পড়ে যেতে পারে।

আসন্ন সংঘর্ষের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে ভাবল জেমি, এই প্রথম ওর মনে হলো জীবিত নাও বেরিয়ে যেতে পারে। শোডাউন যখন হবে, সুস্থিরভাবে চিন্তা করবার সময় থাকে না; মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হতে হয়। কিন্তু এখন হাতে সময় আছে। বেপরোয়া এ মানুষগুলো ওকে মৃত দেখতে চায়, এবং আগেও বহু খুন করে হাত পাকিয়েছে। আশপাশে আছে ওরা, ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সঠিক সংখ্যা ওর জানা নেই। হয়তো চারজন, কিংবা এক ডজনও হতে পারে।

আগুনের উপর কফিপট বসিয়ে দিল জেমি। নিজের উদ্দেশে স্মিত হাসল। ব্যাটারা কফির ঘ্রাণ পাবে, ভেবে কূলই পাবে না

এখানে কফি আসবে কোত্থেকে!

গ্লিন শেকেডের খুব পছন্দ হবে ব্যাপারটা। সাহসী লোক সে, অন্যের সাহসের সমীহও করতে জানে। তবে আসল তাৎপর্য যা: ওরা ঠিকই বুঝে নেবে অসম লড়াই হলেও মোটেই ভীত নয় জেমি ট্রেভালিয়ন।

সত্যি কি ভয় পাচ্ছে না? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। হ্যাঁ, পাচ্ছে; মৃত্যুভয়। মরতে চায় না ও।

'জেমি?' নিচু একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

মেয়েলি কণ্ঠ!

'জেমি, এদিকে চলে এসো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই···একা।'

কথা বলবে না ছাই!

'জেমি, ভেবে দেখো তো, শত্রুতা দূরে থাক, তোমার সঙ্গে কি আমার সামান্য বাদানুবাদও হয়েছে এ পর্যন্ত? হওয়া উচিতও নয়। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই পারি? শুধু তুমি আর আমি?'

ঠায় বসে থাকল ও, টুঁ শব্দটিও করল না। গ্লিন শেকেড সম্পর্কে জানে, ধৈর্য কম লোকটার। জেমি আশা করছে জ্ঞাতি ভাই যেহেতু, অন্যদেরও একই স্বভাব হওয়ার কথা। যার ব্যাপারে ওকে বিশেষ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, লোকটার নাম কী যেন? নাইবেক। জ্যাকব নাইবেক। ওই লোকও এখানে আছে কি-না কে জানে।

সমস্যা ওটাই। একা ও। বিপক্ষে অন্তত এক গণ্ডা বিপজ্জনক লোক। শুধু বিপজ্জনকই নয়, চরম নিষ্ঠুর, ধূর্ত ও মারমুখী।

ওরা কি অন্ধকার নামবার অপেক্ষা করবে? সন্দেহ করবে জেমি হয়তো অন্ধকার নামলে সটকে পড়তে চাইবে? ছোট্ট যে

টিলায় আশ্রয় নিয়েছে ও, আশপাশের এলাকা থেকে কয়েক ফুট উঁচু। সব মিলিয়ে টিলার পরিধি এক একরের মতো হবে। ঘন গাছপালা, প্রধানত স্প্রুস ছাড়াও কিছু ছড়ানো-ছিটানো বোল্ডার রয়েছে। এর কোন কোনটা কোমর সমান উঁচু। আর আছে বুনো ঝোপ। যেহেতু ছোট জায়গা, স্রেফ অন্ধের মতো যদি একনাগাড়ে সর্বত্র গুলি করতে থাকে, ওর গায়ে গুলি লাগবার সম্ভাবনা শতে এক ভাগ।

এখান থেকে বেরিয়ে, সম্ভাব্য নিরাপদ পথ হতে পারে উত্তর দিক। কিন্তু এ এলাকা সম্পর্কে আগেও কম-বেশি শুনেছে ও এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে তিনটা পথ ধরে বেরিয়ে যেতে পারবে।

স-টূথ পেরিয়ে পশ্চিমে গেছে এক ট্রেইল, চ্যাপারল ক্যানিয়ন হয়ে চুকারাসে চলে গেছে। আর ওর ঠিক পিছনে একটা ট্রেইল গেছে ওয়েড ক্যানিয়নের দিকে, এবং এরই এক শাখা চলে গেছে ইকো ক্যানিয়নের দিকে।

চাইলে এর যে-কোন একটা ট্রেইল ধরে সটকে পড়তে পারে ও। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ত্যক্ত হয়ে পড়েছে জেমি, আর পালাতে বা ছুটতে ইচ্ছে করছে না। বরং শোডাউনের জন্যে তৈরি।

হয়তো বোকামিই হচ্ছে, যেহেতু স্বেচ্ছায় সংঘর্ষের পথ বেছে নিচ্ছে, যেখানে চাইলে নিরাপদে সটকে পড়তে পারত। বিশেষ করে বিরুদ্ধে যখন অন্তত এক গণ্ডা ভয়ঙ্কর শত্রু। একাধিক লোকের বিরুদ্ধে আগেও লড়েছে, কিন্তু ভাগ্য ওর পক্ষে ছিল বলে উতরে গেছে। এবারও যে তাই হবে, এমন কী নিশ্চয়তা আছে?

আচমকা তুমুল গুলিবর্ষণ শুরু হলো। জেমির সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করে, অনুমানের উপর বিভিন্ন ঝোপঝাড় আর বোল্ডারের

আনাচে-কানাচে গুলি করছে, আশা করছে বাধ্য হয়ে জেমি হয়তো খোলা জায়গায় বেরিয়ে যাবে। আর এর যে-কোন একটা যদি ঠিক জায়গায় লেগে যায়, তা হলে তো কথাই নেই!

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জেমি, মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। যত ইচ্ছে গুলি করুক ব্যাটারা। যেখানে আছে এখন, পাথর বা বোল্ডারে লেগে ছিটকানো গুলি ছাড়া ওর গায়ে লাগবার সম্ভাবনা নেই। তবে দু'একটা খুব কাছ দিয়ে গেল, অস্বস্তিকর কাছ দিয়ে!

হঠাৎ ওর মনে হলো বাবা যদি এখন পাশে থাকত! পরক্ষণে অবশ্য চিন্তাটা বাতিল করে দিল। পাশে থাকলে হয়তো বিপদেই পড়ত, তারচেয়ে বরং একাই সামাল দেওয়ার চেষ্টা করবে। বাবা থাকলেও তো মনের দিক থেকে প্রায় একাকী বড় হয়েছে ও, সমান বয়সী যে-কোন ছেলের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় স্বাবলম্বী ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। কেউ সাহায্য করবার নেই তো কী হয়েছে? বরং একাই সবচেয়ে নিশ্চিন্তে লড়াই করা যায়।

কফি তৈরি হওয়ার পর পট নামিয়ে ফেলল জেমি, কাপে ভরে চুমুক দিল। বেশ গরম। বুড়ো স্প্রুসের নীচে আয়েশ করে বসল, সময় নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। আগুনের কুণ্ডের দিকে তাকাল একবার, এখনও কয়লা গনগনে রয়ে গেছে। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে শক্ত হয়ে যাওয়া তিনটা বিস্কুট পেল, সামান্য হলেও এটাই এখন একমাত্র খাবার। খেতে অবশ্য বেশ লাগল।

মেঘ জমতে শুরু করেছে, গম্ভীর হয়ে গেছে আকাশ। স্পেনিশ পীক্‌সকে ঘিরে জমায়েত হচ্ছে দ্রুত। অনুমানে যদি ভুল না হয়, তা হলে বজ্রবৃষ্টি এবং ঝড় উঠবে, যে-কোন মানুষের কলজেয় কাঁপ ধরিয়ে দেওয়ার মতো বজ্রপাত হবে। এক মাইল পরিসীমার মধ্যে যত বজ্রপাত হবে, উচ্চতার কারণে সবই ধেয়ে

আসবে এই পর্বতশৃঙ্গের দিকে, লোহার রডের মতো টেনে নিয়ে আসবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। নিকটতম দূরত্বে বজ্র পতিত হয়। তাই একটা গাছের নীচে থাকবার চেয়ে খোলা জায়গা অনেক বেশি নিরাপদ। আর হাজার হাজার ফুট উচ্চতায় থাকলে…মরণের দিকে এক পা এগোনোর শামিল বৈকি।

লোকমুখে জেমি শুনেছে পশ্চিম কলোরাডোর *লোন কোন* ছাড়া স্পেনিশ পীক্‌সের মতো বজ্রপাতপ্রবণ পর্বত আর নেই। একটা ম্যাগপাইও বোধহয় আশু বিপদ টের পেয়ে গেছে, এতক্ষণ ওর কাছাকাছি ছোটাছুটি করছিল, কিন্তু জেমিকে একা রেখে চম্পট দিয়েছে।

শেষ বিস্কুটটা পেটে চালান করে দিল ও, হাত থেকে বিস্কুটের গুঁড়ো ঝাড়ল। ছুটে আসা একটা বুলেট বিদ্ধ হলো স্প্রুসের গুঁড়িতে, বাকলের চল্টা এসে পড়ল জেমির কাঁধে।

শত্রুপক্ষের কথা ভাবছে ও। শেকেড, মেনসেল কিংবা সেরেসিন…যাই হোক ওদের নাম, হাজার ফুট উচ্চতায় বজ্রপাত আর ঝড়োবৃষ্টিতে পড়বার অভিজ্ঞতা আছে ওদের? যদি না-থাকে, নির্ঘাত আজ জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হবে ওদের, পিলে চমকে যাবে সবক'টার।

মেঘের গুড়গুড় আর কান ফাটানো বজ্রপাত শুরু হলো যখন, মাত্র কয়েক গজের মধ্যে পড়তে শুরু করল, ক্যানিয়নে প্রতিধ্বনি তুলল বজ্রের শব্দ…সব মিলিয়ে মনে হলো কী এক মহাযজ্ঞ ঘটে যাচ্ছে…আশঙ্কা আর ভয়ে চুল খাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম…আর খাড়া চুলের গতি করবার জন্যে বাতাসতাড়িত নীল বিদ্যুৎ তো আছেই!

ক'জন আছে ওরা? চারজন? নাকি এক ডজন? ওই মহিলাও আছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ও নিকৃষ্ট সেই জ্যাকব নাইবেকও কি হাজির হয়ে গেছে?

কফিপটে কিছু কফি রয়ে গেছে। ওটা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ফেলল জেমি, তারপর স্যাডলব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল পাত্রটা। হঠাৎ মনে হলো অন্ধকার নেমে এলে কিংবা ঝড়ের মাঝখানে চট করে সরে পড়বে। সন্ত্রস্ত মুরগীর মতো ছুট দেবে। একে ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টি আসছে, তায় অন্ধের মতো সমানে গুলি করছে শত্রুপক্ষ, এ অবস্থায় কেটে পড়াই সমীচীন।

দমকা বাতাস এল প্রথমে, তারপর কড়কড় করে বাজ পড়ল। সামনের পর্বতশৃঙ্গে বজ্রপাত হলো, ব্রিমস্টোনের কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। পরপরই তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। পুরু অস্বচ্ছ পর্দা তৈরি করে ফেলেছে দৃষ্টিপথে। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জেমি, ছুটল ঘোড়া দুটোর দিকে। গোল্লায় যাক সব!

যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে শত্রুরা, খোলা জায়গার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে তিনজন। দীর্ঘদেহী, কালো ফ্রককোট পরা। হাতে পিস্তল প্রত্যেকের। পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, জেমির অজান্তে চলে এসেছে পিছনে, একটু পর হয়তো ঘেরাও করে ফেলত।

কী থেকে কী হলো জানে না জেমি, স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি আর রিফ্লেক্সের বশে সক্রিয় হলো। তিন সেরেসিনকে দেখতে পাওয়ার পরমুহূর্তে টের পেল ট্রিগার টানছে ও।

তেইশ

সূর্য পাহাড়শ্রেণীর ওপাশে, আড়ালে পড়ে গেছে, তবে তির্যক কিছু রশ্মিতে রক্তলাল হয়ে উঠেছে স-টুথ রক্সের চূড়া। জেমির বাম দিকে, টুইন পীক্সের দুই শৈলশিরার মাঝে আটকা পড়েছে প্রকাণ্ড সাইজের কুৎসিত ও কালো মেঘ, যেন দৈত্যাকার হারকিউলেস! মেঘের কুৎসিত দেহ ভেদ করে নেমে আসছে নীল বিদ্যুৎ, অদ্ভুতুড়ে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে ব্রেস্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ডের গোলাপি ঢাল।

আর জেমির সামনে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী তিন যমদূত! আলো-আঁধারি পরিবেশে গাঢ় দেখাচ্ছে তাদের অবয়ব। অস্তমান সূর্যের আলোর প্রতিফলনে নয়, যেন নরকের আগুনের আভায় লালচে দেখাচ্ছে সঙ্কল্পবদ্ধ ও খুনে মুখগুলো।

শুভেচ্ছা বিনিময় দূরে থাক, কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। কিংবা বললেও মেঘ ও বজ্রপাতের ডামাডোলে শোনা যেত কি-না সন্দেহ। অদ্ভুতুড়ে আলোয় আলোকিত তখন আকাশ, অন্ধ আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তুমুল বৃষ্টি আর বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দের তুলনায় ওদের অস্ত্রের গর্জনকে নেহাত ক্ষুদ্র ও পলকা মনে হলো।

দুনিয়ার সবকিছু বিস্মৃত হয়েছে জেমি ট্রেভালিয়ন। খুনে বজ্র, বৃষ্টি বা ঝড়ো বাতাস, কোনটাই গ্রাহ্য করছে না। মরিয়া এখন ও, নিজের প্রাণের মায়ায় হিংস্র ও চরম আগ্রাসী হয়ে

উঠেছে; বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেও অধীর। প্রায় একটা মাস ওকে ধাওয়া করেছে এরা, স্বাভাবিক জীবনে নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে; শত কষ্ট, দুর্ভোগ বা উদ্বেগের চাপ নিতে হয়েছে, হজম করতে হয়েছে সারা দুনিয়ায় ওর একমাত্র স্বজন বাবার মৃত্যু। পুষে রাখা সব তিক্ততার প্রতিবাদে এখন বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

কী এক খুনে মানসিকতা ভর করল জেমির মধ্যে, ও নিজেও জানে না। একের পর এক গুলি করল, খালি করে ফেলল চেম্বার। তারপর চকিতে ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে খাবলে তুলে নিল দ্বিতীয় পিস্তল।

সহসা আবিষ্কার করল পাশ থেকে গুলি করছে কেউ। ওর ডান দিকে। দু'জন ভূপতিত হয়েছে। তৃতীয়জনের উদ্দেশে এখন পর্যন্ত গুলি করেনি জেমি, কিন্তু তাকে আধ-পাক ঘুরে যেতে দেখতে পেল। পরমুহূর্তে একইসঙ্গে দুটো গুলি লাগল লোকটার শরীরে–একটা জেমির পাঠানো। কাটা কলা গাছের মতো আছড়ে পড়ল সে, আর উঠল না। বিক্ষুব্ধ বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে তাজা রক্ত।

তিনজনই পড়ে আছে। নিথর

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল জেমি, দৃষ্টি ভূলুণ্ঠিত তিনটা দেহের দিকে। ঘোরমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর কাঁধে হাত রাখল কেউ, তারপর মৃদু স্বরে বলল: 'তিন নম্বরটাকে ফেললাম বাবার কথা স্মরণ করে, জেমি।'

ঘুরে দাঁড়াল ও। বোল্ট!

জীর্ণ হ্যাটটা বৃষ্টিতে সয়লাব হয়ে গেছে এখন, কিন্তু বোল্টের ক্লান্ত মুখে চওড়া হাসি। ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর পর দুই ভাইয়ের দেখা হলে যেমন হওয়া উচিত, আন্তরিক ভঙ্গিতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা।

'চলো, এখান থেকে ভাগি,' বলল বোল্ট। 'কাছেই এরচেয়ে

নিরাপদ একটা জায়গা আছে।'

দেখা গেল জায়গাটা নিরাপদ বটে, কিন্তু কাছে নয়। চুকারাস নদীর কিনারে গ্যাপ নামে এক জায়গায় তৈরি একটা লগ কেবিন। পীক্স ট্রেইল অনুসরণ করে ঢাল ধরে নেমেছে প্রথমে, কুঁজের মতো উঁচু পাহাড় টপকে এরপর কেবিনের কিনারে পৌঁছেছে। কেবিনের ভিতরটা উষ্ণ ও আরামদায়ক। বাতাসে ভাজা মাংসের সুঘ্রাণ।

এককোণে আগুন জ্বালানো হয়েছে। চুলো থেকে মুখ তুলে তাকাল টেকো এক লোক। চাঁদিতে চুল কম হলেও অন্যত্র রয়েছে বেশ–কানের মাঝামাঝি প্রায় ঝালরের মতো ঘন লাল চুল আর পুরু গোঁফ। গোঁফের দুই প্রান্ত প্রায় কান ছুঁয়েছে, বাঁকিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে কপালের দিকে।

'বসে পড়ো, বয়েজ!' উদার গলায় আহ্বান করল সে। 'স্টিক ভাজা হয়ে গেছে, আর বীন আগেই রেডি করেছি।'

যাত্রার শুরুতে স্লিকার গায়ে চাপিয়েছিল ওরা, কিন্তু তার আগেই ভিজে একসা হয়ে গিয়েছিল। ভেজা জামাকাপড়ের কারণে ঠাণ্ডা লাগছে। আগুনের কাছে চলে গেল ওরা, কিছুক্ষণের মধ্যে ভেজা কাপড় থেকে বাষ্প উঠতে শুরু করল। মাংসের ঘ্রাণ অধৈর্য করে তুলেছে ওদের, খিদে চাগিয়ে উঠেছে, তাই বেঞ্চে বসে খেতে শুরু করল। খাওয়ার সময় কেউই কথা বলল না।

খাওয়া শেষে কফির ধূমায়িত মগ নিয়ে বসল ওরা। গোঁফু কূক আগুনে আরও কাঠ জোগান দিল। কেবিনের দেয়ালে আছড়ে পড়ছে ঝড়ো বাতাস, দাপুটে বৃষ্টি তার সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। সারাক্ষণ উস্কে রাখা আগুনের কারণে কেবিনের ভিতর ঠাণ্ডা তেমন বোধ হচ্ছে না, বরং যথেষ্ট আরামদায়ক লাগছে।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে জেমিকে দেখছে বোল্ট, সমীহের সঙ্গে চওড়া কাঁধ বা সবল পেশি দেখল। মনে মনে কিছুটা হলেও গর্ব ও সন্তুষ্টি বোধ করল জেমি, যেহেতু ছেলেবেলা থেকে মনে-প্রাণে ওর আদর্শ ছিল বোল্ট। আদর্শের লোকটির চোখে প্রশংসা বা সমীহ দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

'আহ্, অ্যাকশনে যা দেখলাম তোমাকে!' নির্জলা স্তুতি বোল্টের কণ্ঠে। 'পুরো মরদ হয়ে গেছ!' অন্যদের দিকে ফিরল সে। 'বিশ্বাস হয়, শোডাউনে আমি যখন প্রথম গুলি করেছি, ততক্ষণে দু'জনকে শেষ করে তৃতীয়জনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল জেমি? সেই ছোট্ট জেমি, যাকে ন্যাংটো দেখেছি! এই ছেলের মধ্যে দুর্ধর্ষ এক গানম্যানকে দেখতে পাচ্ছি! নিখুঁত নিশানা বা বিদ্যুৎগতির ড্র ওর বড় বৈশিষ্ট্য...কিন্তু আমার চোখে বিপদের মুখে বা শোডাউনে ওর ইস্পাতদৃঢ় মানসিকতা অভিনব লেগেছে। খুব কম মানুষ এত ঠাণ্ডা মাথায় পিস্তল হাতে একাধিক শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে।'

'পিস্তলে কারিশমা তোমার কাছ থেকে শিখেছি আমি,' বলল জেমি।

'উঁহুঁ,' গম্ভীর হয়ে গেল বোল্টের মুখ। 'তোমার বাবার কাছ থেকে দু'জনেই পিস্তলের যাবতীয় শিক্ষা নিয়েছি। ওর চেয়ে যোগ্য গুরু আর হতে পারে না।' জেমির দিকে ফিরল সে। 'এরাই খুন করেছে ওকে, তাই না?'

'এদের একজন,' জানাল জেমি। 'পিছন থেকে বাবার মাথায় গুলি করেছিল।'

এবার পুরো ঘটনা খুলে বলল ও। জজ মিলসের প্রসঙ্গ থেকে টাকা উদ্ধার এবং পরবর্তী সব ঘটনা বয়ান করল। খুবই সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছে, বাড়তি কোন বাক্য খরচ বা অতিরঞ্জন

করেনি; তার প্রয়োজনও নেই, কারণ এরা অতি সাধারণ মানুষ, সাধারণ জীবন যাপন করে। যা জেমি বলেনি, অনায়াসে তা অনুমান করে নিতে পারবে, কারণ ওরা জানে সেসব কেমন। নিঃসঙ্গ ও কঠিন মানুষ ওরা, পিস্তলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এদের একজন রেড।

'আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম সেই বন্ধুটি কে,' জানাল রেড। 'কিন্তু আমি যে নাম বলতাম, সে নামে হয়তো তোমার ভাইকে তুমি চিনতেই পারতে না, যেহেতু তুমি অন্য নামে চেনো। অন্তত এক ডজন নাম আছে ওর। যখন যেটা মনে আসে, তাই বলে ফেলে। যাক্‌গে, ও আমাকে বলেছিল তোমাকে যেন অপেক্ষা করতে বলি, আর শেরিফ যদি জানতে পারত যে বোল্ট ধারে-কাছে আছে, নির্ঘাত ওকে গ্রেফতার করতে অস্থির হয়ে পড়ত।'

জেমির সঙ্গে চোখাচোখি হলো বোল্টের। বিস্ময়কর ব্যাপার, বোল্টকে অপ্রতিভ দেখাচ্ছে। 'ঠিকই বলেছে রেড,' সায় জানিয়ে কফির তলানি আগুনের দিকে ছুঁড়ে ফেলল সে। 'বিপথগামী যাতে না হই, সেজন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি তোমার বাবা, কিন্তু আমার রক্ত যে বুনো! শেষপর্যন্ত আউটল ট্রেইলের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।'

'এ ঝামেলাটা শেষ হলে র‍্যাঞ্চিং করব আমি, বোল্ট,' জানাল জেমি। 'গরু সামলাতে দক্ষ মানুষ লাগবে আমার।' স্কট নেলসন আর মাইক হাউয়ির সঙ্গে চুক্তির কথা জানাল ও।

'স্কটের সঙ্গে কাজ করেছি,' বলল গোঁফু কূক। 'ক্যান্সাস আর ওগালালায় গরু নিয়ে গেছি। কঠিন বান্দা, কিন্তু ওর চেয়ে সৎ বা নীতিবান মানুষ দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া ভার। চোখ বন্ধ করে ওর কথায় আস্থা রাখতে পারো, মরে গেলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা

করবে।'

'চাইলে স্কট নেলসনের হয়ে রাইড করতে পারবে,' বলল জেমি। 'আমরা যেহেতু অংশীদার। র‍্যাঞ্চে কাজ করা মানে আমার বা মি. নেলসনের হয়ে কাজ করা।'

'তুমি তা হলে থিতু হচ্ছ?' জানতে চাইল বোল্ট।

নড করল জেমি। 'সিলভারটনে একটা মেয়ে আছে। ঝামেলা শেষ হলে ওদিকে যাব ভাবছি।'

'ঝামেলা কি শেষ হয়নি?' ভুরু কোঁচকাল বোল্ট, আগুনের পাশে বসে ছিল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জেমির দিকে। 'আমার তো মনে হয় সব চুকে-বুকে গেছে। মামলা খতম!'

'মোটেই না। তিনটা লাশই খুঁটিয়ে দেখেছি আমি, ওদের মধ্যে গ্লিন শেকেড ছিল না। সেক্ষেত্রে, গ্লিন ছাড়াও ওই মেয়েটাও রয়ে গেছে।'

পায়ের ভর বদল করল রেড, বালিময় মেঝেয় খরখরে শব্দ তুলল বুট। 'আরও একজন আছে। তোমরা বোধহয় ওকে আমল দিচ্ছ না। এদের সঙ্গে আসেনি সে, বরং এদেরকে বোকা বলে তাচ্ছিল্য করেছে। ওই লোকটার মতে জেমিকে ধরতে হলে হন্যে হয়ে ধাওয়া করবার চেয়ে বরং অপেক্ষা করা উচিত, সময় হলে ঠিকই চেহারা দেখাবে জেমি, তখন চেপে ধরলেই হতো।'

'গ্লিন তা হলে রয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, গ্লিন শেকেডও রয়ে গিয়েছিল, যদিও কারণটা অন্যদের বলেনি।' ক্ষণিকের জন্যে থামল রেড। 'এদের এখানে আসবার কারণ অবশ্য মেয়েলোকটা। সেই জোরাজুরি করছিল। ত্রিনিদাদে রেস্তোরাঁ থেকে ওদের ডেরায় চলে গিয়েছিলাম, দেয়ালের ওপাশ থেকে আড়ি পেতে কথা শুনেছি। কাদামাটির ঘর তো, দেয়ালের এক অংশ থেকে কাদা সরিয়ে ফেলতে প্রায় সব কথাই স্পষ্ট

কানে এসেছে। মেয়েলোকটা বলছিল নরম হয়ে গেছে গ্লিন।

'উত্তরে স্রেফ অবজ্ঞা করেছে গ্লিন, বলেছে: "যত যাই হোক, ও আমাদের আত্মীয়। আমাদেরই একজন।"

' "জেমির বাবাও কি আমাদের আত্মীয় ছিল না? অথচ তুমি তাকে খুন করেছ।" এটা ছিল মেয়েটার তপ্ত জবাব।

"সেটা ভিন্ন ব্যাপার," উত্তর দিয়েছিল গ্লিন শেকেড। "চিন্তা করেছ, ও আদপে আমার ছেলের বয়সী! আমার কোন ছেলে থাকলে ওরই বয়সী হতো..."

'শুনে সে-কী হাসি মেয়েলোকটার! হাসি থামতেই চায় না। একসময় বলেছে: "ছেলে? গ্লিন, জীবনেও তোমার কোন ছেলে হবে না! চাইলেও কোন ছেলের বাবা হতে পারবে না তুমি!"

'কথাটা শুনে ব্যাটা বোবা মেরে ছিল কিছুক্ষণ, তারপর আহত সুরে বলেছে: "হেলগা, অন্য কারও হাতে যদি খুন না-ও হও, শেষে হয়তো আমার হাতে খুন হয়ে যাবে।"

' "থামো তোমরা, অযথা তর্কাতর্কি করছ," কর্তৃত্বের স্বরে বাধা দিল তখন নাইবেক নামের লোকটা। "এমনিতে ঝামেলার কমতি নেই। সবসময় একসঙ্গে কাজ করি বলেই আমাদের শক্তি বা সামর্থ্য বেশি। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। সবাই মিলে জেমি ট্রেভালিয়নকে শেষ করে দেব আমরা।"

'ওর কথা শুনে স্রেফ হাসল গ্লিন শেকেড, বলল: "যদি সত্যি সত্যি এস্টেটের উপর নিজের ক্লেইম প্রতিষ্ঠা করতে পারে জেমি? তখন কী করবে? আমাকে বলেছে, চটপটে ও স্থানীয় একজন ল-ইয়ারকে পাঠিয়েছে ও, এস্টেট বা আমাদের সম্পর্কে সবকিছুই জানে সে।" '

বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাতল নাড়ল রেড। 'আমি অবশ্য এরচেয়ে বেশি কিছু শুনিনি। আসলে সুযোগ থাকলেও শুনবার

ইচ্ছে হয়নি, ভয় হচ্ছিল কখন ধরা পড়ে যাই। তা ছাড়া, এখানে আসবার তাড়াও ছিল। যাক্‌গে, মোদ্দা কথা হচ্ছে ঝামেলা শেষ হয়নি। ওদের তিনজন এখনও বাকি রয়ে গেছে।' ক্ষণিকের জন্যে থামল সে। 'ওরা যে কত খারাপ হতে পারে, কল্পনাই করতে পারবে না! জঘন্য একটা পরিবার। জীবনে কত জায়গাই তো ঘুরে দেখলাম, কত বিচিত্র মানুষ দেখেছি, কিন্তু সেরেসিন বা শেকেডদের মতো বিষাক্ত মানুষ আর দেখিনি।'

'সিলভারটন যাব আমি,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল জেমি। 'চাইলে ওরা অনুসরণ করতে পারে আমাকে। তবে আর কোন খুনোখুনির মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'সব শুনে মনে হলো গ্লিন শেকেড বোধহয় তোমাকে পছন্দ করে,' মন্তব্য করল বোল্ট।

মুহূর্ত খানেক ব্যাপারটা নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখল জেমি, তারপর বাতিল করে দিল। 'উঁহুঁ, এটা ওর এক ধরনের খেয়াল বলতে পারো। নিজেকে উঁচু দরের মানুষ মনে করে ও, বেশিরভাগ মানুষকে তাচ্ছিল্য করে, এবং কখনও দু'একজনের প্রতি হয়তো সামান্য সমীহ দেখায়, কিন্তু আসলে ওটা মেকী এবং এর পিছনে ওর দুরভিসন্ধি থাকে। এক ধরনের খেলাও বলতে পারো। তবে খেয়াল বা খেলা যাই হোক, বিশ্বাস করো, এতে মোটেই লক্ষ্যচ্যুত হবে না শেকেড। মওকা পেলে ঠিক খুন করবে আমাকে, একাধিকবার চেষ্টাও চালিয়েছে। নিজের হাতে ও কাজটা করতে চায়, এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।'

বাইরে তুমুল বৃষ্টি চলছে। ক্যানিয়নগুলো পানিতে ভরে যাবে এখন, গলা-সমান পানি ঠেলে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। চিন্তার বিষয় হচ্ছে পাহাড়ী ঢল। পাহাড় থেকে বিপুল স্রোত উপত্যকা ও ঢাল হয়ে ক্যানিয়নে নেমে আসে।

বোল্টকে খুঁটিয়ে দেখল জেমি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয়েছে সে, তবে তারুণ্যের ছাপ একেবারে হারিয়ে যায়নি। মুখ সামান্য চিপসে গেছে, বলিরেখা প্রকট হয়েছে এবং চোখের কোণে ভাঁজ পড়েছে।

'আমি তোমার সঙ্গে যাব, বয়,' নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল বোল্ট।

'কতদিন পর একসঙ্গে রাইড করব দু'জন!' চিন্তাটায় এখনই রোমাঞ্চ বোধ করছে জেমি। 'দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে যেহেতু, বাবার বিষয়ে অনেক গল্প করব। বাবার ব্যাপারে আমার চেয়ে তুমিই অনেক বেশি জানো।'

নড করল বোল্ট। 'যখনই আমার সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে, আমার পাশে দাঁড়িয়েছে সে। নিজের সন্তান না-হলেও সন্তান হিসাবে বড় করেছে, তোমার-আমার মধ্যে কখনও পার্থক্য করেনি। তোমার বয়স কম ছিল, তাই পারিবারিক বিষয়ে কথা বলে তোমার বোঝা বাড়াতে চায়নি। আমি শ্রোতা হিসাবে হয়তো খুব ভাল, মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং মুখও বন্ধ রাখতে জানি; তাই নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলত। কখনও দেখা গেছে টানা রাইড করছি, নিজের চিন্তা বা কথাগুলো জোরে জোরে বলত, যাতে আমি শুনতে পাই।'

'যেখানেই যাও,' পরামর্শ দিল রেড। 'পিঠের দিকে একটা চোখ রেখো।'

আরেক প্রস্থ স্টীক ও বীন খেল ওরা। সঙ্গে থাকল গোঁফুর তৈরি ডুনাট। গরু, র‍্যাঞ্চিং, ঘোড়া বা মাইনিং সম্পর্কে আলাপ হলো এবার। প্রায় সবারই ঘোড়া, কোন জায়গা বা কোন সময়ের একটা না একটা গল্প আছে, সেগুলোই একে অন্যকে বলল ওরা। বাইরে ঝড়ো বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে, কিন্তু ভিতরে উষ্ণ,

আন্তরিক ও আরামদায়ক এক আবহ।

বেশিরভাগ সময় জেমি অন্যদের গল্প শুনল। মাঝে মধ্যে মনে পড়ে যাচ্ছে স্পেনিশ পীক্‌সের ঘটনা। তিনটা লাশ পড়ে আছে, বৃষ্টিতে ভিজছে চরম অনাদর ও অবহেলার সঙ্গে; যে ঘৃণা ওদের তাড়া করছিল, বুলেটের মাধ্যমে সেটা ওদের প্রাণের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। ধুয়ে-মুছে গেছে সব। অদ্ভুত মানুষ এরা, ঘৃণা নিয়ে জন্ম এবং প্রতিহিংসা ওদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সারা জীবন। এ ঘৃণা এত শক্তিশালী, যা এমনকী সম্পত্তির প্রতি লিপ্সার চেয়েও প্রকট ও জোরাল।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে সদ্য পরিচিত বন্ধুদের কথা ভাবল জেমি। আউটল ট্রেইলের বাসিন্দা হয়ে গেছে এরা, কিন্তু একসময় গরু পাঞ্চিং করেছে এবং সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে সুযোগ পেলেও তাই করবে। লোক হিসাবে এরা শেকেড বা সেরেসিনদের চেয়ে শত গুণে ভাল।

কত ভাবেই তো শেখে মানুষ। স্রেফ শুনেও শেখা যায়। এ ব্যাপারে জেমি সবসময়ই উদার। অন্যের অভিজ্ঞতা বা গল্প শুনে নির্মল আনন্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিও সমৃদ্ধ হয়। ছোটখাট বহু তথ্যই পরে কাজে লাগবে ভেবে মনে রাখে ও।

কিছুতে গ্লিন শেকেড বা হেলগাকে ভুলতে পারছে না জেমি। স্বল্প সময়ের জন্যে চিনেছে বা দেখেছে, কিন্তু এরা ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ভিন্ন দিকে। অন্যজন, জ্যাকব নাইবেককে চেনে না ও, কখনও দেখেনি বলে তার সম্পর্কে আগাম ধারণা করতে পারছে না…তাই তাকে ততটা বিপজ্জনকও মনে হচ্ছে না।

এখন কোথায় আছে ওরা? জেমিকে অনুসরণ করে পাহাড়ে

আসেনি, কিন্তু এখনও যদি এখানকার খবর না-পেয়ে থাকে তা হলে শিগ্‌গিরই জেনে যাবে। তখন কী করবে?

হঠাৎ ন্যান্সিকে নিয়ে উদ্বেগ বোধ করল জেমি। হেলগা যদি কোনভাবে ওর সম্পর্কে জেনে যায়?

কিন্তু কীভাবে জানবে? ন্যান্সির সঙ্গে মিনিট দশেক রাস্তায় হেঁটেছে ও, স্টেন্টসনদের বাড়িতে এক সন্ধ্যা কাটিয়েছে–এ থেকে কি কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব যে ন্যান্সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে জেমির? মোটেই না! অন্য কেউ আঁচ করা দূরে থাক, জেমি নিজেও আগে টের পায়নি। ইদানীং, দূরে চলে আসবার পর মেয়েটির প্রতি অনুরাগ আবিষ্কার করেছে। এমন কিছু বোধহয় ন্যান্সিও কল্পনা করবে না।

সিলভারটনে গিয়ে ন্যান্সির সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে কি? এক অর্থে শত্রুদের পথ দেখিয়ে ন্যান্সির কাছে নিয়ে যাওয়া হবে না? জেমির সঙ্গে মেয়েটির অন্তরঙ্গতা যদি কোনভাবে ধরতে পারে হেলগা, নির্ঘাত এর ষোলোআনা সুবিধা কাজে লাগাবে।

'ঝড় থাকুক বা না-থাকুক,' হঠাৎ ঘোষণা করল জেমি। 'ভোর হলেই বেরিয়ে পড়ব আমি।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' জানিয়ে দিল বোল্ট।

ভোরে উঠে পরিষ্কার আকাশ দেখতে পেল ওরা। গোঁফু কূক খাবার প্যাক করে রেখেছিল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চার্লি আর গোঁফুর সঙ্গে রেডও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বিদায় নেওয়ার সময় সে বলল: 'চিন্তা কোরো না। পিছনে যাতে ফেউ না-লাগে সেই ব্যবস্থা করে রাখব আমরা। এমন উল্টাপাল্টা ঘোড়া দাবড়াব যে ট্রেইল থেকে তোমাদের চিহ্ন খুঁজেই বের করতে পারবে না। আর আগামী দু'দিন এই ট্রেইলের উপর

নজরও রাখব।'

এতে অবশ্য খুব খুশি হওয়ার কিছু নেই, কারণ কয়টা ট্রেইলে নজর রাখবে ওরা?

দুটো প্যাকহর্স রয়েছে ওদের সঙ্গে। চুকারাস নদীর ট্রেইল ধরেছে। কোলম্যান ক্যানিয়নের লাগোয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঢাল বরাবর সরু ও অস্পষ্ট বুনো এক ট্রেইল ধরে এগোল বোল্ট, তারপর ঢালু জমি ধরে রিলিং ক্যানিয়নে পৌঁছল; টানা এক ঘণ্টা এগোল এভাবে, শেষে বনভূমির আড়াআড়ি এগিয়ে ইণ্ডিয়ান ক্রীকে পৌঁছাল।

নিঃসঙ্গ ট্রেইল এটা, কমই ব্যবহৃত হয়। পথও বন্ধুর। বৃষ্টি শুরু হয়েছে বলে পিচ্ছিল হয়ে গেছে, খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে। ঝড়ো বাতাসের দাপট ঠাণ্ডা বাড়িয়ে দিয়েছে।

লা ভেটা পাসের কাছাকাছি ক্যাম্প করল ওরা। সিডারে ঘেরা নিচু এক গর্তে বৃষ্টির পানি জমেছে এখানে। সারাদিন যতটা সম্ভব গতিতে এগোনোর চেষ্টা করেছে, পাহাড়ী ট্রেইল পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। রাতে, খেয়ে-দেয়ে গল্প শুরু করল। ছেলেবেলার নানা ঘটনা স্মরণ করল, জেমির বাবাকে নিয়ে আলাপ করল।

'মিসৌরিতে ওই ঘটনায় আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি,' হঠাৎ বলল বোল্ট। 'যে ঘটনার পর তোমাদের ছেড়ে চলে এসেছিলাম। ওই লোকটা ঠিক খুন করত আমাকে। কিন্তু সময়মতো ওকে গুলি করেছ তুমি। অথচ কতই বা তখন তোমার বয়স! সাত-আট ছিল হয়তো।'

'তুমি আমাদের হয়ে লড়ছ, অথচ তোমাকে পিছন থেকে গুলি করছে দেখেও চুপ করে থাকি কী করে?'

'উঁহুঁ, লড়াইটা আমারও ছিল। জন ট্রেভালিয়ন যখন আমাকে

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন থেকে ওকে বাবাই জেনেছি আমি। মুখে হয়তো কখনও ডাকিনি, কিন্তু আজীবন ওভাবেই দেখেছি।'

'আমরাও কিন্তু তোমাকে অন্যভাবে দেখিনি।'

'শান্তিতেই ছিলাম তোমাদের সঙ্গে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল বোল্ট। 'বাড়ি ছেড়ে এসে অস্থির জীবন কাটাতে লাগলাম। আজ এখানে তো কাল ওখানে। কোথাও কোথাও ঝামেলা হলো, এবং রেডের মতোই শেষপর্যন্ত ভুল পথে চলে এলাম। আইনের লোকের ধাওয়া খাওয়া মোটেই আনন্দের কথা নয়। মাঝে মধ্যে খুব বিতৃষ্ণা লাগে, কিন্তু চাইলেও আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।'

'পশ্চিমের সব শহরেই দু'একজন মানুষ আছে যারা জীবনের কোন না কোন সময়ে বেআইনী রাস্তায় কাটিয়েছে,' বলল জেমি। 'কিন্তু কেউ যদি আজীবন সেখানে কাটিয়ে দেয়, তা হলে সেটা তার একান্ত নিজস্ব ভুল। আমি মনে করি, প্রতিদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠে কেউ, নতুন করে জীবন শুরু করে। দৈনন্দিন জীবন আমাদের প্রায় একই রকম। বিল মিটিয়ে খেতে হয়, কাজ করতে হয়, কিন্তু সব দিন বা সারা জীবন একইভাবে যে কাটাতে হবে, তার যৌক্তিকতা কী? কিছু ব্যতিক্রম হলে তো ক্ষতি নেই।

'চাইলে যে-কোন সময়ে নতুন ভাবে শুরু করা যায়। ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে নতুন ট্রেইলে বের হওয়া যায়। যাক্‌গে, এবার কাজের কথায় আসি। বাবার জিতে নেওয়া বেশ কিছু টাকা আছে আমার কাছে। পুবের ওই এস্টেট থেকে হয়তো এরচেয়েও বেশি পাব। গরু ব্যবসা শুরু করেছি আমি এবং রকি পর্বতমালার উঁচুতে একটা র‍্যাঞ্চ করব ভাবছি। একা তো করতে পারব না, সাহায্য লাগবে আমার। তোমার জন্যে কাজ থাকবে, রেড বা

গোঁফুও যোগ দিতে পারবে। আমার তো মনে হয় ওর রান্না খেয়ে কখনও অরুচি হবে না কারও।'

আগুনে জ্বালানি যোগ করল বোল্ট। 'জেমি, তোমাদের ছেড়ে আসবার পর বাউণ্ডুলে জীবন কেটেছে আমার, বাড়ি কী জিনিস কখনও বুঝতে পারিনি। আজ এখানে তো কাল ওখানে। স্থির হয়ে কোথাও থাকবার সুযোগ হয়নি। ইদানীং এখান থেকে পুবে, ব্রাউন'স হোল আর রবার'স রুস্টে আস্তানা গেড়েছি। স্যান রাফায়েল সোয়েলের কাছে জায়গা দুটো, নিশ্চয়ই নাম শুনেছ? ঘৃণ্য এ জীবন ছেড়ে যদি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে যেতে পারি, এরচেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধহয় আর হতে পারে না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে মনস্থির করে ইতোমধ্যে সে-জীবন ছেড়ে এসেছ তুমি,' উৎফুল্ল স্বরে বলল জেমি। 'এ নিয়ে আর কথা বলব না আমরা। অতীত অতীতের জায়গায় থাকবে। ব্যবসা বা র‍্যাঞ্চে আমার সঙ্গে তোমারও আধাআধি শেয়ার থাকবে, দু'ভাই মিলে খেটে দাঁড় করাব র‍্যাঞ্চটা। উঁহুঁ, তর্ক করতে হবে না। প্রায় সব টাকাই তো বাবার, আর বাবা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তোমাকে অর্ধেকটাই দিয়ে দিত। আমারও তাতে এতটুকু আপত্তি নেই।'

একটু পর শুয়ে পড়ল ওরা। আগুন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সিডারের শাখা-প্রশাখার ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে মায়াবী চাঁদ। শুভ্র মেঘের দল এই রাতেও অবিশ্রান্তভাবে ছুটে চলেছে। চোখ জড়িয়ে এসেছিল, তখনই বোল্টের নিচু স্বরের মন্তব্যটা শুনতে পেল জেমি: 'বিজয়ীর বেশে ক'জন মরতে পারে? বাবা তো তাই করতে পেরেছিল। এটাই বা কম কীসে?'

সিলভারটনের অবস্থান পাহাড় ঘেরা এক বেসিনে। ছোট্ট কিন্তু

পরিচ্ছন্ন ও গোছানো শহর। ডুরাঙ্গো থেকে সিলভারটন পর্যন্ত রেল রোড নির্মাণ করেছে অটো মিয়ার্স কোম্পানি। পাহাড়ী উপত্যকা ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রেল লাইন, এঞ্জিনিয়রদের মন্তব্য ছিল এমন বৈরী অঞ্চলে রেলরোড নির্মাণ করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু মিয়ার্স সেটা করে দেখিয়েছে। শহরটা দ্রুত বাড়ছে। মিল আর খনিতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলে, এ ছাড়াও বহু মাইনার চারপাশের ক্যানিয়নে অবস্থিত ছোটখাট ক্লেইমে অভিযান চালাচ্ছে।

বিকাল নাগাদ সিলভারটন পৌঁছল ওরা। প্রথমে এক হোটেলে কামরা ভাড়া করল।

'চারপাশে একটু ঢুঁ মেরে আসি,' বলল বোল্ট। 'তুমি গিয়ে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করো। আগে ট্রেমন্টে যাব ভাবছি, কিছু খোঁজখবর করব। সেরেসিনদের কেউ যদি এখানে চলে আসে, এক লোক আছে আমার, ওকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল বোল্ট। জেমিও বেরোল। তবে প্রথমে গেল লিভারি বার্নে।

ওকে দেখে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল বুড়ো টেড জিমার। 'হাউডি, সান! চাঁদিটা দেখছি এখনও আস্ত আছে তোমার, খুইয়ে বসোনি!'

'তা আছে,' বুড়োর তামাশায় পাল্টা হাসল জেমি। 'জেমস নামের ওই লোক স্টেন্টসনদের আর জ্বালায়নি তো?'

'ঝামেলার ফিকির করছিল ও, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। ওকে দেখেই আমরা দু'তিনজন এমন ভাব করলাম যে ঝুলিয়ে দেব একটা গাছে। ব্যাটার তখন প্যান্ট খারাপ করবার অবস্থা! ওকে বললাম অ্যারিজোনার আবহাওয়া খুব ভাল, ওখানেই ওর চলে যাওয়া উচিত। ওর জাত বা স্বভাবের মানুষের জন্যে এ

শহর মোটেই নিরাপদ নয়। ব্যাটা আর দেরি করেনি, তখনই মালপত্র গুছিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। ওর ঘোড়াটা যে গতিতে ছুটছিল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সীমান্তের কাছাকাছি চলে গেছে।'

'ধন্যবাদ, টেড। তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম।'

'দূর, কী যে বলো না! ওর মতো মানুষকে খেদিয়ে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এরা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না কাউকে। ব্লেয়ার স্ট্রিটের এক জুয়াড়ি তো আরেকটু হলে ওকে গুলি করে বসেছিল! অন্যরা ওকে না-থামালে বোধহয় সত্যি মেরে ফেলত তোমার ওই জেমসকে।'

ঘোড়া দুটোর পিঠ থেকে গিয়ার নামাল জেমি, স্টলে নিয়ে গেল। কালো গেল্ডিংয়ের দিকে ইশারা করল বুড়ো। 'দেখে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। হর্নার'স শেডের ওই বুড়োর কাছ থেকে নিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই তোমাকে ভাল লেগে গিয়েছিল ওর, নইলে বুড়োর যা স্বভাব, কাউকে ঘোড়া নিতে দেবে কি, কাছেও যেতে দেয় না! আর নিজের কাছে রেখেছও অনেকদিন হলো।'

'খুব ভাল ঘোড়া,' বলল জেমি, ঘোড়া দুটোর শরীর দলাই-মলাই করছে। 'বুড়ো যদি বিক্রি করে, ভাবছি কিনে ফেলব।'

কাজের ফাঁকে বুড়োকে র‍্যাঞ্চ গড়বার পরিকল্পনা খুলে বলল ও। দুই পার্টনারের কথাও বাদ দিল না।

'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম!' হঠাৎ উজ্জ্বল হলো বুড়োর মুখ। 'তোমার একটা চিঠি আছে আমার কাছে। ক্যান্সাস থেকে এসেছে।'

চিঠিটা পড়ল জেমি। হাউয়ি লিখেছে। এস্টেটের উত্তরাধিকার বা অন্যান্য ব্যাপারে সবকিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেছে,

জেমির দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে এবং ওর নামে নিঃশর্ত নামজারী করা হয়েছে। কিছু কাগজে অবশ্য স্বাক্ষর করতে হবে, পশ্চিমে আসবার সময় ওগুলো নিয়ে আসবে স্কট নেলসন। হাউয়ির ভাষ্য অনুযায়ী শেকেড-সেরেসিন-মেনসেল পরিবার উত্তরাধিকার না-পাওয়ায় এস্টেটের প্রতিবেশীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

তা হলে আইনী ব্যাপারটা চুকে গেল। এস্টেট বা সম্পদের উত্তরাধিকার নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

ট্রেনের দূরাগত হুইসেল শুনতে পেল জেমি। বেশ দূরে আছে বলা যাবে না, তবে শহরের বাইরে, সম্ভবত কোন ক্যানিয়ন পাড়ি দিচ্ছে।

'ডুরাঙ্গোর ট্রেন আসছে!' বলল বুড়ো জিমার। 'মিনিট খানেক লাগবে এখানে পৌঁছতে।'

স্টেশনের লাগোয়া সেলুন, ট্রেমন্টে গেছে বোল্ট। ঘোড়া দুটোর ভার বুড়োর হাতে অর্পণ করে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল জেমি। হঠাৎ বোল্টকে অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিল। বোল্টকে নিয়ে বন টনে যাবে, এক সঙ্গে রাতের খাওয়া সেরে নেবে।

ব্লেয়ার স্ট্রিটে পা রাখতে গাল্‌শ হয়ে ধেয়ে আসা হিমেল বাতাস অভ্যর্থনা জানাল ওকে। দূরে আগুয়ান ট্রেনটাকে দেখতে পেল–বগির বাতি চোখে পড়ছে। ট্র্যাকের সঙ্গে সংঘর্ষের খটাখট আর ঝিকঝিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। শহুরে বাড়িতেও আলো জ্বলতে শুরু করেছে, যদিও এখনও সন্ধ্যা নামেনি। ট্রেন বোধহয় দেরি করে ফেলেছে, অনুমান করল জেমি, এবং সেক্ষেত্রে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি পথে যাত্রা করবে।

স্টেশনের দিকে এগোল ও। একটু দূর থেকে দৃষ্টি রাখল। ধারে-কাছে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেছে।

বিকট শব্দ, বাষ্পের উদ্গীরণ আর কান ফাটানো হুইসেল বাজিয়ে থামল ট্রেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকজন। একটা ট্রেনকে আসতে দেখা এখনও বিশেষ দৃশ্য বা ঘটনা হিসাবে মূল্যায়ন করা হয় পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে। পরিচিত কাউকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে বেশিরভাগ মানুষ হাতে কাজ না-থাকলে স্টেশনে চলে আসে।

পাদানি থেকে বোর্ডের তৈরি প্ল্যাটফর্মে নামছে লোকজন। কেউ পরিচিতদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ বাড়ি বা শহরের মূল অংশে চলে যাচ্ছে। জেমির মতো অনেকে স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখছে। যাত্রীদের অনেকেই ট্রেমন্টের দিকে এগোচ্ছে, এ মুহূর্তে যেখানে রয়েছে বোল্ট।

একেবারে শেষ যাত্রীটি প্ল্যাটফর্মে নেমে এল। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো জেমি, তখনই চোখের কোণে কী যেন ধরা পড়তে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল।

সামনের প্ল্যাটফর্মে, ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে গ্লিন শেকেড; আর প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে, শেকেডের কাছ থেকে প্রায় পনেরো গজ দূরে, খাটো ও গাট্টাগোট্টা শরীরের এক লোক দাঁড়িয়ে। চওড়া মুখের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে ডার্বি হ্যাট। কালো কোটের ল্যাপেল সরানো, সোনার চেইনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং ওটা থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস ঝোলানো রয়েছে, কিন্তু দূরত্বের কারণে ওগুলো কী ঠাহর করা যাচ্ছে না।

ওদের পিছনে বগি থেকে নামছে এক মহিলা এবং আরও দূরে এক বগি থেকে নামছে একটা বুড়ো লোক। সামান্য কুঁজো হয়ে পড়েছে, সাদা কৃষকের হ্যাট তার মাথায়।

এর সবই জেমি দেখেছে পলকের দৃষ্টিতে।

ট্রেমন্টের দিক থেকে কে যেন আসছে এদিকে, তবে গ্লিন শেকেডের উপর থেকে চোখ সরানোর সাহস নেই বলে সেদিকে তাকাল না জেমি।

ওর বাম দিকে সুদূর ডুরাঙ্গো থেকে আসা লোকোমোটিভ তপ্ত ও ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে, অর্থাৎ বাষ্প বিলিয়ে চলেছে। ডানে কিছু খোলা জায়গার পর কয়েকটা দালান, কিন্তু সেদিকেও তাকাল না জেমি। শেকেডের উপর আঠার মতো লেপ্টে রয়েছে ওর দৃষ্টি এবং রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে বলে অন্যদেরও দেখতে পাচ্ছে। মহিলাকে চেনে ও। হেলগা। কিন্তু অন্য লোকটা কি রহস্যময় কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক জ্যাকব নাইবেক?

এখানেই সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে। শেষ অধ্যায়। যবনিকাপাত ঘটবে সব নাটকের। জেমির হ্যাটের ব্রিম নিচুতে নামানো। এটা ওর বাবার হ্যাট। বাবার স্মৃতি বিজড়িত যে-ক'টা জিনিস পেয়েছে, এটা তারই একটা। জেমি ভাবছে, শেকেড কি এটা চিনতে পারছে?

এখন আর কারও প্রতিই ঘৃণা বোধ করছে না ও। সামনে দাঁড়ানো শত্রু ওর বাবাকে ঘৃণা করত, খুনও করেছে, কিন্তু সেজন্যে সামান্য ঘৃণাও নেই জেমির মনে, বরং শত্রুর নিয়তি নির্ধারণের তাগিদ রয়েছে। কর্তব্য পালনের দায়। আজ লেনদেন চুকিয়ে ফেলবে ও।

উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা যদি কিছু থাকে, তা হেলগার ব্যাপারে। কী করবে মহিলা? সে যদি চট করে একটা পিস্তল বের করে গুলি করতে থাকে? কোন মহিলাকে কি গুলি করতে পারবে ও? নিশ্চয়ই পারবে, নিজের মন হাতড়ে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পেল জেমি, যদি নিজে আক্রান্ত হয়। পিস্তলের গুলি মাত্রই মরণ ডেকে আনে, সেটা সুন্দরীর হাতে হলেও। সেক্ষেত্রে, হাতের কারণে

কাউকে খাতির করবে কেন? তবে জেমি মনে-প্রাণে চাইছে কোন মহিলাকে যেন গুলি করতে না-হয়। হেলগা এসবের বাইরে থাকলেই স্বস্তি বোধ করবে।

'শেকেড,' শান্ত ও নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল জেমি। 'এখনও সময় আছে। চাইলে ট্রেনে উঠে ফিরে যেতে পারো।'

আনুমানিক ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। গাট্টাগোট্টা লোকটাও থেমে গেছে, আধ ফিরে দাঁড়িয়েছে ওর দিকে। শুধু হেলগা থামেনি, এগিয়ে আসছে একই গতিতে।

আচমকা আতঙ্ক বোধ করল জেমি।

করছে কি মহিলা? খুব কাছে চলে এলে···

'ওহ্, জেমি,' মধু বর্ষণ হচ্ছে হেলগার কণ্ঠে। 'কতদিন পর দেখা হলো আমাদের! কত দিন! তোমাকে দেখে কী···যে ভাল লাগছে আমাদের, বলে বোঝাতে পারব না!'

একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, সাধারণ মানুষ টের পেয়ে গেছে, দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিকতা এতে নেই। থেমে ঘটনা দেখছে সবাই। এরা কেউই জেমি বা সেরেসিনদের চেনে না, কিন্তু সুন্দরী এক নারীকে আবেগী ও মধুময় কণ্ঠে কথা বলতে বলতে নিঃসঙ্গ এক তরুণের দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছে–পশ্চিমে এমন ঘটনা হামেশা চোখে পড়ে না। মুখ হাঁ করে দেখবার মতো ঘটনা এটা। তরুণ হয়তো আত্মীয় বা স্বজন, কিংবা বহুদিন পর সাক্ষাৎ পাওয়া বন্ধু।

প্রতি পদক্ষেপে বিপদ বাড়িয়ে তুলছে হেলগা, এ ছাড়া জেমির মনে আর কোন ভাবনা নেই।

মহিলা যথেষ্ট উঁচু গলায় কথা বলছে, অনায়াসে শুনতে পাচ্ছে সবাই।

'জেমি! ওহ্, কতদিন পর তোমাকে দেখছি!' হেলগার কণ্ঠে

নির্জলা আবেগ উথলে উঠেছে। 'কী যে ভাল লাগছে! বিশ্বাসই হচ্ছে না এত দিন পর, এত জায়গা ঘুরে কি-না আবার দেখা পেলাম! ইশ্‌শ্‌, তোমাকে জড়িয়ে না-ধরলে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারব না সত্যি ফিরে পেয়েছি আমার রাজপুত্রকে!'

হ্যাঁ, জড়িয়েই ধরবে। ঘামের চোরা স্রোত বইছে জেমির মেরুদণ্ড বরাবর। ঘটনা আঁচ করতে অসুবিধা হয়নি ওর। হেলগা ওকে খুন করবার পাঁয়তারা কষছে। জড়িয়ে ধরবার নামে আসলে ওর হাত দুটো অকেজো করে রাখবে কিছুক্ষণের জন্যে, এ সুযোগে শেকেড বা অন্য লোকটা গুলি করবে, কিংবা হেলগা নিজেই একটা কিছু ঘটিয়ে বসবে···ঠেকানোর সুযোগ দেবে না জেমিকে। কিছুই করতে পারবে না ও।

উল্টো ঘুরে ছুট দেবে নাকি? এভাবে চালিয়াতির শিকার হয়ে, অসহায়ভাবে মারা পড়বার চেয়ে বরং সুন্দরী নারীর প্রলোভন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে লোকজনের ভুরু কুঁচকে দেওয়াই শ্রেয়। নিখুঁত একটা সেট-আপ, প্রতিপক্ষের প্রশংসা করতেই হয়, হেলগা ওকে অক্ষম করে দেবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে, আর তখন আসল কাজ সেরে ফেলবে অন্যরা···

হঠাৎ কে যেন ওর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। চেনা একটা কণ্ঠ শুনতে পেল জেমি।

'হেলগা! আরে, কী আশ্চর্য! বাড়ি থেকে শত মাইল দূরে তুমি এখানে! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না! তাজ্জব ব্যাপার, আগে জানিয়ে আসবে না? সবসময় কি এমন সারপ্রাইজ দেওয়া উচিত?'

ন্যান্সি!

চেঁচিয়ে মেয়েটাকে সতর্ক করতে চাইল জেমি, কিন্তু থামবার লক্ষণ নেই ন্যান্সির মধ্যে। ছুটে চলেছে হেলগার দিকে।

ঘটনা মোড় নিয়েছে অন্য দিকে। হঠাৎ উদয় হওয়া আরেক *স্বজনকে* এড়াতে অস্থির হয়ে পড়েছে হেলগা। দৌড়ে ন্যান্সির পথ থেকে সরে যেতে চাইল, মরিয়া চেষ্টায় জেমির কাছে পৌঁছতে চাইছে। কিন্তু সফল হলো না। বাউলি কেটে সরে যাওয়ার পরও একেবারে শেষ মুহূর্তে খপ করে ওর কব্জি ধরে ফেলতে সক্ষম হলো ন্যান্সি।

'হেলগা! তোমার স্বভাব কি কখনোই বদলাবে না? সবসময়ই কমবয়সী ছেলেদের দিকে নজর! রুচি বা বিবেকেরও তো একটা ব্যাপার থাকে, তাই না? আশ্চর্য, জেমি তো প্রায় তোমার ছেলের বয়সী। কিংবা বয়সে তোমার নাতির মতোও হতে পারে!' চাপা হাসি ন্যান্সির মুখে, চোখের তারায় কৌতুক। 'তোমার মনে যে কী পরিমাণ শয়তানি আছে, সেটা জেমির চিঠিতে পড়ে জেনে গেছি আমি! আগেই তোমার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে ও। আর হ্যাঁ, এবার কিন্তু ভুল জায়গায় হাত বাড়িয়েছ...জেমির হৃদয় তোমার জন্যে নয়, বুঝতে পারছ না?'

ঝাঁকি দিয়ে হাত খসিয়ে নিতে চাইল হেলগা, জোরে না-পেরে ধাক্কা দিল, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। ন্যান্সি জাপটে ধরে রেখেছে হাতটা।

সহসা নড়ে উঠল লোকজন। আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, বুঝে গেছে নাটকের সমাপ্তি হবে এখনই। যে যার মতো এদিক-ওদিক যাচ্ছে।

এ সুযোগে সক্রিয় হলো শত্রুরা। এগোতে শুরু করেছে ওর দিকে, খেয়াল করল জেমি। ডার্বি হ্যাটকে কোটের ভিতরে হাত ঢোকাতে দেখতে পেল।

শোল্ডার হোলস্টারের ব্যবহার সম্পর্কে পশ্চিমে খুব বেশি

মানুষের জানা নেই, ব্যাপারটা এখনও এখানে অপ্রচলিত, কিন্তু ক্যান্সাস সিটিতে এর ব্যবহার দেখেছে জেমি। তাই চমক হলো না ব্যাপারটা, বরং সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো ও। ডার্বি হ্যাট কোটের ভিতর থেকে হাত বের করে আনবার সময়ই ড্র করল ও।

উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনা···কোনটাই নেই জেমির মধ্যে। ভিতরটা বরফশীতল হয়ে গেছে। ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে পিস্তল বের করল ও, এবং নিমেষে ট্রিগার টানল। পরমুহূর্তে না-তাকিয়েই গ্লিন শেকেডের দিকে পিস্তল ঘোরাল।

ধস্তাধস্তি করতে থাকা দুই নারী প্রায় পড়ে গেছে লাইন অভ ফায়ারের মধ্যে, ওদেরকে এড়িয়ে গুলি করতে হবে। জেমি দেখল পিস্তল বেরিয়ে এসেছে গ্লিনের হাতে। ডুয়েলিস্টদের মতো নিশানা করছে। পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেল সে, জেমির বুলেট আঘাত করেছে তাকে। সামলে নেওয়ার আগে আবারও গুলি খেল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে।

দ্বিতীয় গুলিটা অন্য কেউ করেছে, জেমির পাশ থেকে। চোখের কোণ দিয়ে বোল্টকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল জেমি।

গ্লিন শেকেড পিস্তল তুলতে আবারও ট্রিগার টানল বোল্ট।

এবার দু'জনেই গুলি করতে করতে এগোল ওরা।

প্ল্যাটফর্মের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে গ্লিন শেকেড। রক্তের একটা পুকুর তৈরি হয়েছে পেটের কাছে। বুকে আর পেটে অন্তত দুটো রক্তাক্ত ক্ষত, শার্টের উপর টকটকে লাল বৃত্ত ক্রমশ আকারে বড় হচ্ছে। ধূসর ট্রাউজার বেয়ে রক্ত ঝরছে।

'প্রথম থেকেই জানতাম,' নিস্তেজ কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল সে। 'রিকোয় দেখা হওয়ার পর থেকে জানতাম···' থেমে গেল

শেকেড, শক্তিতে কুলাচ্ছে না। হেঁচকি তুলবার মতো দম নিল, সারা দেহ কেঁপে উঠল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল এবার। 'জানতাম…' আবার বলল সে। 'জেমি…একটা সান্ত্বনা পাচ্ছি যে তোমার হাতে মারা পড়িনি।'

মানুষটার সারা জীবনই বোধহয় ভুল-ভালে ভরা। ভুল জেনেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। মনে করেছে জেমির হাতে খুন হয়নি সে। হয়তো। হয়তো না। জেমির মতো বোল্টও একাধিক গুলি করেছে তাকে এবং কোনটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

লোকজন এগিয়ে আসছে, বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলল ওদের। 'শয়তান,' কারও উদ্দেশেই বলছে না শেকেড, স্বগতোক্তি করছে। 'আমাদের সবাই তাই! মেনসেল, সেরেসিন, শেকেড…সবার রক্ত দূষিত! সবক'টা ধাড়ি শয়তান!'

জেমি টের পেল ওর একটা হাত চেপে ধরেছে কেউ। ন্যান্সি।

'চলো, এখানে আর না-থাকলেও চলবে,' প্রস্তাব করল বোল্ট।

পিছনে হুইসেল বাজাল ট্রেন, তারপর ধীরে ধীরে গড়াতে শুরু করল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পিছন ফিরে তাকাল জেমি, বেশ কিছু লোক ভিড় করেছে শেকেডকে ঘিরে। একটু দূরে পড়ে থাকা ডার্বি হ্যাটের দিকে এগিয়ে গেল কয়েকজন। লোকটা নিশ্চয়ই জ্যাকব নাইবেক।

'হেলগা!' হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জেমি। 'ডাইনিটা কোথায়…'

'ট্রেনে উঠেছে,' শান্ত স্বরে জানাল ন্যান্সি। 'ওকে অনুসরণ করে এসেছিল এক বুড়ো, মাথায় সাদা হ্যাট ছিল। বুড়ো সহ হেলগাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছি। তোমাকে ওর নাম জানাতে বলল বুড়ো। কেভিন কিগান। বড় আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো, বুড়ো

যখন হেলগাকে ট্রেনে উঠতে বলল, প্রতিবাদ করা দূরে থাক, একটা কথাও বলল না, একেবারে বাধ্য মেয়ের মতো ট্রেনে উঠেছে। এর মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝলাম না!'

'বাবা ওর ব্যাপারে বলে গেছে আমাকে,' বলল জেমি। অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল কোন সমস্যা হলে বুড়ো কিগানের কাছে যেতে ওকে পরামর্শ দিয়েছিল জন ট্রেভালিয়ন।

'এবার বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে পারি?' জানতে চাইল ন্যান্সি। 'চলো, আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে। তুমিও,' বোল্টের উদ্দেশে বলল ও। 'তুমিও এখন আমাদের পরিবারের একজন।'

স্টেন্টসনদের বাড়ির পোর্চে ড্যান প্রেস্টনকে বসে থাকতে দেখতে পেল ওরা।

'তোমার মা অবশ্য ভিতরে যেতে বলেছে কয়েকবার,' ন্যান্সির উদ্দেশে বলল অফিসার। 'কিন্তু আমার মনে হলো বাইরে অপেক্ষা করাই ভাল।'

'একটু দেরি হলেও ফিরে এসেছি,' বলল জেমি। 'দুঃখিত, কথা রাখতে পারিনি।'

'যেটা রাখবার কথা, সেটা তো রেখেছ,' সহাস্যে বলল প্রেস্টন, হাত বাড়িয়ে দিল জেমির উদ্দেশে। 'তবে বাড়তি হিসাবে সঙ্গে ঝামেলা নিয়ে এসেছ।'

'কার মনে যে কী আছে, আগে থেকে বোঝা মুশকিল। সেজন্যে নিজস্ব পরিকল্পনাও বরবাদ করা যায় না। ফিরে এলাম। কারণ তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এবং মিস্ স্টেন্টসনকেও অন্য একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ভাবছি কালকের জন্যে এক স্কাই পাইলটের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেব, মিস্ স্টেন্টসন আর আমার ডাবল হার্নেসের জীবন শুরু করবার সব ব্যবস্থা পাকা করে দেবে সে। যাক্‌গে, যদি সম্ভব হয় আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'কী কাজ?'

পকেট থেকে বিশ ডলার বের করে এগিয়ে দিল জেমি। 'কিছু মনে কোরো না, বুঝতেই পারছ, এখন বেশ ব্যস্ত সময় কাটবে, নইলে কাজটা নিজেই করতাম। গ্লিন শেকেডের কবরের জন্যে একটা মার্কার কিনো। নিজেকে উঁচুদরের ও রুচিবান লোক মনে করত সে, মার্কার ছাড়া যদি কবরে ঘুমাতে হয়, বেচারার আত্মা কখনোই শান্তি পাবে না।'

'যাকে খুন করেছ তার জন্যে মার্কার কিনবে?'

'আমার বাবার জন্যেও একই কাজ করেছিল সে। কাউকে খুন করবার ইচ্ছে কখনোই ছিল না আমার। ওকেও খুন করতে চাইনি। কিন্তু সে নিজেই পিস্তলে হাত দিয়েছে। আমার তো মনে হয়, যা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা নেই সেটা না-ধরাই ভাল। একটা ব্যাপার আমি শিখেছি, মি. প্রেস্টন, পিস্তলের খেলায় যখন যোগ দেবে তুমি, সেটার সর্বোচ্চ দক্ষতা তোমাকে অর্জন করতে হবে, নইলে চরম মাশুল দিতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল প্রেস্টন। 'তুমি তা হলে শহর ছেড়ে যাচ্ছ?'

'উঠতি একজন ব্যবসায়ীর কি এক জায়গায় বসে থাকা চলে?' হাসতে হাসতে বলল জেমি। 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। আমার তো মনে হয় ব্যবসার খাতিরে বেশ কয়েকটা শহরে আসা-যাওয়ায় ব্যস্ত সময় যাবে আমার।'

'যাক্‌গে, মার্কার কিনতে গিয়ে তোমাকে ফতুর করব না আমি,' একই সুরে জবাব দিল প্রেস্টন।

বাইরের ফটক পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল জেমি। হাত বাড়িয়ে দিল প্রেস্টন, হাসল।

'পাহাড়ে পুড়ে যাওয়া সেই কেবিনে জজ মিলসের দেহাবশেষ পেয়েছি আমরা। সরকারী তহবিল তসরুফের দায়ে

ক্যান্সাসে একটা হুলিয়া আছে ওর নামে।'

'টিমবর্টের সঙ্গে কথা হয়নি?'

'না। ব্যাটা আগেই তল্লাট ছেড়ে ভেগে গেছে। তবে তোমার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কথা বলেছি। তোমার পক্ষে সাফাই গেয়েছে ওরা।'

প্রেস্টন চলে যেতে পোর্চে ফিরে এল জেমি। বোল্ট গোসল সারতে হোটেলে চলে গেছে। ওরা ঠিক করেছে সাফসুতরো হয়ে ন্যান্সি আর ওর মা সহ বন টনে ডিনার সারবে।

তৈরি হওয়ার তাগিদ বোধ করছে ন্যান্সি। জেমিও হোটেলে যাবে, বন টনে যাওয়ার পথে স্টেন্টসনদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।

'উঠতি ব্যবসায়ী, ওটা তোমার মনের কথা?' অপ্রতিভ স্বরে জানতে চাইল ন্যান্সি, মুখ নিচু হয়ে গেছে।

'নিশ্চয়ই!'

***

শুভম্ ক্রিয়েশন্